সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রয়োবিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৩

[গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা।]

মফঃস্বলে ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা।

ত্রয়োবিংশ ভাগের সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রয়োবিংশ ভাগ)

ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ*

ইউক্লিড তাঁহার জ্যামিতিতে নিম্নলিখিত পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধ ও পাঁচটি স্বীকার্য্যের অবতারণা করিয়াছেন।

স্বতঃসিদ্ধ

১। যাহারা কোন একটির সমান, তাহারা পরস্পর সমান।

২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমান যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।

৩। সমান সমান হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান।

৪। যাহারা পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহারা পরস্পর সমান।

৫। ভগ্নাংশ অপেক্ষা সমুদয় বৃহত্তর।

স্বীকার্য্য

১। যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানা যাইতে পারে।

২। যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরল ভাবে যথেচ্ছা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

৩। যে কোন বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া যথেচ্ছা দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যাইতে পারে।

৪। সকল সমকোণ পরস্পর সমান।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ, ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১ পাটীগণিতে ভগ্নাংশ শব্দ যোগরূঢ় অর্থে ব্যবহৃত। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য ইহাকে ব্যঞ্জনা অর্থে ব্যবহার করিতেছি।

৫। যদি একটি সরল রেখা অপর দুইটি সরল রেখার উপর পতিত হওয়ায়, এক পার্শ্বস্থ অন্তরস্থ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হয়, তবে উক্ত পার্শ্বে সরল রেখাদ্বয় অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি করিলে পরস্পর মিলিত হইবে।

পরবর্ত্তী জ্যামিতিকারগণ আরও পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধ বৃদ্ধি করিয়া তৎসঙ্গে ৪র্থ ও ৫ম স্বীকার্য্যকে স্বতঃসিদ্ধমধ্যে সংশ্লিষ্ট করতঃ স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা দ্বাদশটিতে পরিণত করিয়াছেন। নিম্নে পর্য্যায়ক্রমে তাহা সন্নিবেশিত হইল ;—

১। ইউক্লিডের ১ম স্বতঃসিদ্ধ।

২। „ ২য় „

৩। „ ৩য় „

৪। অসমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি অসমান এবং বৃহত্তরের সঙ্গে যোগ করিয়া যে সমষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বৃহত্তর।

৫। অসমান বস্তু হইতে সমান সমান বস্তু বিয়োগ করিলে, অবশিষ্ট অসমান এবং বৃহত্তর হইতে বিয়োগ করিয়া যে অবশিষ্ট পাওয়া যায়, তাহা বৃহত্তর।

৬। সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ পরস্পর সমান।

৭। সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান।

৮। ইউক্লিডের ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ।

৯। „ ৫ম „

১০। দুই সরল রেখা দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।

১১। ইউক্লিডের ৪র্থ স্বীকার্য্য।

১২। „ ৫ম „

ইহাদের মধ্যে আটটি (১ম—৭ম ও ৯ম) সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ ও অপর চারিটি (৮ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ) জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণ স্বতঃসিদ্ধের অর্থ যাহা, কি জ্যামিতিক, কি অপরাপর যে কোন গণিতশাস্ত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে। জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ মাত্র জ্যামিতিতেই প্রযুজ্য।

ইউক্লিডের ৫ম স্বতঃসিদ্ধ (আধুনিক ৯ম) স্বতঃসিদ্ধ নামে অভিহিত হইতে পারে না। ইহাকে সামান্য পরিবর্ত্তন করিলেই "বৃহত্তর" শব্দের সংজ্ঞায় পরিণত করা যাইতে পারে। যথা ;—

সমুদয়কে, যাহা তাহার ভগ্নাংশ, কি ভগ্নাংশের সমান, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর বলে।

নবগঠিত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধগুলিও (৪র্থ—৭ম) স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত নয়. ইহা ইউ-

ক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ কয়টির সাহায্যেই প্রমাণিত হয়। যদিও এই প্রমাণে অপর দুইটি সত্যের প্রয়োজন, কিন্তু তাহা এত দূর যে, স্বভাবআয়ত্ব জ্যামিতিকারগণ তাহাদিগকে সূত্রাকারে গঠিত করা আবশ্যকই বোধ করেন নাই। অথচ জ্যামিতিক প্রমাণে সর্ব্বদাই তাহাদের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে। সত্য দুইটি এই ;—

(ক) দুইটি বস্তু পরস্পর সমান হইবে, অথবা তাহাদের একটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর হইবে।

(খ) বৃহত্তর লঘুতরের সমান হইতে পারে না।

নবগঠিত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধগুলির প্রমাণ

৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ

ক ও খ দুইটি অসমান বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ক বৃহত্তর এবং গ ও ঘ সমান সমান বস্তু; ক ও গ এর সমষ্টি[১] খ ও ঘ এর সমষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

ক, খ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব ক এর এরূপ একটি ভগ্নাংশ আছে, যাহা খ এর সমান।

মনে কর, উক্ত ভগ্নাংশ চ।

অতএব ক ; চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটি বস্তুর সমষ্টি।

অতএব ক ও গ এর সমষ্টি চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটি বস্তু ও গ এর সমষ্টি।

কিন্তু খ, চ এর এবং ঘ,গ এর সমান।

অতএব খ ও ঘ এর সমষ্টি গ ও চ এর সমষ্টির সমান। [১ম স্বঃ

কিন্তু গ ও চ এর সমষ্টি গ, চ, ছ প্রভৃতির সমষ্টির ভগ্নাংশ।

অতএব খ ও ঘ এর সমষ্টি অপেক্ষা ক ও গ এর সমষ্টি বৃহত্তর।

৫ম স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধের ন্যায়।

৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধ

খ ও গ এর প্রত্যেকে ক এর দ্বিগুণ ; খ ও গ পরস্পর সমান হইবে।

খ ও গ এর প্রত্যেকে ক এর দ্বিগুণ।

---

১ সংজ্ঞা—একটি বস্তু অপর কয়েকটি বস্তুর সমষ্টি হইলে উক্ত অপর কয়েকটি বস্তুর যে কোনটিকে উক্ত একটি বস্তুর ভগ্নাংশ বলে।

অর্থাৎ খ ও গ এর প্রত্যেকটি ক এর সমান দুটি বস্তুর সমষ্টি।

মনে কর, ক এর সমান ঘ ও ঙ এই দুটি বস্তুর সমষ্টি খ এবং উক্ত ক এর সমান চ ও ছ এই দুটি বস্তুর সমষ্টি গ।

ঘ, ঙ, চ ও ছ প্রত্যেকে ক এর সমান।

অতএব ঘ ও ঙ এর সমষ্টি চ ও ছ এর সমষ্টির সমান। [২য় স্বঃ

ঘ ও ঙ এর সমষ্টি খ এবং চ ও ছ এর সমষ্টি গ।

অতএব খ ও গ পরস্পর সমান।

আমরা নিম্নে উক্ত স্বতঃসিদ্ধের অনুরূপ আর একটি সত্য সন্নিবেশিত করিতেছি ;—

ক। যে যে বস্তু প্রত্যেকে অসমান বস্তুর দ্বিগুণ, তাহারা পরস্পর অসমান হইবে এবং বৃহত্তর বস্তুর দ্বিগুণ বৃহত্তর হইবে।

[প্রমাণ ৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণের অনুরূপ]

৭ম স্বতঃসিদ্ধ

খ ও গ প্রত্যেকে কএর অর্দ্ধ ; খ ও গ পরস্পর সমান হইবে।

খ ও গ প্রত্যেকে কএর অর্দ্ধ।

অর্থাৎ ক ইহাদের প্রত্যেকের দ্বিগুণ।

যদি খ ও গ পরস্পর সমান না হয়, তবে ইহাদের দ্বিগুণও অসমান। [খ সত্য

কিন্তু তাহা অসম্ভব।

অতএব খ ও গ পরস্পর সমান।

ইউক্লিডের ৩য় স্বতঃসিদ্ধও প্রমাণিত হইতে পারে। যথা ;—

ক ও খ দুইটি সমান সমান বস্তু এবং গ ও ঘ দুই সমান সমান বস্তু।

ক ও গ এর বিয়োগ-ফল খ ও ঘ এর বিয়োগ-ফলের সমান হইবে।

যদি ক ও গ এর বিয়োগ-ফল খ ও ঘ এর বিয়োগ ফলের সমান না হয়, তবে মনে কর, তাহারা অসমান।

মনে কর, ক ও গ এর বিয়োগ-ফল ঙ এবং খ ও ঘ এর বিয়োগ-ফল চ।

অতএব ঙ ও চ অসমান।

গ ও ঘ পরস্পর সমান।

অতএব গ ও ঙ এর সমষ্টি এবং ঘ ও চ এর সমষ্টি অসমান। [৪র্থ স্বঃ

ক হইতে গ বিয়োগ করিলে ঙ অবশিষ্ট থাকে।

অতএব ক ; গ ও ঙ এর সমষ্টি।

খ হইতে ঘ বিয়োগ করিলে চ অবশিষ্ট থাকে।

অতএব খ ; ঘ ও চ এর সমষ্টি।

অতএব ক ও খ পরস্পর অসমান।

কিন্তু তাহা অসম্ভব।

অতএব ক ও　এর বিয়োগ-ফল খ ও ঘ এর বিয়োগ-ফলের সমান।

এখন দেখা যাইতেছে, প্রথম দুইটি ব্যতীত আর কোন সাধারণ স্বতঃসিদ্ধই স্বতঃসিদ্ধ নয়। এই স্বতঃসিদ্ধ দুইটির উদ্দেশ্য সমানতা নিরূপণ। ইউক্লিডের ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ সাধারণত্ব-ধর্ম্ম-বহির্ভূত হইলেও সমানতা নিরূপণে ইহাদের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় ও পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধকে স্বতঃসিদ্ধ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট স্বতঃসিদ্ধত্রয়ে কি কি তত্ত্ব নিহিত আছে, সংপ্রতি তাহাই আলোচ্য।

স্বতঃসিদ্ধত্রয়ের উদ্দেশ্য—সমানতা নিরূপণের প্রয়োগস্থল পরিমাণ-ঘটিত বস্তু। স্থান-বাচক, কালবাচক প্রভৃতি ভেদে পরিমাণ বহুবিধ। জ্যামিতি শাস্ত্র মাত্র স্থান (portion of space) সম্বন্ধে আলোচিত। সুতরাং ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম স্বতঃসিদ্ধকে শুদ্ধ জ্যামিতিক না বলিয়া সাধারণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মাত্র চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত "মিলিয়া যায়" এই কথায় স্থানঘটিত ভাব লুক্কায়িত থাকায় ইহা জ্যামিতিক নামে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত অবশিষ্ট তিনটি স্বতঃসিদ্ধের বিষয়ে চর্চ্চা করিতে হইলে, সমান শব্দের অর্থ পূর্ব্বে অবগত হওয়া প্রয়োজন। সমানের অর্থের অনুসন্ধানে প্রত্যেক প্রকারের পরিমাণে ইহার প্রয়োগ বিশ্লেষ করা হউক।

প্রথমতঃ সময়বাচক পরিমাণ—এতৎসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল জ্ঞান দিবারাত্র দ্বারা উপলব্ধি হয়। দিবারাত্র পৃথিবীর আহ্নিক গতি হইতে উৎপন্ন। পৃথিবী স্বীয় কক্ষ সর্ব্বদাই সম (uniform) বেগে আবর্ত্তন করে। সেই আবর্ত্তন একবার পূর্ণ হইলে এক অহোরাত্র হয়।

এই অহোরাত্রকেই আমরা সময়ের মৌলিক একক (unit) ভাবে গ্রহণ করি। অর্থাৎ অহোরাত্রকেই পরস্পর সমান ধরিয়া তদ্দ্বারা অপরাপর সময়ের পরিমাণ নির্ণয় করি। তবেই পৃথিবীর বেষ্টনরূপ নির্দ্দিষ্ট স্থানের সমান পথ আমরা যে যে সময়ে সমবেগে অতিক্রম করি, তাহাদিগকেই পরস্পর সমান ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে।

ঘটিকাযন্ত্র সাহায্যে সময়ের পরিমাণ অহোরাত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভাবে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ঘটিকাযন্ত্রের কাটাদ্বয়ও মোটামোটি সমবেগে আবর্ত্তিত হয়। সুতরাং ঘটিকাযন্ত্র সাহায্যে যে যে সমানতা নিরূপিত হয়, তাহাও সমবেগে সমান সমান স্থান অতিক্রম করার

সময় বই কিছুই নয়। ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও মোটের উপর পূর্ণ আবর্ত্তনের তুলনায় কাটার বেগ সম, কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাবে, কাটাদ্বয়ের প্রত্যেক দাগ অতিক্রম করার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তথায় বেগের বৈষম্য পূর্ণ মাত্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। এই দাগ অতিক্রম দোলকযন্ত্রের (pendulum) গতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু দোলকযন্ত্র সমবেগে চালিত হয় না। তাহার গতিতে ঋদ্ধি (acceleration) আছে। তবে এই ঋদ্ধ গতির সময় নির্ণয় করিতে বল-বিজ্ঞানের (dynamics) যে যে প্রতিজ্ঞার আবশ্যক, তাহাদের সত্যতা সমবেগের ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত। অধিকন্তু অন্য কোন প্রকারে স্থানঘটিত সমানতা নির্দ্ধারণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ। অতএব আমরা স্থানঘটিত সমানের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদান করিব ;—

কোন দ্রব্য (material body) সমবেগে চালিত হইয়া সমান সমান স্থান যে যে সময়ে অতিক্রম করে, তাহাদিগকে সমান সমান সময় বলে।

বল বিজ্ঞানে সমবেগের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা আছে ;—

একটি কণিকা (particle) যদি এই প্রকারে গতিপ্রাপ্ত হয় যে, যত ক্ষুদ্র সময়ই ধরা হউক, সমান সমান সময়ে সর্ব্বদাই সমান সমান স্থান অতিক্রম করে, তবে উক্ত কণিকার বেগকে সমবেগ বলে।

সমবেগের এই সংজ্ঞা স্বীকার করিতে হইলে, সমান সময়ের উপরোক্ত সংজ্ঞা টিকিতে পারে না। কারণ, সমবেগের সংজ্ঞায় সময়ের সমানতা প্রয়োজন হওয়ায়, সমান সময়ের সংজ্ঞায় সমবেগের বিদ্যমানতা যুক্তিবিগর্হিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বেগের সমতা সম্বন্ধীয় ধারণা ব্যতীত সময়ের সমানতাঘটিত ধারণা অসম্ভব। অতএব সমবেগের উক্ত প্রকারের সংজ্ঞা অযৌক্তিক। এমতাবস্থায় সমবেগ কাহাকে বলে, দেখা কর্ত্তব্য।

সার আইজাক নিউটনের গতি সম্বন্ধীয় প্রথম বিধি এই ;—

"বহিঃস্থিত বলদ্বারা পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক দ্রব্য হয় স্থির ভাবে অবস্থিত থাকিবে, না হয় সমবেগে সরলরৈখিক পথে চালিত হইবে।"

সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম ও বহিঃস্থিত বল প্রয়োগের অভাব—মাত্র এই দুইটি বিষয়ই সমবেগ সম্বন্ধে জানা যায়। বল বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত সমবেগ সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা মাত্রই উক্ত সত্যদ্বয় হইতে উদ্ভূত, সুতরাং প্রথম সত্যের অক্ষমতা হেতু, সংজ্ঞা গ্রহণে দ্বিতীয় সত্যই গ্রহণ করিতে হইবে। গঠিত সংজ্ঞা এই ;—

কোন গতিপ্রাপ্ত দ্রব্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি বহিঃস্থিত বল প্রযুক্ত না হয়, তবে উক্ত সময়ে উক্ত দ্রব্য সমবেগে চালিত হইতেছে, এরূপ বলা হয়।

নিউটনের গতি সম্বন্ধীয় ১ম বিধিতে আর একটি বিষয় গুপ্তভাবে নিহিত আছে। তিনি সময়ের সমানতা-সাহায্যে বেগের সমতা ধরিয়াছেন। সুতরাং "সমবেগে চালিত হইবে",

ইহা হইতে ক সময়ে সমবেগে চালিত চ ও ছ দ্রব্য ক্রমে ট ও ঠ পথ অতিক্রম করিলে, ক এর সমানং খ সময়েও চ ও ছ দ্রব্য ক্রমে ট ও ঠ এর সমান পথ অতিক্রম করিবে। কিন্তু আমরা যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি, তাহা দ্বারা খ সময়ে চ ও ছ দ্রব্য ট ও ঠ এর সমান পথ অতিক্রম করিবেই, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি না। চ দ্রব্য ক সময়ে ট পথ অতিক্রম করে ও খ সময়ে ট এর সমান আর একটি পথ অতিক্রম করে। এমতাবস্থায় ক সময় খ সময়ের সমান হইবে। কিন্তু ছ দ্রব্য ক সময়ে ঠ পথ অতিক্রম করে বলিয়া, উক্ত খ সময়েও ঠ এর সমান পথ অতিক্রম করিবেই; এই সিদ্ধান্ত উক্ত সংজ্ঞাদ্বয় হইতে কিছুতেই পাওয়া যায় না। সুতরাং উক্ত সংজ্ঞাদ্বয় রাখিতে হইলে, উক্ত প্রথম বিধিকে এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে ;—

(১) বহিঃস্থিত বল প্রয়োগ ব্যতীত কোন স্থির দ্রব্য গতিপ্রাপ্ত ও গতিশীল দ্রব্য স্থিরতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

(২) সমবেগে চালিত দ্রব্যের পথ মাত্রেই সরলরৈখিক।

(৩) সমবেগে চালিত বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন সময়ের পথের দৈর্ঘ্য সামানুপাতিক।

সমবেগে চালিত চ ও ছ দ্রব্য ক্রমে ক সময়ে ট ও ঠ পথ এবং গ সময়ে ড ও ঢ পথ অতিক্রম করিলে, ট : ঠ : : ড : ঢ হইবে।

নিউটনের বিধিটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিধি নহে। তাহাও (১) বহিঃস্থিত বলপ্রয়োগ ব্যতীত স্থির ও গতিবিশিষ্ট অবস্থা পরিবর্ত্তনে অক্ষমতা, (২) সরলরৈখিক গতি ও (৩) সমবেগে চালিত —এই তিনটি সত্যের সমবায়। সুতরাং ইহাদের মিশ্রণে একটি বিধি উৎপন্ন না করিয়া তিনটি পৃথক্ পৃথক্ বিধি রাখাই সঙ্গত।

এখন দেখিতেছি, সময়-ঘটিত সমানতার সংজ্ঞা স্থানঘটিত সমানতার উপর নির্ভর করে।

বল বিজ্ঞানে বল ও গুরুত্বের সমানতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদত্ত আছে ;—

একই দ্রব্য যে যে বল দ্বারা সমান সমান সময়ে সমান সমান স্থান অতিক্রম করে, তাহাদিগকে সমান বল বলে।

যে যে দ্রব্য সমান সমান বল দ্বারা সমান সমান সময়ে সমান সমান স্থান অতিক্রম করে, তাহাদের গুরুত্বকে সমান বলে।

এই প্রকারে দেখান যায়, যাবতীয় প্রকার পরিমাণের সমানতার সংজ্ঞায় স্থানঘটিত সমানতার প্রয়োজন। সুতরাং যাহারা সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কথিত, তাহাদের সাধারণ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ, বিভিন্ন প্রকার পরিমাণের সমানতা সম্বন্ধে কোন সাধারণ সংজ্ঞা হইতে পারে না। অর্থাৎ তাহারা একই জিনিষ বলিয়া অভিহিত হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। মাত্র স্থানঘটিত সমানতার উপর তথাকথিত অপরাপর সমানতা নির্ভর করায়

উক্ত স্বতঃসিদ্ধগুলিও উক্ত তথাকথিত সমানতায় প্রযোজ্য হইতে পারে। এক্ষণে তথাকথিত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধগুলিও জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধরূপেই পরিণত হইল এবং যাহাকে এতক্ষণ স্থানঘটিত সমান বলিয়া আসিয়াছি, তাহার সংজ্ঞাই সমান শব্দের সংজ্ঞায় পরিণত হইবে।

ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সমানতানিরূপণকারী যত প্রতিজ্ঞা আছে, সমস্তই প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ ও ৮ম প্রতিজ্ঞার সাহায্যে প্রমাণিত। এই প্রতিজ্ঞাদ্বয়ে একটি ত্রিভুজ অপর ত্রিভুজের উপর পাতিত করায় তাহারা পরস্পর মিলিয়া যায়, এইরূপ দেখাইয়া ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধের সাহায্যে তাহাদের সমানতা নিরূপণ করা হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধই যাবতীয় সমানতা নিরূপণ করার ভিত্তি। অর্থাৎ উহাতেই সম্পূর্ণরূপে সমানতা ধর্ম্ম নিহিত আছে। জ্যামিতিক ত্রিভুজাদি যাবতীয় চিত্র স্থানঘটিত। একটি স্থানকে অপর স্থানের উপর পাতিত করা অসম্ভব। স্থান চালিত হইতে পারে না। দৃশ্যমান জগতে চালিত হইতে মাত্র দ্রব্যই সমর্থ। কিন্তু জ্যামিতিক চিত্র দ্রব্যঘটিত হইলে, সরল রেখাকে যথেচ্ছা বর্দ্ধিত করা (২য় স্বীঃ) কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ, দ্রব্য মাত্রই সীমাবদ্ধ। তবে একটি দ্রব্যকে এক স্থান হইতে অপসারিত করিয়া অপর স্থানের উপর পাতিত করা যায় এবং তদবস্থায় আমরা উক্ত স্থানদ্বয়কে পরস্পর সমান বলিয়া থাকি। এইরূপে একটি রেখার উপর কোন দ্রব্য পাতিত করিয়া উক্ত দ্রব্যের যে যে কণিকা উক্ত রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে পাতিত হয়, দ্রব্যটি অপসারিত হইয়া স্থানান্তরিত হইলে, তথায় উক্ত কণিকাগুলির অবস্থিতি বিন্দুরাশি দ্বারা নূতন একটি রেখা উৎপন্ন হইবে। ইহাকে প্রথমোক্ত রেখার উপরিপাতনরূপে ব্যবহার করিয়া ৪র্থ ও ৮ম প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করা যায়। তবে এরূপ সান্তরতা-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত দ্রব্য এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, যাহাতে সম্পূর্ণরূপে একটি জ্যামিতিক রেখা স্থাপিত হয়। তবে এই মাত্র বলা যায় যে, অসম্ভব হইলেও উক্তরূপ একটি কাল্পনিক দ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত দুইটি রেখার সমানতা নিরূপণ অসম্ভব। ইহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংজ্ঞা পাইতেছি ;—

একই দ্রব্য যে যে স্থান অধিকার করে, তাহাদিগকে পরস্পর সমান বলে।

১ম স্বতঃসিদ্ধের বিশেষ কথন এই ;—

ক ও **খ** প্রত্যেকে **গ** এর সমান **ক** ও **খ** পরস্পর সমান হইবে।

সংজ্ঞানুসারে **ক** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য যদি **গ** স্থানে অবস্থিতি করে এবং **খ** স্থানে অবস্থিত দ্রব্যও যদি **গ** স্থানে অবস্থিতি করে, তবে **ক** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য **খ** স্থানে এবং **খ** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য **ক** স্থানে অবস্থিতি করিবে। অর্থাৎ **ক** ও **খ** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য **গ** স্থানে অবস্থিতি করাতে এমন একটি সময় আসিবে যে, তখন **ক** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য, চালিত হইয়া **খ** স্থানে উপস্থিত হইতে হইবেই। কিন্তু এরূপ কাল্পনিক সিদ্ধান্তে পদার্থ-বিজ্ঞানের উপর একটি খামখেয়ালী জবরদস্তী আসিয়া পরে। আমাদের মাত্র এইটুকু বলিবার ক্ষমতা আছে যে, **ক** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য **খ** স্থানে ও **খ** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য **ক** স্থানে অবস্থিতি

করিতে সমর্থ। অতএব ১ম স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করিতে হইলে উপরোক্ত সমান শব্দের সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্তিত হইবে।

একই দ্রব্য যে যে স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাদিগকে পরস্পর সমান বলে।

এই সংজ্ঞা হইতে এরূপ দুইটি স্থান পরস্পর সমান হইতে পারে, যাহাদের উভয় স্থানে কোন একটি দ্রব্যই অবস্থিতি করে নাই। সুতরাং দ্রব্যের অবস্থিতি সমানতার কারণ নহে। একটি স্থান অপর স্থানের সমান বলিয়াই তাহাতে অবস্থিত দ্রব্য উক্ত অপর স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে। অর্থাৎ আমরা সমান শব্দের যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তাহা সংজ্ঞা-পদবাচ্য হইতে পারে না।

আমরা ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধকে সংজ্ঞাকারে পরিবর্তিত করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তবে এই মাত্র জানা গেল যে, ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃসিদ্ধ নহে।

"যাহারা পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহারা সমান।"

শুধু এই কথায় জ্যামিতিক সত্য প্রকাশ পায় না। ইহার আভ্যন্তরিক অর্থ নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ করা যায়,—

একই দ্রব্য যে যে স্থান অধিকার করিতে পারে, তাহারা পরস্পর সমান।

কিন্তু ইহাকেও স্বতঃসিদ্ধ বলা যায় না। কারণ, স্থান অধিকার করার পূর্ব্বেই অধিকার করিবার সমর্থতা স্বীকৃত হইয়াছে। এমতাবস্থায় একটি দ্রব্য কোন স্থানে অবস্থিতি করিবার পূর্ব্বেই উক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতে সমর্থ, এই অভিজ্ঞতা লাভ হয়, ইহা স্বীকার করা হইতেছে। সুতরাং উক্ত অভিজ্ঞতা হইতে কোন বস্তুর কোন স্থানে অবস্থিতির কারণরূপে যে যে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের উপরেই উক্ত ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ নির্ভর করিবে।

১ম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে ক ও খ স্থানে অবস্থিত দ্রব্যদ্বয়ের প্রত্যেকে গ স্থানে অবস্থিতি করিতে পারিলে, ক স্থানের অবস্থিত দ্রব্য খ স্থানে ও খ স্থানের অবস্থিত দ্রব্য ক স্থানে অবস্থিতি করিতে পারিবে। অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধ নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্তন করা যায়।

একই স্থানে দুইটি দ্রব্যের যে কোনটি অবস্থিতি করিতে পারিলে তাহাদের একটি যে যে স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে, অপরটিও সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে পারিবে।

৪র্থ স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় একই কারণে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই সত্য হইতে দেখা যায়, দ্রব্য-ভেদে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন ইতর-বিশেষ হয় না।

৫ম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে দেখা যায়, কোন একটি স্থানে অবস্থিত দ্রব্য অপর একটি স্থানে অবস্থিতি না করিতে পারিলেও তাহারা পরস্পর সমান হইতে পারে। সমান সমান দ্রব্যের [illegible] বলেই। সুতরাং এই স্বতঃসিদ্ধ পরিষ্কারই প্রকাশ করে যে, স্থানের সমানতা দ্রব্যের অবস্থিতির উপর নির্ভর করে না। পক্ষান্তরে দ্রব্যের অবস্থিতি ব্যতীত

স্থানের সমানতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের অন্য কোন উপায়ই নাই। এমন কি, স্থানের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞানও দ্রব্যের অবস্থিতির উপর নির্ভর করে।

নিম্নলিখিত উপায়ে উক্ত তাত্ত্বিক (theoritical) ও ব্যবহারিক (practical) জ্ঞানের বিরোধের সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে।

একটি দ্রব্য যে কোন একটি স্থানে নেওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ দার্শনিক ভাষায় ;—

(গ) যে কোন একটি দ্রব্যের অংশ* যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

যদিও ইহা কোন প্রচলিত সত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে, তথাপি ইহা এত দূর স্বভাবআয়ত্ত যে, তাহাতে কাহারও আপত্তি আসিতে পারে না।

প্রচলিত নয় অথচ স্বভাবআয়ত্ত আর একটি সত্য গঠিত হইতে পারে।

(ঘ) একটি বস্তু কোন স্থানে অবস্থিতি করিলে, উক্ত দ্রব্যের যে কোন অংশ উক্ত স্থানের অংশে অবস্থিতি করিবে।

এই দুইটি সত্য হইতে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাটি প্রমাণিত হয়।

থ। যে কোন একটি দ্রব্যের এরূপ একটি অংশ আছে, যাহা যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

ক দ্রব্যের এরূপ একটি অংশ আছে, যাহা যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

ক দ্রব্যের এরূপ একটি অংশ আছে, যাহা চ স্থানের কোন অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

মনে কর, ক দ্রব্যের উক্ত অংশ $ক_1$, ও চ স্থানের উক্ত অংশ $চ_1$।

$ক_1$ দ্রব্যের এরূপ অংশ আছে, যাহা ছ স্থানের কোন অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

মনে কর $ক_1$ দ্রব্যের উক্ত অংশ $ক_2$।

$ক_1$ দ্রব্য ক দ্রব্যের অংশ।

এবং $ক_2$ দ্রব্য $ক_1$ দ্রব্যের অংশ।

অতএব $ক_2$ দ্রব্য ক দ্রব্যের অংশ।

$ক_1$ দ্রব্য $চ_1$ স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে। অতএব $ক_1$ দ্রব্যের $ক_2$ অংশ $চ_1$ স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

মনে কর, উক্ত অংশ $চ_2$।

$চ_1$ স্থান চ স্থানের অংশ।

---

* অংশ বলিতে পূর্ণাংশ ও ভগ্নাংশ উভয়ই বুঝাইবে।

এবং চ$_{২}$ স্থান চ$_{১}$ স্থানের অংশ।

অতএব চ$_{২}$ স্থান চ স্থানের অংশ।

অতএব ক দ্রব্যের ক$_{২}$ অংশ চ স্থানের চ$_{২}$ অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

অর্থাৎ ক দ্রব্যের এরূপ অংশ আছে, যাহা চ স্থানের কোন অংশে ও ছ স্থানের কোন অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

এই প্রকারে দেখান যায়, ক দ্রব্যের এরূপ একটি অংশ আছে, যাহা যে কোন স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।*

সাময়িক সংজ্ঞা

(ক) একটি দ্রব্যের যে অংশ যে কোন স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাকে কণিকা বলে।

(খ) কণিকা যে স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাকে বিন্দু বলে।

কোন স্থানে অবস্থিত দ্রব্য উক্ত স্থানের ভগ্নাংশে অবস্থিতি করিতে পারে না। সুতরাং যে কোন বিন্দুর ভগ্নাংশ থাকিতে পারে না। কারণ, বিন্দুতে অবস্থিত কণিকা তাহার লঘুতর কোন অংশে অবস্থিতি করিতে পারে না।

এবং কণিকারও কোন ভগ্নাংশ থাকিতে পারে না। কারণ, ভগ্নাংশ থাকিলে, তাহা উক্ত কণিকার অবস্থান-বিন্দুর ভগ্নাংশে অবস্থিতি করিবে। কিন্তু বিন্দুর ভগ্নাংশ না থাকায় তাহা অসম্ভব।

অতএব যে কোন বিন্দুতে যে কোন কণিকা অবস্থিতি করিতে পারে।

ঘ সত্য এবং ১ ও ২ সং।]

সংজ্ঞানুসারে দ্রব্যের যে কোন অংশে কণিকা ও স্থানের যে কোন অংশে বিন্দু আছে এবং দ্রব্য ও স্থানঘটিত সত্যগুলি বিন্দু ও কণিকা হইতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব উক্ত ক ও খ সংজ্ঞাকে নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্তিত করা যায় ;—

সংজ্ঞা

(১) কণিকার সমষ্টিকে দ্রব্য বলে।

(২) বিন্দুর সমষ্টিকে স্থান বলে।

---

* কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, ক বস্তুর ক$_{১}$, ক$_{২}$ প্রভৃতি অংশসমূহ এবং চ স্থানের চ$_{১}$, চ$_{২}$ প্রভৃতি অংশসমূহকে ক্রমশঃই ভগ্নাংশে বিভাগ করা যাইতে পারিবে। এইরূপ অংশশ্রেণীর শেষ থাকিতে পারে না। তাহাদের প্রতি নিবেদন এই ;—উক্ত অংশশ্রেণীর চরম কল্পনার যুক্তি আমরা শেষ পৃষ্ঠায় প্রদর্শন করিব

দ্রব্যবিজ্ঞানে (Physics) নিম্নলিখিত সত্য দুইটি আছে ;

১। একই সময়ে একই স্থানে মাত্র একটি দ্রব্য অবস্থিতি করিতে পারে।

২। একই সময়ে একটি দ্রব্য মাত্র একটি স্থানে অবস্থিতি করে।

অতএব ;—

১। একই সময়ে একই বিন্দুতে মাত্র একটি কণিকা অবস্থিতি করিতে পারে।

২। একই সময়ে একটি দ্রব্য মাত্র একটি বিন্দুতে অবস্থিতি করে।

সংজ্ঞা

(৩) একটি দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত কণিকাগুলি যে যে বিন্দুতে অবস্থিতি করে, তাহাদের সমষ্টি যে স্থান, তাহাতে উক্ত দ্রব্য অবস্থিতি করে, এরূপ বলা হয়।

একই সময়ে একই বিন্দুতে একাধিক কণিকা, কি একটি কণিকা একাধিক বিন্দুতে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হওয়ায় একটি দ্রব্যে যত সংখ্যক কণিকা আছে, উক্ত বস্তু মাত্র তত সংখ্যক বিন্দুবিশিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে।

আমরা নিম্নস্থিত দুইটি সত্য হইতে সমান শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

১। একই দ্রব্য যে যে স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহারা পরস্পর সমান।

২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমান যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।

তাহাতে দেখিয়াছি, বস্তুর অবস্থিতি স্থানের সমানতার কারণ নহে; স্থানের সমানতাই দ্রব্যের অবস্থিতির কারণ। এমন কি, এক স্থানে অবস্থিত দ্রব্য অন্য স্থানে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হইলেও মাত্র বিভিন্ন অংশসমূহের সমানতা দ্বারা (২ স্বঃ) তাহারা সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। অথচ দ্রব্যের অবস্থিতি ব্যতীত স্থানের সমানতা প্রাপ্ত হওয়াও অসম্ভব।

এখন দেখিতেছি ;—

১। দ্রব্য ও স্থান, কণিকা ও বিন্দু নামক সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশে বিভক্ত।

২। যে কোন কণিকা যে কোন বিন্দুতে অবস্থিত হইতে পারে।

৩। একটি দ্রব্য যে যে স্থানে অবস্থিতি করে, সেই সেই স্থান একই সংখ্যাবিশিষ্ট বিন্দুর সমষ্টি।

ইহা হইতে আমরা সমান শব্দের এই সংজ্ঞা প্রদান করিতেছি।

সংজ্ঞা

(৪) যে যে স্থান একই সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি, তাহাদিগকে সমান বলে।

এই সংজ্ঞায় প্রকৃত পক্ষে দ্রব্যের সূক্ষ্মাংশ কণিকার অবস্থিতি হইতেই স্থানের সমানতা পাইতেছি; অথচ সর্ব্বতোভাবে সমান দুইটি স্থান একই সংখ্যাবিশিষ্ট বিন্দু হওয়ায় তাহাদের

এক স্থানে অবস্থিত দ্রব্য অপর স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে। সুতরাং স্থানীয় সমানতাই দ্রব্যের অবস্থিতির কারণ।

সমান সমান স্থানে সমান সমান স্থান যোগ করিলে প্রথমোক্ত সমান সমান স্থানের একই সংখ্যা এবং দ্বিতীয় সমান সমান স্থানেরও একই সংখ্যা হওয়ায়, তাহাদের সমষ্টিদ্বয়ের সংখ্যা এক হইবে। সুতরাং সমষ্টিদ্বয় পরস্পর সমান হইবে।

সমান শব্দের এই সংজ্ঞার সাহায্যে স্থান ও দ্রব্যের অবিভাজ্য অংশের বর্ত্তমানতা ও তৎসঙ্গে উক্ত দ্বিবিধ অবিভাজ্য অংশের মধ্যে মাত্র দুইটি সম্পর্ক স্বীকার করিয়া তদ্দ্বারা পরস্পর স্বতন্ত্র নয়টি সত্য প্রমাণিত হয়

বিন্দু ও কণিকার সম্পর্কনিরূপক সত্য

১। একই সময়ে একই বিন্দুতে মাত্র একটি কণিকা অবস্থিতি করিতে পারে।

২। একই সময়ের একটি কণিকা মাত্র এক স্থানে অবস্থিতি করিবে।

পরস্পর স্বতন্ত্র সত্য নয়টিও তাহার প্রমাণ

১। যাহারা কোন একটির সমান, তাহারা পরস্পর সমান।

ক স্থান ও খ স্থান গ স্থানের সমান।

মনে কর, ক স্থান স সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি।

অতএব গ স্থানও স সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি।

খ স্থান গ স্থানের সমান।

অতএব খ স্থানও স সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি।

কিন্তু ক স্থান স সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি।

অতএব ক স্থান খ স্থানের সমান।

২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমান যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।

[সমান শব্দের সংজ্ঞার যুক্তি প্রদর্শন সময়ে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে।]

৩। দুইটি স্থান পরস্পর সমান হইবে অথবা তাহাদের একটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর হইবে।

ক ও খ দুইটি স্থান।

যদি ক স্থানের বিন্দু ও খ স্থানের বিন্দু একই সংখ্যাবিশিষ্ট হয়, তবে তাহারা পরস্পর সমান।

নচেৎ ক ও খ স্থানের মধ্যে যাহার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুর সংখ্যা বৃহত্তর, সেটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর।

৪। বৃহত্তর লঘুতরের সমান হইতে পারে না।

৫। একটি দ্রব্য যে যে স্থানে অধিকার করিতে পারে, তাহারা পরস্পর সমান।

৬। যে কোন একটি দ্রব্যের অংশ যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

৭। একটি দ্রব্য যে কোন স্থানে অবস্থিতি করিলে, উক্ত দ্রব্যের যে কোন অংশ উক্ত স্থানের অংশে অবস্থিতি করিবে।

[উপরোক্ত সত্য চারিটি সংজ্ঞা হইতে এত সহজে প্রমাণিত হয় যে, প্রমাণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।]

ক দ্রব্য চ স্থানে অবস্থিতি করে; ক দ্রব্যের ক$_1$ অংশ চ স্থানের অংশে অবস্থিতি করিবে।

ক দ্রব্যের ক$_1$ অংশ।

অতএব ক$_1$ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত যে কোন কণিকা ক$_1$ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব ক$_1$ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত যে কোন কণিকা যে যে বিন্দুতে অবস্থিতি করে, তাহারা চ স্থানের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব ক$_1$ দ্রব্য চ স্থানের অংশে অবস্থিতি করে।

৮। একই সময়ে একই স্থানে মাত্র একটি দ্রব্য অবস্থিতি করিতে পারে।

ট সময়ে চ স্থানে ক দ্রব্য অবস্থিতি করে।

চ স্থান চ$_1$, চ$_2$ প্রভৃতি বিন্দুর এবং ক দ্রব্য ক$_1$, ক$_2$ প্রভৃতি কণিকার সমষ্টি।

ট সময়ে চ$_1$, চ$_2$ প্রভৃতি বিন্দুতে ক$_1$, ক$_2$ প্রভৃতি কণিকা মাত্র এক একটি অবস্থিতি করিতে পারে।

অর্থাৎ ট সময়ে চ$_1$, চ$_2$ প্রভৃতি বিন্দুর সমষ্টি চ স্থানে, ক$_1$, ক$_2$ প্রভৃতি কণিকার সমষ্টি ক দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন বস্তু অবস্থিতি করিতে পারে না।

৯। একই সময়ে একটি দ্রব্য মাত্র একটি স্থানে থাকিবে।

[প্রমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী সত্যের অনুরূপ।]

এই নয়টি সত্যকে স্বতঃসিদ্ধরূপে কল্পনা করা অপেক্ষা বিন্দু ও কণিকার উক্ত তত্ত্ব স্বীকার পূর্ব্বক মাত্র দুইটি মৌলিক সত্য দ্বারা তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয় এবং সমান শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা উক্ত নয়টি সত্যের প্রমাণ সাধন অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত

বাঙ্গালা শব্দ-কোষ*

[সমালোচনা]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্কলিত "বাঙ্গালা শব্দ-কোষ" বঙ্গ-সাহিত্যে একটি অভিনব ও অমূল্য সামগ্রী। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাঁহার এই গ্রন্থে বাঙ্গালা শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও ভাষা-তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা স্থল আমাদিগের দেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু গ্রন্থের সূচনায় লিখিয়াছেন,—"একবারে সমগ্র বাঙ্গালা শব্দ-কোষ প্রকাশে কালবিলম্ব দেখিয়া চারি খণ্ডে প্রচার করা যাইতেছে। ইহাতে কোষ-সমালোচনার অবসর হইবে এবং সমালোচক মহাশয়ের অনুগ্রহে কোষ-পরিশিষ্টে দোষ প্রতিকারের চেষ্টা হইতে পারিবে। শব্দ-সংগ্রহ, অর্থান্তর-প্রকাশ কিংবা ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় এক জনের পক্ষে দুরূহ। আশা আছে, দশ জনের ভার স্কন্ধে লইয়া কোষকার সমাপ্তি-স্থানে যাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারা আনুকূল্য দানে পরাঙ্মুখ হইবেন না।" যোগেশ বাবুর এই উক্তি নিতান্ত সত্য; এইরূপ একটি কার্য্য বহু বিশেষজ্ঞের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত সুসম্পন্ন হওয়ার আশা করা যাইতে পারে না; যোগেশ বাবু দশ জনের ভার একাকী স্কন্ধে লইয়া যদিও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু এরূপ কার্য্যে যে অনেক ভ্রম-প্রমাদ থাকিয়া যাওয়া অনিবার্য্য এবং তাহা বিদূরিত করার জন্য সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই সাধ্যানুসারে সাহায্য করা কর্ত্তব্য,—তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা অনেক দিন হইতেই যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দ-কোষের কয়েকটি ত্রুটি ও কতকগুলি শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ে ভ্রম লক্ষ্য করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু লিখার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু নানা কারণে আজ পর্য্যন্ত লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দ-কোষ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে; তাঁহার সাদর আহ্বান সত্ত্বেও এখন তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তির পরে উহার আলোচনা করিলে, উহা দোষদর্শীর কার্য্য হইবে এবং তদ্দ্বারা যোগেশ বাবুর কোনই সাহায্য হইবে না বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধে বাঙ্গালা শব্দ-কোষের শত শত প্রশংসনীয় বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে উহার ত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদগুলির সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ২য় খণ্ড অর্থাৎ প-কারাদি শব্দের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আলোচনা করার অবসর পাইয়াছি, সুতরাং অতঃপর স্বতন্ত্র প্রবন্ধে অবশিষ্ট অংশের আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

প্রথমেই বক্তব্য এই যে, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু অনেক সন্দিগ্ধ শব্দার্থের প্রয়োগ স্থলে

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৮ম অধিবেশনে পঠিত।

প্রযোজ্য গ্রন্থের অধ্যায় কিংবা পৃষ্ঠাদির উল্লেখ না করিয়া, এমন কি, দৃষ্টান্ত স্থলে আলোচ্য-শব্দযুক্ত গ্রন্থের পংক্তি উদ্ধৃত না করিয়া কেবল গ্রন্থের নাম লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতির ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ইত্যাদির উল্লেখ না করিলে, অন্ততঃ প্রয়োগের উদাহরণ স্বরূপ আলোচ্য-শব্দযুক্ত পংক্তিটি উদ্ধৃত না করিলে পাঠকের পক্ষে প্রয়োগ-স্থলটি খুঁজিয়া বাহির করা যে একান্ত অসম্ভব, তাহা বলা বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত যোগেশ বাবু অনেক অপ্রচলিত ও সন্দিগ্ধার্থ শব্দের প্রয়োগ আদৌ প্রদর্শিত করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ঐছন' শব্দটি দেখুন। বাঙ্গালা শব্দ-কোষে 'ঐছন' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা—"ঐছন…(হিং। সং ক্ষণ—ছন; ক্ষণ—সময়, উৎসব)। ঐক্ষণ, ঐ সময়; এমন; ঐ উৎসব। (অপ্রচঃ)" আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিতেছি, 'এমন' বা 'এইরূপ' অর্থ ব্যতীত 'ঐ সময়' কিংবা 'ঐ উৎসব' অর্থে 'ঐছন' শব্দের প্রয়োগ কোথায়ও পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না; যোগেশ বাবু ঐরূপ প্রয়োগ পাইয়া থাকিলে, উহার প্রয়োগস্থল উদ্ধৃত করা উচিত ছিল; সেইরূপ না করায় সুপ্রচলিত 'ঐছন' শব্দের এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব অর্থ যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। যোগেশ বাবু 'ঐছন' শব্দের যে ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন, তাহাও যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না; সংস্কৃত 'অদস্' কিংবা 'ইদম্'+'ক্ষণ' শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'এখন' (পূর্ব্ববাঙ্গালার গ্রাম্য ভাষায়—'অখন') শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু উহা হইতে 'এইরূপ' অর্থবিশিষ্ট 'ঐছন' শব্দের উৎপত্তি দুর্ব্বোধ্য; 'ঐছন' শব্দটি সংস্কৃত 'ঈদৃশ' প্রাকৃত—'এরিসো' শব্দ হইতে হিন্দী 'ইস্‌সা', 'ঐসা', 'ঐসি', 'ঐসে' ও মৈথিল 'ঐসন', 'এসন', 'এহন', 'এহেন' ও বাঙ্গালা 'এহেন', 'হেন' শব্দের ন্যায় উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়াই বিবেচনা হয়; মৈথিল ভাষার ন্যায় প্রাচীন বাঙ্গালাতেও 'ঐসন' অর্থাৎ 'ঐছন' শব্দই আগে বহুল ব্যবহৃত হইত, আধুনিক বাঙ্গালায় 'স' স্থানে 'হ' হইয়া 'এহেন' ও উহার অপভ্রংশ 'হেন' শব্দই ব্যবহৃত হইতেছে। যোগেশ বাবু 'এ হেন' শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি লিখেন নাই; 'হেন' শব্দের লিখিয়াছেন কি না, জানি না; 'এহেন' ও 'হেন' শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করিলে উহা যে 'ঐসন' বা 'ঐছন' শব্দেরই রূপান্তর এবং সংস্কৃত 'ঈদৃশ' শব্দ হইতে জাত, তাহা বোধ হয়, বুঝিতে বিলম্ব হইত না।

বাঙ্গালা শব্দ-কোষের প্রধান একটি ত্রুটি এই যে, উহাতে পদাবলী-সাহিত্যের ব্যবহৃত শত শত শব্দের অর্থ কিংবা ব্যুৎপত্তি লিখিত হয় নাই। বৈষ্ণব-কবিদিগের তথাকথিত 'ব্রজ-বুলি' প্রাচীন মৈথিল ভাষার অপভ্রংশ ব্যতীত আর কিছু নহে,—সুতরাং 'ব্রজবুলি' শব্দসমূহকে স্থান না দেওয়া বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ত্রুটি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না,—তর্কস্থলে এইরূপ আপত্তি মানিয়া লইলেও চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের খাঁটি বাঙ্গালা পদাবলীর ব্যবহৃত বহুতর শব্দও শব্দ-কোষ হইতে বাদ পড়িয়াছে; আমরা পরে ঐরূপ কতকগুলি শব্দের উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) অববাত' (দেবতা কর্ত্তৃক আবেশ বা উপদ্রব অর্থে) যথা,—

"সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেব-অববাত হৈয়াছে পারা॥"—পদকল্পতরু, ২২৬ সংখ্যক পদ*।

পূর্ব্ববঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর লোকে 'ভীতি' কিংবা 'উপদ্রব' অর্থে 'আওবা' শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে; এই 'আওবা' শব্দটি 'অববাত' শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়াই বিবেচনা হয়; যোগেশ বাবু এইরূপ বহু অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ দেখাইয়াছেন, সুতরাং সংস্কৃত শব্দ বলিয়া ইহা উপেক্ষিত হইতে পারে না।

(২) 'অবধি' (প্রবাসীর গৃহে আগমনের নির্দ্দিষ্ট দিন অর্থে) যথা,—

"আমা সভাকার না সরে সাথী।
ছুটল অবধি উঠল রাতি॥"—প-ক-ত, ২৬২১ সংখ্যক পদ।

(৩) 'আকুতি' ('অভিপ্রায়' অর্থে) যথা,—

"মনের আকুতি বেকত করিতে
কত না সন্ধান জানে।"

—রায়শেখর; প-ক-ত, ৬৭৮ সংখ্যক পদ।

শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু 'আকুতি-ব্যাকুতি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ কোন শব্দ আমরা পদাবলী-সাহিত্যে পাই নাই। উদ্ধৃত বাক্যের 'আকুতি' ও 'বেকত' শব্দ দুইটিই কোন গ্রন্থে ছাপার ভুলে মিশ্রিত হইয়া 'আকুতি-ব্যাকুতি' শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে কি?

(৪) 'আগর' ও 'আগরি' ('পরিপূর্ণ' ও 'পরিপূর্ণা' অর্থে) যথা,—

"ও নব নাগর রসের সাগর
আগর সকল গুণে।"

—প-ক-ত, ৯৩৫ পদ।

"নদীয়া-নাগরী সোহাগ-আগরি
পাইল রসের নিধি।"

—প-ক-ত, ৯৩৩ পদ।

(৫) 'আগিলা' ('অগ্রবর্ত্তী' অর্থে) যথা,—

"মো যদি সিনাঙ আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।"

—প-ক-ত, ৬৭৮ পদ।

শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু 'আগালী' শব্দের অর্থ 'সম্মুখবর্ত্তী' লিখিয়াছেন, 'আগালী' শব্দ পদাবলী-সাহিত্যে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

---

* প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণ।

(৬) 'আদলি' ('ঘৃতকুমারীর গাছ' অর্থে) যথা,—

"আদলি উপরে কেবা কদলি রোপল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।"

—চণ্ডীদাস; (রমণী বাবুর ৩য় সংস্করণ) ৯ পৃষ্ঠা।

(৭) 'আরতি' (সং—'আর্ত্তি' শব্দজাত = কাতরতা) যথা,—

"একে কুলবতী চিতের আরতি
বিধি বিড়ম্বিত কাজে।"

—জ্ঞানদাস, প-ক-ত, ৯৩৮ পদ।

(৮) 'আরতি' (সং—'আরতি'—'অনুরাগ' অর্থে) যথা,—

"একে দেখি অতি চিতের আরতি
পহিলে না ছিল এত।
ঘরে গুরুজন গঞ্জনা না মানে
নিতি নিবারিব কত॥"

—জ্ঞানদাস, প-ক-ত, ৯৪৩ পদ।

(৯) 'আরোপ'—('অধ্যাস' অর্থে) যথা,—

"ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।"

—চণ্ডীদাস (রমণী বাবুর সংস্করণ) ৪৪২ পৃষ্ঠা।

(১০) 'উতরোল' (সং—'উৎ+তরল' শব্দ-জাত—'উৎকণ্ঠিত' অর্থে) যথা,—

"গৃহের ভিতরে থাকি যেমন পঞ্জরে পাখী
সদা ভয়ে জীউ উতরোল।"

—প-ক-ত, ২৮৫ পদ।

পদাবলি-সাহিত্যে উৎকণ্ঠা বা চাঞ্চল্যের জ্ঞাপক 'উচ্চ শব্দ' অর্থেও 'উতরোল' শব্দের ব্যবহার আছে; উহা যোগেশ বাবু সং—'উচ্চ-রোল' শব্দ হইতে জাত বলিয়া শব্দ-কোষে লিখিয়াছেন। 'শব্দ' বা 'ধ্বনি' অর্থে 'রোল' শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃত সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না; অমর-কোষে 'রোল' শব্দই নাই; শব্দ-কল্পদ্রুমে 'রোল' শব্দের একমাত্র অর্থ 'পানি-আম্লা' লিখিত হইয়াছে; সুতরাং 'উচ্চ-রোল'—এই কল্পিত শব্দের অস্তিত্ব ও অর্থ-সঙ্গতি উভয়ই নিরাকৃত হওয়ায়, 'উৎ+তরল' শব্দ হইতে প্রথমে 'চঞ্চল' বা 'উৎকণ্ঠিত' অর্থ ও পরে চাঞ্চল্য বা উৎকণ্ঠার জ্ঞাপক 'উচ্চ শব্দ' আসিয়াছে, ইহাই বিবেচনা হয়। হিন্দীতে 'শব্দ' অর্থে 'রোলা' শব্দের এবং পদাবলী-সাহিত্যে 'রোল' শব্দের ব্যবহার আছে। ডাক্তার ফ্যালন 'রোলা' শব্দটি সংস্কৃত 'রুত' শব্দ হইতে জাত অনুমান করিয়াছেন।

(১১) 'উদাম' (সং—'উৎ+দাম' শব্দ-জাত 'উচ্ছৃঙ্খল' অর্থে) যথা,—

"নন্দরাজ-ঘরে নবনী খাইয়া

হৈয়াছ উদাম ষাঁড়া।. —প-ক-ত, ১৩৮৩ পদ।

(১২) 'একেশ্বর' (সং—'এক-সর' শব্দ-জাত, 'একাকী' অর্থে) যথা,—

"বিরলে বসিয়া একেশ্বরে।

বাসকসজ্জার ভাব করে॥"

— প-ক-ত, ৩৫৫ পদ।

সেইরূপ স্ত্রীলিঙ্গে 'একাকিনী' অর্থে 'একেশ্বরী' যথা,—

"কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।

সদা পরাধিনী ঘরে রহে একেশ্বরী॥"

—প-ক-ত, ৮৩৪ পদ।

(১৩) 'এহেন' (ব্যুৎপত্তি ও অর্থ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে) যথা,—

এহেন রজনী কেমনে গোঙাব

বন্ধুর দরশ বিনে।"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ৩৪৪ পদ।

(১৪) 'কড়ছ' (সং—'কক্ষ-তট'; প্রাং—'কচ্ছ-তড' অপভ্রংশ,—'কোছড়' 'কোড়ছ'—কড়ছ; 'কটি-স্থল' অর্থে) যথা,—

"বসন খসয়ে অঙ্গুলি চাপয়ে

কর সে কড়ছে থুইয়া।"

— চণ্ডীদাস; প-ক-ত, ২০৩ পদ।

(১৫) 'কপিনাস' (ব্যুৎপত্তি সন্দিগ্ধ; 'এক প্রকার বাদ্য-যন্ত্র' অর্থে) যথা,—

"বীণ রবাব মুরজ কপিনাস।

বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ১৪৩১ পদ।

বটতলার মুদ্রিত পুথিতে 'কপিনাস' স্থলে ছন্দোভঙ্গ-দুষ্ট 'পিনাস' পাঠ দৃষ্টি করিয়া বিদ্যাপতির 'বীণ রবাব মহতী কপিনাস' পংক্তির 'বীণ রবাব মহতীক পিনাস॥" পাঠ কল্পনা করিয়া, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় বিদ্যাপতির কোন সম্পাদকের প্রতি 'কপিনাস' শব্দের 'বাদ্যযন্ত্রবিশেষ' অর্থ লিখায় অসঙ্গত বিদ্রূপ-উক্তি করিয়া গিয়াছেন; বস্তুতঃ 'পিনাক' ব্যতীত পদাবলী-সাহিত্যে 'পিনাস' নামক কোন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ নাই এবং 'কপিনাস' শব্দটি 'পিনাক' শব্দের সহযোগে পদাবলী-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে;— ইহা আমরা উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত "জ্ঞানদাসের পদাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শিত করিয়াছি।

(১৬) 'কবজ' (আরবী 'কব্জহ্' শব্দ-জাত; বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার বরাবরে প্রদত্ত দখল্‌নামা' অর্থে) যথা,—

"কবজ লিখিয়া লেহ যে আমার
দাস করি অভিমান।"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ৫০৪ পদ।

পদাবলীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকগণ হস্তলিখিত পুথির 'ব' ও 'র'-কারের গোলযোগে 'কবজ' স্থলে 'করজ' পাঠ গ্রহণ করায়, কিরূপ অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত "জ্ঞানদাসের পদাবলী" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

(১৭) 'করুণা' (সং—'করুণ' শব্দ-জাত; 'কাতরোক্তি' অর্থে) যথা,—

"করে ধরইতে কত করুণা কোটি"

—বিদ্যাপতি; প-ক-ত, ৬৬ পদ।

এই অর্থে ভারতচন্দ্রও ব্যবহার করিয়াছেন যথা,—

"বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া।
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া॥"

—বিদ্যাসুন্দর।

(১৮) 'কান্ধার' (সং 'স্কন্ধ' শব্দ-জাত, 'কিনারা' বা 'ধার' অর্থে) যথা,—

"জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে
সাপিনী লাগয়ে মোয়।"

—চণ্ডীদাস; প-ক-ত, ২০৩ পদ।

(১৯) 'কিঞ্চন' (সং 'কিঞ্চন'—"কিঞ্চনো ধনিনি স্মৃতঃ' ইতি ধরণিঃ, 'ধনী' অর্থে) যথা,—

"বরণ-আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কারো কোন দোষ নাহি মানে।"

—প-ক-ত, ২১৪৩ পদ।

(২০) 'অকিঞ্চন' ('কিঞ্চন' শব্দ দ্রষ্টব্য; 'নির্ধন' অর্থে) 'কিঞ্চন' শব্দের উদাহণ দ্রষ্টব্য।

(২১) 'কোঁড়া (সং—'কুড্মল' শব্দ-জাত 'কুঁড়ি' অর্থে) যথা,—

"কি খেনে দেখিলু গোরা নবীন কামের কোঁড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে॥"

—প-ক-ত, ১১৭ পদ।

(২২) 'কহিল' ('কহিবার যোগ্য' অর্থে বাঙ্গালা 'ইল' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত শব্দ) যথা,—

"মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়।"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ৭৩৪ পদ।

(২৩) 'খেদিল' ('বিতাড়িত' অর্থে 'ইল' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত শব্দ) যথা,—

"খেদিল হরিণী যেন　　　　ঐছন রমণীগণ
চকিত-নয়নে ঘন চায়।"

—প-ক-ত, ২৪২৫ পদ।

(২৪) 'খেপিল' ('নিক্ষিপ্ত' অর্থে 'ইল' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত শব্দ) যথা,—

"খেপিল বাণ যথা রাখিল নয়।"

—প-ক-ত, ৮৯৫ পদ।

(২৫) 'গাত' (সং—'গাত্র' শব্দজাত 'শরীর' অর্থে) যথা,—

"শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥"

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ৯৪ পদ।

(২৬) 'গাথা' (সং 'গাথা',—'কবিতা' অর্থে) যথা,—

"ভাট-মুখে যার গুণ-গাথা।
দূতী-মুখে শুনি যার কথা॥"

—প-ক-ত, ৩৬ পদ।

(২৭) 'গুটিক' (ব্যুৎপত্তি সন্দিগ্ধ ; 'অনেক' অর্থে) যথা,—

"হৃদয় মুখেতে　　　　এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই।"

—বিদ্যাপতি ; প-ক-ত, ৪৯৩ পদ।

(২৮) 'ঘোঙ্গট' (সং—'(অব) গুণ্ঠিকা' শব্দ-জাত, 'ঘোম্‌টা' অর্থে) যথা,—

"ঘোঙ্গট কাড়িতে রূপ　　　　নয়ানে লাগিয়া গেল
সরম রহিল সেই ঠাঁই॥"

—প-ক-ত, ৭৯৭ পদ।

(২৯) 'চঞ্চরী' (সং—'চঞ্চরীক' শব্দ-জাত, 'ভ্রমর' অর্থে) যথা,—

"চারু চন্দ্রিক　　　　চূড়া চিক্কণ
চঞ্চরীগণ-আবৃতে।"

—প-ক-ত, ৭৮৭ পদ।

(৩০) 'চতুরী' (সং—'চতুরা' শব্দ-জাত ; 'চতুরা' অর্থে) যথা,—

"এ ধনি চতুরি　　　　না কর চাতুরী
আমার শপথি তোরে।"

—প-ক-ত, ২৫১০ পদ।

(৩১) 'চাপলী' (সং—'চাপল্য' শব্দ-জাত, 'চাঞ্চল্য' অর্থে) যথা,—

"কিবা সে নয়নগতি গমন-চাপলী।"

—প-ক-ত, ২৭৪৪ পদ।

(৩২) 'চোরী' (সং—'চোর' শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গে, 'চৌর্য্য-কারিণী' অর্থে) যথা,—

"হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরী।
ভাল নাপিতানী পরাণ-চোরী॥"

—চণ্ডীদাস, প-ক-ত ৬৩৭ পদ।

(৩৩) 'ছলিয়া'—(সং 'ছল'+অস্ত্যর্থে 'ইন্'=ছলিন্ (ছলী) শব্দ-জাত,—'শঠ' অর্থে) যথা,—

"চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে।"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ১২৩ পদ।

(৩৪) 'ছৈল'—('ছলিয়া' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্রষ্টব্য, 'শঠ' অর্থে) যথা,—

"সজনি কানু সে ছৈল সোনার।"

—প-ক-ত, ৭০৫ পদ।

(৩৫) 'জনি'—(সং—'যন্ন', (যৎ+ন) শব্দের অপভ্রংশ—হিন্দী 'জিন্', বাঙ্গালা 'জনি', 'জানি', নিষেধার্থক অব্যয় শব্দ) 'জনি' যথা,—

"মঝু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায় সোঁপলু পরাণ॥"

—প-ক-ত, ৪৪২ পদ।

'জানি' যথা,—

"কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ
আর কার জানি হয়॥"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ৮৯৩ পদ।

'কুলবতী হৈয়া' ইত্যাদি বাক্যের একমাত্র সঙ্গত অর্থ—"কুলবতী হইয়া আর কাহারো যেন রসের প্রাণ অর্থাৎ রসপূর্ণ প্রাণ না হয়।" পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে এখনও নিষেধার্থে 'জানি' শব্দের ব্যবহার আছে।

(৩৬) 'জপু'—(সং—'জাপক' শব্দজাত; 'জপকারী' অর্থে) যথা,—

"চলমল্যাকে চতুর বলি হেটমুড়্যাকে জপু।
রস বুঝিলে রসিক বলি না বুঝিলে ভেপু॥"

—লোচনদাস; প-ক-ত, ৯৫২ পদ।

যোগেশ বাবু 'চল-বুলিয়া' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন; 'চলমল্যা' শব্দের অর্থ লিখেন নাই;

কোন্ রূপটি অধিক প্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 'চল-বুলিয়া' কিংবা 'চল-বলিয়া' হইতেই 'ছল-বলিয়া' ও 'ছলুবল্' শব্দ দুইটিও উৎপন্ন হইয়াছে; যোগেশ বাবুর শব্দকোষে ঐ শব্দ দুইটিও দৃষ্ট হইল না।

(৩৭০) 'ডিগর'—(ব্যুৎপত্তি সন্দিগ্ধ; 'দুষ্ট বালক' অর্থে) যথা,—

"ডিগর লইয়া সাথী বনে ফির নানা ভাতি
বেচাইবে ব্রজরাজের পাল।"

—প-ক-ত, ১৩৮৫ পদ।

(৩৮) 'তাজনি'—(সং 'তর্জ্জন' শব্দ-জাত, 'তর্জ্জন' অর্থে) যথা,—

"কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি।"

—চণ্ডীদাস; প-ক-ত, ৭৪০ পদ।

(৩৯) 'তাজে'—(সং—'তর্জ্জ' ধাতু হইতে জাত 'তর্জ্জন করে' অর্থে) যথা,—

"শাশুড়ী সঘনে মোরে আঁখি-ঠারে তাজে।"

— প-ক-ত, ২৫০৪ পদ।

(৪০) 'তকল্লবী'—(আরবী 'তকল্লুফ' শব্দ-জাত, 'আড়ম্বরপূর্ণ' অর্থে) যথা,—

"তকল্লবী ছান্দে বসন পিন্ধে"

—চণ্ডীদাস; প-ক-ত, ৬৪৪ পদ।

(৪১) 'থেহ'—(সং 'স্থিত' শব্দ-জাত কি? 'স্থিরতা' অর্থে) যথা,—

"কি কহিতে কি কহয়ে নাহিক থেহ।"

—প-ক-ত, ১০০৩ পদ।

(৪২) 'থেহা'—('থেহ' দ্রষ্টব্য; 'স্থিত দ্রব্য', অর্থাৎ কোন অস্থির (তরল) বস্তুর থিতানি—অর্থে) যথা,—

"সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চান্দ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥
সে থেহা নিঙ্গাড়ি কেবা মুখ বনাইল রে
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।"

—চণ্ডীদাস, (রমণী বাবুর সংস্করণ) ৯ পৃষ্ঠা।

(৪৩) 'দাপুনি'—(সং—'দর্পণ' শব্দ-জাত; 'দর্পণবৎ উজ্জ্বলতা' অর্থে) যথা,—

"শ্যাম চিকণিয়া দে রসে নিরমিল কে
প্রতি-অঙ্গে ঝলকে দাপুনি।"

—জ্ঞানদাস (রমণীবাবুর সংস্করণ), ১৪ পৃষ্ঠা।

(৪৪) 'দশবান'—(হিন্দী—'দশবান্নি'; আইন্-ই-আকবরি' গ্রন্থে 'দশবান্নি' সোনার বিবরণ দ্রষ্টব্য; উপর্য্যুপরি দশ বার বহ্নিতে দাহ দ্বারা নির্ম্মলীকৃত—অর্থে) যথা,—

"বরণ কাঞ্চন্ এ দশবান।
শ্যামরি সোঙরি তোহারি নাম॥"
—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ৪১ পদ।

(৪৫) 'ধাউড়'—(সং—'ধূর্ত্ত' প্রা—'ধুট্ট' শব্দ-জাত, 'ধূর্ত্ত' অর্থে) যথা,—

"কুটিলা কুমতি বিষের মুরতি
সেহ সে ধাউড় বড়।"
—প-ক-ত, ২৪৮১ পদ।

(৪৬) 'নাস-বেশ'—('পদামৃত-সমুদ্র' গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা ও সংস্কৃত টীকাকার রাধামোহন ঠাকুর 'নাস-বেশ' শব্দের "ন্যাস অলঙ্কারবিন্যাসঃ বেশ চন্দনসিন্দূরাদিনা" অর্থ লিখিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মতে ইহা সংস্কৃত 'ন্যাস-বেশ' শব্দ-জাত; 'লাস্য-বেশ' অর্থাৎ লাস্যের (নৃত্যের) উপযুক্ত বেশ—এইরূপেও 'লাস-বেশ' কিংবা 'নাস-বেশ' শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে)। যথা,—

"নাস-বেশ করি পরায় পাটের শাড়ী"
—প-ক-ত, ৬৮৫ পদ।

"করি নাস-বেশ"—ধর্ম্মমঙ্গল, ১২।২৩।

(৪৭) 'নিন্দ'—(সং—'নিদ্রা' শব্দ-জাত; হিন্দী, মৈথিল 'নীঁদ'; 'নিদ্রা' অর্থে) যথা,—

"কহে বন্ধু রামানন্দে আনন্দে আছিনু নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায়।"
—প-ক-ত, ১৪৫ পদ।

পদাবলি-সাহিত্যে 'নিদ্রা' অর্থে 'নিন্দ' শব্দেরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যোগেশ বাবু 'নিন্দ' শব্দের অর্থ না লিখিয়া 'নিদ্রা' এবং 'নিন্দা' ও 'নিন্দ' গ্রাম্য শব্দ-দ্বয়ের অর্থ লিখিয়াছেন ও দৃষ্টান্তস্থলে—

"দিবা গেল বৃথা কর্ম্মে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিনু শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে॥"

শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে 'নিন্দা' কিংবা 'নিন্দ' শব্দের ব্যবহার আছে কি না, জানি না; পূর্ব্ববঙ্গে নীচ জাতীয় হিন্দুরা 'নিদ্রা' শব্দের পরিবর্ত্তে 'ঘুম' ও মুসলমানগণ বোধ হয়, হিন্দীর প্রভাব হেতু 'নিন্দ' শব্দেরই ব্যবহার করিয়া থাকে। যোগেশ বাবুর উদ্ধৃত শ্লোকটি প্রাচীন ভক্ত-বৈষ্ণবদিগের নিত্য পাঠ্য বাঙ্গালা স্তোত্র-বিশেষের একাংশ; উহার

নিম্নলিখিত পাঠই আমরা জ্ঞাত আছি ; যথা,—

"দিবা গেল বৃথা কর্ম্মে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণের পদারবিন্দে ॥"

(৪৮) 'না'—(পাদ-পূরণার্থক অব্যয় শব্দ) ডাঃ গ্রিয়ারসন সাহেব তাঁহার Maithil Chrestomathy নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের শব্দ-কোষে 'না' (১) শব্দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—A word without significance, frequently used at the end of a verse, to fill out the metre e. g. Vid XXVI"। তিনি বিদ্যাপতির যে পদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ ; যথা,—

"সুন্দরি চললহি পহু ঘর না।
চহু দিশি সখি সভ কর ধরি না ॥"—ইত্যাদি।

বৈষ্ণব কবির 'এ না প্রেম যে না জানে সে না আছে ভাল' বাক্যের প্রথম ও তৃতীয় 'না' শব্দটি এইরূপ পদ-পূরণার্থক বলিয়াই বোধ হয় ; এ স্থলে যোগেশ বাবুর ব্যাখ্যাত 'বিকল্প' কিংবা 'সংশয়' অর্থ খাটে না ; "এ না প্রেম" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—"এই প্রেম যে ব্যক্তি জানে না, সে-ই ভাল আছে।" যোগেশ বাবু 'বিকল্প' বা 'সংশয়' অর্থে 'না' শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"করিতে না করিতে, বলিতে না বলিতে, না করিবে করিও না, একজন না একজন করিবে" ; দৃষ্টান্তগুলির শেষটি ব্যতীত অন্যগুলিতে সংশয় অর্থ বুঝা যায় না ; সংশয় অর্থে 'না' শব্দের নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি দ্রষ্টব্য ; যথা,—

"কে না পিরিতি নাহি করে।
গুরুজন নাহি কার ঘরে ॥" —প-ক-ত, ৯০৬ পদ।

"কত না করিব ছল কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনী-তীরে।"

—প-ক-ত, ১১৭ পদ।

(৪৯) 'নিবার'—(সং—'নিবার, নিবারণ' ; 'নিবারণ করা' অর্থে) যথা,—

"যত নিবারিয়ে পায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাইতে সে কানু-পথে ধায় রে ॥"

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ৮৩৫ পদ।

চণ্ডীদাসের মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে 'পায়' স্থলে 'তায়' পাঠ গৃহীত হওয়ায়, পংক্তি দুইটির অর্থ দুর্বোধ্য ও অসংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

(৫০) 'নাহা' ধাতু—(সং—'স্না', প্রা—'হ্না' ধাতু হইতে অপভ্রংশ—'নহা', 'নাহা' 'স্নান করা' অর্থে) যথা,—

"পিরিতি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।

নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল ছুখের বায়॥”

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ৮৭০ পদ।

বাঙ্গালা শব্দ-কোষে ‘নাহি’, ‘নাহিয়া’, ‘নাহিতে’, ‘নাহলি’, (‘স্নাতা’ অর্থে ‘ইল’ প্রত্যয়ান্ত) প্রভৃতি শব্দ কিংবা উহার অপভ্রংশ ‘নাইয়া’, ‘নাইতে’ প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হইল না। যদি, যোগেশ বাবু ঐ শব্দগুলি ‘স্নান’ শব্দের অন্তর্গত করার ইচ্ছায় ন-কারাদি শব্দের মধ্যে সন্নিবেশিত না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, সেইরূপ শব্দবিন্যাস ভাষা-তত্ত্বের আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও তদ্দ্বারা শব্দ-কোষের অপর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা হইয়াছে ; যোগেশ বাবু অনেক স্থলে অপভ্রংশ শব্দ যথাস্থানে না লিখিয়া মৌলিক শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থলে লিখিয়াছেন বলিয়াই আমরা প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়ের উল্লেখ করিলাম।

এক পদাবলি-সাহিত্য হইতেই আমরা বর্জ্জিত শব্দের এই দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত করিলাম ; প্রাদেশিক সাহিত্য কিংবা প্রাদেশিক ভাষা (যোগেশ বাবুর মতে ‘ভাখা’) হইতে আমরা কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত করিলাম না। আমরা যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে যোগেশ বাবু প্রাদেশিক ভাষা কিংবা ‘ভাখা’ শব্দের অর্থ বাঙ্গালা শব্দ-কোষের অন্তর্গত করিয়া উহার স্থায়িত্ব-বিধান করা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে অনুকূল বিবেচনা করেন নাই ; কিন্তু যখন প্রাদেশিক সাহিত্য ও প্রাদেশিক ভাষার শব্দগুলি অদ্যাপি অধীত ও কথিত হইতেছে এবং ভাষা-তত্ত্বের আলোচনার পক্ষে সেগুলি একান্ত আবশ্যক, তখন এইরূপ কল্পিত কারণে ঐ সকল শব্দ বাঙ্গালা শব্দ-কোষ হইতে বর্জ্জিত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থ-কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে কিংবা একক যোগেশ বাবুর পক্ষে বঙ্গের সকল প্রাদেশিক সাহিত্যের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থাবলী ও প্রাদেশিক ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া, যদি তিনি সেইরূপ চেষ্টা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তিনি কোন কোন সমালোচকের প্রদর্শিত বর্জ্জিত শব্দ-সমূহের প্রাদেশিকতার উল্লেখ করিয়া, বর্জ্জনের কারণ নির্দ্দেশ করায়, এ সম্বন্ধে আমাদিগের মনে দ্বিধা জন্মিয়াছে। যোগেশ বাবু তাঁহার শব্দ-কোষে রাঢ়-দেশের প্রচলিত অনেক গ্রাম্য শব্দ, এমন কি, অনেক অশিষ্ট ও অশ্লীল শব্দ পর্য্যন্তও সন্নিবেশিত করিয়াছেন ; বলা বাহুল্য যে, উহা কোনও কালে বঙ্গের জন-সাধারণের আদর্শ ভাষা বলিয়া গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যোগেশ বাবু বৈজ্ঞানিক ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসৃত পন্থার অনুসরণ করিয়া উল্লিখিত শব্দ-সমূহ তাঁহার শব্দ-কোষে স্থান দিয়া বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন ; কিন্তু তিনি অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য ও প্রাদেশিক ভাষার শব্দগুলির সম্বন্ধে সেইরূপ উদারতা প্রদর্শন করিতে কি জন্য কুণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। বস্তুতঃ যে কারণেই ঐ সকল শব্দ বর্জ্জিত হইয়া থাকুক না কেন, ইহা যে তাঁহার উৎকৃষ্ট কোষ-গ্রন্থের উপাদেয়তার যথেষ্ট হানি করিয়াছে, তাহাতে

সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা শব্দ-কোষের এই অঙ্গ-হীনতা হেতু বৈষ্ণব পদাবলী ও প্রাদেশিক সাহিত্যের জন্য পূর্ব্বেও যেরূপ উৎকৃষ্ট শব্দ-কোষের অভাব অনুভূত হইতেছিল, এখনও সেইরূপ অভাবই রহিয়া গিয়াছে. ইহা মনে করিয়া আমাদিগের সত্যই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে,—

"হরি হরি কে ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কে দূর করব পিপাসা॥"

এখনও শব্দ-কোষ সম্পূর্ণ হয় নাই; বহুদর্শী শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাঁহার শব্দ-সংগ্রহের অনেক ত্রুটির আশঙ্কা করিয়াই শব্দ-কোষের পরিশিষ্টে সেই ত্রুটি সংশোধনের আশ্বাস দিয়াছেন; তাই আমাদিগের বিনীত নিবেদন, তিনি যেন উল্লিখিত ত্রুটিগুলির সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং পরিশিষ্টে উহা সংশোধিত করিয়া, তাঁহার শব্দ-কোষটির সম্পূর্ণতা সাধন করেন।

এখন আমরা বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের অসঙ্গতির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, বাঙ্গালা অভিধানে তথাকথিত 'দেশজ' শব্দ-সমূহের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের রীতিমত চেষ্টা যোগেশ বাবুর পূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না; যোগেশ বাবু এ ক্ষেত্রে যেরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও ভাষা-তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়জনক। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ এবং প্রচলিত ও অপ্রচলিত বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় এরূপ দুরূহ কার্য্য যে, যোগেশ বাবুর ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিরও স্থানে স্থানে ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; আমরা বহু সন্দিগ্ধ অর্থ ও ব্যুৎপত্তির সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া, যে সকল স্থল আমাদিগের নিকট নিশ্চিতই ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছে, উহা হইতেই কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব।

(১) 'অঝরু' 'অঝোর'। যোগেশ বাবু 'অঝরু ঝরয়ে আঁখি', 'অঝোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন' ইত্যাদি প্রাচীন কবির রচনার 'অঝরু' ও 'অঝোর' শব্দ দুইটি সংস্কৃত 'অশ্রু' 'অশ্রু' শব্দ হইতে জাত লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; উহাদের কোন অর্থ লিখেন নাই। বস্তুতঃ উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে 'অশ্রু' অর্থ কোনরূপেই সংলগ্ন হয় না; উহাদিগের সুস্পষ্ট অর্থ—"নয়ন অবিশ্রান্ত-ভাবে ঝরিতেছে।" 'নঞ' উপসর্গটির নানাবিধ অর্থ প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে 'অভাব' অর্থ গ্রহণ করিলে 'ঝর', 'ঝরু' বা 'ঝোর' অর্থাৎ 'ঝরিয়া যাইয়া নিঃশেষ হওয়ার অভাব' কি না 'অবিশ্রান্ত ঝরা' অর্থ ব্যুৎপন্ন হইতে পারে। "বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ" শীর্ষক প্রবন্ধের * লেখক শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুও 'অঝর' ও 'অঝোর' শব্দের 'অবিশ্রান্ত' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থে "অঢালে ঢালা" বাক্যও ব্যবহৃত হয়।

* ১৩২১ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা", ২য় সংখ্যা।

(২) 'অবগুণ'। যোগেশ বাবু 'অবগুণ' শব্দটি সংস্কৃত 'অপগুণ' শব্দ হইতে জাত স্থির করিয়া উহার অর্থ 'অনিষ্ট' লিখিয়াছেন। 'অবগুণ' শব্দ দ্বারা গুণের অভাব কিংবা 'দোষ'ই বুঝাইয়া থাকে,—উহা অনিষ্টের উৎপাদক হইলেও 'অবগুণ' শব্দের অভিধেয় 'দোষ';—অনিষ্ট নহে; পদাবলী-সাহিত্যে 'দোষ' অর্থেই 'অবগুণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা,—

"পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক-উচ্ছিষ্ট রস পানী।
সো সব অবগুণ সগুণ এক পিকু
বোলত মধুরিম বাণী"

—প-ক-ত, ৪৮০ পদ।

(৩) 'আকিঞ্চন'। যোগেশ বাবু ইহাকে সংস্কৃত 'আকিঞ্চন' শব্দ স্থির করিয়া 'দীনতা; অনুনয় বিনয়' অর্থ লিখিয়াছেন। সংস্কৃত 'অকিঞ্চন' শব্দের অর্থ 'নিঃস্ব' বা 'দরিদ্র'; 'ভাব' অর্থে 'ষ্ণ' প্রত্যয় দ্বারা 'আকিঞ্চন' শব্দের 'দারিদ্র্য' বা 'দীনতা' অর্থ সিদ্ধ হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে দারিদ্র্যজনিত 'আকাঙ্ক্ষা' বা 'অভিলাষ' অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 'অনুনয়-বিনয়' প্রায়শঃ আকাঙ্ক্ষা-জনিত প্রার্থনার জ্ঞাপক হইলেও 'আকিঞ্চন' শব্দে ঠিক 'অনুনয়-বিনয়' বুঝা যায় না। যথা—"বহু দিন হইতে আমার কাশীধামে যাওয়ার আকিঞ্চন আছে।" ইত্যাদি।

(৪) 'আড়া' যোগেশ বাবু 'আড়া ঠেকা' তালের 'আড়া' শব্দটি সংস্কৃত 'অর্দ্ধ' শব্দ হইতে জাত স্থির করিয়া, উহার অর্থ 'অর্দ্ধ পরিমিত'—'ঠেকা বা কাওয়ালী তালের এক পদ দুই অর্দ্ধে বিভক্ত বলিয়া'—অর্থ লিখিয়াছেন। 'ঠেকা' শব্দে 'কাওয়ালী' তাল বুঝায় না এবং 'আড়া' তালের এই ব্যাখ্যাও সঙ্গীতবিদ্‌গণের অনুমোদিত নহে। 'আড়া ঠেকা' কাওয়ালী তালের অর্দ্ধ-পরিমিত নহে, ইহা কাওয়ালীর ন্যায় পূর্ণ আট মাত্রার তাল। কাওয়ালীর ন্যায় আড়ার প্রত্যেক তালের পূর্ব্বে 'প্রস্বন' না পড়িয়া, আড় অর্থাৎ বক্রভাবে 'প্রস্বন' পতিত হওয়ায় সমমাত্রাত্মক হইলেও কাওয়ালী হইতে আড়া ঠেকার রূপ বিভিন্ন হইয়াছে। (অধ্যাপক স্বর্গীয় মুরারিমোহন গুপ্তের "সঙ্গীতপ্রবেশিকা" ১ম খণ্ড ও কৃষ্ণধন বাবুর "গীতসূত্রসার" ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য) 'আড়া' শব্দের এই অর্থের সহিত যোগেশ বাবুর গৃহীত সংস্কৃত 'অরাল' শব্দ-জাত 'আড়' শব্দটির সাদৃশ্য হেতু আমরা 'আড়', 'আড়া' ও 'আড়ি' (যথা—'আড়ি বোল' 'কুআড়ি বোল') শব্দগুলি 'অরাল' শব্দজাত বলিয়াই বিবেচনা করি। যোগেশ বাবু 'আড়া খেমটা' শব্দের যে 'খেমটা তালের এক পদ দুই অসম মাত্রায় বিভক্ত বলিয়া'—ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, উহাও বিশুদ্ধ নহে, 'আড়-খেমটা' তালের এক একটি তাল খেমটা তালের ন্যায়ই দুই সমান অংশে বিভক্ত; ছন্দের গতির বক্রতা হেতুই আড়-খেমটাকে খেমটা তাল হইতে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। যোগেশ বাবু 'আড়'-

খেমটাকে 'আড়া খেমটা' হইতে বিভিন্ন মনে করিয়া 'আড় খেমটা' স্বতন্ত্র উল্লেখ করিয়া, উহার অর্থ "অর্দ্ধ-খেমটা তাল" লিখিয়াছেন। তাঁহার এই ব্যাখ্যাও ভ্রান্ত বটে। 'আড়-খেমটা' নামক 'অর্দ্ধ খেমটা' কোন তাল নাই; 'আড় খেমটা', 'আড়া খেমটা' একই তালের নামান্তর। ইহা খেমটার সম-মাত্রাত্মক, কেবল ছন্দের গতির বক্রতা হেতু 'আড় খেমটা' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'আদ্ধা খেমটা', 'কাশ্মিরী খেমটা' কিংবা 'দাদ্‌রা' নামে আর একটি তাল আছে;—যোগেশ বাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই। এই আদ্ধা তালে খেমটা তালের দেড় মাত্রাত্মক চারিটি তালের বা পদের স্থলে, দেড় মাত্রাত্মক দুইটি তাল বা পদ থাকায়, উহার নাম 'আদ্ধা' অর্থাৎ 'অর্দ্ধ তাল' হইয়াছে। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বক্তব্য যে, যোগেশ বাবু 'তাল' শব্দের অর্থ স্থলে 'ছেপ্‌কা', 'আড়া ঠেকা', 'মধ্যমান', 'আড়-খেমটা', 'পোস্তা', 'ধামার' তালের যে মাত্রা-প্রস্তাব প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ। এ সম্বন্ধে এথায় আলোচনা করা অসম্ভব; ভরসা করি, যোগেশ বাবু শব্দ-কোষের এই স্থলটি ঔপপত্তিক (Theoratical) ও 'ক্রিয়াসিদ্ধ' (Practical) সঙ্গীতে পারদর্শী কোন ব্যক্তির দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইবেন।

(৫) 'আয়েষ'। যোগেশ বাবু আরবী হইতে গৃহীত 'আয়েষ' শব্দটির অর্থ 'ইন্দ্রিয়-সেবা' লিখিয়াছেন। 'আয়েশ' শব্দের (পারশী-অক্ষর অনুসরণে 'শ' ব্যবহার করাই রীতিসিদ্ধ বটে) মৌলিক অর্থ 'ইন্দ্রিয়সেবা' হইলেও বাঙ্গালায় উহা 'আরাম' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং বাঙ্গালা শব্দ-কোষের 'ইন্দ্রিয়-সেবা' অর্থ সঙ্গত নহে।

(৬) 'আস্কারা'। যোগেশ বাবু 'আস্কারা' শব্দের অর্থ 'অত্যাদর', 'নেই (স্নেহ)' লিখিয়া উহার মূলীভূত ফারসী 'আশকারা' শব্দের পরে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা 'আস্কারা' শব্দটি 'প্রকাশিত' কিম্বা 'নিরূপিত' অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি; যেমন—'চুরি ডাকাতির আস্কারা করা', 'গোলমেলো হিসাবের আস্কারা করা' ইত্যাদি। 'অত্যাদর' অর্থে 'আস্কারা' শব্দের প্রয়োগ থাকিলে তাহার অন্য ব্যুৎপত্তি খুঁজিতে হইবে।

(৭) 'ওত'। যোগেশ বাবু 'ওত' শব্দটি সংস্কৃত 'ওক' কিংবা 'ওতু' শব্দ হইতে ব্যুৎপাদন করার চেষ্টা করিয়া, নিজেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। আমাদিগের বোধ হয়, ইহা সংস্কৃত (প্র)+উত=প্রোত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ওতু' ও এই 'উত' শব্দের মূল এক বলিয়াই বিবেচনা হয়।

(৮) 'ওলাহন'। যোগেশ বাবু 'আলম্বন' শব্দ হইতে 'ওলাহন' শব্দের উৎপত্তি প্রমাণিত করিতে পারেন নাই। 'আলম্বন' শব্দ ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে কিছুতেই 'ওলাহন' শব্দে পরিণত হইতে পারে না। উভয় শব্দের অর্থের মধ্যেও কোন সংযোগ-সূত্র পাওয়া যায় না। সংস্কৃত—'উপালম্ভন' শব্দই 'উআলম্ভন—উআলভন'—এই ক্রিরূপ রূপদ্বয়ের মধ্য দিয়া অবশেষে 'ওলাহন' শব্দে পরিণত হইয়াছে। অর্থও অভিন্ন রহিয়াছে। শব্দ-কোষে মাত্রী-

ভাষার খোঁটা দেওয়ার সহিত 'খোঁটা বা খুঁটী' দেওয়ার মৌলিক অভিন্নতা প্রতিপাদনের চেষ্টা দ্বারা নিন্দার্থক 'খোঁটা' ও বেড়ার 'খোঁটা'—এই 'খোঁটা' শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিকে অদ্ভুতমলাচ্ছন্ন করা হইয়াছে; কারণ, যোগেশ বাবু ঐ দুইটি শব্দ যথাক্রমে সংস্কৃত 'কূট' ও 'কুট'—দুইটি বিভিন্ন শব্দ হইতে জাত বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ইহা দ্বারা তাহাই খণ্ডিত হইতেছে।

(৯) 'কানড়'। যোগেশ বাবু 'কানড়' শব্দটি সং 'কনক করবীর', হিন্দী—'কনের', 'কনিয়র' শব্দের অপভ্রংশ স্থির করিয়া, চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের প্রয়োগের উল্লেখ করিয়া 'কানড় কুসুম' শব্দের অর্থ 'পীতবর্ণ কলিকা ফুল' লিখিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণের নীল বর্ণের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্যই 'কানড়-কুসুম' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং এ স্থলে 'পীতবর্ণ পুষ্প' অর্থ যে একেবারেই অসঙ্গত, তাহা বলা বাহুল্য। 'কানড় কুসুম' যথা,—

"কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণ খানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
তেজিয়া সকল কাজ জাতি কুল শীল লাজ
মরিবে কালিয়া-অনুরাগে॥"

—চণ্ডীদাস, প-ক-ত, ১৯৩ পদ।

পদামৃতসমুদ্রকার রাধামোহন ঠাকুর 'কানড়' শব্দটিকে 'কন্দলী পুষ্প' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; 'কন্দলী' শব্দ হইতে 'কণ্ডলী', 'কণ্ডল' 'কান্নড়' ও 'কানড়' শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের ২৯ সংখ্যক শ্লোকের—

"আসারসিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাৎ
মামক্ষিণোদ্‌যত্র বিভিন্নকোষৈঃ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে
বিবাহধূমারুণলোচনশ্রীঃ॥"

বর্ণনা ও মল্লিনাথের "নবকন্দলৈঃ কন্দলীপুষ্পৈঃ অরুণবর্ণৈঃ" ব্যাখ্যা পাঠ করিলে, রাধা-মোহন ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা শুদ্ধ বলিয়া মনে করা যায় না। আমরা শব্দরত্নাবলীর প্রমাণানুসারে শব্দকল্পদ্রুমে ধৃত 'নীলোৎপল'-বাচক 'কন্দোট' শব্দ হইতেই 'কন্নোট' শব্দের মধ্য দিয়া 'কানড়' শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করি। বৈষ্ণব-কবিগণের কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ও বর্ণের সহিত নীলোৎপলের উপমার অসংখ্য উদাহরণ আছে; যথা,—

"বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।" —জয়দেব।

"নব কুবলয়দল কিয়ে অতসি ফুল
নীল মুকুর মণি-আভা।"

—জ্ঞানদাস (রমণীবাবুর সংস্করণ) ৪০ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালায় সাধারণতঃ স্বর্ণ-বর্ণ পুষ্প-বিশেষকে 'অতসী ফুল' বলা হয়; "অতসীপুষ্প-বর্ণাভাং" ইত্যাদি দুর্গার ধ্যানেও 'অতসী' শব্দে পীতবর্ণ ফুলই বুঝায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'অতসী' 'তিসীর গাছ'; উহার পুষ্পের বর্ণ নীলাভ; সুতরাং বৈষ্ণব-কবির এই প্রয়োগই শুদ্ধ। যোগেশ বাবু অতসী পুষ্পের এই অপ্রচলিত, কিন্তু সমীচীন অর্থ 'অতসী' শব্দে না লিখিয়া, 'তিসি' শব্দের মধ্যে লিখিয়াছেন, সুতরাং অনভিজ্ঞের ঐ অর্থ খুঁজিয়া বাহির করা সুসাধ্য নহে।

(১০) 'কুব্জ'—(স্ত্রী) 'কুজড়ানী'। যোগেশ বাবু সংস্কৃত 'কুব্জ' শব্দ হইতে 'কুব্জ-পৃষ্ঠ মনুষ্য' অর্থে 'কুজ' (গ্রা—কুঁজ) ও (স্ত্রী-লিঙ্গে) 'কুঁজড়ানী' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে এবং ভারতচন্দ্রে 'কুজড়ানী' শব্দের প্রয়োগ আছে লিখিয়াছেন। প্রয়োগটি উদ্ধৃত না করায়, আমরা ঐ উক্তির যথার্থতা স্বীকার করিতে পারিলাম না। 'কুব্জ' হইতে 'কুজা' (পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় 'গুজা') সিদ্ধ হইলেও উহার স্ত্রীলিঙ্গে 'কুজী' বা 'গুজী' ব্যতীত 'কুজড়ানী' শব্দ সিদ্ধ হয় না। 'কুজড়ানী' শব্দটি ফল-মূলাদি বিক্রেতা অর্থবাচক 'কুজড়া' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ বটে। যোগেশ বাবু যে 'কুব্জ'-বাচক 'কুবড়া' শব্দ ও 'ফল-মূলাদি বিক্রেতা' অর্থ-বাচক 'কুজড়া' শব্দ ভুলে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহা ফ্যালন সাহেবের হিন্দুস্থানি ইংরেজি অভিধানে 'কুঁজড়া' ও 'কুবড়া' শব্দের পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ পৃথক্ অর্থ দেখিলেই প্রতীত হইবে। ভারতচন্দ্রে আমরা 'ফলমূল ইত্যাদি বিক্রেত্রী' অর্থেই 'কুজড়ানী' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়। নিকটে বহি না থাকায় প্রয়োগটি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

(১১) 'কোক'। সংস্কৃত অভিধানে 'বৃক' অর্থাৎ 'নেকড়া বাঘ', 'চক্রবাক' ইত্যাদি 'কোক' শব্দের বহু অর্থ থাকিলেও ঋক্‌বেদ ব্যতীত কাব্য-সাহিত্যে 'বৃক' অর্থে 'কোক' শব্দের প্রয়োগ নাই; ইহা সংস্কৃত কাব্যে ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্ব্বত্র 'চক্রবাক' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যোগেশ বাবু এই প্রসিদ্ধ 'চক্রবাক' অর্থ না লিখিয়া 'কোক' শব্দের অর্থ 'বন্য কুকুর, নেকড়া বাঘ' লিখিয়াছেন এবং জ্ঞানদাসের "যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক" পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদ্ধৃত পংক্তিতেও 'কোক' শব্দ 'চক্রবাক' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কামিনীর স্তনদ্বয়ের সহিত চক্রবাক-মিথুনের উপমা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। তুলনা করুন,—

"কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাকযুগলং"

—শৃঙ্গারতিলক।

"কুচযুগ চারু চকেবা।

নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা॥"

—বিদ্যাপতি।

(১২) 'গতিক'। যোগেশ বাবু প্রচলিত কথায় 'এ জনায় প্রাণগতিক' বাক্যের

'গতিক' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ'। বস্তুতঃ এই 'গতিক' শব্দের অর্থ উহা নহে। 'এ জনার প্রাণগতিক' বাক্যটি 'এ জনার প্রাণগতিক মঙ্গল' বাক্যের সংক্ষেপ হইতে হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে পত্রাদিতে অদ্যাপি 'প্রাণগতিক মঙ্গল' বাক্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার অর্থ—'প্রাণ ধারণের উপযোগী মঙ্গল' অর্থাৎ যতটুকু মঙ্গল হইলে প্রাণে বাঁচিয়া থাকা যায়, ততটুকু মঙ্গল,—উহার অতিরিক্ত নহে; নিজে নিজের অধিক মঙ্গল খ্যাপন করা শিষ্টাচার-সঙ্গত নহে, বোধ হয় এই ভাব হইতেই এই বাক্যের উদ্ভব হইয়াছে। এই স্থলে 'প্রাণ-গতিক' শব্দের অর্থ 'প্রাণ-বিষয়ক'; সুতরাং 'জীবনযাত্রা' কিংবা 'নির্ব্বাহ' অর্থ সঙ্গত নহে।

(১৩) 'জওজ'। যোগেশ বাবু আদালতী ভাষার 'জওজে শ্রীহরিদাস' বাক্যটি উদাহৃত করিয়া, উহার অর্থ লিখিয়াছেন—'শ্রীহরিদাস যার স্বামী।' আরবী 'জওজ' শব্দে 'স্বামী' কিংবা 'স্ত্রী' উভয়কেই বুঝাইতে পারে; 'জওজে শ্রীহরিদাস' অর্থাৎ 'জওজ-এ-শ্রীহরিদাস' বাক্যের প্রকৃত অর্থ 'শ্রীহরিদাসের স্ত্রী'; ফারসী বিভক্তি 'এ' দ্বারা সংযুক্ত পরবর্ত্তী শব্দটি ষষ্ঠ্যন্ত-পদের অর্থ-জ্ঞাপক হইয়া থাকে; সুতরাং 'জওজে শ্রীহরিদাস' বাক্যের 'জওজ' শব্দটি 'স্ত্রী' ব্যতীত 'স্বামী' অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যোগেশ বাবুর লিখিত 'শ্রীহরিদাস যার স্বামী' বাক্যে যে 'যার' শব্দটি আছে, উহার জ্ঞাপক কোন শব্দ বা বিভক্তি 'জওজে শ্রীহরিদাস' বাক্যে নাই, সুতরাং উভয় বাক্যের ফলিতার্থ এক হইলেও 'শ্রীহরিদাস যার স্বামী' এইরূপ অর্থ অব্যুৎপন্ন ও অসঙ্গত।

(১৪) 'ঢামালী'। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন যে, 'ঢামালী প্রাচীন বাঙ্গালা' শব্দ,—উহার অর্থ 'অহঙ্কার, দর্প'। 'ঢামালী' ও 'ধামালী' শব্দ দুইটি একার্থক; উহার প্রকৃত অর্থ 'অহঙ্কার' কিংবা 'দর্প' নহে,—উহার অর্থ 'উৎকট আনন্দের সূচক অঙ্গ-ভঙ্গী বা লম্ফ-ঝম্প'। এই অর্থেই 'ঢামালী' শব্দটি প্রাচীন পদাবলি-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা,—

"সখী সব মেলি করিয়া ঢামালী
তোলয়ে বিবিধ ফুল।"

এই অর্থের সহিত তাল-বাচক 'ধামাল' বা 'ধামার' শব্দের অর্থের সুন্দর সাদৃশ্য দেখা যায়। সঙ্গীতের ধ্রুপদ-অঙ্গের 'ধামাল' বা 'ধামার' তালটি প্রায়শই উৎকট আনন্দ-সূচক হোরির গানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; উহার বিচিত্র মাত্রা-ভঙ্গী গাম্ভীর্য্য-মিশ্রিত নৃত্য-কলার উপযোগী বলিয়া সহৃদয় শ্রোতা মাত্রেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। 'ধামাল' বা 'ধামালী' শব্দ সংস্কৃত 'দম্ভ' হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না, তাহাতেও সন্দেহ আছে। হিন্দী 'ধুম' শব্দের সহিতই ইহার অর্থগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

(১৫) 'তসরুপ'। আরবী 'তসর্‌রুফ' শব্দ হইতে জাত সর্ব্বত্র প্রচলিত 'তসরুপ' শব্দের অর্থ যোগেশ বাবু 'ক্ষতি' লিখিয়াছেন। ফ্যালনের অভিধানে আরবী 'তসর্‌রুফ' শব্দের 'ব্যয়', 'ব্যবহার', 'ভোগ' প্রভৃতি অনেকগুলি অর্থ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু

'ক্ষতি' অর্থ দৃষ্ট হয় না। প্রচলিত 'তহবিল তসরূপ করা' ইত্যাদি বাক্যে 'নিজে ব্যবহার করা' অর্থই বুঝা যায় ; উহার ফলে তহবিলের মালিকের ক্ষতি হইলেও 'তসরূপ' শব্দের 'ব্যয়' কিংবা 'ব্যবহার' অর্থ না লিখিয়া 'ক্ষতি' অর্থ লেখা সঙ্গত নহে।

(১৬) 'দুলাল'। যোগেশ বাবু 'দুলাল' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের স্থলে লিখিয়াছেন—"দুল ধাতু হইতে। দুল+আল—দোলে যে ? হিং দুলার—স্নেহ) পিতামাতার আদরে কোলে যে দোল খায়।" এইরূপ ব্যুৎপত্তি বা অর্থ নিতান্ত কষ্ট-কল্পিত বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কৃত-সাহিত্যে 'আবদারে' অর্থে 'দুর্ল্ললিত' শব্দের প্রয়োগ আছে ; 'দুর্ল্ললিত' হইতে প্রাকৃত 'দুল্ললিঅ' ও তাহা হইতে অপভ্রংশ 'দুল্লালা', 'দুলালা' ও 'দুলাল' শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর বটে। "'দুলাল' শব্দের 'আবদারে' অর্থ হইতেই 'নন্দ-দুলাল বাছা যশোদা-দুলাল' ইত্যাদি বাক্যের 'আবদারে ছেলে' অর্থ আসিয়াছে। পিতা-মাতার কোলে দোল খাওয়া সকল ছেলের পক্ষেই এত স্বাভাবিক যে, তাহা হইতে 'দুলাল' ছেলে বলিয়া আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী-নির্দ্দেশের কোন আবশ্যকতা বুঝা যায় না।

(১৭) 'আতাই'। যোগেশ বাবু 'আতাই' শব্দটি সংস্কৃত 'আততায়ী' হইতে জাত স্থির করিয়া ঐ শব্দের অর্থ 'বিভীষিকা' লিখিয়াছেন এবং 'আতাই দেখা' বাক্যটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। অধ্যাপক মুরারিমোহন গুপ্তের সঙ্গীত-প্রবেশিকার উপক্রমণিকায় কালোয়াত্‌দিগের শ্রেণী বিশেষের নাম 'আতাই' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু এই শব্দটি ফ্যালনের অভিধানে দৃষ্ট হইল না। পূর্ব্ববঙ্গে ইহা 'অদ্ভুত' অর্থে বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয় ; যথা,—'আতাই খেলোয়াড়' অর্থাৎ 'অদ্ভুত খেলোয়াড়'। এই 'অদ্ভুত' অর্থ হইতে ইহা বাঙ্গালার কোনও অঞ্চলে 'ভয়ঙ্কর' অর্থে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে। 'ভয়ঙ্কর' বা 'ভয়ানক' শব্দটিও অনেক স্থলে গ্রাম্য ভাষায় 'অদ্ভুত' অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় ; যথা,—'ভয়ঙ্কর পণ্ডিত,' 'ভয়ঙ্কর লোকের ভিড়' ইত্যাদি।

(১৮) 'কিরা'। যোগেশ বাবু 'শপথ'-বাচক 'কিরা' শব্দটি সংস্কৃত 'গিরা—বাক্য' কিংবা 'ক্রিয়া' শব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত করার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হিন্দুস্থানী ভাষায়—"আল্লাকি রাহ্‌ পর" "খোদাকি রাহ্‌ পর," প্রভৃতি বাক্যের ব্যবহার আছে, উহার অর্থ 'ঈশ্বরের নামে'। প্রয়োগ যথা—"ঈশ্বরের নামে আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও।" এই সকল বাক্যের ষষ্ঠী-বিভক্তি-সূচক 'কি' ও 'রাহ্‌' শব্দের 'রা' সংযুক্ত হইয়া, অতি অদ্ভুত ভ্রান্ত-সাদৃশ্য হেতু বাঙ্গালা ভাষায় 'মাথার কিরা' প্রভৃতি বাক্যের প্রচলন হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা হয়। এইরূপ অনুমানের প্রমাণস্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন পদাবলি-সাহিত্যে কুত্রাপি 'কিরা' শব্দের প্রয়োগ নাই ; হিন্দী অভিধানেও 'কিরা' শব্দ দৃষ্ট হয় না। হিন্দীর প্রভাবান্বিত দুই একখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য-গ্রন্থে ও চলিত ভাষায়ই কেবল 'কিরা' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

(১৯) 'কীল'। যোগেশ বাবু 'কীল' শব্দের ব্যুৎপত্তি-স্থলে লিখিয়াছেন—"সং কীল—

কনুই, বাঙ্গালাতে মুষ্ট্যাঘাত। শব্দটি অল্প দিন এই অর্থ পাইয়াছে।" বস্তুতঃ 'মুষ্ট্যাঘাত' অর্থে 'কীল' শব্দের প্রয়োগ আধুনিক নহে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (মতান্তরে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে) রচিত বাৎস্যায়ন-কৃত "কাম-সূত্র" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের "সাম্প্রয়োগিক" নামক দ্বিতীয় অধিকরণের "প্রহনন-যোগ" শীর্ষক অধ্যায়ে 'কীলা' শব্দটি 'মুষ্টি' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা হইতেই বাঙ্গালা 'কীল' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; 'কনুই' অর্থের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।

(২০) 'দাস্যা'। যোগেশ বাবু 'দাস্যা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থস্থলে লিখিয়াছেন—(সংস্কৃত) "দাসী শব্দের ষষ্ঠীর রূপ দাস্যাঃ। বোধ হয় দাস্যাঃ সদৃশী হইতে। বিধবা শূদ্রার নামের পরে বসে। (সধবা কিংবা অবিবাহিতা শূদ্রা নারী—দাসী)।" বস্তুতঃ 'দাস্যার সদৃশী' এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা 'দাস্যা' সিদ্ধ হয় নাই। প্রাচীন রীতি অনুসারে পত্র-আদিতে কিংবা স্বাক্ষরে নামের পরে উপাধি-বাচক শব্দটি ষষ্ঠী-বিভক্তি-যুক্ত হইয়াই ব্যবহৃত হইত। যথা—"অমুক শর্ম্মণঃ," "অমুক দেব্যাঃ", "অমুক দাসস্য", "অমুক দাস্যাঃ" ইত্যাদি। সংস্কৃত-ব্যাকরণ-জ্ঞানের অভাবে সাধারণ লোকের লেখায় বিসর্গ-চিহ্ন পরিত্যক্ত হওয়ায়, পরে ঐ শব্দগুলি "শর্ম্মণ," "দেব্যা", "দাস্যা" ইত্যাদি আকার ধারণ করে। পতি-যুক্তা নারীর পত্রাদি লেখা কিংবা নাম স্বাক্ষর করার সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না,—বিধবা নারীকে বাধ্য হইয়াই উহা করিতে হয় এবং তাঁহার নামের পরে যথাসম্ভব 'দেব্যা', 'দাস্যা' ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হয় বলিয়া ঐ 'দেব্যা', 'দাস্যা' প্রভৃতি শব্দগুলি কেবল বিধবাগণেরই ব্যবহার্য্য, এইরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অনেক শিক্ষিতা বিধবা মহিলা নামের পরে 'দেব্যা', 'দাস্যা' প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে 'দেবী', 'দাসী' প্রভৃতি শব্দটি লিখিয়া থাকেন এবং উহাই শুদ্ধ প্রয়োগ বটে। আমাদিগের যত দূর স্মরণ হয়, তাহাতে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই পূর্ব্বোক্ত রীতি পরিত্যাগ করিয়া নিজের নামের পরে "দেবশর্ম্মণঃ" কিংবা "শর্ম্মণঃ" না লিখিয়া "শর্ম্মা" লিখেন। "শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য" এই প্রমাণ অনুসারে শুধু 'দেব' শব্দ ব্রাহ্মণের উপাধিবাচক হইলেও ইদানীং "বর্ণ-শর্ম্মা" অর্থাৎ অনাচরণীয় জাতি-সমূহের যাজনাদি-কার্য্য দ্বারা পতিত ব্রাহ্মণগণ নামের শেষে 'শর্ম্মা' লিখায়, পার্থক্যের জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ "দেবশর্ম্মা" লিখিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবহার সুবিধাজনক হইলেও শুদ্ধ নহে; বোধ হয়, ইহা মনে করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় 'দেবশর্ম্মা' শব্দের পরিবর্ত্তে 'শর্ম্মা' লিখিতেন। যোগেশ বাবু 'দাস্যা' শব্দের ন্যায় 'দেব্যা' শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়েও এই ভুল করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত 'শ্রীমত্যা' শব্দের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, 'শ্রীমতী' বিশেষণ-শব্দ বলিয়া 'দাস্যাঃ', 'দেব্যাঃ' প্রভৃতির ন্যায় ষষ্ঠ্যন্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে বিসর্গ-হীন হইয়া, পরে বিধবার পক্ষে প্রযোজ্য হইয়া পড়িয়াছে।

(২১) 'ননী'। যোগেশ বাবু 'ননী' শব্দের অর্থ-স্থলে লিখিয়াছেন—"দধি হইতে জাত স্নেহ-পদার্থ। (দুগ্ধ হইতে জাত—মাখন)।" পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে কিন্তু ঠিক ইহার

বিপরীত অর্থ দেখা যায় অর্থাৎ দুগ্ধ-জাত স্নেহকে 'ননী' ও দধি-জাত স্নেহকে 'মাখন' বলা হয়। ক্যারীনের অভিধানে 'মক্‌খন' শব্দের অর্থ—"butter" লিখিত হইয়াছে। 'butter' সাধারণতঃ দধি হইতেই তোলা হইয়া থাকে।

(২২) 'নিজ্জশ, নিজ্জাশ'। যোগেশ বাবু 'নিজ্জশ' কিংবা 'নিজ্জাশ' শব্দটি সংস্কৃত 'নিশ্চয়' শব্দ হইতে জাত স্থির করিয়া, উহার অর্থ 'নিশ্চয়' লিখিয়াছেন এবং প্রয়োগ-স্থলে চৈতন্যচরিতামৃতের "এই সব রসনির্যাস করিব আস্বাদ।" পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'নিশ্চয়' হইতে 'নির্যাস' কিংবা 'নিজ্জাশ' কিরূপে উদ্ভূত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। উদ্ধৃত উদাহরণের 'নির্যাস' শব্দটি সংস্কৃত 'নির্য্যাস' শব্দ ও উহার অর্থ 'ক্ষরণ' অর্থাৎ 'যাহা নির্গলিত হয়'—এইরূপই সঙ্গত বোধ হয়। এই 'ক্ষরিত' বা 'নির্গলিত' অর্থ হইতেই 'সার' অর্থ আসিয়াছে, যথা—"তুমি নির্য্যাস জানিও, আমি বিবাহ করিব না।" "আমি নির্য্যাস কহিলাম, সে ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবে না" ইত্যাদি। এরূপ স্থলে 'নির্যাস' শব্দের অর্থ 'নিশ্চয়' বলিয়া সহজেই ভ্রম হইতে পারে এবং বোধ হয়, সেই কারণে 'নির্যাস' শব্দ কোন স্থলে 'নিশ্চিত' অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে; যথা,—"আমি নির্যাস যাইব" ইত্যাদি; কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ আমরা দেখি নাই; এইরূপ প্রয়োগ থাকিলেও—ঐ 'নিশ্চিত' অর্থ যে 'নির্য্যাস' শব্দের পূর্ব্বোক্ত 'সার' অর্থ হইতেই আসিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

(২৩) 'না-হক'। যোগেশ বাবু ফারসী 'না-হক' শব্দের অর্থ 'মিথ্যা', 'মিথ্যামিথ্যি' লিখিয়া, উহার প্রয়োগ-স্থলে জ্ঞানদাসের "নাহক আদর অধিক বাঢ়য়" পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফারসী 'না-হক' শব্দের অর্থ 'মিছামিছি' হইলেও জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত পংক্তির 'নাহক' শব্দটির অর্থ উহা নহে। 'মিছামিছি আদর অধিক বৃদ্ধি হয়' এই অর্থ এখানে মোটেই সংলগ্ন হয় না। জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত পংক্তির বিশুদ্ধ পাঠ—

"নাহক আদর অধিক বাঢ়ায়।
জ্ঞানদাস কহে এহ না যুয়ায়॥"

এ স্থলে 'নাহক' শব্দের অর্থ—"নাথের" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের; সুতরাং বাক্যটির অর্থ হইতেছে যে—(শ্রীরাধা) পূর্ব্ব-বর্ণিত বামতা প্রদর্শন দ্বারা নাথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজের আদর অধিক বাড়াইতেছেন; (প্রিয়তমের সহিত এরূপ কৌশল অসঙ্গত বলিয়া) জ্ঞানদাস কহিতেছেন—ইহা উচিত নহে।

(২৪) 'ধনি'। যোগেশ বাবু 'ধনি' শব্দটি সংস্কৃত 'ধনিকা' শব্দ হইতে জাত স্থির করিয়া, উহার অর্থ 'ধনবতী নারী, ভামিনী' লিখিয়াছেন। সংস্কৃত 'ধনিকা' বা 'ধনীকা' শব্দের অর্থ শব্দরত্নাবলীর প্রমাণ অনুসারে শব্দকল্পদ্রুমে 'যুবতী' লিখিত হইয়াছে। উহার অর্থ 'ধনবতী' কিংবা 'ভামিনী' নহে। বাঙ্গালা স্ত্রী-বাচক 'ধনি' বা 'ধনী' শব্দের অর্থও "যুবতী" বটে। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত 'ধন্য' শব্দ হইতেও অপভ্রংশ 'ধনি' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে; উহার অর্থ 'ধন্য'; যথা,—

"ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর ॥"—বিদ্যাপতি।

যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দ-কোষে 'ধনি' শব্দের এই শেষোক্ত অর্থও দৃষ্ট হইল না।

(২৫) 'তাফতা'। যোগেশ বাবু 'তাফতা' শব্দের অর্থ 'এক প্রকার পট্টবস্ত্র' লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ 'তাফতা' শব্দে ধূপ-ছায়া রঙ্গের কাপড় বুঝায়; যথা,—

"ছুটী ন সিসুতাকী ঝলক
ঝলকিয়ো জোবন অঙ্গ।
দীপতি দেহ দুহুন মিলি
দিপতি তাফতা রঙ্গ ॥"
—বিহারীলালের "সত-সঈ" কাব্য।

অর্থাৎ—

এখনো ঘুচে নি বালা-ভাবের ঝলক,—
অঙ্গে আসি ঝলকে যৌবন।
দোঁহে মিলি তার দেহে দিছে কি চটক,—
যেন ধূপ-ছায়ার বসন ॥

এই 'তাফতা' শব্দের ব্যবহার বাঙ্গালা-সাহিত্যে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

আমরা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইলাম; চেষ্টা করিলে এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতে পারে। শব্দ-ছাড় পড়া অপেক্ষা শব্দের অসদর্থ দেওয়া অভিধানের পক্ষে অধিক দূষণীয়; সুতরাং ভরসা করি যোগেশ বাবু সন্দিগ্ধ ও দুরূহ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ-সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিবেন। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা শব্দকোষের কতকগুলি ত্রুটি ও অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিলাম দেখিয়া, কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐ গ্রন্থখানা ত্রুটি ভ্রম দ্বারা পরিপূর্ণ। যোগেশ বাবু একাকী বাঙ্গালা শব্দ-কোষ সঙ্কলিত করিয়া যেরূপ অনুসন্ধান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ করিতে উহাতে নানা ত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদ থাকা একান্ত স্বাভাবিক। যোগেশ বাবু তাঁহার এই কোষ-সংগ্রহকার্য্যে সাহিত্য-সেবিগণের সমালোচনা প্রার্থনা করিয়া, যথেষ্ট সৌজন্য ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতি অল্পসংখ্যক লোকেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ভরসা করি, ভাষা-তত্ত্ববিৎ সাহিত্যসেবিগণ যোগেশ বাবুর এই মহৎ কার্য্যে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়া, আজ পর্য্যন্ত একখানা উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা অভিধান নাই—এই কলঙ্ক বিদূরিত করিতে যত্নবান্ হইবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

বাঙ্গালা শব্দ-কোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা প্রথম প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্কলিত বাঙ্গালা শব্দ-কোষের উপাদেয়তা ও ত্রুটি সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি; সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ৩য় ৪র্থ খণ্ড হইতে (ক) কতকগুলি বর্জ্জিত শব্দের অর্থ ও প্রয়োগের উদাহরণ এবং (খ) কতকগুলি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

(ক) বর্জ্জিত শব্দাবলি

আমরা প্রথম প্রবন্ধে বর্জ্জিত প্রাদেশিক শব্দ প্রদর্শন না করিয়া কেবল প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত বর্জ্জিত শব্দেরই উল্লেখ করিয়াছি; এ স্থলেও প্রধানতঃ তাহাই করিব, তবে আরবী ও ফারসী হইতে গৃহীত যে সকল শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত না হইলেও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ কয়েকটি শব্দেরও উল্লেখ করিব।

(১) 'পদউধ'—(সং, 'কুক্কুটশ্চরণায়ুধঃ' অমর-কোষ) কুক্কুট; যথা,—

"পদউধ কাক কোকিলের ডাক
জাগিয়ে যামিনী শেষ।"

—চণ্ডীদাস, ৯০ সংখ্যক পদ*।

চণ্ডীদাসের সম্পাদক স্বর্গীয় রমণী বাবু 'পদউধ' শব্দের অর্থ 'দৈয়াল' লিখায়, আমরা ঐ অর্থের অপ্রামাণিকতা প্রদর্শন করিয়া 'কুক্কুট' অর্থ লিখিয়াছিলাম। সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন বাবু আমাদিগের প্রতিপাদিত অর্থের প্রতি সন্দিহান হইয়া তাঁহার গ্রন্থের 'দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের তালিকা'য় লিখিয়াছেন—'পক্ষী বটে; কি পক্ষী বলা যায় না; কুক্কুট কি হয়? ময়ূর হইতে পারে; সেও পদায়ুধ।' অনেক পক্ষীরই তীক্ষ্ণ নখ আছে; সুতরাং তীক্ষ্ণ নখ দেখিয়া 'পদায়ুধ' নাম দিলে অনেক পক্ষীকেই 'পদায়ুধ' নাম দেওয়া যাইতে পারে। অভিধানে কিন্তু 'পদায়ুধ' বা 'চরণায়ুধ' শব্দে কুক্কুট ব্যতীত অন্য পক্ষীকে বুঝায় না। 'কুক্কুট' অর্থ করায় পক্ষে কি বাধা আছে, নীলরতন বাবু বলেন নাই; কুক্কুট-শব্দে বৃন্দাবনের পবিত্রতা নষ্ট হয় কি? ময়ূর কি কাক ও কুক্কুটের ন্যায় শব্দ দ্বারা প্রভাতের সূচনা করিয়া থাকে? যে স্থলে অভিধান ও স্বভাব উভয়ই কুক্কুটের অনুকূলে সাক্ষ্য দিতেছে, সে স্থলে কি জন্য যে কুক্কুট

---

* সর্ব্বত্র সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত চণ্ডীদাস হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

বেচারাকে তাড়াইয়া তাহার স্থলে অজ্ঞাত-নামা কাল্পনিক একটি পক্ষীকে খাড়া করিতে হইবে, তাহা আমাদিগের বোধগম্য হয় নাই।

(২) 'পাউষ'—(সং 'প্রাবৃষ' শব্দ-জাত) বর্ষা; যথা,—

'নবীন পাউষের মীন মরণ না জানে'।

—চণ্ডীদাস, ৩৫৫ সং পদ।

নীলরতন বাবু 'পাউসের' লিখিয়াছেন এবং 'পাউস' শব্দের 'বর্ষার নূতন ঢল' অর্থ করিয়াছেন; বস্তুতঃ 'পাউষ' বা 'পাউখ' বর্ষা অর্থেই পদাবলি-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) 'পাগা'—(সং 'পক্ক' শব্দ-জাত) পক; যথা,—

"প্রিয়া সঙ্গে রস রঙ্গে অঙ্গ গেল পাগা"

উদ্ধৃত পংক্তিটি কোথায় পাইয়াছি, বহু অনুসন্ধানেও এখন তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

(৪) 'পাটা'—(সং 'পট্টক' শব্দ-জাত) শিল; যথা,—

"কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন কিসের হলুদ বাটা।

আঁখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা॥"

—গৌরপদ-তরঙ্গিণী, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

(৫) 'পাটাবুকী'—যে স্ত্রীলোকের বুক শিলের ন্যায় কঠিন; যথা,—

"মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর'

—পদকল্পতরু, ২৫১৭ সংখ্যক পদ।

(৬) 'পার্য্যমাণে'—(সং পার ধাতু কর্ম্ম-বাচ্যে 'শানচ্' প্রত্যয়) পারত্‌পক্ষে; যথা,—

'আমি পার্য্যমাণে আপনার নিকট যাইতে ত্রুটি করিব না'। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ প্রয়োগ দেখিয়াছি স্মরণ হয়, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি, বলিতে পারিব না।

(৭) 'পিয়ল'—(সং—'পীত' শব্দ-জাত) পীত-বর্ণবিশিষ্ট; যথা,—

"পিয়ল বরণ বসন খানিতে

মুখানি আমার মুছে।"

—চণ্ডীদাস, ১৮৯ সং পদ।

নীলরতন বাবুর সংস্করণে 'পিয়ল' শব্দের স্থলে অশুদ্ধ ও অপ্রামাণিক 'পিঙ্গল' পাঠ গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালা শব্দ-কোষের 'পিউলী' শব্দটির সহিত তুলনীয়।

(৮) 'পুনি'—(সং—'পূর্ণিমা', মৈথিল 'পুনিম') পূর্ণিমা;—

"রমণী মোহন বিলসিতে মন

হইল মরমে পুনি।

গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে

রমিতে বরজ-ধনী॥" —চণ্ডীদাস, ৬৯৩ সং পদ।

পুনশ্চ—

"অমায় প পুনির তি।
বাপের ঘরে না যায় ঝি॥"—ডাকের উক্তি।

অর্থাৎ অমাবস্যার পরবর্ত্তী প্রতিপৎ ও পূর্ণিমার পরবর্ত্তী তৃতীয়ায় স্ত্রীলোকের পিত্রালয়ে যাত্রা নিষিদ্ধ। (তুলনা করুন,—'কৃষ্ণা তৃতীয়া প্রতিপচ্চ শুক্লা' ইত্যাদি জ্যোতির্বচন)।

নীলরতন বাবু 'পুনি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'পুনর্ব্বার, পূর্ণিমা অর্থ হয় না'। আমাদের বক্তব্য এই যে, শারদীয় পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত প্রথম রাস-কেলি করেন বলিয়া ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে; তৎপূর্ব্বে আর ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত তাঁহার বিলাস সঙ্ঘটিত হয় নাই। চণ্ডীদাসকে এই রাস-লীলার পদে ভাগবতীয় বর্ণনারই অনুসরণ করিতে দেখা যায়; এরূপ অবস্থায় 'পুনি' শব্দের 'পুনর্ব্বার' অর্থে এ স্থলে সঙ্গত হয় কি? চণ্ডীদাসের ব্যবহৃত 'পুনি' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে বটে, কিন্তু ডাকের প্রাচীন উক্তিতে 'পুনি' শব্দের 'পুনর্ব্বার' বা অন্য কোন অর্থ হয় কি? উভয় স্থল তুলনা করিয়া চণ্ডীদাসের 'পুনি' শব্দের অর্থ 'পূর্ণিমা' করাই কি সঙ্গত নহে?

(৯°) 'পুয়া'—(সং 'পূপ' শব্দ-জাত) পিষ্টক-বিশেষ; যথা,—

"পুরি পুয়া খাজা　　　পেড়া সরভাজা
রাধিকা করিয়াছিলা।"

—পদকল্পতরু, ২৫১৬ সং পদ।

তুলনা করুন্—'মালপুয়া', 'পুয়া পিঠা'।

(১০) 'পোক পাড়া'—পোকার ন্যায় ডিম্ব উৎপাদন করা অর্থাৎ অবিকৃত বস্তুকে বিকৃত করা; যথা,—

"এমনি বিষম লোক　　　জীয়ন্তে পাড়য়ে পোক
তিলেক নাহিক করে ক্ষেমা।"

—পদকল্পতরু, ২৫০১ পদ।

(১১) 'বন্ধন', 'বন্ধান'—(সং 'বন্ধ') ভঙ্গী (Posture); যথা,—

"শ্রীবাস-অঙ্গনে　　　বিনোদ বন্ধনে
নাচত গৌরাঙ্গ রায়।"—প-ক-ত, ২৬৬ পদ।

"বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান"

—ভারতচন্দ্র; বিদ্যাসুন্দর।

(১২) 'বান'—(সং-'বর্ণ' শব্দ-জাত; হিং—'বান'; ক্যাননের অভিধান দ্রষ্টব্য) দীপ্তি, উজ্জ্বল্য; যথা,—

"গোবিন্দ দাস কহ　　　আপরু পরশ দেহ
হেম ধরউ নিজ বান।"—পদকল্পতরু, ৩৭০ সং পদ।

(১৩) 'বারাসত', 'বারাসিয়া' বা 'বারা'সে'—(সং-'দ্বাদশমাসিক' শব্দজাত ;) বার বাসিয়া অর্থাৎ অকাল-জাত ; প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদিত "কাশী-পরিক্রমা" ২১৭।১২ দ্রষ্টব্য।

(১৪) 'বিগান'—(সং—'বি-গীতম্') নিন্দা ; যথা,—

"গুরুজন পরিজন কেহ নাহি গঞ্জয়ে
কে নাহি করয়ে বিগান।"

—পদকল্পতরু, ২৬৩ পদ।

(১৫) 'বিতথা'—(সং) দুরবস্থা ; যথা,—

"এ মোর বিতথা সে বন-দেবতা
শুনি চমকয়ে চিতে।"

—জ্ঞানদাস ; প-ক-ত, ৭১২ পদ।

(১৬) 'বেদনী'—(সং 'বেদনা' শব্দের উত্তর বাঙ্গালা 'ঈ' প্রত্যয়) সমবেদনা-কারিণী ; যথা,—

"কাহারে কহিব কানুর পিরিতি
তুমি সে বেদনী সই।"

— প-ক-ত, ৬৮৯ পদ।

(১৭) 'বেয়াজ'—শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'বেয়াজ...য্য, (সং ব্যাজ)। ব্যাজ, প্রঃ—(জ্ঞানদাস)।' বস্তুতঃ 'বেয়াজ' শব্দের অর্থ 'ব্যাজ' লিখিলে অর্থ প্রকাশ পায় না। জ্ঞানদাসের প্রয়োগটি উদ্ধৃত না করায় তিনি কোন্ অর্থে 'বেয়াজ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও বুঝা যায় না। সংস্কৃত অভিধানে 'ছল' বা 'কৈতব' অর্থেই 'ব্যাজ' শব্দ প্রসিদ্ধ বটে ; বোধ হয়, যোগেশ বাবুর সেই অর্থই অভিপ্রেত। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে 'বিলম্ব' ও 'টাকার সুদ' অর্থেও 'বেয়াজ' শব্দের ব্যবহার আছে। যোগেশ বাবু উহার উল্লেখ করেন নাই। 'বেয়াজ'—বিলম্ব ; যথা,—

"শুন শুন মাধব বিদগধ-রাজ।
ধনি যদি দেখবি না কর বেয়াজ॥"—প-ক-ত, ৩২০ পদ।

'বেয়াজ'—টাকার সুদ ; যথা,—

"শুন সজনি ও নাগর গুণি-রাজ।
মূল বিনু পর-ধন মাগয়ে বেয়াজ॥"

—বিদ্যাপতি ; প-ক-ত, ২৩৮ পদ।

বোধ হয়, 'ব্যাজ' শব্দের 'ছল' অর্থ হইতেই 'অশুভস্য কাল-হরণম্' এই নীতি অনুসারে 'ছল করিয়া কাল-হরণ করা' অর্থ ; উহা হইতে 'বিলম্ব' অর্থ ও সেই অর্থ হইতে 'বিলম্ব-জনিত ক্ষতিপূরণ' বা 'টাকার সুদ' অর্থ আসিয়াছে।

(১৮) 'বৈদগধি'—(সং—'বৈদগ্ধী') রসজ্ঞতা ; যথা,—

"আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি।

কুলেতে যতন করে কোন্‌ বা মুগধী॥"—প-ক-ত, ৭৮২ পদ।

(১৯) 'ভাজ...ধাতু'—(সং—ভঞ্জ ধাতু-জাত) 'ভাজে'—ভঙ্গ দেয়, পলায়ন করে ; যথা,—

"রতি-পতি ভয়ে ভাজে।"—প-ক-ত, ৬৫৬ পদ।

(২০) 'ভায়ই'—(সং—ভ্রাতৃজায়া ; হিং 'ভাবজ', 'ভাবি') ভ্রাতৃ-জায়া ; যথা,—

"লোক-চরচাতে ভাসুর-ভায়ই

এমতি থাকিব আমি।"

—প-ক-ত, ৭৫৫ পদ।

(২১) 'ভালে ভালে'—(বাঙ্গালা শব্দ-কোষ 'ভাল' শব্দ দ্রষ্টব্য) ভালয় ভালয়, যথা,—

"বিষম কপট তাহার প্রেম

ভালে ভালে হাম জানি।"

—প-ক-ত, ৫৫৩ পদ।

(২২) 'ভুক্'—(সং—'বুভুক্ষা' শব্দ-জাত) ক্ষুধা ; যথা,—

'খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক্।"

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ৮০৮ পদ।

(২৩) 'মহতী'—(সং) বীণা-বিশেষ ; যথা,—

"বাজত বীণ মহতী কপিনাস।"—বিদ্যাপতি।

(২৪) 'মহাভাব'—(সং) রাগাত্মক প্রেম-ভক্তির চরম অবস্থা ; যথা—

"দেখ দেখ প্রেম-সিন্ধু অবতার।

তহিঁ পুন নিমগন নাহি জানে রাতি-দিন

বুঝি সে মহাভাব-সার॥"—প-ক-ত, ৩৫১ পদ।

(২৫) 'মাতা'—ণ, (সং—'মত্ত' শব্দজাত) মত্ত ; যথা,—

"চলে যেন গজরাজ মাতা"—প-ক-ত।

(২৬) 'মাধাই'—(সং—'মাধব' শব্দ-জাত) শ্রীকৃষ্ণ ; 'মাধব' নামের অপভ্রংশ, যথা,—

"হাসি মুখ মোড়ই চীট মাধাই"—প-ক-ত।

"জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল।"—প-ক-ত।

(২৭) 'মিরিতি'—(সং—'মৃতি' শব্দ-জাত) মৃত্যু ; যথা,—

"পিরিতি মিরিতি তুলে তৌলাইলা

পিরিতি গুরুয়া তার।"

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ৯১৭ পদ।

(২৮) 'মুগধী'—(সং 'মুগ্ধা' শব্দের প্রাচীন বাঙ্গালা স্ত্রীলিঙ্গের রূপ) মুগ্ধ-স্বভাবা ; 'বৈদগধি' শব্দে প্রয়োগ দ্রষ্টব্য।

(২৯) 'মুদামী'—(বাঙ্গালা শব্দ-কোষের 'মুদাম' শব্দ দ্রষ্টব্য) চির-স্থায়ী ; যথা—'মুদামী বন্দোবস্ত'। 'সর্ব্বদা' অর্থ-বাচক আরবী 'মুদাম' শব্দের ব্যবহার বাঙ্গালায় দেখি নাই। আদালতী ভাষায় 'মুদামী' শব্দের বহুল ব্যবহার আছে।

(৩০) 'মোহ মোহ কৃ...ধাতু' (প্রাকৃত 'মহ মহ' ধাতু—'মহমহই মলয়বাও' হাল-সপ্তশতী ৫।৯১ ;) মোহিত করে ; আমোদিত করে ; যথা,—

"যতনে রাজালু ফুলের শেজ
গন্ধে মোহ মোহ করে।"—প-ক-ত, ৩৪৭ পদ।

চলিত কথায় 'গন্ধে ম-ম করিতেছে' এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

(৩১) 'যছু'—(সং—'যস্য' ; প্রা—'জস্স') যাহার ; যথা,—

"অনুখন নব নব যছু অভিলাষ।"—প-ক-ত, ৪৭৬ পদ।

(৩২) 'যক্ষ'– কৃপণ ; (বহু কালের সঞ্চিত ও অব্যবহৃত ধনাদি যক্ষে অধিকার করে, এই লৌকিক বিশ্বাস হইতেই প্রথমে 'কৃপণের ধন' ও 'যক্ষের ধন' সমার্থক ও পরে কৃপণের নামান্তর 'যক্ষ' হইয়াছে বিবেচনা হয়।

(৩৩) 'যোধ-পতি'—(সং 'যোদ্ধৃ-পতি' শব্দ-জাত) সেনাপতি ; যথা,—

"সোই যোধপতি তাহে নাহি পারলি
হৃদয়ে হানলি পাঁচ বাণ।"—প-ক-ত, ৮৫৮ পদ।

(৩৪) 'রসাভাস'—(সং 'রসাভাস' শব্দের 'অনুচিতার্থক বাক্য' হইতে 'অশ্লীল' অর্থ আসিয়াছে) অশ্লীল-বাক্য ; যথা,—

"রসাভাসে যে বোল বোলে শুন্যা লাজে মরি।"—প-ক-ত, ৯৫১ পদ।

(৩৫) 'রসিয়া'—(সং—'রসিক' শব্দ-জাত ;)

'অজনে আওব যব রসিয়া'
বিদ্যাপতি ;—প-ক-ত, ১৯০৪ পদ।

'কোথায় রহিলে রসিয়া নাগর শ্যাম।'
বাঙ্গালা গান।

(৩৬) 'রাজি'—(সং—'রাজ্য' ; হিং—'রাজ', বাং—'রাজি') রাজ্য ; যথা,—

'হেদে লো তোমারে ভাল না দেখিয়ে আজি।
কালা-মাণিকের বাতাসে এ বুঝি
মজিল গোকুল-রাজি॥"
—প-ক-ত, ৩৯৮ পদ।

(৩৭) 'রে'—বিভক্তি। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন,—"সর্ব্বনাম পদে এবং কদাচিৎ

বিশেষ্য পদে 'কে' স্থানে, প্রায়ই পদ্যে, এবং ভাষায়, প্রঃ—যারে—যাহাকে, তাহারে—তাহাকে।" 'কে'-স্থানে ব্যবহার্য্য নহে, এরূপ 'রে' বিভক্তিও প্রাচীন বাঙ্গালায় দৃষ্ট হয়; যথা,—

"বন্ধুরে বিদরে হিয়া একা নিশবদ হৈয়া
শুতিয়া রহিলুঁ মুঞি দিনে।"

—প-ক-ত, ৯৪৮ পদ।

এ স্থলে 'বন্ধুরে' শব্দের অর্থ 'বন্ধুর জন্ত'; সুতরাং 'রে' চতুর্থী-বিভক্তির চিহ্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এ স্থলে ইহার পরিবর্ত্তে 'কে' বসিতে পারে না। 'কি ক্ষেণে জলেরে গেলুঁ কি রূপ দেখিয়া আইলুঁ' ইত্যাদি স্থলেও 'নিমিত্তার্থে চতুর্থী' বুঝিতে হইবে।

(৩৮) 'লখিল'—(সং—'লক্ষ' ধাতুর উত্তর বাঙ্গালা কৃৎপ্রত্যয় 'ল'-যোগে সিদ্ধ) লক্ষিত; লক্ষ্য করার যোগ্য; যথা,—

"লখিল নহে রূপ লখিল নয়।
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সে অঙ্গে রয়॥"

—প-ক-ত, ৭৯০ পদ।

অতীত কালের অর্থে ও যোগ্যার্থে বাঙ্গালা কৃৎপ্রত্যয় 'ল' প্রযুক্ত হয়; সুতরাং উদ্ধৃত পংক্তি পুনরুক্তি-দুষ্ট মনে করিলে উহার প্রথম 'লখিল' শব্দের অর্থ 'লক্ষিত' ও দ্বিতীয় 'লখিল' শব্দের অর্থ 'লক্ষ্য করার যোগ্য' করা যাইতে পারে। তাহা হইলে অর্থ হইবে যে,—"(শ্রীকৃষ্ণের) রূপ (মৎকর্ত্তৃক) লক্ষিত অর্থাৎ দৃষ্ট হইল না; (উহা) লক্ষ্য করিবার যোগ্য নহে; (কেন না), যে অঙ্গে পড়ে দিঠি ইত্যাদি।'

(৩৯) 'লগে'—(সং—'লগ' ধাতু-জাত) সঙ্গে; যথা,—

"আচম্বিতে যাই পড়িল অথাই
চণ্ডীদাস যায় লগে।"

চণ্ডীদাস;—সা-প সংস্করণ, ৩৩ পদ।

নীলরতন বাবু 'লগে' স্থলে 'নগে' পাঠ গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন,—'নগে...৩৩ (অর্থবোধ হইল না)।' বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে 'লগে' শব্দের অধুনা ব্যবহার নাই; পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে ইহা চলিত কথায় বহুল ব্যবহৃত হয়। আমরা চণ্ডীদাসের পদে অন্যত্র 'লগে' বা 'নগে' শব্দ পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না; সুতরাং চণ্ডীদাসের এই প্রয়োগটি প্রণিধান-যোগ্য।

(৪০) 'লাখবান'—(বাং—'দশবান' ও 'শতবান' শব্দের সহিত তুলনীয়) লক্ষ বার দাহ দ্বারা নির্ম্মলীকৃত; ('আইন্-ই-আক্‌বরি' গ্রন্থে আক্‌বরের রাজত্বকালের 'দশ-বারি' স্বর্ণের বর্ণনা দ্রষ্টব্য; ঐ স্বর্ণ ক্রমে দশ বার বহ্নি-দাহ দ্বারা বিশুদ্ধ করা হইত। এ জন্যই 'আকবরি' মোহরের অত আদর হইয়াছিল কি? 'শত-বান' ও 'লাখ-বান' স্বর্ণ তুলি-

কল্পনামূলক অতিশয়োক্তি)। 'লাখবান' যথা,—

"লাখবান কাঞ্চন জিনি।
রসে চরচর গোরা অঙ্গের মু আও নিছনি॥"

—প-ক-ত, ২৬৭ পদ।

(৪১) 'শূধবূধ'—(ফারসী 'শুধবুদ'; ফ্যালনের অভিধান দ্রষ্টব্য) সামান্য জ্ঞান বা অনুভূতি; যথা,—

'শূধ বূধ সব খোয়'—প্রাচীন পদাবলী।

(৪২) 'শতবান'—('লাখবান' শব্দ দ্রষ্টব্য) শত বার দাহ দ্বারা নির্ম্মলীকৃত স্বর্ণ (অতিশয়োক্তি)। যথা,—

"অবনীর ধূলি তুয়া চরণ-পরশে।
সোনা শতবান হৈয়া কাহে নাহি তোষে॥"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ৫১৩ পদ।

(৪৩) 'সঞে'—(সং—'স্মাৎ' বিভক্তির অপভ্রংশ, যথা—'সর্ব্বস্মাৎ', 'পূর্ব্বস্মাৎ'; হিং—'সেঁ') পঞ্চমী-বিভক্তির চিহ্ন=হইতে; যথা,—

"কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহি তেজল সগরি॥"

—বিদ্যাপতি; প-ক-ত, ৯৭২ পদ।

(৪৪) 'সঞাত'—(সং—'সংযত' (ভাবে 'ক্ত')=সংযম) ক্ষমা; যথা,—

"এ ধনি মানিনি করহ সঞাত।"

—বিদ্যাপতি; প-ক-ত, ৩৮৬ পদ।

(৪৫) 'সন্দেশ'—('সন্দেশ' শব্দের 'উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন' অর্থ হইতেই 'দুর্ল্লভ বস্তু' অর্থ উদ্ভূত হইয়াছে;) 'সন্দেশ' শব্দের ব্যুৎপত্তি-বিচার সা-প-পত্রিকা, ১৩২০ সালের ৩য় সংখ্যায় "প্রাচীন পদাবলি ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য; দুর্ল্লভ বস্তু; যথা,—

"এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ॥"—প-ক-ত, ৭৯৭ পদ।

(৪৬) 'সবে'—(সং 'সাকল্যে' শব্দের সাদৃশ্যে 'সবে' হইয়াছে) শুধু, কেবল; যথা—'সবে ধন নীলমণি।' প্রাচীন সাহিত্যে 'সভে' ও 'সবে' শব্দের প্রয়োগে পার্থক্য আছে। "চৈতন্য-ভাগবত" গ্রন্থের সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের পরিশিষ্টে সর্ব্বাগ্রে সেই পার্থক্যটি উপস্থাপিত করেন। প্রাচীন সাহিত্যে 'সকল লোকে' অর্থে 'সভে' ও 'কেবল' অর্থে 'সবে' শব্দ ব্যবহৃত হইত। যোগেশ বাবু মাণিক গাঙ্গুলির 'ধর্ম্মমঙ্গল' হইতে 'সভে' শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন,—

"সভে দোষ সীমন্তিনী সবে স্বতন্তরা।"

এ স্থলে 'সন্তে' শব্দের 'সকল লোকে' অর্থ সুসঙ্গত হয় না ; আমাদিগের বিশ্বাস, এ স্থলে লিপিকর-ভ্রমে 'সবে' স্থলে 'সন্তে' এবং 'সন্তে' স্থলে 'সবে' হইয়াছে ; প্রকৃত পাঠ হইবে,— 'সবে দোষ সীমন্তিনী সন্তে স্বতন্তরা'। অর্থাৎ সর্ব্বগুণসম্পন্না নারীদিগের কেবল এইমাত্র দোষ যে, তাহারা সকলেই স্বেচ্ছাচারিণী।'

(৪৭) 'সমতি'—(সং—'সম্মতি' হিং—'সুম্‌তী') সম্মতি ; উত্তর ; যথা,—

"শুনহ মাধব কহলুঁ তোয়।
সমতি না দেই দিন রজনী রোয়॥"

—জ্ঞানদাস ; প-ক-ত, ৪১ পদ।

(৪৮) 'সাটোপ'—(সং—'সাটোপ') আড়ম্বরের সহিত ; যথা,—

'বিশাখা সাটোপে বলে'—প-ক-ত, ২৫৫২ পদ।

এই 'সাটোপ' হইতেই সমানার্থক 'আটব-সাটব' যুক্ত শব্দের উদ্ভব হইয়াছে ; যথা,—

"সে সব আটব- সাটব দেখিতে
রাধিকা ডরলি ডরে।"

—প-ক-ত, ২৫৫২ পদ।

(৪৯) 'সিঙ্কিড়া'—(ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত) রোমাঞ্চ ; যথা—

'কুশের অঙ্কুর বড় শেলের সমান দড়
শুনিতে সিঙ্কিড়া পড়ে গায়।'

—প-ক-ত, ২৪৮৭ পদ।

(৫০) 'সুগড়', 'সুঘড়'—(সং—'সুঘটিত' শব্দ-জাত ; হিং—'সুঘড়') সুন্দর ; 'সুগড়' যথা,—

'যে পহুঁ নাগর সুগড় মুরতি।'

—চণ্ডীদাস, ৩৯ পদ।

'সুঘড়' যথা,— 'নাচে রে নাগর-শিরোমণি।
যুথে যুথে পাটোয়ার সুঘড় রমণী॥"

—প-ক-ত, ১২৭৫ পদ।

(৫১) 'সুজান'—(সং—'সুজন') সজ্জন ; যথা,—

"তুহুঁ বর নাগর রসিক সুজান।
যদুনন্দন তোহে কি কহব আন॥"

—প-ক-ত, ১৭০ পদ।

(৫২) 'হাজত'—(আ°—ফ্যালনের অভিধান দ্রষ্টব্য) প্রয়োজন ; যথা,—

'হাজত্ ইরসাল' অর্থাৎ মালিকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় দ্বারা যে মুনাফা ইরসাল করা হয় (জমিদারী সেরেস্তায় বহুল ব্যবহৃত)।

(৫৩) 'হামিল'—(আ°—'হামিলা') গর্ভবতী যথা,—'এই স্ত্রীলোকি হামিল হইয়াছে' (আদালতী ভাষা)।

(৫৪) 'হেট-মুড়্যা'—(বা° শব্দ-কোষ 'হেট' ও 'মুড়া' শব্দ দ্রষ্টব্য) অবনত-মস্তক; যথা,—

'চলমল্যাকে চতুর বলি হেট-মুড়্যাকে জপু।'

—প-ক-ত, ৯৫২ পদ।

(৫৫) 'হোর'—(ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত) প্রায়ই 'দেখ' ধাতুর যোগে ব্যবহৃত হয়; যথা,—

"হোর দেখ নব নব গৌরাঙ্গ-মাধুরী
রূপে জিতল কোটি কাম।"

—প-ক-ত, ১৩২৭ পদ।

'হোর দেখ' বাক্যটি লিপিকর-প্রমাদবশতঃ অনেক স্থলে 'হের দেখ' পাঠে পরিণত হইয়াছে। বস্তুত 'হের দেখ' পাঠ পুনরুক্তি-দুষ্ট। 'হোর দেখ' বাক্যের 'হোর' শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত উহার নিশ্চিত অর্থ বলা কঠিন; তবে প্রয়োগ দৃষ্টে 'এই দেখ' বা 'সম্মুখে দেখ' অর্থই প্রতীত হয়।

(৫৬) 'মুশথ্থসী'—(আ° 'মুশথ্থস'; ফ্যালনের অভিধান দ্রষ্টব্য) কায়েমী, চিরস্থায়ী; যথা,—মুশথ্থসী পাট্টা' (আদালতী ভাষা)।

(খ) ব্যুৎপত্তি ও অর্থের অসঙ্গতি

আমরা এখন বাঙ্গালা শব্দ-কোষ হইতে কতকগুলি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিব।

(১) 'পনা'—শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু 'পনা' প্রত্যয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'প্রত্যয় (সং পণ—ব্যবহার)। ব্যবহারে, প্রঃ—গিন্নী-পনা।'

এ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, অমর-কোষে পাঁচটি স্থলে 'পণ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু 'ব্যবহার' অর্থ কোথায়ও পাওয়া যায় না। সংস্কৃত-সাহিত্যে 'ব্যবহার' অর্থে 'পণ' শব্দের প্রয়োগ পাই নাই; সুতরাং অন্য কোন অভিধানে ঐরূপ অপ্রসিদ্ধ অর্থ লিখিত থাকিলেও সেই অপ্রসিদ্ধ অর্থ-গ্রহণে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্যের 'পন', 'পনা', 'পা' প্রত্যয়ের ন্যায় ব্যাপক প্রত্যয় প্রচলিত হইবে, ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ 'পণ' শব্দের অর্থ যাহাই হউক না কেন, উহা প্রত্যয় নহে; উহার সহিত অন্য শব্দের সমাস হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রত্যয়-রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে না; সংস্কৃত, কি ভাষা-সাহিত্যে কোন শব্দকে প্রত্যয়রূপে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত আর পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তৃতীয়তঃ 'পণা' প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশের জন্য সংস্কৃতে 'ত্ব' ও 'তা' প্রত্যয় আছে; ভাষা-সাহিত্যে সেই 'ত্ব' বা 'তা' গৃহীত

না হইয়া যে অপ্রসিদ্ধার্থ 'পণ' শব্দযোগে 'ত্ব' প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশিত হইবে, ইহাও সম্ভবপর বোধ হয় না। আমাদিগের বিবেচনা হয়, 'পন্', 'পনা' ও 'পা' প্রত্যয়গুলি 'ত্ব' প্রত্যয়েরই অপভ্রংশ। সংস্কৃতে 'ত্ব' প্রত্যয়ান্ত শব্দমাত্রেই ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া 'ত্ব' প্রত্যয় 'ত্বং' রূপে পরিণত হয়; 'ত্বং' প্রত্যয়ের প্রকৃত উচ্চারণে 'ত' অক্ষর মৃদু-ভাবে ও 'বৃম্' সবলে উচ্চারিত হয়; অপভ্রংশের নিয়ম অনুসারে প্রস্বন-হীন 'ত্' অংশ লুপ্ত হইয়া 'বৃম্' অংশ অবশিষ্ট থাকা ও পরে তাহা 'পন্' রূপে পরিণত হওয়া খুব স্বাভাবিক। 'পন্' হইতে 'পনা' এবং পরে 'ন'-কার লোপে হিন্দী প্রত্যয় 'পা' সিদ্ধ হওয়াও বিচিত্র নহে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকার না করিলে সংস্কৃতের গুণ-বাচক সর্ব্ব-ব্যাপক 'ত্ব' প্রত্যয়টি কি জন্য যে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্যে বর্জ্জিত হইল, ইহা প্রকৃতই একটি গভীর রহস্য বটে।

(২) "পয়', 'পয়মন্ত'—যোগেশ বাবু 'পয়' শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন—'(সং—ভগ—সৌভাগ্য। ভগ—ভয়—পয়। তু° মং পায়গুণ—ভাগগুণ)।' এইরূপ ব্যুৎপত্তি নিতান্ত কষ্ট-কল্পিত; আমাদিগের বিবেচনা হয়, সংস্কৃত 'পদ' ও 'পদবান্' শব্দ হইতেই 'পয়' ও 'পয়মন্ত' উদ্ভূত হইয়াছে। 'পদ' শব্দের 'স্থান' অর্থ হইতে 'সৌভাগ্য' অর্থ সহজেই আসিতে পারে। 'পদ' শব্দ-জাত 'পায়া' যথা,—'খাটের পায়া', 'রাজ-পায়া', 'বড় পায়া' চলিত ভাষায় যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়।

(৩) 'পানা...ধাতু'—যোগেশ বাবু ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন,—"(হি° পন্হা ম° পান্হ ধাতু)"। ইহা দ্বারা 'হি° পন্হা' ধাতুর উৎপত্তি বুঝা যায় না; সংস্কৃত 'প্র+ণিজন্ত 'স্নু' ধাতু হইতে প্রাকৃত 'পহ্না' ধাতু ও উহা হইতে হিন্দি 'পন্হা' ও বাঙ্গালা 'পানা' ধাতু উদ্ভূত হইয়াছে। হালসপ্তশতী গ্রন্থে 'পহ্না' ধাতুর প্রয়োগ আছে।

(৪) 'পাপিয়া'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(হি° পপীহা। সং পিক হইতে। পিক+ইয়া—পিকিয়া—পপীহা?)' এইরূপ ব্যুৎপত্তি নিতান্ত কষ্ট-কল্পিত ও অসম্ভব বোধ হয়। পাপিয়ার সহিত পিকের আকার কিংবা স্বরগত এরূপ কোন সাদৃশ্য নাই, যাহাতে 'পিক' হইতেই 'পাপিয়া' উদ্ভূত করিতে হইবে। পাপিয়া পাখী 'পিউ পিউ' শব্দে ডাকে; যেমন কোকিলের 'কুঃ কুঃ' শব্দ হইতে উহার ইংরেজি নাম 'কুকু' হইয়াছে, সেইরূপ 'পিউ পিউ' বা 'পিহু পিহু' হইতে 'পাপিয়া' বা 'পপীহা' নামের সহজেই উৎপত্তি হইতে পারে।

(৫) 'পুড়...ধাতু'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন,—(সং পুট ধাতু হইতে। হি° ম°তে সং জল ধাতু হইতে। বা°তেও জল ধাতু আছে)।" সংস্কৃত 'পুট' ধাতুর 'সংযোগ' অর্থই প্রসিদ্ধ; তবে 'পুট' ধাতুর 'চূর্ণীকরণ' অর্থও গণ-দর্পণে দৃষ্ট হইল। দাহ ব্যতীতও 'চূর্ণীকরণ' সিদ্ধ হয়, সুতরাং 'পুট' ধাতুর চূর্ণীকরণ অর্থ হইতে 'দাহ' অর্থ সিদ্ধ করা কষ্টকল্পনা মনে হয়। সংস্কৃত 'প্লুষ্' ধাতুর 'দাহ' বা 'ভস্মীকরণ' অর্থ খুব প্রসিদ্ধ। 'প্লুষ্' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় দ্বারা 'প্লুষ্ট' পদ সিদ্ধ হয়; উহার অর্থ 'দগ্ধ'; যথা,—

"পটুতরদবদাহাৎ প্লুষ্টশষ্প-প্ররোহাঃ।"—ঋতুসংহার।

'প্লুষ্ট' হইতে 'প্লুট্‌ঠ্‌'—'পুঠ্‌ঠ্‌'—'পুড়া' সিদ্ধ হইতে পারে। ভাব-বাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'দাহ' অর্থে 'প্লুষ্ট' পদ সিদ্ধ হয়; সুতরাং তদুৎপন্ন 'পুড়া' শব্দ 'খুন্দতে' প্রভৃতির ন্যায় নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

(৬) 'পুয়া', 'পোয়া'—যোগেশ বাবু সংস্কৃত 'পোতক' বা 'পুত্রক' হইতে গাছের চারা অর্থে 'পুয়া' বা 'পোয়া' শব্দ ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন। বাল আম্র-বৃক্ষ অর্থে 'চুত-পোতক' ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ থাকিলেও, তদ্দ্বারা 'পোয়ার' ন্যায় স্থানান্তরিত করার যোগ্য গাছের চারা বুঝায় না; সুতরাং আমরা 'পোয়া' বা 'পুয়া' সংস্কৃত 'প্ররোহ' শব্দ হইতে জাত বলিয়াই বিবেচনা করি। 'প্ররোহ' হইতে 'পরোহ'—'পওহ'—'পোহা'—'পোয়া' সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে।

(৭) 'পোষ্টাবর'—যোগেশ বাবু পত্র-ব্যবহারে 'পোষ্টাবর' শব্দ প্রযুক্ত হয় লিখিয়াছেন; কিন্তু আমরা 'পোষ্ট্‌বর' পাঠেরই ব্যবহার দেখিতেছি; 'মহিমাবর' শব্দের ন্যায় 'পোষ্টাবর' অশুদ্ধ প্রয়োগ। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'মহিমবর', 'পোষ্ট্‌বর'ই লিখিয়া থাকেন।

(৮) 'প্রতুল'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—"(সং ? সং প্রচুর হইতে। চ—ত, র—ল)। প্রচুর, পর্য্যাপ্ত, প্রঃ—এ বৎসর বর্ষা না হইলে প্রতুল হবে। (সং প্রতিকূল হইতে ?)।" যোগেশ বাবুর প্রশ্নবোধক চিহ্ন ও 'প্রচুর' ও 'প্রতিকূল' শব্দের ন্যায় দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধার্থক শব্দ দ্বারা 'প্রতুল' শব্দের ব্যুৎপাদন-চেষ্টা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি নিজেও এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ 'প্রতুল' শব্দের ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, উহার 'প্রচুর' বা 'পর্য্যাপ্ত' অর্থ আমরা দেখি নাই। আমরা 'প্রতুল' শব্দ 'অনুকূল-নিষ্পত্তি' অর্থেই ব্যবহৃত দেখিয়াছি। যথা—'মোকদ্দমা প্রতুল হইয়াছে', 'কালী প্রতুল-কর্ত্রী' ইত্যাদি। যোগেশ বাবুর প্রদর্শিত উদাহরণেও 'প্রচুর' অর্থ অপেক্ষা এই অর্থই অধিক সঙ্গত হয়। 'প্রতুল' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকৃত পক্ষেই দুর্জ্ঞেয়। যোগেশ বাবুর ন্যায় আমরাও একটি আনুমানিক ব্যুৎপত্তি দিতে চাই। প্রাচীন সাহিত্যে 'তুমুল' বা 'হুল-স্থূল' অর্থে 'তুল' শব্দের প্রয়োগ আছে; যথা,—

"বাশুলি-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
মজাইতে জাতি কুল।
আজুকার বনে ফিরিতে মিলনে
বিপিনে পড়িবে তুল॥"

—পদকল্পতরু, ১৮১৮ পদ।

এই 'তুল' শব্দের আগে প্রকর্ষার্থক 'প্র' উপসর্গ-যোগে 'প্রতুল' শব্দ ও উহার 'হুলস্থূল' অর্থ হইতে উৎসব উপলক্ষে 'ধুমধাম' ও উহা হইতে 'মঙ্গল' অর্থ আসিতে পারে না কি?

(৯) 'ফেলসানি'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন,—'ফেলসানি…ব্য. (আ° ফেল—কর্ম্ম,

সাহি—দ্বিতীয়। ইহা হইতে)। ব্যভিচার হেতু গর্ভ। (আমা:)' বস্তুতঃ এইরূপ অর্থে 'কেলশানি' শব্দের ব্যবহার আমরা দেখি নাই। আদালতী ভাষায় ও চলিত কথায় 'ব্যভিচার' অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হয়। ফ্যালন 'ফেল্-ই-শানিয়া' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,— "Evil deeds ; prostitution : adultery ; unnatural offence।" সুতরাং কদাচিৎ কেহ অজ্ঞতা-বশতঃ 'কেলশানি' শব্দটি অন্য অর্থে ব্যবহার করিলেও, তাহা সমর্থন-যোগ্য নহে।

(১০) 'বগলা'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন,—'(সং বক হইতে। বক+লা—সাদৃশ্যে। বোধ হয় সং বলাকা শব্দসাদৃশ্যে। কিন্তু বলাকা—বক, না সারস? হিং বগলা)।' সংস্কৃত 'বলাকা' শব্দের শেষ দুইটি অক্ষরের বিপর্য্যাস দ্বারা 'বকালা' ও উহা হইতে 'বকলা' 'বগলা' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। এ স্থলে সাদৃশ্যে 'লা' আগম অপ্রামাণিক ও অসম্ভব বটে। 'বলাকা' যে বক ব্যতীত অন্য পক্ষী নহে, তাহা নিম্নলিখিত প্রয়োগ দেখিলেই বেশ বুঝা যায়,—

"উরসি মুরারেরুপহিত-হারে
ঘন ইব তরল-বলাকে।"

—গীতগোবিন্দ, ৫ম সর্গ।

গর্ভাধান-ক্ষণ-পরিচয়ান্নূনমাবদ্ধ-মালাঃ।
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥"

—মেঘদূত।

(১১) 'বলন'—যোগেশ বাবু 'বলন', 'বলনি' ও 'বলনী' শব্দত্রয় সংস্কৃত জীবনার্থক 'বল' ধাতু হইতে উদ্ভূত স্থির করিয়া 'বলন' ও 'বলনি' শব্দের অর্থ 'পুষ্টি, স্থূলতা' ও 'বলনী' শব্দের অর্থ 'বলন-বিশিষ্ট' লিখিয়াছেন এবং দৃষ্টান্ত-স্থলে "মৃণালে জিনিয়া মোটা দন্তের বলন", "ভুরুর বলনি কাম-ধেনু জিনি ইন্দ্রধনুকের আভা" (চণ্ডীদাস) ও "সুবলনি মধ্যখানি কি বাখানি তার" বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উদ্ধৃত বাক্যের 'কামধেনু' বোধ হয়, কামধনুর স্থলে ছাপার ভুল; নতুবা অর্থ অত্যন্ত অদ্ভুত ও হাস্যজনক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ভুরু ও মধ্য-দেশের কৃশতাই সৌন্দর্য্যের সূচক বলিয়া কবিরা বর্ণন করেন, উহাদিগের স্থূলতা কোনরূপেই প্রশংসনীয় হইতে পারে না। সুতরাং শেষের দুইটি দৃষ্টান্তে 'বলনি' শব্দের 'স্থূলতা' অর্থও সমর্থনযোগ্য নহে। 'মৃণালে জিনিয়া মোটা' ইত্যাদি দৃষ্টান্তে 'বলন' অর্থ 'স্থূলতা' সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু অন্য দুই স্থলে ঐ অর্থ অপ্রযোজ্য বলিয়া 'স্থূলতা' অর্থ স্বীকার করা যায় না। সংস্কৃতে আর একটি অন্ত্যস্থ ব-কারাদি 'বল' ধাতু আছে; 'সম্বরণ', 'মিশ্রণ' প্রভৃতি অর্থে উহা প্রযুক্ত হয়। 'মিশ্রণ' অর্থ হইতে 'গঠন' অর্থ আসা অসঙ্গত নহে। 'বলন' ও 'বলনি' প্রাচীন সাহিত্যে 'গঠন' অর্থেই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে; ঐ অর্থ উদ্ধৃত উদাহরণগুলির সর্ব্বত্রই সুসঙ্গত; সুতরাং

'বলন' ও 'বলনি' শব্দের 'স্থূলতা' বা 'আধিক্য' অর্থ সমর্থন-যোগ্য নহে। বর্গীয় ব-কারাদি জীবনার্থক 'বল' ধাতুজাত 'বলন্ত' শব্দ 'বাড়ন্ত' অর্থে চলিত কথায় ব্যবহৃত আছে; যোগেশ বাবু তাহা শব্দ-কোষে সন্নিবেশিত করেন নাই।

(১২) 'বাজ...ধাতু'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—(সং বাজ শব্দ হইতে। 'ব্রজ ধাতু গতি হইতে সং বাজ। বাজো নিস্বনপক্ষয়োঃ—মেঃ। অস্ত অর্থ যুদ্ধ)। বাজি—আঘাত করি, প্রঃ—চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে শ্যামের পিরীতিবাণ (চণ্ডীঃ)' ইত্যাদি। 'গতি' অর্থবিশিষ্ট 'ব্রজ' ধাতু হইতে 'আঘাত করা' অর্থ উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব না হইলেও আমরা উহা সংস্কৃত 'বাধ' ধাতু হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করি,—কারণ, সংস্কৃত ও ভাষা-সাহিত্যে এরূপ অর্থে 'বাধ' ও 'বাজ' ধাতুরই বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 'সন্ধ্যা' শব্দ হইতে 'সঞ্ঝা' ও 'সাঁজ', 'মধ্য' হইতে 'মাঝ' ও 'মাজা' শব্দের ন্যায় 'বাধ' হইতে 'বাঝ' ও 'বাজ' শব্দের উৎপত্তি সহজেই সিদ্ধ হয়। সংস্কৃত পীড়নার্থক 'বাধ' ধাতু যথা,—

'ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম
স্কন্ধতে যদি বাধতি।
তথা ন বাধতে স্কন্ধো
যথা বাধতি বাধতে॥'—উদ্ভট শ্লোক।
'ঊনং ন সত্ত্বেষধিকো ববাধে।'

— রঘুবংশ ২।১৪।

পদাবলি-সাহিত্যে যথা,—

'সো তনু পরশে পুলক জনু বাধত
ইথে লাগি চমকে পরাণ।'

—প-ক-ত, ৩০৯ পদ।

'যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥'

—প-ক-ত, ২২৬ পদ।

উদ্ধৃত উদাহরণগুলি লক্ষ্য করিলে সংস্কৃত পীড়নার্থক 'বাধ' ধাতুই যে 'বাজ' ধাতুতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে কি?

যোগেশ বাবু যে পূর্ব্বোক্ত ব্রজ ধাতু হইতে 'বাদ্য' অর্থ-বিশিষ্ট 'বাজ' ধাতু উদ্ভূত করিয়াছেন, তাহাও সমর্থন-যোগ্য নহে। সংস্কৃতে ণিজন্ত বদ ধাতুর—'বাদয়তি' ইত্যাদি পদ প্রসিদ্ধ বটে। উহা হইতে বাদনার্থক 'বাজ' ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে।

(১৩) 'বাজ্‌ভংস (গ্রা')'—যোগেশ বাবু গ্রাম্য—কিন্তু বহু-প্রচলিত 'বাজ্‌ভংস' শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন—'(সং ব্যসনং—বজসনং—'বাজ্‌নংস—বাজ্‌ভংস)।' এইরূপ ব্যুৎপত্তি নিতান্ত কষ্টকল্পিত ও অপ্রামাণিক বটে। সংস্কৃত 'ব্যসন' শব্দের কোন অপভ্রংশ

ভাষা-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। ভাষাসাহিত্যে 'ব্যসন' বুঝাইতে 'বায়ু', 'বাই' বা 'বাতিক' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়। 'ব্যসন' শব্দের য-ফলা অপভ্রংশে 'বীজন', 'বেজন', 'বেধা' প্রভৃতির ন্যায় ঈ-কার কিংবা এ-কারে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু উহা অ-কারে পরিণত হওয়া অসম্ভব; তার পর ক্লীবলিঙ্গসূচক অনুস্বার অপভ্রংশে রক্ষিত হওয়া ও 'ন'-কার 'এ-কারে' পরিণত হওয়া—ইহার প্রত্যেকটিই অপ্রামাণিক বটে; সুতরাং আমরা এতগুলি কষ্ট-কল্পনার মালাকে বিশুদ্ধ ব্যুৎপত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম। আমরা ভাষাতত্ত্ববিৎগণের আলোচনার জন্য একটি আনুমানিক ব্যুৎপত্তি নিয়ে লিখিতেছি। আমাদিগের বোধ হয়, 'বায়ু+অংশ' অর্থাৎ 'বায়ু' ও 'অংশ' দুইটি শব্দ কৌতুক-প্রকাশের জন্য (facetiously) সন্ধি করিয়া 'বায়ুংশ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালায় 'যু' অক্ষর 'জ' অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয় বলিয়া 'বায়ুংশ' 'বাজ্‌অংসে' পরিণত হইয়াছে। 'বায়ুংশ' শব্দের অর্থ সুতরাং বায়ু অর্থাৎ বায়ুরোগের অংশ কিংবা ছিটু বুঝাইবে। তুলনা করুন,—'লোকটির একটু ছিটু আছে' অর্থাৎ বায়ু-রোগের বা পাগ্‌লামির ক্ষুদ্রাংশ বা প্রক্ষেপ আছে।

(১৪) 'বাথান'—যোগেশ বাবু 'বাথান' শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন—'(সং প্রস্থ—সানু—সেঃ। ইহা হইতে প্রস্থান)। মাঠ, প্রঃ—বাথানে রহিল গাই' ইত্যাদি। 'প্রস্থ' শব্দের সহিত 'বাথান' শব্দের অর্থ-গত কি সাদৃশ্য আছে, বুঝা যায় না। 'প্রস্থ' শব্দই বা 'প্রস্থান' হইবে কি করিয়া ? ডাক্তার ফ্যালন 'অবস্থান' শব্দ হইতে 'বাথান' শব্দ ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন, তাহা বরং কিঞ্চিৎ সঙ্গত বোধ হয়; কেন না, এরূপ আদ্য অ-কার-লোপের বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 'অবস্থান' প্রাণি-মাত্রের পক্ষে সাধারণ হইলেও কেবল গবাদির অবস্থান-স্থলীই 'বাথান' শব্দ-বাচ্য হয় কি করিয়া ? আমাদিগের বোধ হয়, গো+অবস্থান='গবস্থান' শব্দের আদ্য বর্ণ লুপ্ত হইয়াই 'বস্থান'—'বথান'—'বাথান' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'গোস্বামী'—'গোসাঁই'—'সাঁই' প্রভৃতি আদ্য বর্ণলোপের দৃষ্টান্ত বটে।

(১৫) 'বিক, বিগ'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং বিদিক্—বিক্)। দিক্, প্রঃ—যাইছ যমুনা বিকে (জ্ঞানদাস)'। 'বিক' শব্দের এই ব্যুৎপত্তি বা অর্থ কিছুই সমর্থনযোগ্য নহে। পদাবলি-সাহিত্যে দান-লীলা প্রসঙ্গে বহু স্থলে 'মথুরার বিকে', 'যমুনার বিকে' প্রভৃতি বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অর্থ সর্ব্বত্রই 'বিক্রয়-স্থানে'। 'বিক্রয়' হইতে সহজেই 'বিক্রী' বা 'বিকি' সিদ্ধ হয়। পদাবলির ব্যাকরণ অনুসারে সপ্তমী বিভক্তিতে 'বিকিতে' না হইয়া 'বিকে' হয়; সুতরাং 'বিকে' শব্দের অর্থ 'বিক্রয়ে'। 'যমুনার বিকে' বলিলে লক্ষণা দ্বারা যমুনার অব্যবহিত তীর-বর্ত্তী বিক্রয়-স্থল বুঝা যায়।

(১৬) 'ভাঙ'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং ভ্রূভঙ্গ)। ভ্রূভঙ্গ, প্রঃ—বিদ্যাপতি, চণ্ডীঃ, বৈষ্ণবপদ।' পদাবলি-সাহিত্যে 'ভাঙ' বা 'ভাঙু' শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়; উহার অর্থ কুত্রাপি 'ভ্রূভঙ্গ' নহে; সর্ব্বত্রই 'ভ্রূ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত 'ভ্রূ' শব্দের অপভ্রংশ 'ভঁক'—'ভউঁ' হইতেই হিন্দী—'ভেঁ', ও প্রাঃ বাঃ 'ভাঙ' বা 'ভাঙু' উদ্ভূত

হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'ঙ' অক্ষরটি 'আঙ্‌র' প্রভৃতির মৃদু 'ঙ' অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত না হইয়া 'উ' অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হইত ; পদাবলি-সাহিত্যের—'হেঙ', 'জাঙ', 'পাঙ' প্রভৃতি শব্দে সেই উচ্চারণ রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং পদাবলির 'ভাঙ' বা 'ভাঙ্‌' শব্দের সহিত হিন্দী 'ভৌঁ' শব্দের উচ্চারণ-গত বিশেষ পার্থক্য নাই। 'ভাঙ' যথা,—

'উন্নত ভাঙর ভঙ্গী'—প-ক-ত, ৭৮৬ পদ।

'না জানিয়ে কোন কলাবতি বান্ধল

ভাঙ-ভুজঙ্গিনি-পাশে।'

—প-ক-ত, ৩৪৬ পদ।

'ভাঙ ধনুয়া ভেল লোচন বাণ'

—প-ক-ত, ৩১৫ পদ।

বলা বাহুল্য যে, ইহার কোন স্থলেই 'ভাঙ' শব্দের 'ভ্রূ' ব্যতীত 'ভ্রূ-ভঙ্গ' অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না।

(১৭) 'মস্ত' স্ত্রী° 'মস্তানী'। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(ফা°)। ঈশ্বরভক্তিতে বিহ্বল। স্ত্রী°—মস্তানী। প্রঃ—কুটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী। (ভাঃ)—এখানে ভণ্ড-তপস্বিনী।' বস্তুতঃ ফারসী 'মস্ত' শব্দের অর্থ 'মত্ত' ; ঈশ্বর-ভক্তিতে মত্ত হওয়া অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও ইহা প্রায় সর্ব্বত্র 'সুরা-মত্ত' বা 'কাম-মত্ত' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে (ক্যাসনের অভিধান দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃত উদাহরণে 'মস্তানী' শব্দের লাক্ষণিক অর্থ ধরিয়া 'ভণ্ড তপস্বিনী' করার কোনই প্রয়োজন নাই। ইহার সাধারণ অর্থ দ্বারাই 'কাম-মত্তা' বুঝা যাইতেছে। 'মস্তানী' শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও বাঙ্গালা-সাহিত্যে 'মস্ত' অর্থে 'মত্ত' শব্দের প্রয়োগ নাই। 'বৃহৎ' অর্থে 'মস্ত' শব্দের প্রয়োগ আছে। ঐ 'মস্ত' শব্দ যোগেশ বাবুর মতে 'মস্তক' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। কারণ, সংস্কৃত কিংবা হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্যে উহার সমর্থক প্রমাণ নাই। ফারসী 'মস্ত' শব্দের 'মত্ত' অর্থ হইতে 'দুর্দ্ধর্ষ' ও উহা হইতে 'প্রকাণ্ড' অর্থ আসিয়াছে বলিয়াই আমাদিগের অনুমান হয় ; 'মস্ত-রাম' শব্দটি এই অনুমানের সমর্থন করিতেছে ; 'মস্ত-রাম' কি না 'মত্ত বলরাম' অর্থাৎ দুর্দ্ধর্ষ বলরাম। সুতরাং 'তিনি মস্ত-রাম বীর' বলিলে—'তিনি বলরামের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীর' এইরূপ অর্থ হইবে। প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হওয়ায় এখন 'মস্তরাম' পশু ও বৃক্ষাদিরও বিশেষণ হইতেছে। আমাদিগের অনুমান ব্যক্ত করিলাম,—উহার দোষ-গুণ সুধীবর্গ বিচার করিবেন।

(১৮) 'মাখন'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'কাঁচা দুধ হইতে উৎপন্ন স্নেহ পদার্থ। (ননী—দই হইতে জাত)' আমাদিগের প্রথম প্রবন্ধে আমরা যোগেশ বাবুর ব্যাখ্যাত 'মাখন' ও 'ননী'র পার্থক্য স্বীকার করিয়াও পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে দধি-জাত স্নেহ-পদার্থ 'মাখন' নামে ও কাঁচা দুধজাত স্নেহ 'ননী' নামে অভিহিত হয় বলিয়া লিখিয়াছি। সম্প্রতি

আমাদিগের উক্তির পোষকতায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত প্রাপ্ত হওয়ায়, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। গত বর্ষের ভারতবর্ষ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী সেন বি এল্ মহাশয় 'দুগ্ধজাত খাদ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"দুগ্ধ মন্থন করিয়া যে মাখন পাওয়া যায়, তাহাকে 'দুধের মাখন' বা নবনীত (ননী) এবং দধি মন্থন করিয়া যে মাখন পাওয়া যায়, তাহাকে "ঘোলের মাখন" বা মাখন বলে।" বিপিন্ বাবু বৈদ্যক হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল,—

"নবনীতং হিতং গব্যং বৃষ্যং বর্ণবলাগ্নিকৃৎ।"

"দুগ্ধোত্থং নবনীতন্তু চক্ষুষ্যং রক্তপিত্তনুৎ।"

"নবনীতন্তু সদ্যস্কং স্বাদু গ্রাহি হিমং লঘু।

মেধ্যং কিঞ্চিৎকষায়াম্লমীষৎ তক্রাংশ-সংক্রমাৎ॥"

ভারতবর্ষ; ৭৬৫।৭৬৬ পৃষ্ঠা।

তাহা হইলেই জানা গেল যে, শুধু 'নবনীত' বা 'মাখন' বলিলে দধি-জাত মাখনই বুঝা যায়। দুগ্ধ-জাত মাখন বুঝাইতে হইলে 'দুধের মাখন' বলা আবশ্যক। 'দুধের নবনীত' শব্দের সংক্ষেপের জন্য শুধু 'ননী' শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদ্যকোক্ত 'নবনীত' মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘোলের অংশ সংক্রমিত হওয়ায় উহা কিঞ্চিৎ 'কষায়াম্ল' হইয়া থাকে—এই উক্তি হইতে উহা যে দধি-জাত, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। বৈদ্যকের 'নবনীত' শব্দের পরিবর্ত্তে এখন 'মাখন' শব্দ ও 'দুগ্ধোত্থ নবনীত' শব্দের পরিবর্ত্তে এখন 'দুধের মাখন' বা 'ননী' শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

(১৯) 'মানিয়া, মেন্তে, মেনে'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(মান+ইয়া)। মান্য, মানী, প্রঃ—সে মেনে নাগর কে (চণ্ডীঃ)—নারী ভাবায়।' প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বহু স্থলে 'মেনু' বা 'মেনে' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; আমরা কুত্রাপি 'মানিয়া' বা 'মেন্তে' শব্দ পাই নাই। 'মেন্তে' লিপিকরের প্রমাদ-জনিত পাঠ-ভেদ বলিয়াই বিবেচনা হয়। এই 'মেনে' শব্দের সহিত 'মান' শব্দের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা সংস্কৃত 'মন্যে' শব্দের অপভ্রংশ-জাত। সংস্কৃত 'মন্যে' উৎপ্রেক্ষা-সূচক অব্যয়। ইহার অর্থ—'না জানি'। 'সে মেনে নাগর কে?' বাক্যের অর্থ 'সেই মান্য নাগর কে?' এইরূপ নহে; ইহার অর্থ—'না জানি সেই নাগর কে?' পদাবলি-সাহিত্যে এই অর্থ হইতে ক্রমে ইহার অন্য অর্থ লুপ্ত হইয়া অনেক স্থলে ইহা কথার মাত্রায় পরিণত হইয়াছে। 'মেনে' হইতেই 'মেন' ও পূর্ব্ববঙ্গের স্ত্রী-ভাষায় ব্যবহৃত 'বেন্' হইয়াছে। 'বেন্' যথা—"আমি বেন্ স্ত্রীলোক, তুমি পুরুষ মানুষ যাও না কেন?" 'আমি বেন্'—'আমি যেন'।

(২০) 'মিআ…ধাতু'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং মৃত হইতে) মিআই—মৃদু হই, স্ফূর্ত্তিহীন হই, প্রঃ—গান মিআইয়া যায়; আর্দ্র হই, প্রঃ—বর্ষাকালে মুড়ি শীঘ্র মিআয়।'

'মৃত' হইতে 'মিআ' ধাতুর উৎপত্তি দুর্বোধ্য; 'মৃ' ধাতু হইতে বাঙ্গালা 'মরা' ধাতু হইয়াছে; উহার রূপ ও অর্থের সহিত এই 'মিআ' ধাতুর যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। আমাদিগের বিবেচনায় 'গান মিআইয়া যায়' বাক্যের 'মিআ' ধাতু 'মৃদ্' ধাতু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 'মৃদ্' ধাতুর উত্তর 'কু' প্রত্যয় দ্বারা 'মৃদু' শব্দটিও সিদ্ধ হইয়াছে। 'মৃদ্' ধাতুর অর্থ 'চূর্ণ করা'; ঐ অর্থ হইতে 'ক্ষীণ করা' অর্থ সহজেই আসে। 'বর্ষাকালে মুড়ি মিআইয়া যায়' বাক্যের 'মিআ' ধাতু 'স্নিগ্ধীভাব' অর্থে 'মিদ্' ধাতু হইতে জাত হইয়াছে।

(২১) 'মিছরী, মিছরি'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং মিশ্র-দেশ হইতে? আ°। হি° মিশ্রী, ম° মিশ্রী মিসরী)। খণ্ড গুড়, প্রঃ—চৈঃ চঃ।'

ইক্ষুজাত রসের চরম পরিণতি 'সিতোপল' অর্থাৎ মিছরীর প্রয়োগ অতি প্রাচীন চরক-সংহিতায় দৃষ্ট হয়; 'মিছরী' যে মিশ্র-দেশ হইতে ভারতে আনীত হইত, তাহার প্রমাণাভাব। চরকে 'মৎস্যণ্ডিকা' নামক পদার্থের উল্লেখ আছে। অভিজ্ঞ কবিরাজদিগের নিকট শুনিয়াছি, 'মৎস্যণ্ডিকা' ঠিক মিশ্রী অর্থাৎ 'সিতোপল' নহে, তবে মিশ্রীর ন্যায়ই পরিষ্কৃত গুড়-বিকার বটে। কোন কোন কবিরাজ মৎস্যণ্ডিকার পরিবর্ত্তে মিছরী, কেহ বা সাদা চিনি ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'মৎস্যণ্ডী' শব্দ হইতেই যে 'মিছরি' শব্দের উৎপত্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যোগেশ বাবুর লিখিত 'মিছরি' শব্দের 'খণ্ড গুড়' অর্থও সমর্থন-যোগ্য নহে। 'খণ্ড গুড়' দানা-দার গুড় বলিয়াই বোধ হয়; 'মাৎ গুড়' বা তরল গুড় হইতে পৃথক্ করার জন্যই 'খণ্ড' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। শুধু 'খণ্ড' শব্দেও 'গুড়' বুঝায়; যথা,—

'চারি দণ্ড দিবে জাল পরে দিবে খণ্ড'—ডাকের উক্তি।

(২২) 'মিড়'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং মিল—মিলন। স° মর্দন?)' বস্তুতঃ 'মিল' ধাতু হইতে 'মিড়' হয় নাই। 'মর্দন' শব্দের মূল (root) পীড়নার্থক 'মৃদ্' ধাতু হইতে 'মিড়' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

(২৩) 'মিনতি'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—(সং বিনতি। ও° মিনতি; মং মিনৎ, মিনতী; হি° বিনতি। তুঃ আঃ মিন্নৎ)। বিনতি, প্রার্থনা'। ইহা দ্বারা 'মিনতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি ভাল বুঝা যায় না। সংস্কৃত 'বিজ্ঞপ্তি' হইতে প্রাকৃত 'বিন্নত্তি' ও উহা হইতে হিন্দি ও বাঙ্গালা 'বিনতি' ও বাঙ্গালা 'মিনতি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং 'মিনতি' শব্দের অর্থ ঠিক 'প্রার্থনা' নহে,—ইহার অর্থ 'নিবেদন'।

(২৪) 'মুচকি'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'বোধ হয় মূলে স° মুচ মুষ ধাতু শাঠ্য চৌর্য্য হইতে) শঠের ঈষৎ হাস্য; ঈষৎ হাস্য।' বস্তুতঃ 'মুচকি হাসির' সহিত শাঠ্য কিংবা চৌর্য্যের কোনই সম্পর্ক নাই; ডাঃ ক্যালন হিন্দী 'মুসকুরাণা' ধাতু সংস্কৃত 'স্ম+স্ম to smile' ধাতু হইতে উদ্ভূত বলিয়া লিখিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় 'মুখকি' বা 'মুচকি' সংস্কৃত 'স্মি' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'স্মি' ধাতুর অর্থ 'ঈষৎ হসন'। 'স্মি' ধাতুর অপভ্রংশে 'সিমি', 'মুমি' ও বর্ণ-বিপর্য্যাস দ্বারা 'মিসি', 'মুসি' হওয়া খুব স্বাভাবিক।

(২৫) 'মৌরুসি'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(আ° মৌরুসী)। পৈতৃক বাপতি।' বস্তুতঃ 'মৌরুসি' শব্দ আদালতী ভাষায় 'কায়েমী' অর্থেই ব্যবহৃত হয়; যথা—'মৌরুসি তালুক' অর্থাৎ দান-বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারযুক্ত স্থায়ী তালুক।

(২৬) 'যৈছন'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—(বোধ হয় স° যদ্বিন্ হইতে হিন্দী যৈস্যা। —কিন্তু ছন—ন আসে কেন? যেমন সাদৃশ্যে ?)।'

সংস্কৃত 'যদ্বিন্' হইতে 'যৈছন' হয় নাই; সংস্কৃত 'যাদৃশ' শব্দ হইতে প্রাকৃত 'জারিস' ও উহার অপভ্রংশ হইতে হিন্দী 'জৈসা' ও বা° 'যৈছে' ও 'যৈছন' উদ্ভূত হইয়াছে। অন্ত্য 'ন'-কারের আগম সম্বন্ধে যোগেশ বাবুর অনুমানই সঙ্গত বোধ হয়। 'এমন', 'তেমন', 'যেমন' ও 'কেমন' শব্দের ভ্রান্ত সাদৃশ্য হইতেই বোধ হয়, 'ঐছন', 'তৈছন', 'যৈছন' ও 'কৈছন' শব্দের অন্ত্য ন-কারাগম হইয়াছে। সংস্কৃত 'ঈদৃশ', 'তাদৃশ', 'যাদৃশ' ও 'কীদৃশ' শব্দগুলিই যথাক্রমে 'ঐছন' প্রভৃতি শব্দের মূল বটে। যোগেশ বাবু 'যৈছন' শব্দের অপর অর্থ লিখিয়াছেন—'যে ক্ষণে (প্রাচীন পদে)।' তিনি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত না করায় তাঁহার উক্তির যথার্থতা পরীক্ষা করা গেল না। আমরা পদাবলি-সাহিত্যে 'যৈছন' শব্দের 'যে ক্ষণে' বা 'যে ক্ষণ' অর্থে প্রয়োগ পাই নাই।

(২৭) 'রড়'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(স° রণ ধাতু গতি, শব্দে। স° রণ হইতে পলায়ন, গতি (স° শব্দরত্নাবলী)। দৌড়, প্রঃ—বরযাত্রগণ লইয়া জীবন পলাইল দিয়া রড়(ভাঃ)' এই ব্যুৎপত্তির আমরা সমর্থন করিতে পারি না। সংস্কৃত 'রণ' ধাতু শব্দ-অর্থেই প্রসিদ্ধ; উহার 'গতি' অর্থ গণ-দর্পণে দৃষ্ট হইলেও উহা হইতে 'রড়' সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না। আমাদিগের বিবেচনায় 'র' ও 'ল'য়ের অভেদ হেতু 'রড়' ও 'লড়' শব্দ—উভয়ই উৎক্ষিপ্তীভাব-অর্থ-বিশিষ্ট সংস্কৃত 'লড়' ধাতু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

(২৮) 'সফা'—যোগেশ বাবু আরবী হইতে গৃহীত 'সফা' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'পৃষ্ঠা; জমিজমার সমষ্টি-পৃষ্ঠা (জমিঃ)।' বস্তুতঃ জমিদারী সেরেস্তায় 'সফা' শব্দ 'সমষ্টি-পৃষ্ঠা' অর্থে ব্যবহৃত হয় না,—'এক পৃষ্ঠা' অর্থে ব্যবহৃত হয়; সে জন্যই জমি-জমার কাগজের সমষ্টিতে (total) '১ সফা', '২ সফা' ইত্যাদি রূপে সফার জমিজমার পরিমাণ লিখিয়া ঠিক দিতে দেখা যায়। (ডাঃ ক্যারনের অভিধান দ্রষ্টব্য)।

(২৯) 'সমাজ'—যোগেশ বাবু 'সমাজ' শব্দের 'সভা' অর্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু 'সমাধি-স্থল' অর্থ লিখেন নাই। বৈষ্ণব বা সাধু-মহান্তদিগের সমাধি 'সমাজ' নামেই অভিহিত হয়। এই 'সমাজ' শব্দটি বোধ হয়, 'সমাধি' শব্দ-জাত; 'সমাধি' হইতে 'সমাধ্' ও উহা হইতে 'সমাজ্' উদ্ভূত হইয়াছে।

(৩০) 'সহল'—যোগেশ বাবু আরবী হইতে গৃহীত 'সহল' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'শিথিল, শক্তি-শিথিল'। ডাঃ ক্যারন বিশেষণ 'সহল্' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—Easy ([illegible])। বস্তুতঃ বিশেষণ 'সহল্' শব্দের প্রয়োগ আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে পাই নাই।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে ও কথ্য ভাষায় 'সহজে সহজে' ক্রিয়া-বিশেষণটির প্রয়োগ দেখা যায়; উহার অর্থ সুতরাং হইবে—'যাহাতে ক্লেশ না হয়, এ ভাবে'; যথা,—

'বলিয়া ছলিয়া সহজে সহজে।
রসিয়া ভমরা পশিলা কমলে॥'

ভারতচন্দ্র;—বিদ্যাসুন্দর।'

(৩১) 'সামাই'—যোগেশ বাবু 'সামাই' বিশেষ্য শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থ লিখিয়াছেন,— '(স° সংবর হইতে। হি° সামাঈ, সমাব)। সম্বর, প্রঃ—লোভ সামাই করা; এ ঘরে এত লোক সামাই হবে না—এত লোকের স্থান হবে না।'

আমাদিগের বিবেচনা হয়, উভয় দৃষ্টান্তের 'সামাই' শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি এক নহে। 'লোভ সামাই করা' বাক্যের 'সামাই' শব্দ 'সংবর' হইতে উদ্ভূত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু শেষোক্ত উদাহরণের 'সামাই' শব্দ সংস্কৃত সং+পরিমাণার্থক 'মা' ধাতু+অনট্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন 'সংমান' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 'মা' ধাতু যথা,—

'তনৌ মমুস্তত্র ন কৈটভদ্বিষ-
স্তপোধনাভ্যাগম-সম্ভবা মুদঃ।'—মাঘ।

ডাঃ ফ্যালন সংস্কৃত 'সং+মা' ধাতু হইতেই হিন্দী—'সমানা' ধাতুর ব্যুৎপাদন করিয়াছেন এবং 'এ ঘরে এত লোক সামাই হবে না' বাক্যের সদৃশ কতকগুলি হিন্দী প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়াছেন; আমরা উহা হইতে একটি প্রয়োগ উদ্ধৃত করিব,—

'কাজল ডালুঁ কিরকিরা ওর সুরমা দিয়া ন জায়ে।
ইন্ নৈননমেঁ পি বসে দুজা কৌন্ সমায়ে॥

Lamp-black doth prick my eyes, for
eye-paint there's no space,
My love dwells in my eyes, for
aught else there is no place."

আমরা পদাবলি-সাহিত্যেও এরূপ প্রয়োগ পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়, কিন্তু এখন ব্যস্ততা-বশতঃ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না।

ডাক্তার ফ্যালন Endurance; patience অর্থ-বিশিষ্ট 'সমাঈ' শব্দটি সংস্কৃত 'শাম্য' শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্থির করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় উহা 'সংবর' শব্দ হইতে উদ্ভূত হওয়াই অধিক সম্ভবপর বটে।

(৩২) 'সিকমি'—যোগেশ বাবু 'সিকমি মহাল' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'যে মহালের খাজনা, তালুকদারের মতন একেবারে সরকারকে দিতে হয়।' এই অর্থ প্রকৃত নহে; অধীন মহাল বা তালুককে সিকমি মহাল বা সিকমি তালুক বলে। যে স্থলে তালুকদারগণ থাকিয়া মহালের খাজানা একেবারে সরকারে অর্থাৎ গবর্নমেণ্টের ট্রেজারিতে দিয়া থাকেন,

সেই স্থলে সিকমি-দার স্বা অধীন তালুকদারকে ঊর্দ্ধতন জমিদার বা তালুকদারের সরকারে সিকমি তালুকের খাজানা দিতে হয়।

(৩৩) 'সিধা...ধাতু'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং সম্—ধা ধাতু হইতে। সাঁধ ধাতু দেখ)। সিধাই—প্রবেশ করি, প্রঃ—মলয়ানিল হিমশিখরে সিধায়ল (বিদ্যাপতি); কানু কুশলে পরবেশ সিধায়ল (জ্ঞানদাস)। বর্ত্তমান রীতিতে সিধাইল হইত। (অপ্রচলঃ)।' বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত উদাহরণের 'সিধায়ল' স্থলে অনেক প্রাচীন পুথিতে 'সিধারল' পাঠ দেখা যায়। 'চম্পতিপতি অব, রাই মানাইতে, আপে সিধারহ কান।' (প-ক-ত, ৪৮২ পদ) ইত্যাদি প্রয়োগ দর্শনে 'সিধারল' পাঠই প্রামাণিক বোধ হয়; তথাপি 'র' অক্ষরের অপভ্রংশে 'য়' হইয়াছে বিবেচনায় যদি 'সিধায়ল' শুদ্ধ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও সংস্কৃত 'সম্—ধা' ধাতুর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। 'সিধারল' বা 'সিধায়ল' সংস্কৃত গমনার্থক 'সিধ্' ধাতু বা 'সাধি' ধাতু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। গণ-দর্পণকার লিখিয়াছেন—'প্রারেণ ণ্যন্তকঃ সাধির্গমি স্থানে প্রযুজ্যতে'। সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্যে 'তবে এখন আসি' এই অর্থে 'সাধয়ামস্তাবৎ' বাক্যের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। হিন্দী ভাষায় গমনার্থক 'সিধারনা' ধাতুর বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আমরা ফ্যালনের অভিধান হইতে একটি প্রয়োগ উদ্ধৃত করিতেছি,—

> 'বরসত্ নৈন্ হমারে, সো নিস্ দিন্ বরসত্ নৈন্ হমারে।
> সদা রহত্ বর্খা রাত্ হাম্ পর্ জব্ সে শ্যাম্ সিধারে॥'—সুরদাস।

পদাবলি-সাহিত্যেও 'সিধারল', 'সিধারহ' ইত্যাদির যথেষ্ট প্রয়োগ আছে।

(৩৪) 'হঙ'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'হ ধাতুর প্রাচীন ক্রিয়া-পদ। হইতাম, প্রঃ—চণ্ডীঃ।' যোগেশ বাবু প্রয়োগটি উদ্ধৃত না করায় পরীক্ষা করা গেল না। আমরা পদাবলি ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 'হঙ' শব্দের 'হই' অর্থেই ব্যবহার পাইয়াছি। সেইরূপ 'যাঙ'=যাই, 'পাঙ'=পাই, 'খাঙ'=খাই ইত্যাদি।

(৩৫) 'হাবিস'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(ই• to heave) উত্তোলন; জাহাজের হাইল ঘোরাইয়া জাহাজ থামানা।' 'উত্তোলন'-অর্থক heave হইতে 'হাবিস্' হয় কিরূপে? 'হাইল ঘুরানকে' ইংরেজিতে heaving বলে কি? 'হাবিস্' বা 'হাবিজ্' শব্দটি খালাসীদিগের ভাষায় ব্যবহৃত হয়। আমাদিগের একটি বন্ধু জাহাজের ইংরেজি-জানা একজন কেরাণীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, 'হাবিজ্' শব্দটি ইংরেজি Half ease বাক্যের রূপান্তর। আমাদিগের নিকটে Nautical Dictionary না থাকায় আমরা ইহার যথার্থতা পরীক্ষা করিতে পারি নাই। ভরসা করি, যোগেশ বাবু এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন।

(৩৬) 'হারামদ'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(ফা° হরমুজদ্)। দস্যু, সমুদ্র-দস্যু, প্রঃ—কবিকঃ।' শব্দটি 'হারামদ' না 'হার্মাদ'? পূর্ব্ববঙ্গে 'দস্যু' অর্থে 'হার্মাদ' শব্দের খুব ব্যবহার নাই। প্রাচীন পারসিকদিগের মজদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা 'হুরমুজদ্'

হইতে অমঙ্গলের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ হারমাদের উৎপত্তি কি একান্ত অসম্ভব ও হাস্য-জনক নহে? আমাদিগের অনুমান হয় যে, স্পেন-দেশীয় 'Armada' বা যুদ্ধ-জাহাজের বহর হইতে প্রথমে স্পেন-দেশীয় ও পর্ত্তুগিজ জল-দস্যুগণ 'হার্‌মাদ্' শব্দে অভিহিত হইত; পরে জল-দস্যু মাত্রেই এবং মৌলিক অর্থের বিস্মৃতিবশতঃ ইদানীং দস্যুমাত্রেই 'হার্‌মাদ্' শব্দে অভিহিত হইতেছে। তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের উপকূলে স্পেনদেশীয় ও পর্ত্তুগিজ জলদস্যুর যে নিতান্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বটে।

(৩৭) 'হোড়'—যোগেশ বাবু 'হোড়' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'মিশ্রণ, প্রঃ—মম্মাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি (চৈঃ চঃ)' উদ্ধৃত বাক্যে 'হোড়' শব্দটি 'মিশ্রণ' অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই,—'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' (Competition) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; উহার পরবর্ত্তী পংক্তিটি দৃষ্টি করিলেই ইহা প্রতীত হইবে; যথা,—

'স্বমাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥' চৈঃ চঃ, আদি-লীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের সংস্করণেও 'হোড় করি—বাজি রাখিয়া বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া' অর্থ লিখিত হইয়াছে; এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাৎপর্য্য কি, তাহা উক্ত সংস্করণের টীকায় বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের প্রদর্শিত শব্দ ব্যতীত বাঙ্গালা-শব্দ-কোষে এরূপ আরও অনেক শব্দ আছে, যাহার ব্যুৎপত্তি নিতান্ত সন্দিগ্ধ। কোনরূপ ব্যুৎপত্তি না দেওয়া অপেক্ষা সন্দিগ্ধ ব্যুৎপত্তি উপস্থাপিত করিয়াও সুধীবর্গের আলোচনার সৌকর্য্য সাধন করা সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়, যোগেশ বাবু ঐ সকল ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত করিয়াছেন। যোগেশ বাবু কোন কোন ব্যুৎপত্তির পরে সন্দেহ-সূচক প্রশ্ন-বোধক চিহ্নের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে করেন নাই। সে যাহা হউক, সাধারণ পাঠকগণ অনেকেই অবিচারে সেই সকল সন্দিগ্ধ ব্যুৎপত্তি অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করার আশঙ্কা আছে বলিয়া, পরিশিষ্টে ঐরূপ সন্দিগ্ধ-ব্যুৎপত্তি-যুক্ত শব্দগুলির একটি তালিকা প্রদান করিতে আমরা শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে অনুরোধ করি। কোন্ কোন্ ব্যুৎপত্তি সন্দিগ্ধ, তাহা বুঝা যোগেশ বাবুর ন্যায় সুবিজ্ঞ ভাষাতত্ত্ব-বিদের পক্ষে কিছুই কঠিন হইবে না। ঐরূপ একটি তালিকা সংযোজিত হইলে উহা সন্দিগ্ধ শব্দগুলির আলোচনার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে।

আমরা পুনরায় বলিতেছি, যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দ-কোষের এই সকল ত্রুটি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে,—তিনি অশেষ পরিশ্রমে অপূর্ব্ব শব্দ-কোষ সঙ্কলিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করার পক্ষে যে কিরূপ অভূতপূর্ব্ব সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদিগের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা যদি যোগেশ বাবুর কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সাহায্য হয়, তাহা হইলেই আমরা শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সমালোচনার উত্তর

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বাঙ্গালা শব্দ-কোষের যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় দোষজ্ঞেরই যোগ্য হইয়াছে। তিনি সমালোচনাটি পত্রে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমায় দেখিতে দিয়া পরিশিষ্টে বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ দিয়াছেন। তিনি জানেন, এক জনের দ্বারা শব্দকোষ ভ্রমশূন্য ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, দুই একজন মাত্র সমালোচনা দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। কোষের দোষ আমার যত অনুভূত হইতেছে, বোধ হয়, অন্যের তত হইতেছে না। কিংবা আলস্য বলবত্তর হইয়াছে।

সতীশ বাবুর অধিকাংশ সমালোচনা ঠিক মনে করিয়া কোষ-পরিশিষ্টের অন্তর্গত করিলাম। কয়েক স্থানে সন্দেহ আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি। তিনি চারি ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন; যথা, (১) "কোষে সন্দিগ্ধ শব্দার্থের প্রয়োগ উদ্ধার করা হয় নাই, (২) "অনেক অপ্রচলিত ও সন্দিগ্ধার্থ শব্দের প্রয়োগ" দেওয়া হয় নাই, (৩) প্রাচীন "পদাবলী-সাহিত্যের শত শত শব্দের অর্থ কিংবা ব্যুৎপত্তি লিখিত হয় নাই।" (৪) কোষে যাবতীয় "প্রাদেশিক" শব্দ প্রদত্ত হয় নাই।

প্রথম দুই ত্রুটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থ কত বৃহৎ হইলে এই দুই ত্রুটির কথঞ্চিৎ অবসান হইতে পারিত? দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক প্রায়ই অপ্রামাণিক আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রমাণ-উদ্ধার সময়ে নির্ভয়ে উদ্ধার করিবার জো নাই। প্রাচীন পদাবলীর প্রকাশকগণ অনেক শব্দ যদ্দৃষ্টং তন্মুদ্রিতং করিয়াছেন। এ বিষয় পরে লিখিতেছি। প্রাচীন পদাবলী দূরে থাক, সে দিন-কার ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ নির্ভুল দেখিতে পাই নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতচন্দ্রের দুইখানি পুস্তকে দেখিয়াছিলাম, "গজল করিলা তুমি আজব কথায়"; গজল শব্দ ঠিক মনে করিয়া একটা সঙ্গত অর্থ নিরূপণ করিলাম। পরে এক সমালোচক দেখাইয়াছেন, শব্দটা গজল নহে, **গজব**। গজব অর্থে আশ্চর্য্য। যিনিই কোষ করুন, যদি তাঁহাকে মুদ্রাকর ও সম্পাদকের অনবধানতা ও অজ্ঞতা সারিয়া লইয়া শব্দ সংগ্রহ ও শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে বিমুখ হইতে হইবে, কোষ-সঙ্কলন চলিবে না। একখানা যৎসামান্য পুস্তক লিখিয়া ছাপাইতে হইলে লেখকের যে কি পরিশ্রম ও কালব্যয় হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। ইহার উপর, যদি তাঁহাকে প্রমাণগ্রন্থের প্রমাণ ও সংশোধন করিতে হয়, তাহা হইলে কোষসঙ্কলন ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

প্রাচীন বৈষ্ণবপদাবলী হইতে কোষের শব্দ সংগ্রহ করা যাইবে কি না, সে বিষয়ে প্রথমে

আমি স্থিরসংকল্প হইতে পারি নাই। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের বিদ্যাপতি দেখিয়া ও তাহার সহিত অন্যের প্রকাশিত বিদ্যাপতি তুলনা করিয়া কোন্‌খানা প্রামাণিক, বুঝিতে পারিলাম না। কাব্যবিশারদের বিদ্যাপতিতে বাঙ্গালা পদ আছে, মৈথিল শব্দের রূপান্তর হইয়াছে। আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিদ্যাপতি হইতে প্রমাণ তুলিয়াছি, কিন্তু সে প্রমাণে এক এক শব্দের রূপ নির্ণীত হইতে পারে না। রমণীমোহন মল্লিকের চণ্ডীদাস পড়িলাম। বুঝিলাম, তিনি চণ্ডীদাসের পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু সংশোধক হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালা ভাষায় এক নাম "সম্পাদক" জুটিয়াছে, যে নামের অভিধান কিংবা উপলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এই অনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার অন্তরালে থাকিয়া যাহাঁর ইচ্ছা তিনি প্রাচীন গ্রন্থের "সম্পাদক" হইতেছেন। বঙ্গের বাহিরে গ্রন্থের "সংশোধক" পাওয়া যায়, বাঙ্গালা ভাষায় "সম্পাদক" আছেন, সংশোধক দেখিতে পাই না।

অত কথায় কাজ কি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত এবং "শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি. এ. কর্ত্তৃক সম্পাদিত" চণ্ডীদাসের পদাবলী দেখুন। চণ্ডীদাসের পদাবলীর এক প্রামাণিক সংস্করণ পাইবার আশা করিয়াছিলাম। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এখন চণ্ডীদাসের নামের ছাপ দেখিলেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, [কোন্ পদ চণ্ডীদাসের কোন্‌টা নহে তাহা] বিচার করিয়া ত্যাগ করিবার সময় এখনও হয় নাই।" ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন, "আমি যে একজন খুব ভাল জহরী, এ বিশ্বাস আমার নাই। কষ্টি-পাথরে কসিয়া খাঁটি সোনা ধরিয়া দিব, আর মেকি বাদ দিতে পারিবই, এমন স্পর্দ্ধা রাখি না। * * * আমি চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত যত পদ পাইয়াছি, বিনা বিচারে তাহা গ্রহণ করিয়া আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছি। এখন আপনাদের দশ জনের সমক্ষে তাহা দেখাইতেছি, আপনারা চিনিয়া লউন, কোন্‌টা মণি, আর কোন্‌টা কাঁচ।"

কিন্তু চণ্ডীদাস-মণি চিনিবার আয়োজন তাহাঁর যত ছিল, অন্যের তত নাই। তাহাঁর যে সুযোগ জুটিয়াছিল, অন্যের তাহা জুটিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি কোথায় কোন্ মণি পাইয়াছেন, সে আকরের কি কি লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন নাই। তিনি রাসলীলার তিনখানি পুথী পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একখানি মূল করিয়াছেন। কেন মূল বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা সম্পাদক-মহাশয় বলেন নাই। তিনি ৮৩০টি পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাঁর মূল পুথীতে প্রায় ৬০০ পদ ছিল। তিনি অবশিষ্ট ২৩০টি পদ কোথায় পাইয়াছিলেন?

তা ছাড়া, পুথীতে যাহা যেমন ছিল, সম্পাদক মহাশয় তাহা তেমন দেন নাই। তিনি পুথীর বানান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, পদের পৌর্ব্বাপর্য পুথীর মতন রাখেন নাই। অর্থাৎ তিনি "সংশোধক" হইয়াছেন, অথচ পাঠককে তাহাঁর সংশোধক হইতে বলিতেছেন, অন্যের দ্বারা মণি-নির্ণয় কঠিন করিয়া দিয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দি-ই, মণির সহিত পদের তুলনা করি। মহানদীর বালুকা-গর্ভে স্বচ্ছ স্নিগ্ধ শ্বেতবর্ণ মণি পাওয়া যায়। অনেকে তাহা

হীরাভ্রমে সযত্নে সংগ্রহ করেন, জোহরীকে দেখান, সময়ে সময়ে আমার নিকটেও আনেন। দেখিবার পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করি, কোথায় কবে পাইয়াছেন, কয়টা পাইয়াছেন। এক একজন মণির এমন সুন্দর ইতিহাস দেন যে, তাহাতে আকরসম্বন্ধীয় পরীক্ষা বৃথা হইয়া পড়ে। কিন্তু মণি দেখিবামাত্র স্বাভাবিক আকারের অন্যথা দেখিয়া স্ফটিক বলিতে দ্বিধা হয় না। কেহ কেহ হীরার আকারে কাটাইয়া সংগৃহীত মণি দেখাইতে আনেন। প্রাপ্তির ইতিহাসও সাজাইয়া আনেন, মণিপরীক্ষায় সময় যায়। দেখিয়া দেখিয়া বুঝিয়াছি, লোকের রত্নপ্রাপ্তির লোভ বড় অল্প নহে।

নীলরতন বাবু চণ্ডীদাস-লুব্ধ হইয়া পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, পদ-প্রাপ্তির ইতিহাস দিয়াছেন, পুথীখানি "রামেন্দ্র বাবু, দীনেশ বাবু, ব্যোমকেশ বাবু ও সারদা বাবুকে" দেখাইয়াছেন; পদের ভাষা কাটিয়া-কুটিয়া ঘষিয়া মাজিয়াছেন, ভূষণে খচিত করিয়া পাঠককে জোহরী হইতে বলিতেছেন। আমি জোহরী নই, ধাঁদায় পড়িয়াছি।

ইহার উপর, সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, 'চণ্ডীদাসের ভাষা অনেকটা আধুনিক ভাষার ন্যায়। * * * চণ্ডীদাসের যে সকল পদ সচরাচর গীত হইয়া থাকে, তাহাদের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া খুবই সম্ভব। তবে যে সকল পদ এত দিন অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলি গীত হইতে কখনও কেহ শুনিয়াছেন কি? সেগুলি ত অবিকৃত রহিয়াছে, স্বীকার করিতেই হইবে। রাসলীলার কোন কোন পদের ভাষার চমৎকারিত্বে আধুনিক কবিগণকেও বিস্মিত হইতে হইবে। সুতরাং মানিয়া লইতে হইবে যে, চণ্ডীদাসের পদের ভাষা এখন যাহা দেখিতেছি, চণ্ডীদাসের আমলে প্রায় তাহাই ছিল।"

এই সিদ্ধান্ত আমার সমালোচক সতীশ বাবু স্বীকার করিবেন কি? যদি চণ্ডীদাস মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে ছিলেন, তখন কি বহুবচনের **তারা** [তাহারা] (৯৭ পদ), **আমরা** (৪০০ পদ), **বল** ধাতু (বোল ধাতু স্থানে), **তাঁর** [তাহাঁর] (৪০৭ পদ), ঐখানে বসিয়া নাগর **আছেন** (৪০৮ পদ), আর কি **জেতের** [জাতের] ডর (৪১২ পদ), কালার পীরিতি **লেঠা** (৪১৫ পদ), **কোন কোন দিন সেই** বাদিয়ারে দংশয়ে আপন রোষে (৪২০ পদ), **বড়ই** দুঃখিত (৪২৪ পদ), বাড়ল [বাঢ়ল] (৪৩২ পদ), তাহে যে গোপিনী **গেছিল** সেখানে (৪৩৪ পদ), **এখান** চলিয়া যাই (৪৩৫ পদ), কালার **জ্বালাটি** বড় উপজল **বেশ** কথা কিছু কয়া (৪৪৫ পদ), ইত্যাদি শব্দ ও ভাষা চারি শত বৎসর পূর্ব্বের বলিতে পারা যায় কি? দৃষ্টান্তগুলি রাসলীলা অংশ হইতে তুলিয়াছি; ইচ্ছা করিলে আরও তুলিতে পারি। বীরভূমের, বিশেষতঃ প্রাচীন কালের ইঞা অনুনাসিক শব্দ কোথায় গেল? জানি না, সম্পাদক মহাশয় অনুনাসিক কাটিয়া শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন কি না। সাহিত্য-পরিষদ্ চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মুদ্রিত করাইতেছেন। সে পুথীর ভাষা, ব্যাকরণ, শব্দ, আর পদাবলীর প্রকাশিত ভাষা, ব্যাকরণ, শব্দের যে আকাশপাতাল প্রভেদ দেখা যাইতেছে। যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বড়ু চণ্ডীদাসের হয়, তাহা হইলে নীলরতন বাবুর

চণ্ডীদাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কার হাতে পড়িয়া নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাস আধুনিক হইয়া পড়িয়াছেন, কবে পড়িয়াছেন, কে জানে। চণ্ডীদাসের নামে কাহার পদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই বা কে জানে।

সতীশ বাবু বলিতে পারেন না, কোষকারের এত বিচারে কাজ কি। তিনি নিজেই দেখাইয়াছেন, পদউধ (পদায়ুধ)—কুক্কুট অর্থ নীলরতন বাবু গ্রহণ করেন নাই। কোষকার—কার অর্থ লইবেন? যদিও আমি পদউধ কুক্কুট স্বীকার করিয়া কোষে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, তথাপি প্রাচীন পদাবলীর প্রকাশক কিংবা সংশোধকদিগের প্রদত্ত অর্থের উপর অধিক নির্ভর করিবার কথা। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমি পদাবলী হইতে অল্প শব্দ লইয়াছি। শব্দের রূপ ও শব্দের অর্থ নিঃসন্দেহে জানা না গেলে কি লিখিতে কি লেখা হইয়া যাইবে। নীলরতন বাবু যে দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দিয়াছেন, তাহার অনেক আমি স্বীকার করিতে পারি না। যথা, অঝরু অজস্র, অথাই অগাধ, আউদঢ় পাগলিনী, উছর উচ্ছৃঙ্খল, কেরয়াল মাঝি, ঝামরু ঝামার ন্যায় কৃষ্ণ, ঠাম অন্যায় কাজ, ইত্যাদি একটাও ঠিক বোধ হইল না।

পদাবলীর সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। কোষসঙ্কলনে অর্থ ও ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে কত বিঘ্ন, তাহা সতীশবাবু জানিয়াও অনুযোগ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, কোষ আরম্ভ-সময়ে তাঁহার উপদেশ পাই নাই। তাঁহার সাধনার ফল পদকল্পতরুও দেখিতে পাই নাই। তথাপি কোষে পদাবলীর শব্দ অনেক আছে। পরিশিষ্টে আরও শব্দ যোগ করিবার ইচ্ছা রহিল।

এইরূপ, প্রাদেশিক শব্দ বর্জ্জনের একটা কারণ আমার অজ্ঞতা। আরও কারণ আছে, সে সম্বন্ধে কোষ-ভূমিকায় সবিস্তরে ব্যাখ্যা করা যাইবে। এখানে সংক্ষেপে দুই এক কথা জানাইতেছি। অনেকে "প্রাদেশিক শব্দ", "গ্রাম্য শব্দ" স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করিতেছেন, যেন দুই শ্রেণীর লক্ষণ সকলের জানা আছে। আমি আমার দুই তিন সমালোচক মহাশয়কে লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু জানিতে পারি নাই। লক্ষণের অভাবে আমি বাঙ্গালা শব্দ-কোষ রচনার প্রয়াস করিয়াছি। কোষে অনেক শব্দের গ্রাম্য রূপ প্রদর্শন করিয়াছি। দেখিয়াছি, অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্যরূপ অপর কিছু নহে, সংস্কৃত-প্রাকৃত রূপ, কিংবা আধুনিক বাঙ্গালার পূর্ব্বরূপ। সে রূপ কোথাও কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছে; কিন্তু বিকৃত হইলেও প্রাকৃতই আছে। যথা, রাত্তি, ধম্ম, কম্ম, সুজ্জ, পচ্ছিমা। প্রচলিত বানানের শৃঙ্খল মানিতে হইয়াছে; নতুবা দুথ্‌খ, বিষ্ট্‌, বাজ্‌ঝ, খেমা প্রভৃতি বানান করিতে পারিলে প্রকৃত বাঙ্গালা শব্দকোষ রচিত হইত। একটা কথা প্রণিধান করিতে বলি। আমরা যে রাইত বা রাৎ বলি, তাহা রাত্রি শব্দ হইতে নহে, রাত্তি হইতে আসিয়াছে। এই রাত্তি শব্দ হইতে কবির রাত্তি। সংস্কৃত-ভাষাভিমানী কেহ কেহ কোন কোন অঞ্চলে রাত্তির্ বলেন বটে; কিন্তু সেটা নূতন শব্দ, আমার মতে ভাষা। চন্দ্র শব্দ হইতে চন্দ, চান্দ, চাঁদ জানি, চন্দর্ জানি না। যদি রাত্তির্, চন্দর্ প্রভৃতি শব্দ "প্রাদেশিক" বলেন, তাহা হইলে প্রাদেশিক-শব্দকোষ রচনা করুন; বৈক্‌য়া, ওপর, ভেতর প্রভৃতি শব্দ সংগ্রহ করুন; দি ধাতুর রূপে দ্যান্, গি ধাতুর রূপে গেছেন;

কালো ভালো বিশেষণ; রঙ্, রঙীন, রঙীল, এবং বাঙলা, কাঙলা, প্রভৃতি শব্দবিন্যাসে শব্দকোষ পূর্ণ করুন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় অনেক জেলার, কেহ বা গ্রাম্য শব্দ, কেহ বা প্রাদেশিক শব্দ নাম দিয়া, শব্দের তালিকা, কোনটা বা অর্থ ও প্রয়োগ সহ প্রকাশ করিয়াছেন। কত জেলায় বাঙ্গালা ভাষা চলিত আছে, তাহা সম্প্রতি জানিয়া ফল নাই। যদি ন্যূনকল্পে ত্রিশ জেলা হয়, তাহা হইলেও অন্ততঃ এক শত ভাখা পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালা-ভাখা-কোষ শব্দ-তত্ত্বান্বেষীর কাজে লাগিতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার শব্দ জানিবার পক্ষে লাগিবে না। বাঙ্গালা শব্দের প্রকৃত রূপ অর্থ ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে নানা ভাখা জানা আবশ্যক, কোষের শব্দ বাড়াইবার নিমিত্ত নহে।

ভাষা ও ভাখার প্রভেদ আমার "বাঙ্গালা ভাষা" পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি করিব না। বাঙ্গালা শব্দকোষে কোন্ কোন শ্রেণীর শব্দ থাকা চাই, তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি। শ্রেণীবিভাগ কঠিন; এক শব্দ দুই তিন শ্রেণীতে ফেলিতে পারা যায়। দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মাদি চিরন্তন ভাগেরও প্রয়োজন নাই। "প্রাদেশিক" শব্দের দুই ভাগ করিতে পারা যায়। (১) একই শব্দ স্থানভেদে রূপান্তর পাইয়াছে, যেমন বেরাল বিরাল বিড়াল বেড়াল। (২) একই দ্রব্য গুণ কর্ম্মাদি অর্থে স্থানভেদে শব্দান্তর প্রচলিত আছে, যেমন মেকুর বিলাই বিল্লি বিড়াল। এই দুই শ্রেণীর শব্দ নির্ব্বাচনে নানা জনের নানা স্পৃহা ও পক্ষপাতিত্ব থাকিবার কথা। এই দুই ছাড়া আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে, যাহা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অভিধান পূর্ণ হইতে পারে, এবং যাহা ভাখা নহে, ভাষার শব্দ, অতএব যাবতীয় বাঙ্গালা শব্দকোষে গ্রহণীয় এবং লেখককুলের শিক্ষণীয়। যেমন, বালাম চাউল। বঙ্গের সকল স্থানে বালাম শব্দ প্রচলিত নাই। নাই বলিয়া উহা প্রাদেশিক কিংবা গ্রাম্য নহে। কারণ, বালাম বলিলে যে চাউল বুঝায়, অন্য কোন শব্দে সে চাউল বুঝায় না। অতএব উহা বাঙ্গালা ভাষার শব্দ। এইরূপ, যে দেশে নদী খাল বিল আছে, যেখানে নানাবিধ নৌকা বা জলযান আছে, যেখানে বন পাথর আছে, সমুদ্র আছে, নূতন শস্যের কৃষি আছে, কৃষিকর্ম্মের বিশেষ আছে, যেখানে বস্ত্রাদি কলা প্রচলিত আছে, সেখানে তত্তৎ দ্রব্য গুণ কর্ম্ম জাতিবাচক শব্দও আছে। এ সকল শব্দ প্রাদেশিক হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা। একই দ্রব্য গুণ কর্ম্ম জাতি বুঝাইবার অনেক শব্দ থাকিলে যে শব্দ মূলের নিকটবর্ত্তী, তাহা গ্রাহ্য। প্রসিদ্ধি-হেতু মূল হইতে বহু বিকৃত শব্দও গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। প্রসিদ্ধ সাহিত্যে প্রাদেশিক শব্দ থাকিলে তাহাও গ্রাহ্য করিতে হইবে। তখন পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ভেদ করিলে চলিবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালী যে শব্দের স্থায়িত্ব কামনা করেন; অভিলাষ নহে, অপক্ষ-পাতিত্বে যে শব্দ দ্বারা ভাষা পুষ্ট করিতে ইচ্ছা করিবেন, কোষকারকে সে শব্দ লইতে হইবে। এক অর্থে বহু শব্দের কিংবা বহু রূপান্তরে ভাষার পুষ্টি হয় না। নানা অর্থে নানা শব্দের দ্বারা হয়। যে শব্দ দ্বারা ভাষাপুষ্টি হয়, সে শব্দের প্রতি বর্ত্তমান কোষকারের বিরাগ নাই।

এরূপ শব্দ অর্থ ও প্রয়োগ সহিত পাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে, ব্যুৎপত্তি পাইলে বাঙ্গালা রূপনির্ণয়ে সুবিধা হইবে। কোষ-পরিশিষ্টে পরিষৎ-পত্রিকা হইতে কিছু কিছু শব্দ দেওয়া যাইবে।

এখন সতীশ বাবুর আলোচিত কয়েকটা শব্দ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে যাইতেছি। তিনি বহু কাল যাবৎ বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহার সমালোচনা অধিকাংশ স্থলে ঠিক বোধ হইয়াছে। কয়েক স্থানে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

ঐছন ...কোষে একটু ভুল হইয়াছে, দুই অর্থ মিশিয়া গিয়াছে। প্রথমে বিদ্যাপতি (কাব্যবিশারদের) হইতে কয়েকটা প্রয়োগ তুলি। নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন, শুনইতে ঐছন রাইক বাণী,—ঐছন=এমন। ঐছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ, ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ, ঐছন সময়ে আওল বনদেবী,—ঐছন=এমন, ঐছনে=এমনে হইতে পারে, এই ক্ষণে—সময়ে অর্থও হইতে পারে। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে ঐছন শব্দ অনেক বার পাওয়া যায়। "এমন" অর্থ বহু স্থলে স্পষ্ট। কিন্তু, ঐছন শুনইতে মুগধ রমণী (২০৪ পদ); কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে চুলাতে রাখি বেশালি। ত্যজি আবর্ত্তন হই আগুয়ান ঐছন সে গেল চলি (৩৯৩ পদ), ঐছন রমণী মুরলী শুনিয়া আকুল হইয়া চিতে (৪০৫ পদ), ঐছন চলল বরজ রমণী ধৈরজ নাহিক মানে (৪০৫ পদ), ঐছন মনের উঠিল আগুনি যে ধনী কিশোরী রাই (৪২৭ পদ), ইত্যাদি প্রয়োগে ঐছন অর্থে "এমন" হইতে পারে, "এই ক্ষণে" হইতেও পারে। বিদ্যাপতির, কৈছনে মিলব মাধবসঙ্গ, কৈছনে যায়ব যামুন তীর, কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি, কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী, কৈছনে হেরব বয়ান,—কৈছনে=কেমনে, কি প্রকারে। পদাবলীর ঐছন কৈছন যৈছন তৈছন, মৈথিলীতে ঐসন কৈসন জৈসন তৈসন, ওড়িয়া এসন কেসন যেসন তেসন শব্দে প্রকার বুঝায়। ঈদৃশ, কীদৃশ যাদৃশ তাদৃশ অর্থে হিন্দীতে ঐসা কৈসা জৈসা তৈসা, পদাবলীতে ঐছা কৈছা যৈছা তৈছা, মরাঠীতে অসা কসা জসা তসা। মরাঠীতে অসা=ঈদৃশ, অসলা—এতৎপ্রকার। বিদ্যাপতির, কৈছে সুরতবিহার, দখিন পবন বহে কৈছে যুবতী সহে, তুহু কৈছে মাধব কহবি মোয়। যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি কুমুদ কমল কোর, তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল, সিকতা জল যৈছে ক্ষণ হি শুখায়ল। আওব ঐছে হামারি মন মান, শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস, ঐছে ফেরি রস না পাওব আর, শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব। ইত্যাদি। অতএব ঐছন ঐছা কৈছন কৈছা প্রভৃতি শব্দের অর্থ এক নহে। নকারান্ত ঐছন কৈছন প্রভৃতি শব্দের মূল কি? বোধ হয়, এতস্মিন্ কস্মিন্ প্রভৃতি মূল ছিল। বাঙ্গালাতেও যেমন তেমন প্রভৃতি শব্দের অর্থ যৈসা তৈসা ব্যতীত যস্মিন্ তস্মিন্ সময়ে আছে। যথা, যেমন আসিয়াছে তেমনি গিয়াছে—যে প্রকার, এবং যে সময়ে। এই দুই অর্থ ব্যতীত যাদৃশ তাদৃশ অর্থও আছে। যথা, যেমন রূপ তেমন গুণ। তুলসীদাসের রামায়ণে ইমি কিমি জিমি তিমি—ঐছন কৈছন যৈছন তৈছন। এখানে ম আসিয়াছিল কেন? ঐছনের ন, ইমির মি

আকস্মিক বলিতে পারি না। এক একটি বর্ণের মধ্যে শব্দের মূল লুক্কায়িত থাকে। শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিতে পারিলে অর্থ যেমন সুস্পষ্ট হয়, প্রয়োগে তেমন হয় না। হিন্দী ঐসা ঈদৃশ= এবং এই প্রকার বুঝায়। তা বলিয়া ঐছন এবং ঐছা মূলে কিংবা প্রয়োগে এক বলিতে পারি না। বর্ত্তমান মৈথিলীতে এহন জেহন প্রভৃতি শব্দ চলিত আছে। বাঙ্গালারও এমন কেমন প্রভৃতি শব্দের মূল মিশিয়া গিয়াছে। কেবল এ-মস্ত কে-মস্ত নহে। ব্যাকরণে ও কোষে দেখিতেছি ভুল রহিয়া গিয়াছে।

আদলি…বোধ হয় আর্দ্রক। ঘৃতকুমারী শব্দ কিংবা ইহার পর্যায়ভুক্ত এমন শব্দ পাই না, যাহা হইতে "আদলি" এই রূপ আসিতে পারে।

আরতি…রতি, অনুরাগ। সতীশ বাবুর উদ্ধৃত প্রয়োগে স্পষ্ট।

উতরোল…এই শব্দের দুই অর্থ আছে, চঞ্চল ও উচ্চ শব্দ। বোধ হয়, উৎ-লোল, এবং উৎরুত—এই দুই শব্দ হইতে। লোল চঞ্চলে (মেঃ); রুত হইতে রোল। তরল হইতে রোল (ওকারান্ত-র) আসে না।

এহেন…শব্দকোষে হেন, এনা দেখুন।

ওত…বোধ হয় সং রতু হইতে। রতু—বর্ত্মনি (মেঃ)। অন্য কোষে পাই না। মৈথিলীতে ওত শব্দ চলিত আছে, অর্থ স্থান; যথা, অগস্তিক ওতৈ—অগস্তির স্থানে।

কড়ছ…কটি-সূত্র হইতে বোধ হয়। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে করচ আকার ধরিয়াছে।

গুটিক…এক গোটা=একটা। ব্যাকরণে গোটা দেখুন।

ডিগরি…শব্দকোষে ডেকরা দেখুন।

না…ব্যাকরণ দেখুন।

নাহ…ধাতু। কোষে না ধাতু আছে। নাহ পৃথক্ লেখা উচিত ছিল।

কানড়…নীলবর্ণ পুষ্পবিশেষ। কোষে ভুল হইয়াছে। কন্দলী হইতে পারে না। কন্দট হওয়াই সম্ভব। শব্দকল্পদ্রুমে কন্দট শ্বেতোৎপল, কন্দোট নীলোৎপল ও শ্বেতোৎপল। পরে দুই অভিন্ন হইয়া থাকিবে।

কোক…চক্রবাক ঠিক।

ঢামালী…শব্দের ব্যুৎপত্তি দম্ভ বলিয়াই মনে হয়। দম্ভ কৈতবে কল্কে (মেঃ)।

কিরা…সতীশ বাবুর ব্যুৎপত্তি ঠিক নহে। সং ক্রিয়া—সত্যক্রিয়া হইতে। পালি জাতক গ্রন্থে কিরিআ আছে।

কীল…অমরকোষ, হেমচন্দ্র, হলায়ুধ, মেদিনী প্রভৃতি কোন কোষে কীল কিংবা কীলা অর্থে মুষ্ট্যাঘাত নাই। অমর-কোষের কীল শঙ্কু অর্থস্থলে ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন, কীল বন্ধে। রতৌ প্রহরণবিশেষে কীলা। যদ্বাৎস্যায়নঃ কীলা উরসি কর্ত্তরী শিরসি বিদ্ধা কপোলয়োঃ। কিন্তু প্রহরণবিশেষ পাইলাম। এই অর্থ কীল=শঙ্কু হইতে। বাৎস্যায়ন আমি দেখি নাই। প্রাচীন বাঙ্গালায় কীল অর্থে মুথটি (মুষ্টি) শব্দ ছিল।

ননী…এই শব্দ লইয়া সতীশ বাবু অনেক বিচার করিয়াছেন। আমি জানিতে পারিয়াছি, পূর্ব্ববঙ্গে দহির স্নেহকে মাখন বলে। পশ্চিমবঙ্গে দহির স্নেহ ননী। নবনীত দধি হইতে জাত। যথা, অমরকোষে ক্ষীরস্বামী,—দধ্নো মথিতাদ্বরং তৎকালং নীতমুদ্ধৃতং নবনীতম্। মহেশ্বরও তাহাই লিখিয়াছেন। হেমচন্দ্রে,—দধিসারং তক্রসারং নবনীতং নবোদ্ধৃতম্। চরকে,—(দধি ও তক্র বলিয়াই) হৃদ্যং নবনীতং নবোদ্ধৃতম্। সুশ্রুতে,—নবনীতং পুনঃ সদ্যস্কং লঘু সুকুমারং কষায়মীষদম্লং * *। কিন্তু পরে আছে, ক্ষীরোত্থং পুনর্নবনীতমুৎকৃষ্টস্নেহং মাধুর্য্যযুক্তং। অর্থাৎ নবনীত অর্থে দধিজাত স্নেহ। ইহাই নবনীত। দুগ্ধ হইতে জাত স্নেহের নাম পৃথক ছিল না। আমার অনুমান হয়, সে কালে দুধের মাখন প্রসিদ্ধ ছিল না। ভাবপ্রকাশে, মৃক্ষণ নবনীতের নাম হইয়াছে। কিন্তু কেবল নবনীত বলিলে দধির ননী বুঝায়। যথা, নবনীতস্তু সদ্যস্কং * * * কিঞ্চিৎ কষায়াম্লমীষত্তক্রাংশসংক্রমাৎ। তক্রসংযোগ হেতু নবনীত কিঞ্চিৎ কষায়াম্ল। দুধের নবনীত বলিতে হইলে দুগ্ধোত্থ বিশেষণ যোগ করিতে হইত। যথা, ভাবপ্রকাশে,—দুগ্ধোত্থং নবনীতন্তু * * * মধুরং। মৃক্ষণ ম্রক্ষণ অর্থে তেল মাখা। হেমচন্দ্রে, ম্রক্ষণং তৈলং স্নেহোহভ্যঞ্জনঞ্চ। অতএব দুগ্ধজাত নবনীত অর্থে ম্রক্ষণ শব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। শ্রীকৃষ্ণ ননী-গোপাল ছিলেন; মাখন পাইতেন না। এ দেশের সাহেবরা মাখন পান না, ননী খান, কিন্তু মকৃখন বলেন। কারণ, উর্দু বলিতে হয়।

ধনি…সং ধনিকা। ধনিকা সাধু নারী (মেঃ), বধূ (হেমঃ)। বাঙ্গালা প্রয়োগে ধনি শ্রেষ্ঠা নারী, প্রায়ই ভামিনী। আদরে কামিনীকে ভামিনী বলা হয়। ধনি ধনবতী নারী নহে। যুবতী হইলেও যৌবন দেখিয়া ধনি সম্বোধন বোধ হয় না।

পনা…সং পণ হইতে বাঙ্গালা হিন্দী ওড়িয়া মরাঠী ভাষায় প্রত্যয়স্বরূপ হইয়াছে। পণ ব্যবহারে (business, transaction) প্রভৃতি নানা অর্থ মেদিনীতে আছে। অধুনা বাঙ্গালাতে ব্যবহার শব্দের অপ-ব্যবহার হইতেছে। পনা, পন, পণা, পণ প্রত্যয়ের অর্থ সং ত্ব প্রত্যয়ের তুল্য বটে, কিন্তু সং প্রত্যয় ঠিক এক আকারে চারি ভাষায় অপভ্রষ্ট হইবার দৃষ্টান্ত বিরল। তা ছাড়া, ত্বম্—ম্ স্থানে না ণ ণা হইবার দৃষ্টান্ত মনে হইতেছে না।

পুনি…পুনর্ব্বার। খনার সংক্ষেপ প্রমাণ হইতে পারে না। সতীশ বাবুর উদাহৃত প্রয়োগে পূর্ণিমা অর্থ আসে না।

পাউষ…সং প্রাবৃষ সন্দেহ নাই। চলিত বাঙ্গালায় বর্ষার নূতন ঢলও বটে। কোষে (মাছের) পাউশ, পাউষ হইবে। বর্ষারম্ভে মাছের পাউষ ঘটে।

বেয়াজ…সং ব্যাজ। ব্যাজ কৈতবে, ব্যাজ অপদেশে। এই অপদেশ অর্থ হইতে বিলম্ব, প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ ইত্যাদি অর্থ আসিয়াছে। ব্যাজ টাকার সুদ নহে, সুদ প্রাপ্য; সুদ ব্যতীত কিছু লইলে তাহা ব্যাজ। এই কারণে সুদ-ব্যাজ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে "ব্যাজী" শঠতার দৃষ্টান্ত। যেমন, কোন দ্রব্য মাপিয়া দিলে ষোড়শ ভাগ অতিরিক্ত দিতে হইত। এটা মান-ব্যাজী।

পুড়্...ধাতু। স° প্লুষ ধাতু হইতে ষ লোপে প্ল স্থানে পুল হইলে ঠিক হয়। প্লুষ্ট শব্দ হইতে পুড় হইতে না পারে এমন নহে। কিন্তু পোড়া অর্থে যেন পুটে দগ্ধ, এমনও আছে। পোড়ের ভাত গোময়পুটে সিদ্ধ। পোড়া কাঠ ভস্মীভূত নহে, আ-দগ্ধ। যাহা হউক, প্লুষ হইতে পুড় মনে হইতেছে।

পুয়া, পোয়া...স° পুত্রক, পোতক।

বাজ্ অংশ...বায়ু+অংশ ঠিক মনে হইতেছে।

বিক...বিদিক হইতে। গ্রাম্য বিগ। প্রয়োগে বিক, বিগ=দিক বুঝায়। বিক্রয় হইতে বিক্রয়ার্থে বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে, চলিত বাঙ্গালায় নাই।

ভাও...ভ্রূ বটে, ভ্রূভঙ্গ নহে।

মুচকি...স° স্মি ধাতু হইতে কিরূপে সিদ্ধ হয়? স্ময়+ক দেখিয়াছিলাম। মুচকি হাসিতে শাঠ্য নাই কি?

সিধা...ধাতু। প্রবেশ অর্থে। গমন অর্থ নহে।

হোড়...স° হুড ধাতু সংঘাত হইতে মনে করি। উদ্ধৃত "স্বমাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি" বাক্যে ৺জগদীশ্বর গুপ্তের ব্যাখ্যা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু লক্ষণায় যাহাই হউক, মূলার্থ মিশ্রণ, সংঘাত মনে করি।

আরও অনেক শব্দ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পুথী বাড়িয়া যায়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি*

কয়েক বৎসর অতীত হইল, স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক [Theodore Bloch, Ph. D.] প্রত্নতত্ত্ববিভাগের [১৯০৮-৯ সালের] কার্য্যবিবরণীতে বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। উক্ত প্রবন্ধেই সর্ব্বপ্রথম দুইখানি অপূর্ব্বপ্রকাশিত শিলালিপির উদ্ধৃত পাঠ দৃষ্ট হয়।১ বুদ্ধগয়ার মহাবোধি-মন্দিরের উত্তর দিকের প্রবেশপথের সোপানে একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি রক্ষিত আছে, উহারই পাদদেশে এবং অংসদেশে দুইখানি লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতার নাম বীর্য্যেন্দ্রভদ্র। উহার পাদদেশে এই বার্ত্তা খোদিত আছে। খোদিত-লিপিতে বীর্য্যেন্দ্রভদ্র 'সামতটিক' অর্থাৎ সমতটদেশাগত এই বিশেষণে অভিহিত হইয়াছেন। সমতট প্রদেশের একজন তীর্থযাত্রী বুদ্ধগয়ায় পুণ্যসঞ্চয়ে আসিয়াও তাঁহার স্বভাবজ স্বদেশপ্রীতির পরিচয় কঠোর শিলাগাত্রে অক্ষয়-অক্ষরে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই কৌতূহল-জনক তথ্যের সন্ধান পাইয়া ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিভাগের সুযোগ্য সহকারী পরিদর্শক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এ কথার উত্থাপন করিয়াছিলাম। অভাব জানাইবামাত্র তিনি উক্ত বুদ্ধগয়া-লিপিদ্বয়ের প্রতিলিপি আমাকে ব্যবহার করিতে দেন। তদবলম্বনে ব্লকের উদ্ধৃত-পাঠের সহিত মূল শিলালিপির [প্রতিলিপির] পাঠ মিলাইবার অবসর হয়। আলোচ্য শিলালেখদ্বয় ১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীমধ্যে [১৫৭-৮ পৃষ্ঠায়] প্রকাশিত হয়। অধুনা প্রাচীন সমতটরাজ্যের ইতিবৃত্তসম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করিতেছেন, কিন্তু উক্ত দুইখানি লিপি অদ্যাপি তাঁহাদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। †

বুদ্ধপ্রতিমার পাদদেশে নিম্নোদ্ধৃত লিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়—

১। **শ্রীসামতটিকঃ**২। প্রবরম

২। হাযানবায়িনঃ **শ্রীমৎসোমপুর**=মহা=

৩। বিহারীয়=বিনয়বিৎ=স্থবির=**বীর্য্যেন্দ্রভদ্র[স্য]**

৪। যদত্র পুণ্যন্তদ্ভবত্বাচার্য্যোপা

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২২, ১০ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১ Annual Report of the Archæological Survey of India, 1908-9, PP. 157-8.

† সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় তদীয় "ঢাকার ইতিহাসে"র ২য় খণ্ডে উল্লিখিত লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে ব্লকের পাঠই রক্ষিত হইয়াছে।—ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৭।

২ 'সামতটিকস্য' বা 'সামতটিক' না পাঠ করিলে অর্থসঙ্গতি হয় না।

৩ ডাক্তার ব্লক মাত্র 'বীর্য্যেন্দ্রভ' এই চারিটি অক্ষর পাঠ করেন।—A. S. R, 1908-9, P; 158.

৫। =[ধ্যায়]=মাতাপিতৃপূর্ব্বঙ্গমং কৃত্বা সকল=

৬। =[সত্বরাশে] রনুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয় ইতি।

—সমতটদেশীয়, প্রবরমহাযানমতাবলম্বী, ঋদ্ধিশালী সোমপুরের মহাবিহারবাসী, বিনয়শাস্ত্র-পারদর্শী ও স্থবিরসম্প্রদায়ভুক্ত বীর্য্যেন্দ্রভদ্রনামা তীর্থযাত্রীর এই [দান]; ইহাতে যে পুণ্য হইবে, তাহা আচার্য্য, উপাধ্যায় এবং মাতাপিতা প্রভৃতি সকল জনের 'অনুত্তর' জ্ঞানপ্রাপ্তি-কল্পে প্রযুক্ত হউক্।

বুদ্ধপ্রতিমার অংসদেশের উৎকীর্ণ-লিপি এইরূপ—

১। ওঁ অনেন শুভমাগর্গেণ প্রবিষ্টো লো

২। কনায়কঃ অতশ্চ বোধিমাগর্গো

৩। য়ং মোক্ষমাগর্গপ্রকাশকঃ॥

এই শুভমার্গে লোকনায়ক বুদ্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, অতএব পরম জ্ঞান লাভের এই পন্থাই উৎকৃষ্ট পন্থা। মোক্ষমার্গে অধিরূঢ় হইতে হইলে এই [বুদ্ধার্পিতপদ] মার্গই অবলম্বন করিতে হইবে।

বুদ্ধপ্রতিমার পাদদেশস্থ খোদিত লিপির পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া ডাক্তার ব্লক স্থির মত প্রকাশ করেন যে, লিপিতে উক্ত সোমপুর সমতট প্রদেশে অর্থাৎ নিম্নবঙ্গের কোনও স্থানে বর্ত্তমান ছিল।[১] ব্লক আপনার প্রস্তাবের নাম দেন—"A Pilgrim from Lower Bengal," অর্থাৎ নিম্নবঙ্গ হইতে অভ্যাগত একজন তীর্থযাত্রী।

আবিষ্কৃত বুদ্ধপ্রতিমার কুত্রাপি রাজ্যাঙ্ক বা কোনও কালনিরূপক শব্দের উল্লেখ নাই। প্রত্নলিপিবিৎ ব্লক ইহার অক্ষর বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, আলোচ্য শিলালেখে প্রায় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে।[২] কিন্তু আমাদের নিকট উহা আরও আধুনিক বলিয়া প্রতীত হয়। স্বর্গীয় ডাক্তার কীলহর্ণ লিখিয়াছিলেন, বীরদেবের [ঘোষরাঁবা গ্রামে আবিষ্কৃত] প্রশস্তি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কোনও সময় উৎকীর্ণ হয়[৩]। বুদ্ধগয়ার সমালোচ্য লিপির ও ঘোষরাঁবা লিপির 'শ' ও 'ণ' এই দুই অক্ষরের তুলনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বুদ্ধগয়ালিপি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ঘোষরাঁবালিপির 'শ'এর শিরোভাগস্থ বৃত্তটি একটি রেখা দ্বারা যুক্ত, কিন্তু বুদ্ধগয়ালিপির 'শ'এ এই রেখাটি দৃষ্ট হয় না। ঘোষরাঁবালিপির ন্যায় ধর্ম্মপালের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ কেশবপ্রশস্তির[৪] 'শ'কারেও এই লক্ষণটি বিদ্যমান আছে। প্রথম মহীপালদেবের

---

১ A. S. R, 1908-9, P. 158.

২ Ibid., P. 157.

৩ Indian Antiquary, Vol. XVII, P. 309.

৪ গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৯, চিত্র।

[১০২৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ] সারনাথলিপির১ সহিত বুদ্ধগয়ালিপির অক্ষরের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শেষোক্ত লিপির অক্ষর প্রাচীনতর। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে অনুমান হয়, বুদ্ধগয়ার লিপি, ৮৭৫ হইতে ৯৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোনও সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইতে পারে। প্রাচীনলিপি-পারদর্শী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও উক্ত খোদিত লিপির অক্ষর দেখিয়া উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

সমতট প্রদেশের অন্তর্গত সোমপুর মহাবিহার কোথায় ছিল?—ডাক্তার ব্লক লিখিতেছেন,—"I am unable to identify Somapura, a village or town in Lower Bengal (*Samatata*), where the "great monastery" (*Mahavihara*) was situated." (p. 158) বাস্তবিকই বিস্তীর্ণ সমতট প্রদেশের কোথায় সোমপুর-মহাবিহার ছিল, তাহা নির্ণয় করা [উপযুক্ত প্রমাণের অভাববশতঃ] অতীব দুরূহ বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর মহকুমার মধ্যে বজ্রযোগিনী নামে একটি সুপ্রাচীন গ্রাম আছে। বজ্রযোগিনী একটি প্রকাণ্ড গ্রাম—ইহা বর্ত্তমানে ২৭টি পাড়ায় বা উপগ্রামে বিভক্ত। বজ্রযোগিনীর একটি পাড়ার নাম সোমপাড়া। রেনেল সাহেব ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের যে মানচিত্র অঙ্কণ করেন, তাহাতে বজ্রযোগিনীর নাম নাই, উহার স্থানে সোমপুরের [Somaupur] নাম আছে২। সুতরাং বর্ত্তমান বজ্রযোগিনীর পূর্ব্বনাম সোমপুর ছিল বলিয়াই মনে হয়। এখনকার সোমপাড়া পূর্ব্বতন পল্লী সোমপুরের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বজ্রযোগিনী গ্রাম হইতে একটি অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সোমপাড়ার নিকট সুবিশাল ধ্বংসস্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়, উহা সাধারণ্যে 'দেউল'-নামে পরিচিত। সংস্কৃত 'দেবকুল'-শব্দের অর্থ মন্দির। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন, এই শব্দ হইতেই দেউলশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে৩। সোমপাড়ার 'দেউলবাড়ী' হইতে ষোড়শ-মহাস্থবিরের৪ অন্যতম বজ্রযানিপুত্রের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণী হইতেও দুইটি তারামূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। এই তিনটি মূর্ত্তির বিবরণ সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন৫। উল্লিখিত তারামূর্ত্তিদ্বয়ের একটির পাদদেশে একখানি খোদিত লিপি আছে। ভট্টশালী মহাশয় আমাকে পত্রে জানাইয়াছেন, উহার অক্ষর খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীর। মূর্ত্তিটি শীঘ্রই ঢাকা চিত্রশালায় আনীত হইবে শুনিয়াছি। এই মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় জানা যাইতেছে, বর্ত্তমান বজ্রযোগিনী গ্রামে

১ A. S. R. 1903-4, p. 222; pl. LXIV, fig. 4.

২ Bengal Atlas, sheet no. XII.

৩ গৌড়লেখমালা, পৃঃ ২৫, পাদটীকা।

৪ Memoirs A. S. B., Vol I. No. 1.

৫ প্রবাসী, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৯১-২।

অর্থাৎ প্রাচীন সোমপুরে খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে একটি তারামূর্ত্তি-বিরাজিত মন্দির শোভা পাইত। বিস্তীর্ণ ভগ্নস্তূপের মধ্যে বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং এই স্তূপের সন্নিকটেই আরও দুইটি তারামূর্ত্তির আবিষ্কারে এই ধারণা স্বভাবতঃই বদ্ধমূল হয় যে, এখানে পূর্ব্বকালে একটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম বা বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। কানিংহামের মতে বিক্রমপুর পরগণা প্রাচীন সমতটের অন্তর্গত[১]; সুতরাং সোমপুর বা বর্ত্তমান বজ্রযোগিনী গ্রাম সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বুদ্ধগয়ালিপি হইতেও অবগত হওয়া যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে সমতটের অন্তর্গত সোমপুরে একটি 'মহাবিহার' বিরাজমান ছিল। বুদ্ধগয়ালিপির সোমপুর এবং ঢাকা জিলার অন্তর্গত সোমপুর [বর্ত্তমান বজ্রযোগিনী] অভিন্ন কি না, বিশেষজ্ঞ তাহার বিচার করিবেন।

দুই জন তিব্বতীয় গ্রন্থকার সোমপুরের বৌদ্ধমন্দির ও সঙ্ঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসপ্রণেতা তারানাথ বলেন—দেবপাল সোমপুরে এক বৌদ্ধদেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন[২]। *Pag-Sam-Jon-Zang* নামক গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে, দেবপাল বরেন্দ্রাধিকারের পর 'সোমপুরী' নামক স্থানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৩]। এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তিব্বতীয় গ্রন্থোক্ত সোমপুর বঙ্গদেশেই বর্ত্তমান ছিল।

বুদ্ধগয়ালিপির বীর্য্যেন্দ্রভদ্র কে, তাহা অবগত হওয়া যায় না। বিক্রমপুরের [বজ্রযোগিনীনিবাসী] মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের এক ভ্রাতার নাম বীর্য্যচন্দ্র[৪]। বীর্য্যেন্দ্রভদ্র প্রায় বীর্য্যচন্দ্রের সমসাময়িক। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, দীপঙ্কর বজ্রযোগিনীর সোমপাড়ায় বাস করিতেন[৫]। ইহা সত্য কি না জানি না; যদি সত্য হয় এবং যদি সোমপুর বজ্রযোগিনীর পূর্ব্বনাম হয়, তবে সম্ভবতঃ বীর্য্যেন্দ্রভদ্র ও বীর্য্যচন্দ্র একজনের নাম এবং তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ভ্রাতা। বীর্য্যচন্দ্র ও বীর্য্যভদ্র নামক এক অথবা বিভিন্ন লেখকের লিখিত বহু গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত *Cordier* এর সঙ্কলিত 'ক্যাটালগে' এই সকল পুঁথির নাম দেওয়া আছে। বীর্য্যচন্দ্র সংস্কৃতভাষায় 'শ্রীবজ্রপাণিস্তোত্র' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন, উহা দীপঙ্করকর্ত্তৃক তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়[৬]। বীর্য্যভদ্র এবং বিভাকর

১ A. S. R., Vol. XV, p. 146.

২ Ind. Ant., Vol. IV, p. 366.

৩ Pag-Sam-Jon-Zang, Edited by Rai Sarat Chandra Das Bahadur, C. I. E., pp. 111-16.

৪ Indian Pandits in the Land of Snow, pp. 68, 69, 74.

৫ প্রবাসী, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩১১-৩১২।

৬ Catalogue du Fonde Tibetain de la Bibliotheque Nationale, II partie, p. 327.

নামক পণ্ডিতপুঙ্গব দীপঙ্কর লিখিত 'শ্রীগুহ্যসমাজমণ্ডলবিধি'র টীকা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন[১]। 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' নামধেয় বৌদ্ধগ্রন্থের প্রাথমিক শ্লোকমালা হইতে আমরা জানিতে পারি, গ্রন্থকর্তা ক্ষেমেন্দ্র বৌদ্ধ-পণ্ডিত আচার্য্য বীর্য্যভদ্রের সহায়তায় স্বগ্রন্থের সূচনা করেন[২]। কিন্তু উহা ক্ষেমেন্দ্র সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ক্ষেমেন্দ্র-তনয় সোমদেবকর্তৃক উক্ত গ্রন্থ ১০৫২ খৃষ্টাব্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছিল[৩]। সুতরাং ক্ষেমেন্দ্র বীর্য্যভদ্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বেই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, এই বীর্য্যভদ্রও বুদ্ধগয়ালিপির বীর্য্যেন্দ্রভদ্রের সমকালবর্ত্তী—অভিন্ন কি না, বলিতে পারি না।

বুদ্ধগয়ালিপির 'বীর্য্যেন্দ্রভদ্র'কে এক স্থানে (A. S. R., 1903-4, p. 52) ডাক্তার ব্লক ভ্রমক্রমে 'ইন্দ্রভদ্র'রূপে লিখিয়া গিয়াছেন। সেখানে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন, "(Another native of Samatata), Indra Bhadra, perhaps a spiritual descendant of Silabhadra, put up a fine life-sized image of Buddha at Bodh-Gaya." বীর্য্যেন্দ্রভদ্রের সহিত সমতটের রাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যে রাজবংশোদ্ভূত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। তিনি বিক্রমপুর নগরের 'সুবর্ণধ্বজ' নামক প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন[৪]। সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্ররাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, চন্দ্রদ্বীপে ইঁহাদের রাজধানী ছিল; বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্করের তদ্বংশজাত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। তিব্বতীয় পুথি-সকলের স্থানে স্থানে দীপঙ্করের 'ভদ্র' উপাধিও দৃষ্ট হয়। বুদ্ধগয়ালিপির বীর্য্যেন্দ্রের উপাধিও ছিল 'ভদ্র'। সমতটের রাজবংশধরগণের মধ্যে অন্ততঃ দুই জন ব্যক্তির এই উপাধি ছিল—ইঁহারা শীলভদ্র এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধভদ্র। য়ুয়ান-চোয়াং ইঁহাদের নাম করিয়াছেন[৫]। এই সকল দেখিয়া, বীর্য্যেন্দ্রভদ্র ও দীপঙ্করভদ্র সমতটের রাজ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এই সন্দেহ জন্মে। ইচিঙ্ বলেন,—সমতটের রাজবংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী[৬]। দীপঙ্কর ও তাঁহার ভ্রাতাও বৌদ্ধ ছিলেন। সোমপুর সমতট প্রদেশের একটি প্রধান সমৃদ্ধিশালী স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত, সন্দেহ নাই। রেবার তটদেশ হইতে হিমগিরির উপান্ত পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বসাগরোপকূল হইতে পশ্চিম-সাগরের বেলাভূমি

---

১ Ibid. pp. 148-50.

২ Bodhisatvavadana Kalpalata [Bibliotheca Indica] Vol. I, pp. XXVII-XXIX.

৩ Bendall's Catalogue of Bud. Sans. Mss. in the University Library of Cambridge, p. 30.

৪ Journal of the Bud. Text Society, Vol. I. p. 8, note.

৫ Watter's Yuan-Chwang, Vol. II, pp. 109, 168, 227—Beal's Life of Hiuen Tsiang, p. 107.

৬ Chavannes, Memoire, pp. 128-9.

পর্য্যন্ত যাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল[১], সেই কীর্ত্তিশালী নরপতি দেবপালদেব যে সোমপুরে বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সে সোমপুর কখনই অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। দীপঙ্কর বিক্রমপুর নগরে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা তিব্বতীয় গ্রন্থাদি হইতে অবগত হওয়া যায়। অপর পক্ষে তিনি সোমপুর বা বর্ত্তমান বজ্রযোগিনীতে উদ্ভূত হন, ইহাও সকলে বলিয়া থাকেন। ইহা সত্য হইলে সোমপুর ও বিক্রমপুর নগর অভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইবে। দীপঙ্কর বিক্রমপুরের রাজকীয় প্রাসাদেই জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং দীপঙ্কর যদি সমতট-রাজবংশোদ্ভব হন এবং বিক্রমপুর নগর ও সোমপুর অভিন্ন হয়, তবে উক্ত রাজবংশের রাজধানী বিক্রমপুর নগরে অর্থাৎ সোমপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহাও নির্দ্দেশ করা হয়ত অসঙ্গত হয় না। বুদ্ধগয়ালিপির বীর্য্যেন্দ্রভদ্র 'স্থবির' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, ইহা উক্ত লিপি হইতেই জানা যায়। য়ুয়ন-চোয়াং সমতটের রাজধানীতে ভ্রমণ করিতে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, সমতটের রাজধানীর বিহার-নিচয়ের পুরোহিতগণও 'স্থবির'সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন[২]। বিক্রমপুর নগরে একটি বৌদ্ধ-বিহার অবস্থিত ছিল, ইহা একখানি তিব্বতীয় পুথি হইতে অবগত হওয়া যায়। পুথিখানির নাম অতি দীর্ঘ—"কৃষ্ণযমারিতন্ত্রস্য পঞ্জিকা রত্নাবলী নাম"। ইহার লেখক অবধূত কুমারচন্দ্র বিক্রমপুরবিহারে বসিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন, এ কথা উক্ত পুথির পুষ্পিকায় লিখিত আছে[৩]।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

---

১ Epigraphia Indica, Vol. II, p. 162.

২ Watters' Yuan-Chwang, Vol. II. p. 188.

৩ Cordier's Catalogue, p. 160.

রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ*

যখন বাঙ্গালার রেশম-শিল্পের উন্নতির দিন ছিল, তখন মালদহ, রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বহু রেশম-সূত্র ও রেশমী বস্ত্র উৎপন্ন হইত। এক কালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রেশম-কুঠী মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর গ্রামে অবস্থিত ছিল। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও এখানে ৪টি ইংরাজের কুঠী ছিল। সেই কুঠীগুলির মধ্যে ২টিতে এখন কাছারী ও ১টিতে স্কুল হইতেছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বেও একজন ইংরাজ একটি নূতন কুঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে এক কালে রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানী ও বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীর বহু কুঠী ছিল। এখন সমস্তই উঠিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ তিন প্রকারের গুটি-পোকার তন্তু বস্ত্রের সূত্ররূপে ব্যবহৃত হয়,—রেশম, তসর ও এণ্ডি। যে গুটিপোকা তুঁতপাতা খায়, তাহা হইতে রেশম, যেগুলি কুল, কুসুম প্রভৃতি পাতা খায়, সেগুলি হইতে তসর ও যে গুটিপোকা এরণ্ড বা ভেরাণ্ডা-পাতা খায়, সেগুলি হইতে এণ্ডি হয়।

জঙ্গিপুর অঞ্চলে যাহারা রেশমের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, আমি তাহাদের নিকট হইতে রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি।

যাহারা রেশমের কোষ বা "কোয়া" উৎপাদন করিত, তাহারা "বন্দ"এর কিছু পূর্ব্বে বা সমসময়ে "ছুঁচ বা সঞ্চ" অর্থাৎ সঞ্চিত কোষ কিনিতে বরিন্দে (বরেন্দ্রে) বা পদ্মা-পারে যাইত। বৎসরে সাধারণতঃ ৪টি "বন্দ" বা কীটপালনের সময় ছিল। ছুঁচ আনিয়া ঘরে রাখিয়া দিলে আট দিনের মধ্যে কোষ বা "কোআ" কাটিয়া "চোক্‌রি" (প্রজাপতি) বাহির হয়। একখানি বৃহৎ বাঁশের দরমা বা চাটাইয়ের চারি পার্শ্বে বাখারি বাঁধিয়া, তদুপরি চোক্‌রি বা প্রজাপতিগুলিকে রাখা হয়। এগুলিকে "ডালা" বলে। বাখারি বা "বাত্তি" চারি পার্শ্বে বাঁধিলে ডালাগুলি সহজেই দুই জন লোকে ধরিয়া স্থানান্তর করিতে পারে।

এই প্রজাপতিগুলির মধ্যে পুং ও স্ত্রী দুই প্রকারের কীট থাকে। স্ত্রী কীটগুলি কিছু দিন পরে ডিম্ব প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। এই ডিম্বগুলি তখন সযত্নে রাখা হয়। উত্তাপ লাগিলেই ফুটিবার পূর্ব্বে ডিম্বগুলিতে "শাঁওয়া পড়ে" অর্থাৎ ডিম্বগুলি কিঞ্চিৎ শ্যামবর্ণ বা কাল রঙ্গের হয়। ফুটিলেই ডিম্ব হইতে শোঁয়া পোকার ন্যায় ক্ষুদ্র কীট বাহির হয়। ইহাকেই "পোলু" বলে। পোলুকে প্রথমাবস্থায় "পাত" (তুঁতপাতা) কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া খাইতে দেওয়া হয়। পোলু প্রথমাবস্থায় পাতার আঠা মাত্র খায়।

এইখানে পাতের বা তুঁতপাতের বিষয় কিছু বলিব। বাজারে যে তুঁতফল বিক্রয় হয়, তাহা দুই রঙ্গের;—সাদা ও কাল। সাদাগুলি মিষ্ট, কালগুলি অম্লমিষ্ট। উভয়েরই ফল প্রায় ১॥০ ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু যে তুঁতগাছের পাতা পোলুকে খাওয়ান হয়, তাহার ফল ॥০ ইঞ্চির

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২২, ১০ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

অধিক লম্বা হয় না। ফল খাইতেও পানসে। এই তুঁতপাতা বা পাতের চাষ করিতে হইলে পাতলা ডালগুলি ১ ফুট আন্দাজ লম্বা করিয়া কাটিয়া ক্ষেত্রে লাগান হয়। না কাটিলে বড় তুঁতফলের গাছের ন্যায় এগুলিও বড় গাছ হয়; কিন্তু সাধারণতঃ ২৷৷০।৩ হাত লম্বা ডাল হইলেই কাটিয়া পোলুর খাদ্যরূপে বিক্রয় করা হয়। বৎসরে সাধারণতঃ ৪ বন্দে ৪ বার বিক্রয় করা হয়। এক বার পাতের "মুড়্যা" লাগাইলে ২০।২৫ বৎসর চলে। কেবল মাঝে মাঝে চাষ দিতে হয়। এ অঞ্চলে বর্ষার প্লাবনের পলিতে সারের কার্য্য হইত। পাতের জমীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয় হইত। এখন পোলুপোষা ব্যবসায় কমিয়া যাওয়ায় পাতের জমীও কম হইয়াছে।

পোলু প্রথম হইতে পাত খাইতে আরম্ভ করিয়া ৪।৫ দিন পরে ১ দিন আহার বন্ধ করিয়া জড়ের ন্যায় অবস্থিতি করে। এই অবস্থাকে "মেট্যা কলপ" বলে। আবার দিন কয়েক পাত খাইয়া ২ দিন অনাহারে থাকে; তাহাকে "দোকলপ" বলে। তৎপরে "তেকলপ", সর্ব্বশেষে "শোষে রহে"। দোকলপের পরে গোটা গোটা পাত খায়; তখন আর কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া দিতে হয় না। পোলু মোট আট দশ দিন পাত খায়। এই সময়ে পোলুগুলিকে বায়ু চলাচল করিতে পারে, এরূপ একটি ঘরে রাখা হয়। ঘরের দুয়ার ও জানালায় চিক টাঙ্গান থাকে, যেন কোন প্রকারে মাছি প্রবেশ করিতে না পায়। পরে যখন পোলু পাকিতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ পোলুর রং সাদা হইতে ক্রমে কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে, তখন সেইগুলিকে বাছিয়া "চঁধর্কিতে" রাখা হয়। একখানি বড় দরমায় চারি পাশে বাখারি বাঁধিয়া প্রায় ৪ আঙ্গুল খাড়াইএর চ্যাচারির জালিযুক্ত বেড় প্রায় ৩ আঙ্গুল ব্যবধানে চক্রাকারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সমস্ত দরমাখানিতে বাঁধা হয়। ইহারই নাম চঁধর্কি। এই চঁধর্কি বাহিরে রৌদ্রে রাখিয়া তাহাতে পাকা পোলুগুলি রাখিয়া দিলে বেড়ের মধ্যস্থ জালি বা ছিদ্রে অথবা দুই বেড়ের মধ্যস্থ স্থানে বসিয়া পোলু মুখ হইতে রেশম-সূত্র বাহির করিয়া কোষ বা কোআ প্রস্তুত করিতে থাকে। রৌদ্র কমিয়া আসিলে গৃহে লইয়া গিয়া আগুন জ্বালাইয়া গৃহের উত্তাপ বাড়াইতে হয়। কোআ প্রস্তুত হইয়া গেলেও কোআগুলিকে উপর্য্যুপরি কয়েক দিন রৌদ্রে দিতে হয়। এইরূপে যাহারা পোলু পুষিয়া কোআ উৎপাদন করে, তাহাদিগকে "বসিনা" বলে। জঙ্গিপুর অঞ্চলে পুণ্ডরীক বা পুঁড়ো ও মুসলমানেরাই সাধারণতঃ পোলু পুষিত। কেহ বা সমস্ত খরচ নিজেই দিত। কেহ বা কোন গৃহস্থের ব্যয়ে পোলু পুষিত; তজ্জন্য উৎপন্ন কোআর ভাগ পাইত। কোআ সাধারণতঃ দুই রঙের হয়;—সাদা ও হলদে। সাদা কোআগুলিকে ধোলি (ধবল) কোআ বলে। এগুলি এ অঞ্চলে বড় কম হয়। ধোলি কোআর রেশম-সূত্র কিছু অধিক দরে বিক্রয় হয়।

যাহারা রেশমের সূত্র প্রস্তুত করে, তাহারা এই বার কোআ খরিদ করিয়া আনে। কোআ কাটিতে অর্থাৎ কোআ হইতে রেশম-সূত্র বাহির করিতে বিলম্ব হইলে পাছে কোআর মধ্যস্থ কীট কোআর মুখ কাটিয়া বাহির হয়, সেই জন্য কোআগুলিকে তন্দুরে তাপাইতে হয় অর্থাৎ উত্তাপ দিতে হয়। তাহা হইলে কোআর মধ্যস্থ কীট মরিয়া যায়। পাঁউরুটির তন্দুরে অনেকেই

হয় ত দেখিয়াছেন। কোআর তন্দুর কিছু বৃহদাকারের। সমস্তটা ইট, চূণ-সুরকী দিয়া গড়া। তন্দুরের মধ্যে কাঠ জ্বালাইয়া প্রথমে খুব গরম করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে আগুন বাহির করিয়া তন্মধ্যে জল ছিটান হয়। শেষে ২।২৷০ হাত লম্বা গোলাকার বাঁশের চ্যাঁচারির তৈরি "কুপি"র মধ্যে কোআ ভরিয়া, কুপিগুলি তন্দুরের মধ্যে ফেলিয়া, তন্দুরের মুখ বন্ধ করা হয়। তন্দুরের মধ্যে কিছু ক্ষণ রাখিলেই গুটিপোকা কোআর মধ্যে মরিয়া যায়। এখন যত দিন ইচ্ছা, কোআ না কাটিয়া রাখা যায়।

"ঘাই"এ কোআ কাটে অর্থাৎ কোআ হইতে রেশম বাহির করে। যেখানে রেশম-সূত্র বাহির করা হয়, তাহাকে "ঘাই" বলে। একটি ২ হাত উচ্চ বেদীর উপরে একখানি স্বল্পগভীর মাটির তাওয়া বসান থাকে। নীচে কাঠের জ্বাল দিয়া এই তাওয়ার জল গরম করা হয়। পার্শ্বে একটা পাতনা বা নাদে ঠাণ্ডা জল রাখা হয়। সম্মুখে রেশম-সূত্র জড়াইবার জন্ত একটি তোহোবিল বা বড় লাটাই থাকে। রেশম-সূত্র বাহির করিবার বা কোআ কাটিবার এইরূপ স্থানকে ঘাই বলে। দুইটি ঘাইএর মধ্যে একটি "ধুঁয়া ঘরা" বা চিমনী থাকে। কতক-গুলি ঘাইএর সমষ্টিতে একটি "বানক" হয়। বানকের সহিত কর্ম্মচারিবর্গের কার্য্যালয় থাকিলে সমস্ত স্থানটিকে রেশম-কুঠী বলে।

কোআ কাটিতে দুই জন লোকের প্রয়োজন হয়। একজন কতকগুলি কোআ লইয়া গরম জলের তাওয়ায় ফেলিয়া প্রথমে কুঁচি দিয়া কোআগুলি নাড়িতে থাকে। (এক বিঘত পরিমাণ দীর্ঘ কতকগুলি সরু কাঠি একত্রে বাঁধিলেই কুঁচি হয়)। নাড়িতে নাড়িতে কোআর উপরিভাগের একটা কঠিন আবরণ খুলিয়া যায়। তখন প্রত্যেক কোআয় সূত্রের ১টা করিয়া প্রান্ত পাওয়া যায়। এইরূপ ৩।৪টি সূত্র এক সঙ্গে মিলাইয়া অপেক্ষাকৃত একটি স্থূল সূত্র করিয়া লাটাইয়ের বা তোহোবিলের দুই স্থানে ২টি স্থূল সূত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কোন কোআর সূত্র ফুরাইয়া গেলে অন্ত কোআর সূত্র আবার জোগান দিতে হয়। যে এইরূপ কার্য্য করে, সে "কাটানি"। আর যে লোকটি তোহোবিল ঘুরাইয়া সূত্র জড়ায়, তাহার নাম "পাকদার"।

পাকদার একমনে তোহোবিল ঘুরাইয়া যায়। কাটানির আদেশ-মত সময়ে সময়ে তাহাকে ঘুরান বন্ধ করিতে হয়। সে সর্ব্বদাই দাঁড়াইয়া থাকে। পাকদারকে গরম জলের তাওয়ার সম্মুখে বসিয়া কোআর সূত্র জোগাইতে হয়। গরম জলের তাওয়ায় হাত ডুবাইতে কষ্ট হয় বলিয়া সময়ে সময়ে পার্শ্বস্থ নাদের ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবাইয়া লয়। তাওয়ার জল কমিয়া গেলে নাদ হইতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেয়। পাকদারের বেতন কাটানির বেতন অপেক্ষা কম। রেশম খারাপ হইলে বা ওজনে কম হইলে কাটানি দায়ী হয়।

বড় বড় বানকে এক স্থানে জল গরম করিয়া গরম ও ঠাণ্ডা জল পাম্প ও নল-যোগে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে। তোহোবিলও এঞ্জিন-যোগে চালিত হয়, সুতরাং পাকদারের প্রয়োজন থাকে না। বর্ষাকালে জল ঘোলা হইলে রেশম খারাপ হয়, তজ্জন্ত আগে ফটকিরি দিয়া পরিষ্কার করিয়া রেশম-কার্য্যে ব্যবহার করে।

রেশম-সূত্র তোহোবিলে এক স্থানে জড়াইলে সমস্ত রেশম ভাল দেখা যাইবে না বলিয়া, রেশম-সূত্র তোহোবিলে জড়াইবার পূর্ব্বে দুইটি যন্ত্রের মধ্য দিয়া আইসে। প্রথমটির নাম "বৌটিকল"। একটি কাঠের বাঁটের অগ্রভাগে একটি লৌহদণ্ড সংলগ্ন থাকে। এই দণ্ডটি দুই ভাগে বিভক্ত। দুই ভাগের অগ্রভাগে দুইটি ছিদ্রযুক্ত কাচখণ্ড থাকে। রেশম-সূত্র প্রথমে এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করে। সূত্র মোটা হইলে বা কোআর কোন মোটা অংশ সূত্রের সহিত আসিলে এই ছিদ্রে বাধিয়া যায়। ইহারই নাম বৌটিকল। ২য়টির নাম "খেলনা"। একখানি বাখারির গায়ে খাড়া ভাবে দুইটি তার লাগান থাকে। এই তার দুইটির প্রান্ত গোলাকার। বঁটি-কলের ছিদ্রের মধ্য দিয়া আসিয়া রেশম-সূত্র এই তারের মধ্য দিয়া গিয়া তোহোবিলে জড়াইতে থাকে। তোহোবিল ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে খেলনাটি ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান জুড়িয়া দুই পার্শ্বে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। রেশম-সূত্রও তোহোবিলের গায়ে ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান জুড়িয়া জড়ান হয়।

তোহোবিল ঘুরাইবার ফ্রেমকে (অর্থাৎ যাহাতে তোহোবিল রাখিয়া ঘুরান হয় ও যাহাতে খেলনা সংযুক্ত থাকে) আড়া বলে। তোহোবিল ও আড়া উভয়ই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। তোহোবিলের উভয় পার্শ্বে লৌহদণ্ড থাকে। এক পার্শ্বের লৌহদণ্ড সরল, অন্য পার্শ্বে "দ"এর আকারে বক্র। ইহা ধরিয়া ঘুরাইতে হয়।

কোআ কাটা শেষ হইলে রেশম-সূত্রের গুচ্ছ দুইটি খুলিয়া লইয়া "ফুণকি" বাছে অর্থাৎ কোথাও কোআর পরিত্যক্ত অংশ লাগিয়া বা অন্য কারণে কোথাও সূতা মোটা হইলে তাহা বাছিয়া ফেলে। তাহার পর প্রত্যেক ফেটি মোড়া বাঁধিয়া কুঠীর কর্ম্মচারীর নিকট জমা দেয়। কর্ম্মচারী রেশম ওজন করিয়া ও সূতা মোটা হইল, কি সরু হইল, রং খারাপ হইল কি না—পরীক্ষা করিয়া লয়। খারাপ হইলে কাটানি সাজা পায়।

কোআ যখন প্রথমে কুঁচি দিয়া নাড়াচড়া করে, তখন কোআর উপরিভাগের আবরণ ও মোটা সূতা কোআ হইতে বাহির হইয়া এক সঙ্গে জড়াইয়া লম্বা আকারের হয়। এগুলি তখন চিমনির গায়ে লাগাইয়া শুকাইতে দেওয়া হয়। এগুলিকে ঝুঁট বা ঝুট বলে। (হিন্দী ঝুট =মিথ্যা)। এই ঝুট শুকাইলে পরিষ্কার করিয়া কেবল মোটা সূতাগুলি রাখা হয়। ইহার নাম চশম। ইহা অন্যত্র চালান হইত। জঙ্গিপুর অঞ্চলে চশমের ব্যবহার বড় ছিল না। কেবল কোমরের ঘুন্সীর জন্য ও অলঙ্কার গাঁথিতে ম্যাজেণ্টা রঙ্গে রঙ্গাইয়া কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

রেশম-সূত্র হইতে এ অঞ্চলে ধুতি, উড়ানী, সাড়ী, গম্পেসের থান (Gown piece) রুমাল প্রভৃতি সাধারণ ভাবে বোনা হইত। এখন বোম্বাই সিল্কের ন্যায় ফুল তোলা বুনন হইতেছে। বালুচরে অন্য রঙ্গের সূতা দিয়া নানারূপ ফুল তুলিয়া সাড়ী প্রস্তুত হইত। এখন সে শিল্প লুপ্তপ্রায়। সূতা পাক দিয়া লইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিলে তাহা পাকোয়ান, নতুবা খার নামে অভিহিত হয়। পাকোয়ানে কিঞ্চিৎ মজুরী বেশী পড়ে, কিন্তু স্থায়ী হয়।

শ্রীরাখালরাজ রায়

আলোচনা

I PER CENTএর প্রতিশব্দ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতে* শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব মহাশয় 1 Per cent. 2 Per-cent এর প্রতিশব্দরূপে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ব্যবহৃত 'একোত্তর', 'দুয়োত্তর' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি-গুলি উত্থাপিত হইতে পারে।

(১) পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে একোত্তর প্রভৃতি শব্দের ঐরূপ ব্যবহার থাকিলেও বঙ্গের অন্যান্য স্থানে ঐ সকল শব্দের এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। সেখানের লোককে এই শব্দগুলি নূতন করিয়া শিখিতে হইবে।

(২) 'শতকরা এক' বলিলে যে ব্যক্তি উহার অর্থ না জানে, তাহার পক্ষেও উহার অর্থ বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু 'একোত্তর' বলিলে যে ব্যক্তি ইহার বিশেষ অর্থ না জানে, তাহার পক্ষে উহার অর্থ গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। শব্দশাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে শতকরা শব্দটি যৌগিক এবং প্রস্তাবিত একোত্তর প্রভৃতি শব্দ রূঢ়।

(৩) ইংরাজীতে যেরূপ স্থানে 'per' শব্দ ব্যবহৃত হয়, উত্তর-শব্দ '—করা' প্রত্যয় যোগে বাঙ্গালাতেও আমরা অনেক স্থলে তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারি, যথা,—

Per Mille—হাজার করা।

Per Maund—মণ করা।

Per Seer—সেরকরা ইত্যাদি।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে হাজারকরা প্রভৃতি শব্দের অবস্থা কি হইবে? 40 per Mille 'হাজারকরা ৪০' এর স্থানে শতকরার পরিবর্ত্তন করিয়া 'চারোত্তরা' বলা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকিবে না। ইহাতে অসুবিধা অনেক।

(৪) শতকরা শব্দটি মূলতঃ যে খাঁটি বাঙ্গালা নহে, ইংরেজী per cent শব্দ হইতে অনুবাদিত, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ নাই। শুভঙ্করের আর্য্যায় শতকরা শব্দের ব্যবহার আছে; যথা,—

শতকরা তঙ্কার বাটা বুঝহ সুশীল।
তঙ্কা প্রতি তিন গণ্ডা তিন কাক চারি তিল॥

(৫) শতকরা শব্দ বাঙ্গালাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন এই শব্দটিকে ভাষা হইতে নির্ব্বাসিত করা সহজ হইবে না।

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার

* ২২শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।
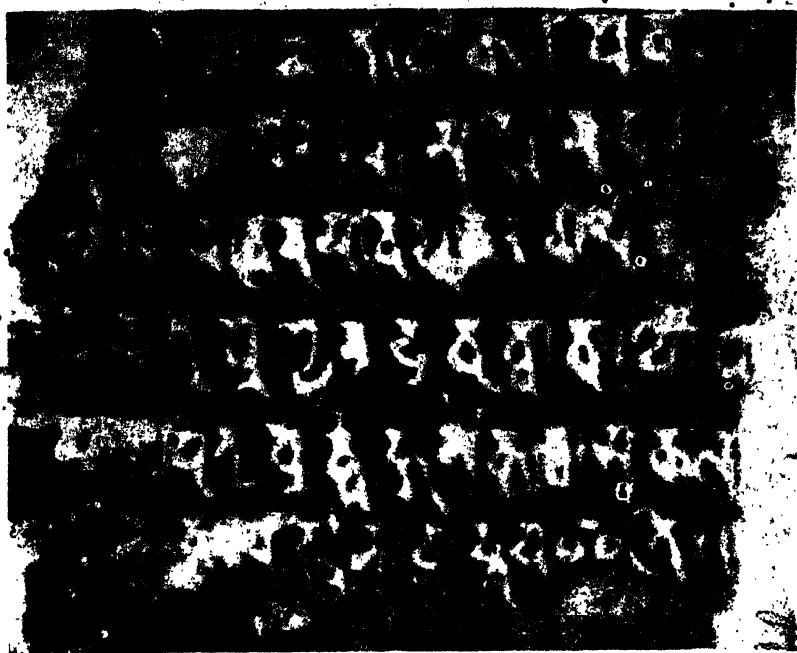
বুদ্ধ-প্রতিমার পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি—৬৯ পৃঃ।
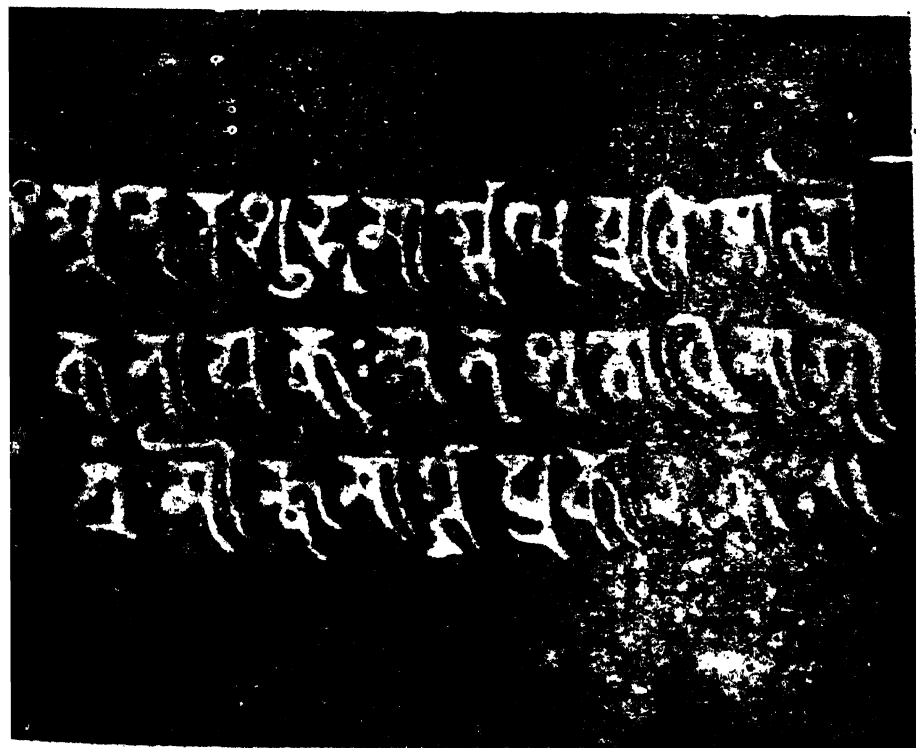
সম্বোধন

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে আমি আপনাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা সকলই বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা। আমি দেখাইয়াছি যে, অন্ততঃ ৯০০ খৃঃ অঃ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমানদিগের বাঙ্গালা আক্রমণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে এক প্রবল বৌদ্ধ-সাহিত্য প্রচলিত ছিল; সেই সাহিত্যের ৩৩ জন লেখকের নাম করিয়া দিয়াছি, তাঁহাদের অনেকের সঙ্কীর্ত্তনের পদ, গীতি ও গাথার উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশই যে বাঙ্গালী, তাহাও প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আরও দেখাইয়াছি যে, এই কালের বৌদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকসকল মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে আরও অনেক পদকর্ত্তা এবং তাঁহাদের পদ, গীতি, গাথা, দোঁহা পাওয়া যাইতে পারে। আরও দেখাইয়াছি যে, শৈব যোগিসম্প্রদায়ও বাঙ্গালায় লিখিতেন, কিন্তু তাঁহাদের লেখা এখনও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় নাই; সুতরাং পড়িবারও সুবিধা হয় নাই। কিন্তু এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা যেমন সংস্কৃতের পুস্তক লিখিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালায়ও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। শৈব যোগীদিগকে সিদ্ধ বলিত। খৃঃ ১৩০০ সালে মিথিলায় হরিসিংহ নামে একজন বড় রাজা হইয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন রাজত্ব করেন। তিনি একবার নেপাল জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু এক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া হরিসিংহের বংশধরগণ জয়সূত্রে ও বিবাহসূত্রে সমস্ত নেপাল দখল করিয়াছিলেন। রাজা হরিসিংহ মুসলমানদিগের সহিত অনেক বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। একবার মুসলমান-যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার রাজ-কবি জ্যোতিরীশ্বর কবিকঙ্কণাচার্য্য তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য "ধূর্ত্তসমাগম" নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন ও অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এই রাজকবি বাঙ্গালা ভাষায় একখানি পুস্তক লেখেন; পুস্তকখানির নাম 'বর্ণনরত্নাকর', উহাতে কবি হইতে হইলে কোন্ বিষয় কি রকম বর্ণন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম কথা আছে। রাজার কি কি গুণ থাকা উচিত, মন্ত্রীর কি কি গুণ থাকা উচিত, রাণীর কি কি গুণ থাকা উচিত ও বেশ্যার কিরূপ বর্ণনা করিতে হইবে, কুট্টিনীর কিরূপ বর্ণনা করিতে হইবে, এইরূপ অনেক কথা আছে। এক জায়গায় কিরূপে সিদ্ধ পুরুষের বর্ণনা করিতে হইবে, তাহারও বর্ণনা আছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের নাম দিয়াছেন। আমরা বর্ণনরত্নাকর যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহাতে কিন্তু ৮৪ জন সিদ্ধের নাম নাই, ৭৬ জনের নাম আছে। সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে মীননাথের নাম প্রথম; বাকী ৭৫ জনের নাম সম্বোধনের শেষে দেওয়া গেল। আপনারা এই নামগুলি পড়িলে দেখিতে পাইবেন, ইহাতে বহুসংখ্যক শৈব যোগীর নাম আছে, কয়েক জন বৌদ্ধ যোগীরও নাম আছে। মীননাথের একটি বাঙ্গালা পদ পূর্ব্বে তুলিয়াছিলাম; সেটী যে খাঁটী বাঙ্গালা, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সিদ্ধ পুরুষেরা এক সময় বাঙ্গালা দেশে খুব প্রবল

হইয়াছিলেন। গোবিন্দচাঁদের গীত, মাণিকচাঁদের গীত, ময়নামতীর ছড়া ইত্যাদিতে তাহা খুব প্রকাশ। দুঃখের কথা, এই সকল ছড়ার খুব পুরাণ পুথি পাওয়া যাইতেছে না। যাহাই পাওয়া যায়, তাহাই অল্প দিনের লেখা এবং নূতন রচনা। চেষ্টা করিলে খাস সিদ্ধ পুরুষদের সময়ের ছড়া পাওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না, চেষ্টা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। বৌদ্ধ যোগীদের সিদ্ধাচার্য্য বলিত—লুই তাঁহাদের প্রথম। লুইয়ের বংশেও কয়েক জন সিদ্ধাচার্য্য হন। কৃষ্ণাচার্য্য বা কানু একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। তাঁহারও বংশে অনেকে সিদ্ধাচার্য্য হইয়াছিলেন। লুইয়ের চেলা চামটির মধ্যেও অনেক সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। সিদ্ধাচার্য্যদের কথা অনেক বলিয়াছি, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন দেখি না। তবে এক কথা বলা যায় যে, শৈব যোগীরা যখন সিদ্ধ—শুধু সিদ্ধ, আর বৌদ্ধ যোগীরা সিদ্ধাচার্য্য, তখন যেন সিদ্ধেরা আগে ও সিদ্ধাচার্য্যেরা পরে। সিদ্ধাচার্য্য লুই রাঢ়দেশীয় লোক, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালার বিক্রমণীপুরের রাজার ছেলে। তিনি ও লুই দুই জনে একখানি তন্ত্রের বই লিখিয়াছিলেন। তিব্বত দেশে দীপঙ্করের যে জীবন-চরিত আছে, তাহাতে প্রকাশ যে, তিনি খৃঃ ৯৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন; ৫৮ বৎসর বয়সে ১০৩৮ সালে তিব্বতযাত্রা করেন; তথায় তিব্বতীদিগকে মহাযান ও সিদ্ধযানে দীক্ষিত করেন এবং ১৪ বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া ৭২ বৎসর বয়সে খৃঃ ১০৫২ সালে দেহ রক্ষা করেন। সুতরাং লুই ও দীপঙ্কর যে বইখানি লিখেন, তাহা ১০৩৮ খৃঃ সালের অনেক পূর্ব্বে লেখা। এ জীবনচরিতে আরও লেখা আছে যে, দীপঙ্কর নাড় পণ্ডিতের নিকট যোগ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং নাড় পণ্ডিত লুইএর আগে, কি পরে, সে কথা স্থির বলা যায় না। তবে নাড় পণ্ডিত যে খুব একজন বড় লোক ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় অনেক বই লেখেন, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। সিদ্ধ ও সিদ্ধাচার্য্যদের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় গান, গীতি বা গাথা ছিল কি না, বলা যায় না। মহাযান গ্রন্থকার শান্তিদেব ও সিদ্ধাচার্য্য ভুসুকু যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আগেও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ছিল। কিন্তু আমি যত দূর প্রমাণ পাইতেছি, তাহাতে এই দুই জন যেন এক ব্যক্তি নয়। অন্য কেহ যদি পরিশ্রম করিয়া এই দুই জন এক কি না, প্রমাণ করিয়া দেন, তাহা হইলে এ কথাটার চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য কত পুরাণ, তাহাও স্থির হইতে পারে। যাহা হউক, সিদ্ধ ও সিদ্ধাচার্য্যেরা যদি প্রথম বাঙ্গালা-লেখক হন, তাহা হইলে মুসলমান-বিজয়ের ২৫০।৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বেই বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ বলিতে হইবে।

আপনারা ত বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিষদ্ নন—বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিষদ্। বাঙ্গালা দেশে যত রকম সাহিত্য আছে, সকলেরই পরিষদ্। ইহার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যই খুব প্রবল। এই সাহিত্যে বাঙ্গালা দেশের লোক শত শত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে হিন্দু ও বৌদ্ধেরা যে সকল পুস্তক লেখেন, বাঙ্গালী তাহার কথা বড়ই কম জানে। মুসলমান-বিজয়ের পরে যে সকল পুস্তক লেখা হয়, তাহার বিষয়ে মোটামুটী কতক জানা থাকিলেও ভাল

করিয়া জানা নাই। সেই জন্য এবারকার সম্বোধনে আমি এই দুই সময়ের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিবার চেষ্টা করিব। সব কথা যে নিঃশেষ করিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক রীতি অনু-সারে বলিতে পারিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারিতেছি না। বাৎসরিক সম্বোধন যে সেরূপ প্রকৃষ্ট অবসর, তাহাও মনে করি না। তবে এমন কথা বলিব, যাহাতে এ বিষয়ে সাহিত্য-সেবিগণের দৃষ্টি পড়ে ও তাঁহারা এ বিষয়ের আরও অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন।

সংস্কৃত-সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে কোথায় যে আরম্ভ করিব, সেইটী খুঁজিতে অনেক সময় যায়, কারণ, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাম নাই। তবে আমাদের পক্ষে, বাঙ্গালীর লেখা সংস্কৃত-সাহিত্যের পক্ষে, বোধ হয়, পাল-রাজাদের সময় হইতে আরম্ভ করিলেই ঠিক হইবে। খৃঃ অষ্টম শতকের শেষে ও সমস্ত নবম শতক ধরিয়া গৌড়ের পালেরা একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন। তাঁহাদের সময় হইতেই আমরা আমাদের আলোচনার বিষয় যে বাঙ্গালার সংস্কৃত সাহিত্য, তাহা আরম্ভ করিব। এই সাহিত্যের দুই ভাগ ;—মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে ও মুসলমান-বিজয়ের পরে। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বের সাহিত্য আবার দুই ভাগ ;—হিন্দু ও বৌদ্ধ। সুতরাং আমরা এই তিন ভাগে এই সাহিত্যের আলোচনা করিব।

প্রথম বৌদ্ধ-সাহিত্য, ধর্ম্মপাল রাজার সময়। তাঁহারই উৎসাহে ত্রৈকূটক বিহারের প্রধান ভিক্ষু হরিভদ্র অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার এক টীকা রচনা করেন। টীকাখানির নাম 'অভিসময়ালঙ্কারাবলোক'। এই টীকাখানির মাহাত্ম্য বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথা বুঝা চাই। প্রথম প্রজ্ঞাপারমিতা কাহাকে বলে? দ্বিতীয় অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা কি? উহার নাম অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা হইল কেন? অষ্টসাহস্রিকা ও অন্য সাহস্রিকায় প্রভেদ কি? টীকার নাম অভিসময়ালঙ্কারাবলোক হইল কেন? অভিসময় কাহাকে বলে? অলঙ্কার কাহাকে বলে? অবলোক কাহাকে বলে? এতগুলি কথা বুঝিলে তবে লোকে এই টীকার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে এবং ধর্ম্মপাল কেন এই হরিভদ্রকে এত উৎসাহ দিয়া এই টীকা লেখাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। নাগার্জ্জুন ইংরেজি দ্বিতীয় শতকের লোক। তিনি ঘোর শূন্যবাদী ছিলেন। তিনি বলিয়া যান, ভাব ও অভাব সবই শূন্য, সুতরাং নির্ব্বাণও শূন্য। যাহা কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সবই অনিত্য। তিনি আপনার মত লোকে প্রচার করিবার জন্য একখানি পুস্তক বাহির করেন,—তাহার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। উহার পরিমাণ ৮ হইতে ১০ হাজার শ্লোক, এই পুস্তক গদ্যে লেখা। পুথি নকল করিতে হইলে ৩২ অক্ষরে এক শ্লোক হয়, এক হাজার শ্লোকে একটা দাম হয়, যত হাজার শ্লোক থাকে, তত গুণ সেই দাম দিতে হয়, শেষে হাজারের পর যদি কিছু বেশী থাকে, তাহাকেও হাজার ধরিয়া লইতে হয়। এইরূপে নাগার্জ্জুনের যে পুথি হয়, তাহার পরিমাণ দশ হাজার হয়। উহার নাম হয় 'দশসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'। উহা বুদ্ধের বচন ও এই ভাবে লেখা যে, বুদ্ধ যেন নিজেই তাঁহার শিষ্যদিগকে নাগার্জ্জুনের মত বুঝাইয়া দিতেছেন। শিষ্যেরা প্রশ্ন

করিতেছে, আর তিনি নিজের অর্থাৎ নাগার্জ্জুনের মত বুঝাইয়া দিতেছেন। নাগার্জ্জুন গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন বলিলে উহা ত আর বুদ্ধের বচনের মত প্রামাণিক হইবে না? তাই তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, নাগার্জ্জুন পাতাল হইতে পারমিতা উদ্ধার করিয়াছেন। গ্রন্থখানি অতি সহজ সংস্কৃতে লেখা, কঠিন জিনিষ বুঝাইতে হইলে যেরূপ করিতে হয়, এক এক কথা বার বার করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যাহাতে সাধারণের বুদ্ধিগম্য হয়, সেইরূপ করিয়া লেখা। এই জন্য রাজেন্দ্রলাল এই গ্রন্থখানি Verbose বলিয়া গালি দিয়াছেন অর্থাৎ বলিয়াছেন—কেবল কথার ঝুড়ি মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিষয় অত্যন্ত কঠিন, সে জন্য এক কথা অনেক বার বলিতে হইয়াছে। চীনের পণ্ডিতেরা বলে, এই দশসাহস্রিকা কাট-ছাঁট করিয়া অষ্টসাহস্রিকায় দাঁড়ায়। এখন আর দশসাহস্রিকার পুথি পাওয়া যায় না। যেখানে যাও, কেবল অষ্টসাহস্রিকা।

নাগার্জ্জুনের কিছু দিন পরে মৈত্রেয়নাথ বলিয়া একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত কারিকা আকারে ৮ অধ্যায়ে একখানি ছোট পুথি লেখেন। সে পুথিখানির নাম 'অভিসময়ালঙ্কার শাস্ত্র'। যে সকল পুস্তকে দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কথা থাকে, তাহার সাধারণ নাম হীনযানে অভিধর্ম্ম, মহাযানে অভিসময়। অলঙ্কার শব্দের অর্থ বৌদ্ধ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। সুতরাং 'অভিসময়ালঙ্কার' শব্দের মানে বৌদ্ধদর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা। এই অভিসময়ালঙ্কার শাস্ত্রের মৈত্রেয়নাথ একটী নূতন কথা তুলেন; সেই কথাটীর নাম বিজ্ঞান অর্থাৎ যেখানে নাগার্জ্জুন বলিতেন শূন্য, ইনি সেখানে বলেন —বিজ্ঞান। নাগার্জ্জুন বলিতেন—নির্ব্বাণ হইলে সব শূন্যে মিশাইয়া যায়, সেই শূন্যই পরমার্থ, সত্য, আর সকলই অলীক, ব্যবহারিক, অনিত্য, ক্ষণিক ও দুঃখময়। মৈত্রেয়নাথ বলিলেন— শূন্যের মধ্যে কেবল বিজ্ঞান থাকে, সে বিজ্ঞান যে কত সূক্ষ্ম, তাহা ধারণাই করা যায় না, অথচ সেটি আছে। নাগার্জ্জুন বলিয়াছিলেন যে, পরমার্থ সৎও নয়, অসৎও নয়, দুইএর মেশামিশিও নয়, ছাড়াছাড়িও নয়। নাগার্জ্জুন বলিয়াছিলেন—পরমার্থ অনির্ব্বচনীয় সৎ। উনি বলিলেন— সে কথা ত বটেই, উহার সঙ্গে অনির্ব্বচনীয় চিৎও আছে। মৈত্রেয়নাথের এই যে কারিকাগুলি, এগুলি ত তাঁহারই লেখা; সুতরাং ইহারই প্রমাণস্বরূপ একখানা প্রজ্ঞাপারমিতা ত চাই, যেটা সাক্ষাৎ বুদ্ধের বচন হইবে এবং যাহাতে মৈত্রেয়নাথের মতকে লোকে বুদ্ধের মত বলিয়া গ্রহণ করিবে, তাই একখানা প্রজ্ঞাপারমিতা তৈয়ারি হইল। এখানি ২৫ হাজার শ্লোকে। ইহার নাম 'পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'। অষ্টসাহস্রিকায় অধ্যায় ছিল ৩২টী, মৈত্রেয়নাথের কারিকা অনুসারে ইহার অধ্যায় হইয়াছে ৮টি। এই গ্রন্থ খৃঃ ২৭৫ হইতে ৩১৬ মধ্যে ২।৩ বার চীনভাষায় তরজমা হইয়াছে। খৃঃ পঞ্চম শতকে অসঙ্গ অযোধ্যায় বসিয়া মৈত্রেয়নাথকে ভবিষ্যৎ বুদ্ধমৈত্রেয়ের অবতার মনে করিয়া তাঁহারই প্রত্যাদেশে যোগাচার মতের সৃষ্টি করেন। তাহার পর হইতেই বুদ্ধদেব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইবার পথে উঠিয়া দাঁড়ান। অসঙ্গের পর হইতেই লোকে আর নির্ব্বাণের জন্য তত চেষ্টা করিত না। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিত। নির্ব্বাণ হইতে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি যেন একটু তফাত জিনিষ হইয়াছিল। ধর্ম্মপাল দেখিলেন, দুই দলে—শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদে বড়ই বিরোধ, সেই বিরোধ ভঞ্জনের জন্য

তিনি হরিভদ্রকে দিয়া অভিসময়ালঙ্কারাবলোক নামে এক টীকা লেখাইলেন। অষ্টসাহস্রিকা শূন্যবাদীর বই। অভিসময়ালঙ্কার বিজ্ঞানবাদীর বই। হরিভদ্র বলিলেন—আমি বিজ্ঞানবাদীর বই দেখিয়া শূন্যবাদীর বইয়ের টীকা করিলাম। অর্থাৎ দুইএর সামঞ্জস্য করিয়া দিলাম। ধর্ম্মপাল এইরূপে মহাযান মতটাকে আবার এক করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে বৌদ্ধদিগের আর একটা মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেটা কে যে প্রথম করে, তাহা এখনও জানা যায় না, কিন্তু মতটি মহাসুখবাদ। এই মতে অনেক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই মতের লোকদিগকে সহজিয়া বৌদ্ধ বলে। ইহারা বলে, বুদ্ধ হইলে যে কেবল অনির্ব্বচনীয়, সৎ ও অনির্ব্বচনীয় চিৎ হইবে, তাহা নয়। অনির্ব্বচনীয় সুখও তিনি। সুতরাং তিনি সৎ-চিদানন্দ। টঙ্কদাস নামে একজন বৃদ্ধ কায়স্থ ধর্ম্মপালের সময় এই মতে হেবজ্রতন্ত্রের দুইখানি টীকা লেখেন। কেমন করিয়া এই মহাসুখবাদ হইতে বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধ-মতের উদয় হয়, তাহা আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি; সুতরাং এখানে তাহা দেখাইয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না।

ধর্ম্মপালের পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মে মন্ত্রযান নামে আর এক মত প্রবেশ করিয়াছিল; মণ্ডল আঁকা, মন্ত্র পড়া প্রভৃতি হইতেই লোকে নির্ব্বাণ পাইতে পারে; ধ্যান, ধারণা, যোগ, দর্শনশাস্ত্র পাঠ ইত্যাদির ফল ঐ দুই কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধ হয়; তাহাই মন্ত্রযানের মত। মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান, এই চারিটীর সাধারণ নাম তন্ত্র। তান্ত্রিকদিগের শত শত গ্রন্থ পাল রাজাদিগের সময়ে লেখা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা মহাযানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রকরণ ও টীকা লিখিয়াছেন, তাঁহারাই আবার তন্ত্রেরও পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেন, তন্ত্রদ্বারা নিকৃষ্ট অধিকারীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন, আর উৎকৃষ্ট অধিকারীর জন্য মহাযানের গ্রন্থ থাকিবে।

যে সকল পণ্ডিত এইরূপ দুই মতেরই পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শুভাকর গুপ্ত একজন। তিনি অত্যন্ত বিচারমল্ল ছিলেন। সতীশ বাবু বলেন, তিনি বিক্রমশীল বিহারে একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের নাম প্রজ্ঞাকর গুপ্ত। তিনি শুভাকরের মত প্রচার করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রজ্ঞাকর শুভাকর গুপ্তের দ্বারা একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লেখাইয়াছিলেন, তাহার প্রথম অংশটা আমরা পাইয়াছি। উহার নাম আদিকর্ম্মরচনা। কাহাকে বৌদ্ধ বলে, সাধারণ বৌদ্ধের কি কর্ত্তব্য, কোন্ বৌদ্ধকে পঞ্চ শিক্ষা দেওয়া যায়, কোন্ বৌদ্ধকে দেওয়া যায় না, কাহাকে বোধিসত্ত্বযান বলে, বোধিসত্ত্ব হইলে কি কি করিতে হয়, কাহাকে মন্ত্রযান বলে, কাহাকে বজ্রব্রত বলে, শিক্ষাপদ লইলে কি কি কার্য্য করিতে হয়, কি কি কার্য্য করিতে নাই, বৌদ্ধেরা স্নান করিবার সময় কি কি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, বৌদ্ধেরা মুখ ধুইবার সময়, আহারের সময় কি কি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, কাহার কাহার বাড়ী ভিক্ষা করিবে, কাহার বাড়ী যাইবে, কাহার বাড়ী খাইতে নাই, এই সকল বিষয়ের সবিস্তর বর্ণনা আদিকর্ম্মরচনায় আছে।

রামপাল রাজার সময় অভয়াকর গুপ্ত একজন প্রকাণ্ড বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি বৌদ্ধ পুস্তক লিখিয়াছিলেন। অকারাদিক্রমে যে বৌদ্ধ-গ্রন্থকারের সূচী লেখা হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসে দেখিতে পাইবেন। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। তাঁহার একখানি গ্রন্থ রামপাল রাজার রাজত্বের ২৫ বৎসরে লেখা হইয়াছিল। উহার নাম বজ্রাবলী নাম মণ্ডলোপায়িকা। কেমন করিয়া মণ্ডল আঁকিতে হয়, কত রকম মণ্ডল আছে, কোন্ মণ্ডলে কি সিদ্ধি লাভ করা যায়, সে সকল কথা এই পুস্তকে লিখিত আছে। এই পুস্তকে নিজের মত রক্ষার জন্য তিনি অনেক পণ্ডিতের মত ও অনেক পুস্তকের মত উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল মতের অধিকাংশ সংস্কৃতে লেখা, অনেক বাঙ্গালায়ও লেখা। তিনি যে সকল গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার অনেকের নাম এখনও পাওয়া যায় নাই। খৃঃ এগার শতকের শেষ অর্দ্ধে অভয়াকর গুপ্ত বাঙ্গালায় মহাপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। °০

একাদশ শতকের প্রথম অর্দ্ধে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশীল বিহারের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন; তখন বিক্রমশীলের মহা জাঁক। শুভাকর গুপ্ত, রত্নাকর শান্তি, জ্ঞানশ্রী মিত্র প্রভৃতি বড় বড় লোকে সেখানে বাস করিতেন। দীপঙ্কর তাঁহাদের সকলের উপর। তিনি পূর্ব্ব উপদ্বীপে মহাযান শিক্ষা করিয়াছিলেন। নাড় পণ্ডিত তাঁহার গুরু। লুই তাঁহার সহিত বসিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক উপাধি; পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, আচার্য্য, মহাচার্য্য, ভিক্ষু ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি তিব্বতে গিয়া সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যেমন বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, আজিও সে সব তীর্থস্থান; তিব্বতে দীপঙ্করও সেইরূপ যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, আজিও সেখানে তীর্থস্থান। তিব্বতের পশ্চিম অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব বেশী। তিনি যে যে বিহারে বাস করিয়াছিলেন, লোকে আজিও সে সকল বিহার দেখাইয়া দেয়। তিনিও সংস্কৃতে অনেক বই লিখিয়াছেন এবং অনেকগুলি বই তিব্বতী ভাষায় তরজমাও করিয়াছেন। ইঁহার বাড়ী খাস বাঙ্গালায়, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালীর একটী প্রধান গৌরবস্থল।

কুলদত্ত ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা লিখিয়াছেন। ঐ বইএর চলিত নাম কুলতত্ত্বপঞ্জিকা। উহাতে বৌদ্ধদের ক্রিয়াকর্ম্ম কিরূপে করিতে হয়, তাহা বিস্তার করিয়া লেখা আছে। উহাতে বিহারের জমি কি করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, কিরূপে শোধন করিতে হয়, কিরূপে সূত্রপাত করিতে হয়, কিরূপে গাঁথিতে হয়, কোথায় কোন্ দিকে কোন্ গাছ পুঁতিতে হয়, কিরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে সে কথা বলা আছে। এই পুস্তক অনুসারে নেপালের বৌদ্ধদের ক্রিয়াকর্ম্ম এখনও হইয়া থাকে। পঞ্জিকা বলিয়া কেহ ইহাকে মনে না করেন, ইহা একখানি পাঁজি। পঞ্জিকা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা। সে কালে তিন রকম ব্যাখ্যা ছিল,—টীকা, মহাটীকা ও পঞ্জিকা। পঞ্জিকায় সার মর্ম্ম ব্যাখ্যা হয়।

বিভূতিচন্দ্র জগদ্দল বিহারের প্রধান পণ্ডিত; কালচক্রযানের প্রধান ব্যাখ্যাকর্ত্তা। তিনি অনেক সংস্কৃত বই লিখিয়াছেন। তিব্বতীয় ভাষায় অনেক বই তরজমাও করিয়াছেন।

অনেক দেবদেবীর উপাসনাপদ্ধতি লিখিয়াছেন। জগদ্দল বিহার রামাবতীর কাছে ছিল। রামাবতী রামপালদেবের রাজধানী। উহা কোথায় ছিল, আজও স্থির হয় নাই। কিন্তু উহা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বইএর ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা করিবার প্রধান আড্ডা ছিল। ওখানে অনেক তিব্বতী পণ্ডিত আসিতেন, সংস্কৃত শিখিতেন এবং ভিক্ষুদের সাহায্যে ভুটিয়া ভাষায় বই তরজমা করিতেন। জগদ্দলের ভিক্ষুরাও বই তরজমা করিয়া দিতেন, তাঁহারাও ভুটিয়া ভাষা শিখিতেন। বিভূতিচন্দ্রের স্বহস্ত বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা একখানি শিক্ষাসমুচ্চয়ের পুথি এখনও কেম্ব্রিজে আছে। বইখানি জগদ্দলে লেখা হয়। বেণ্ডল সাহেব বলেন, বইখানি খৃঃ ১৪ শতকে লেখা, কিন্তু আমার তাহা বোধ হয় না। আমার বোধ হয়, ১২ শতকে লেখা। কারণ, ১৪ শতকে জগদ্দলই বা কোথায়, বিভূতিচন্দ্রই বা কোথায়। বিভূতিচন্দ্রের অনেক বই ভুটিয়া ভাষায় তরজমা হইয়া টেঙ্গুরে বিরাজ করিতেছে। টেঙ্গুর খৃঃ ১৩ শতকে সংগ্রহ করা হয়, সুতরাং বিভূতিচন্দ্র ১৩ শতকের পূর্ব্বেই আসিবেন, পরে যাইতে পারেন না।

দানশীলও জগদ্দল বিহারের লোক, ভুটিয়া ভাষায় অনেক পুস্তক তরজমা করিয়াছেন। অনেক বইএর তরজমায় তিনি যে ভুটিয়া লোচবার সাহায্য লইয়াছেন, তাহা দেখা যায় না। সুতরাং তিনি যে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা নয়; তিনি তিব্বতীয় ভাষায়ও বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন।

প্রজ্ঞাকরমতি, শান্তিদেব-লিখিত বোধিচর্য্যাবতার নামে যে মহাযানের উৎকৃষ্ট পুথি আছে, তাহার পঞ্জিকা-টীকা লেখেন। বোধিচর্য্যাবতার এই টীকার সঙ্গে পড়িলে মহাযানমতের হাট-হর্দ্দ সব টের পাওয়া যায়। বইখানিতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আছে, যথেষ্ট সহৃদয়তা আছে। পুস্তকখানি প্রায় ১১ শতকে লেখা। ১০৭৮ সালে নকল করা একখানি পুথি কলিকাতায় আছে। যিনি নকল করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—প্রজ্ঞাকরমতিপাদানাম্। তাহাতে বোধ হয়, তিনি প্রজ্ঞাকরমতির শিষ্য ছিলেন, সুতরাং প্রজ্ঞাকরমতি তাঁহার কিছু দিনের পূর্ব্বের লোক।

কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নপাদ। বাঙ্গালায় ইঁহার অনেক গান আছে, একখানি দোঁহাকোষ আছে, সংস্কৃতে ইঁহার বহুসংখ্যক বই আছে। তাহার মধ্যে প্রধান বই যোগরত্নমালা, হেবজ্র-তন্ত্রের টীকা। হেবজ্রতন্ত্র একখানি মূল তন্ত্র, এখানি বজ্রযানের বই। বুদ্ধদেব তখন ভগবান্ বজ্রসত্ত্ব হইয়াছেন, তিনি হাতে এক বজ্র লইয়া থাকেন এবং অনেক যোগিনী ও ডাকিনী প্রভৃতির সহিত বিহার করেন। তিনি কোন ডাকিনীর প্রশ্নে যে উত্তর দেন, সে-ই তন্ত্র। হেবজ্র-ঠাকুর জোড়া মূর্ত্তি অর্থাৎ তাঁহাকে বজ্রযোগিনী পূর্ণমাত্রায় আলিঙ্গন করিয়া আছেন। এই দেবতার পূজাপদ্ধতি ইত্যাদি সমস্তই কৃষ্ণাচার্য্যের লেখা। কৃষ্ণাচার্য্য আরও অনেক পূজাপদ্ধতির কথা লিখিয়াছেন। হেরুকতন্ত্রের টীকাও তাঁহার লেখা। হেরুকও হেবজ্রের মত জোড়ামূর্ত্তি, শক্তির আলিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ। তবে হেরুক ও হেবজ্রে প্রভেদ কি, জানি না। হেরুক কিন্তু পুরাণ দেবতা। তাহার নাম তৃতীয় শতকে আর্য্যদেবের চিত্তবিশুদ্ধির প্রকরণে পাওয়া যায়। তিনি বোধ হয়, মহাযানের দেবতা, আর হেবজ্র বজ্রযানের দেবতা।

কৃষ্ণাচার্য্যের বংশে আরও অনেক গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থ ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছে ও টেঙ্গুরে বিরাজ করিতেছে।

সরোরুহবজ্র বা শরহ একজন বিখ্যাত লেখক। তাঁহার বাঙ্গালা দোঁহাকোষের কথা অনেক বার বলিয়াছি। তাঁহার অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। কিন্তু তাঁহার দোঁহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজ্র একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কিরূপে সরোরুহবজ্রের ষড়্দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। তাঁহার লেখা কয়েকখানি পুস্তক আমরা পাইয়াছি, আর কয়েকখানির নাম টেঙ্গুরে লেখা আছে।

বাঙ্গালী না হইলেও উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতির নাম আমরা এখানে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ তাঁহার গ্রন্থকে প্রামাণিক বলিয়া অত্যন্ত মান্য করেন। তিনি বজ্রযোগিনীর পূজা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বজ্রযোগিনী দেবী কে, কি বৃত্তান্ত, কাহার শক্তি, কেন তাঁহার পূজা করিতে হইবে, তাঁহার পূজায় কি ফল, তাঁহার পূজায় কি কি করিতে হইবে, তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ, এ সকল ব্যাপারের মূল প্রমাণ রাজা ইন্দ্রভূতি। ইহাঁর ৮।৯ খানি পুস্তক ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছে ও টেঙ্গুরে আছে।

বজ্রযোগিনীর আর এক উপাসিকা লক্ষ্মীঙ্করা। তিনি রাজা ইন্দ্রভূতির কন্যা। তিনি বিচারে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। বজ্রযোগিনীর পূজা সম্বন্ধে পিতা যাহা বাকী রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহা পূরণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্রী লক্ষ্মীঙ্করা সে কালের লোকের আদর্শ ধার্ম্মিকা রমণী।

অজপালিপাদ

অজপালিপাদের উপাধি—কখন সিদ্ধ, কখন আচার্য্য, কখন মহাচার্য্য, কখন সিদ্ধাচার্য্য, কখন ভট্টারক। তিনি নীলাম্বরধরবজ্রপাণি নামে মহাযক্ষ সেনাপতির পূজা প্রচার করেন। তিনি ঐ বিষয়ে অনেকগুলি বই লিখেন।

অদ্বয়গুপ্ত আর্য্য মঞ্জুশ্রীর পূজা প্রচার করেন, নামসংগীতির টীকা করেন, কিরূপে মঞ্জুশ্রীর মণ্ডল করিতে হয়, মঞ্জুশ্রীর সাধন করিতে হয় এবং আর্য্য মঞ্জুশ্রী কাহাকে বলে, তাঁহার পূজা করিলে কি ফল হয়, এই সকল বিষয়েও পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

অদ্বয়বজ্র

ইহাঁর আর এক নাম আচার্য্য অবধূতপাদ। ইনি হেবজ্র, বারাহী, যোগিনী, মহামায়া, একজটা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচার করেন, মঞ্জুশ্রী সম্বন্ধেও অনেক বই লিখেন। ইহাঁর একখানি পুস্তকের নাম মহাসুখপ্রকাশ।

কুমারশ্রী

কুমারশ্রী রাজকুমারী লক্ষ্মীঙ্করার শিষ্য। রাজকুমারী প্রদীপোদ্দ্যোতন নামে হেবজ্রতন্ত্রের

টীকা লিখেন, ইনি তাহার উপরে আবার টিপ্পনী করেন। সে কালে সকল উপাধির শ্রেষ্ঠ উপাধি যে মহোপাধ্যায়, তাহাই তিনি পাইয়াছিলেন।

কুমারচন্দ্র ও কুমারবজ্র

কুমারচন্দ্র আচার্য্যও অবধূত ছিলেন। ইনি বাঙ্গালী, মগধের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা দেশে বিক্রমপুরী বিহারে বসিয়া কৃষ্ণযমারিতন্ত্রের ও বজ্রভৈরবতন্ত্রের টীকা লিখিয়া যান। আরও একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত কুমারবজ্র চক্রসম্বরের উপর পুস্তক লিখেন ও চক্রসম্বরের উপর আরও কয়েকখানি পুস্তক তর্জ্জমা করেন এবং একখানি পুস্তকের ভুটিয়া তর্জ্জমা শোধন করিয়া দেন।

চন্দ্রগোমিন্

চন্দ্রগোমীর নিবাস পূর্ব্বভারতে বরেন্দ্রদেশে, ইহাঁর উপাধি আচার্য্য, মহাপণ্ডিত। ইনি নামসংগীতির টীকা করেন, অনেক স্তবস্তোত্র লিখেন। তারাভট্টারিকা, সিংহনাদলোকেশ্বর, হয়গ্রীব, সিতাতপত্রা অপরাজিতা প্রভৃতি দেবতার পূজা প্রচার করেন। ইনি অকালমরণ-নিবারণ, বিঘ্ননিবারণ, পরসৈন্যধ্বংসন, ভয়ত্রাণ, কুষ্ঠচিকিৎসা, জ্বররক্ষা, পশুমারিরক্ষা প্রভৃতি শান্তি, পুষ্টি ও অভিচারকর্ম্মের পুস্তক লিখেন।

চন্দ্রশ্রী

পূর্ব্বভারতনিবাসী ভিক্ষু চন্দ্রশ্রী আর্য্য অবলোকিতেশ্বরের স্তব ও তাহার ভুটিয়া তর্জ্জমা লিখেন।

ডোম্বী হেরুক

ইনি একজন মগধের রাজা, সন্ন্যাসী হইয়া প্রথমে আচার্য্য, পরে মহাচার্য্য, পরে সিদ্ধ-মহাচার্য্য উপাধি পান। ইনি নামসংগীতির বৃত্তি লিখেন, গুহ্যবজ্রতন্ত্ররাজের বৃত্তি লিখেন, একবীর, নৈরাত্মাযোগিনী পূজাপদ্ধতি লিখেন এবং যোগযোগিনীর সাধারণ অর্থের উপদেশ দেন।

তথাগত রক্ষিত

উড়িষ্যা দেশে ভজ্জমা নামে এক গ্রাম ছিল। তথায় কায়স্থবংশে এক পরিবার চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। সেই বংশে তথাগতরক্ষিত সিততারা, নীলতারা, পীততারা, রক্ততারা ও হারীততারার উপাসনা প্রচার করেন এবং অনেকগুলি সংস্কৃত বই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা করেন।

তৈলিকপাদ বা তেলিপ

ইনি একজন উড়িষ্যাবাসী সিদ্ধমহাচার্য্য, একখানি দোঁহাকোষ লিখেন, তত্ত্বচতুরোপদেশের প্রসন্নদীপ নামে টীকা লিখেন।

দিবাকরচন্দ্র

দিবাকরচন্দ্র নামে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত সহস্রভুজনেত্রসাধন নামে একখানি সংস্কৃত পুস্তকের ভুটিয়া তর্জ্জমা করেন।

ধর্ম্মশ্রীমিত্র

উড়িয়ানিবাসী মহোপাধ্যায় ধর্ম্মশ্রীমিত্র অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে বজ্রভৈরবসাধন, কালযমারিসাধন, আর্য্যাচলসাধন ও জ্ঞানসত্ত্বসাধনপূজাবিধি পুস্তক।

নাড়পাদ

ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু। তিব্বত দেশে ইহাঁর নাম নারো। ইহাঁর স্ত্রীর নাম জ্ঞানডাকিনী নিগু। ইহাঁরা স্ত্রীপুরুষেই হেবজ্রের উপাসক ছিলেন এবং হেবজ্রসাধনের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। নাড়পাদ কাশ্মীর দেশের শ্রীপট্টিকেরক গ্রামের কনকস্তূপ মহাবিহারের ভিক্ষু বিনয়শ্রীমিত্রের অনুরোধে বজ্রপাদসারসংগ্রহপঞ্জিকা নামে এক গ্রন্থ লিখেন। এই পুস্তকের এক নকল বাঙ্গালা দেশের রাজা হরিবর্ম্মদেবের আমলে তৈয়ারি হয়। নাড়পাদের উপাধি আর্য্য, শ্রী, আচার্য্য, মহাচার্য্য, মহাপণ্ডিত, মহাযোগিন্। বজ্রগীতি নামে তাঁহার দুইখানি গানের বই আছে। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, নাড়পণ্ডিত লুইএর সিদ্ধাচার্য্য-সম্প্রদায়ের আগেকার লোক। তিনি ছিলেন মহাযোগী, লুইএর দল ছিল সিদ্ধাচার্য্য যোগী। নাড়পণ্ডিতের এক উপাধি আছে আর্য্য। এ উপাধির অর্থ কি? বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়া যাঁহারা বিবাহ করিতেন, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেন, অথচ পণ্ডিত বা যোগী হইতেন, তাঁহাদিগকে আর্য্য বলিত। এ কথা তত্তকরগুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,—"অনার্য্যৈরার্য্যা ন নম্যস্তে"। অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষু যতই বড় হউন, অন্য ভিক্ষুরা তাঁহাকে কিছুতেই নমস্কার করিতে পারিবে না। নাড় পণ্ডিতের গৃহিণী ছিলেন নিগু, তাঁহার উপাধি ছিল জ্ঞানডাকিনী, তাঁহার আর এক উপাধি ছিল কর্ম্মকরী, অর্থাৎ তিনি জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে উভয়েই পণ্ডিতা ছিলেন। গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন বলিয়া নাড় পণ্ডিতের উপাধি ছিল 'আর্য্য'।

নীলকণ্ঠ

ইহাঁর উপাধি আচার্য্য। ইনি কৃষ্ণের বংশধর। ইনি 'অদ্বয়নাড়িকাভাবনাক্রম' নামে একখানি বই লিখেন; ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, গুহ্যদ্বার হইতে দুই দিকে দুই নাড়ী উপরে গিয়াছে, একটির নাম রবি, একটির নাম শশী, একটি আলি অর্থাৎ স্বরবর্ণ, আর একটি কালি অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ; তিনি এই দুইটি নাড়ীই যে এক, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই যে এক-করা দুই নাড়ী, ইহাই বজ্রসত্ত্বের আসন; কারণ, শাস্ত্রে বলে—"আলিকালি-সমাযোগো বজ্রসত্ত্ব বিষ্টরং"।

পঙ্কজ

ইহাঁর এক উপাধি আচার্য্য, আর এক উপাধি বজ্রসিদ্ধ। তাঁহার একখানি পুস্তকের নাম অনুত্তরসর্ব্বশুদ্ধিক্রম অর্থাৎ কিরূপে সকল বিষয়ে শুদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায়, তিনি তাহার উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন।

প্রজ্ঞাবর্ম্মন্

ইনি বাঙ্গালা দেশের লোক; বিশেষস্তব নামে যে বুদ্ধের স্তব আছে, ইনি তাহার এক টীকা লিখেন।

ভৈরবদেব

ইনি সুহ্মু বা সুহ্মপুরীর রাজার পুত্র। ইনি শম্বরের পূজা-প্রণালী সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন। শম্বর জোড়া মূর্ত্তি। ইহাঁর পুস্তকে শম্বরের সেবাবিধি, স্থাপনবিধি, মণ্ডলবিধি ও অভিষেকবিধি আছে। তিনি পুস্তকখানি নিজে সংস্কৃতে রচনা করেন ও একজন ভুটিয়া লোচোবার সাহায্যে ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া দেন। সুস্তপুরী বা সুহ্মপুরী রাঢ়দেশের প্রাচীন নাম, তাম্রলিপ্ত সুহ্মদেশের রাজধানী ছিল।

রত্নাকরশান্তি

ইনি বিক্রমশীল বিহারের একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের অনেক গূঢ় কথা লইয়া ইনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেন। তন্ত্র সম্বন্ধেও ইহাঁর অনেক প্রবন্ধ আছে। ইনি কৃষ্ণযমারি, বজ্রভৈরব, বজ্রতারা, মহামায়া প্রভৃতি দেবতার পূজাবিধি লিখিয়াছেন; সহজিয়াদিগের ৩।৪ খানি পুস্তক লিখিয়াছেন; গুহ্যসমাজ, হেবজ্রতন্ত্র প্রভৃতির টীকা লিখিয়াছেন, পঞ্চরক্ষার উপরও ইহাঁর পুস্তক আছে। ইহাঁর একটী উপাধি কলিকালসর্ব্বজ্ঞ।

স্থগন

ইনি উড়িষ্যাদেশবাসী, ব্রাহ্মণ, মহাচার্য্য। রত্নাকরশান্তির লিখিত সহজসম্ভোগবৃত্তির টীকা লিখেন।

পুণ্ডরীক

ইহাঁর অপর নাম জ্ঞানবজ্র। লোকে ইহাঁকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করিত। ইনি কালচক্রতন্ত্রের লঘুটীকা লিখেন। কালচক্রতন্ত্র বজ্রযানের পুঁথি, কিন্তু ক্রমে কালচক্র একটি স্বতন্ত্র যান হইয়া উঠে এবং বজ্রযানের মত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কালচক্রতন্ত্রখানি সংগীতি আকারে লেখা নয় অর্থাৎ উহার গোড়ায় "এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে" এ ভাবে কিছু লেখা নাই, সমস্তটাই বড় বড় ছন্দে লেখা। যখন এই পুস্তক উদ্ধার হয়, তখন বুদ্ধগণের উপর একজন আদিবুদ্ধ আছেন, এই মত অনেক স্থানে চলিয়া গিয়াছে। এই পুস্তকে তাঁহার নাম পরমাদিবুদ্ধ। তিনি গুহ্যাধিপের নিকট কালচক্রতন্ত্র প্রকাশ করেন, দশবলবুদ্ধ

তাহার ব্যাখ্যা করেন, মঞ্জুশ্রী মুনিগণের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দেন ; সুচন্দ্র ষাট হাজার শ্লোকে উহার টীকা লিখেন ; তাহাতে সকল যানেরই অর্থ সূচনা করা থাকে ; পুণ্ডরীক মূলতন্ত্র অনুসারে সেই বড় টীকার সার বার হাজার শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। মূল তন্ত্রখানির এক নকল কেম্ব্রিজে আছে। সেখানি বাঙ্গালা অক্ষরে খ্রীঃ অঃ ১৪৪৬ বৎসরে লেখা ; লেখকের নাম জয়রাম দত্ত, তিনি জাতিতে করণকায়স্থ, নিবাস মগধের ঝাড়গ্রাম শাসন।

ইঁহার—পুণ্ডরীকের টীকা বিমলপ্রভা কলিকাতায় আছে। উহা বঙ্গদেশের রাজা হরিবর্ম্মদেবের সময়ের লেখা। হরিবর্ম্মদেব খ্রীঃ ৯৫০—১০০০ এর মধ্যে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ৩৯ বৎসরে এই পুথি লেখা হয়। পুথি লেখার পর ৭ বৎসরের মধ্যে এই পুথি অনেক বার পাঠ করা হয়। পুণ্ডরীক বলিতেছেন,—তাঁহার পিতার নাম যশঃ। তাঁহাদের দেশের রাজা কল্কী ও তাঁহার পিতা যশ—এই দুই জনের বিশেষ আগ্রহে তিনি এই টীকা রচনা করেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নানা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেছেন,—মগধ ভাষায় ত্রিপিটক প্রচারিত হয়, সিন্ধু ভাষায় সূত্রান্ত, সংস্কৃত ভাষায় পারমিতা প্রচারিত হয়। মন্ত্রযান ও তন্ত্র সংস্কৃত ভাষায়, প্রাকৃত ভাষায়, অপভ্রংশ ভাষায় ও অসংস্কৃত শবরাদি ম্লেচ্ছভাষায় প্রচারিত হয়। তিন যানের পুথি ভোটদেশে ভোটভাষায় লেখা হয়, চীনদেশে চীনভাষায় লেখা হয়, মহাচীনে মহাচীনভাষায়, পারস্যদেশে পারস্যভাষায়, সীতা নদীর উত্তরে চম্পকভাষায়, বানরভাষায়, সুবর্ণাক্ষ ভাষায়, নীলা নদীর উত্তরে রুক্মদেশে রুক্মভাষায়, হিমবন্তের উত্তরে সুরথ ভাষায় এবং আরও ৯৬টি দেশে ৯৬টি ভাষায় লেখা হয়। এইরূপ দ্বাদশ খণ্ডে স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালে, সর্প ও অন্যান্য জন্তুর স্বরে তিন যানেরই পুথি লেখা হয়। শ্রাবকেরা শ্রাবকযান ব্যবহার করিতেন, প্রত্যেকবুদ্ধেরা প্রত্যেকযান ব্যবহার করিতেন, বোধিসত্ত্বেরা পারমিতাযান ও সঙ্গীতিকারেরা সর্ব্বসত্ত্বের শিক্ষার জন্য 'হেতুকলাত্মক' মন্ত্রমহাযান ব্যবহার করিতেন। এইরূপে সংগীতিকারেরা যখন নানা ভাষায় লিখিত বুদ্ধের মত বিচার করিতেন, তখন দেখা যাইত যে, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ভাষায়ই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন, এ কার্য্য হরি, হর প্রভৃতি কেহই করিতে পারেন নাই। তিনি আর এক জায়গায় বলিতেছেন যে, ত্রিরত্নশরণ করার পরই লৌকিক ও লোকত্রয়সিদ্ধির জন্য কালচক্রের সাধনমার্গে অভিষেক করিতে হয়। তাহাতে বুঝা যায়, হীনযানে যে 'পঞ্চশিক্ষা', 'অষ্টশিক্ষা' ও 'দশশিক্ষা' আছে, কালচক্রবাদীরা তাহার কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। দিন কতক "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" বলিয়াই একেবারে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেন এবং পুণ্ডরীক বলিতেছেন, এই জন্মেই তাঁহারা বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারিতেন।

পুণ্ডরীক বলেন যে, বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদিগের মত সুশব্দবাদী নহেন। অর্থই তাঁহাদের প্রয়োজন, কোনরূপে অর্থবোধ হইলেই হইল। ছন্দ লিখিতে তাঁহারা অপশব্দ ব্যবহার করেন, যতিভঙ্গ হইলে তাঁহাদের দোষ হয় না। তাঁহারা বিভক্তিশূন্য পদ ব্যবহার করেন, বর্ণ ও স্বরের লোপ করেন, ছন্দে হ্রস্বকে দীর্ঘ, দীর্ঘকে হ্রস্ব করেন, কোথায় পঞ্চমীর অর্থে

সপ্তমী করেন, চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী করেন, পরস্মৈপদীকে আত্মনেপদী ও আত্মনেপদীকে পরস্মৈপদী করেন, একবচনে বহুবচন ও বহুবচনে একবচন করেন, পুংলিঙ্গে নপুংসকলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করেন, স-কার ন-কারের ভেদ মানেন না। তাঁহার পুস্তক পড়িলে জানা যায়, তাঁহাদের হাতে পড়িয়া ব্রাহ্মণদিগের অনেক দুর্দ্দশা হইয়াছিল।

এই পুস্তকে যেরূপ সাধনপ্রণালী আছে, তাহা আমাদের সাধনপ্রণালী হইতে অনেক ভিন্ন, অন্যান্য বৌদ্ধতন্ত্র হইতেও ভিন্ন। গ্রন্থখানি পাঁচ ভাগে বিভক্ত,—লোকধাতুপটল, অধ্যাত্মধাতুপটল, সেকপটল, সাধনপটল ও জ্ঞানপটল।

এইরূপ দেখা যায়, মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধদিগের যে কেবল এক প্রবল বাঙ্গালা সাহিত্য ছিল, তাহা নয়, উঁহাদের এক প্রকাণ্ড সংস্কৃত-সাহিত্যও ছিল। সে সাহিত্যে যেমন এক দিকে অতিসূক্ষ্ম দর্শনশাস্ত্রের মত-সকল ব্যাখ্যা হইত, তেমনই আর এক দিকে ভৈরব-ভৈরবী, ডাক-ডাকিনী প্রভৃতির পূজারও ব্যবস্থা ছিল, নানারূপ ভেল্কী ও বুজরুকীর ব্যবস্থা ছিল। তখন বাঙ্গালার বৌদ্ধেরা নানা দেশে গমনাগমন করিতেন, নানা দেশের ভাষা শিখিতেন, নানা দেশের লোকের সঙ্গে মিশিতেন এবং নানা ভাষায় পুস্তক রচনা ও তর্জ্জমা করিতেন। ভুটিয়া ভাষা জানার দরুণ আমরা এখন শরচ্চন্দ্র ও সতীশচন্দ্রকে কত বাহবা দিই, কত খাতির করি; কিন্তু সে কালে বিহারে বিহারে অনেক ভুটিয়া-জানা লোক থাকিতেন এবং তাঁহাদের অনেকে ভুটিয়া ভাষায় বই লিখিতে ও তর্জ্জমা করিতে পারিতেন। গোড়ায় ত্রিবিধ সাহিত্যের আলোচনা করিব বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সম্বোধন অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া আসিল, আপনাদের ধৈর্য্য না থাকে, তাই আমি মাত্র বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের কথা বলিয়াই অদ্য বিরত হইলাম।*

সিদ্ধপুরুষগণের নাম,—

১ গোরক্ষনাথ। ২ চৌরঙ্গীনাথ। ৩ চামরীনাথ। ৪ তন্তিপা। ৫ হালিপা। ৬ কেদারিপা। ৭ ধোঙ্গপা। ৮ দারিপা। ৯ বিরূপা। ১০ কপালী। ১১ কমারী। ১২ কাহ্ন। ১৩ কনখল। ১৪ মেখল। ১৫ উন্মন। ১৬ কাণ্ডলি। ১৭ ধোবী। ১৮ জালন্ধর। ১৯ টোঙ্গী। ২০ মবহ। ২১ নাগার্জ্জুন। ২২ দৌলী। ২৩ ভিলাষ। ২৪। অচিতি। ২৫ চম্পক। ২৬ ঢেণ্টস। ২৭ ভুম্বরী। ২৮ বাকলি। ২৯ তুজী। ৩০ চর্পটী। ৩১ ভাদে। ৩২ চান্দন। ৩৩ কামরী। ৩৪ করবৎ। ৩৫ ধর্ম্মপাপতঙ্গ। ৩৬ ভদ্র। ৩৭ পাতলিভদ্র। ৩৮ পলিহিহ। ৩৯ ভানু। ৪০ মীন। ৪১ নির্দ্দয়। ৪২ সবর। ৪৩ সান্তি। ৪৪ ভর্ত্তৃহরি। ৪৫ ভীষণ। ৪৬ ভটী। ৪৭ গগনপা। ৪৮ গমার। ৪৯ মেণুরা। ৫০ কুমারী। ৫১ জীবন। ৫২ অঘোসাধব। ৫৩ গিরিবর। ৫৪ সিয়ারী। ৫৫ নাগবালি। ৫৬ বিভবৎ। ৫৭ সারঙ্গ। ৫৮ বিবিকিধজ। ৫৯ মগরধজ। ৬০ অচিত। ৬১ বিচিত। ৬২ নেচক।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

৬৩ চাটল। ৬৪ নাচন। ৬৫ ভীলো। ৬৬ পালিহ। ৬৭ পাসল। ৬৮ কমল-কন্সারি। ৬৯ চিপিল। ৭০ গোবিন্দ। ৭১ ভীম। ৭২ ভৈরব। ৭৩ ভদ্র। ৭৪ ভমরী। ৭৫ ভুরুকুটী।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য*

বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা সম্বন্ধে আজকাল দেশ জুড়িয়া আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন—বাঙ্গালার মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা নহে, উর্দ্দু। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ভারতের মুসলমানেরা সকলেই এক; সুতরাং তাহাদের মাতৃভাষাও এক। তাঁহারা আরও বলেন যে, অধিক পরিমাণে রাজনীতিক স্বার্থরক্ষার্থ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের সমস্ত প্রদেশবাসী মুসলমানদিগের মধ্যে একতার বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মুসলমান অধিবাসিগণের মাতৃভাষা উর্দ্দু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমরা এ দলের এই যুক্তি-তর্কের যথাযথ উত্তর বহু বার বিভিন্ন উপায়ে দিয়াছি। ভাষা এক না হইলে যদি মুসলমানদিগের মধ্যে একতা সংস্থাপনের অপর কোন প্রশস্ত পথ না থাকে, তবে পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানের মাতৃভাষা আরবী হওয়া উচিত। পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানেরা পরস্পর ভাই ভাই—ইহাই কোরাণের শিক্ষা। কিন্তু কোরাণে† অথবা হাদিসে‡ মাতৃভাষা সম্বন্ধে ত কোন আদেশ ও বিধিব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না? ভাষা এক করিয়া কেবলমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে, আর ভারত ব্যতীত পৃথিবীর অপর স্থানের মুসলমানেরা কি ভাসিয়া যাইবে? তাহার পর আর একটি কথা,—ভারতবর্ষের অপর প্রদেশের মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের সংখ্যা অধিক। পৃথিবীর সাধারণ নিয়মানুসারে ন্যূনসংখ্যক ব্যক্তিরা সতত অধিকসংখ্যক ব্যক্তিদের সহিত যোগদান করিয়া থাকে। বাঙ্গালার মুসলমানেরা পৃথিবীর এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে যাইবে কেন?—তাহারাই বা আত্মসম্মান ভুলিয়া পরের মাকে মা বলিবে কেন? রাজনীতিক স্বার্থরক্ষা ও একতা বৃদ্ধি অথবা একতা সুদৃঢ় করিবার জন্য যদি তাঁহাদের হৃদয় ক্রন্দন করে, তবে অল্পসংখ্যক তাঁহারাই কেন বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করুন না? অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী মুসলমানকে কষ্ট না দিয়া যাঁহারা সংখ্যায় অল্প, তাঁহারাই এ কষ্টটুকু স্বীকার করুন না কেন?

আর এক দল বলিতেছেন,—বাঙ্গালী মুসলমানেরা বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। সেই জন্য তাহারা বঙ্গভাষার সেবায় এত উদাসীন। হিন্দুদিগের সহিত একযোগে যখন তাহারা মাতৃভাষার সেবা করিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহারা বঙ্গ-জননীর সন্তান হইয়াও বঙ্গভাষা-জননীর সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখার আবশ্যকতা স্বীকার করে না।

---

* নবম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

† মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস মতে কোরাণ ঈশ্বরের বাক্য।

‡ ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই হাদিস।

তৃতীয় দল বলিতেছেন,—মুসলমানেরা বঙ্গভাষার সেবা ও তাহার চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বঙ্কিম প্রভৃতি লেখকদিগের তীব্র কষাঘাতে মধ্যপথ হইতে তাহাদিগকে ফিরিতে হইয়াছে। তাই তাহারা হিন্দুদিগের তুলনায় বঙ্গভাষার চর্চ্চায় এত পিছাইয়া পড়িয়াছে।

চতুর্থ দল বলিতেছেন,—মুসলমানেরা বঙ্গভাষার অনুশীলনে পূর্ব্বে যেরূপ উদাসীন ছিল, এখন আর তাহাদের মধ্যে সেরূপ ঔদাসীন্য ভাব বর্ত্তমান নাই। তাহারা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনার দিকে ঝুকিয়াছে।

আমার মনে হয়, ইহার কোনটাই ঠিক নহে। প্রথম দলের উক্তি যে সমর্থনের অযোগ্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দলের উক্তিও যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সে কথা বলাই বাহুল্য। মুসলমানদিগের বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

বাঙ্গালী হিন্দু ভ্রাতারা যে হিসাবে ও যে ভাবে এবং যতটা পরিমাণে বাণী-মাতার সেবা করিয়াছেন, বাঙ্গালী মুসলমানেরাও সেই হিসাবে এবং সেই ভাবে প্রায় ততটা পরিমাণে বঙ্গ-সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছেন। কেন, কি সাহসে দেশের আধুনিক শিক্ষিত জনসাধারণের এই সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে এত বড় কথাটা বলিতে সাহসী হইয়াছি, নিম্নে তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই প্রায় সমান ভাবে সাহিত্যচর্চ্চা ও সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন। আমাদের এ কথা যদি সত্য হয়, তবে দেশের আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এরূপ উল্টা ধারণা জন্মিল কেন, প্রথমে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। অনেক দিন হইতে আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, একটিমাত্র কারণে আধুনিক শিক্ষিতদিগের মনে এইরূপ ধারণা স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছে।—একটিমাত্র কারণে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু এবং আধুনিক শিক্ষিত ও হিন্দুভাবাপন্ন দুই চারি জন মুসলমান, মুসলমানদিগকে "ভাষা-জননীর সেবক নহে" বলিয়া বুঝিবার অবসর পাইয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে সেই কারণের উল্লেখ করিতেছি।

অধুনা হিন্দু-ভ্রাতারা আসল বাঙ্গালা ভাষাকে একপ্রকার বর্জ্জন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা এখন বাঙ্গালা ভাষার ভিতর বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দ আনিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্ব্বে যে সমস্ত আরবী, পার্শী ও উর্দ্দূ শব্দ বঙ্গভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, এখন সেগুলিকে বহিষ্কার করিয়া দিয়া নূতন নূতন সংস্কৃত শব্দ আনিয়া তৎস্থান পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ কার্য্যে যে তাঁহারা কত দূর কৃতকার্য্য হইতেছেন, অথবা কৃতকার্য্য হইবার আশা করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

মুসলমানেরা বিশেষ কারণবশতঃ বঙ্গভাষার সহিত আরবী, পার্শী এবং উর্দ্দূ শব্দের

ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারেন না ; তাঁহারা আবশ্যকীয় আরবী, পার্শী ও উর্দ্দু শব্দকে বর্জ্জন করিয়া মাতৃভাষার আলোচনা ও সেবা করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা ও মাতৃভূমি বঙ্গদেশ হইলেও, তাঁহাদের ধর্ম্মভাষা আরবী এবং পার্শী-উর্দ্দুও কতকটা বটে। সুতরাং আরবী ও পার্শী-উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ ভাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে না পারিলে, ধর্ম্মের বিধি, নিষেধ, ব্যবস্থা ও আদেশগুলি বিশেষ ভাবে অবগত হইয়া তাহা প্রতিপালন করত ধর্ম্মরক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে না কি? সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আরবী, পার্শীভাষায় আলেম (পণ্ডিত) হওয়া ত সম্ভব নহে? তবে যদি তাঁহারা (বাঙ্গালী মুসলমানেরা) মাতৃভাষায় সমাজের আলেমমণ্ডলীর দ্বারা ধর্ম্মগ্রন্থগুলি অনুবাদ করাইয়া লন, তাহা হইলে সেই সমস্ত অনুদিত পুস্তকের সাহায্যে তাঁহারা নিজে নিজেই স্বীয় ধর্ম্মব্যবস্থা সম্বন্ধে অবগত হইয়া, কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়েন।

কিন্তু মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থগুলির বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইলে, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তন্মধ্যে আরবী, পার্শী শব্দ রাখিতেই হয় এবং কোন কোন স্থলে এমনও আবশ্যক হইয়া পড়ে যে, প্রচলিত দুই চারিটি আরবী, পার্শী শব্দ ব্যতীত অপ্রচলিত আরবী, পার্শী শব্দও ব্যবহার করিতে হয়। কারণ, আরবী বা পার্শী ভাষার মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় এখন নাই এবং ভবিষ্যতেও যে কখনও সৃষ্টি হইতে পারিবে, সেরূপ আশাও নাই। আবার বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সরাসরি ভাবে ধরিয়া লইলে তাহাদিগকে কোন কোন আরবী, পার্শী শব্দের প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু একটু নিবিষ্টমনে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে ভাব ও অর্থের অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে দুই একটি মূল শব্দ এবং বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত তাহার প্রতিশব্দ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"আল্লাহ" বলিলে একমাত্র ও নিরাকার খোদাতায়ালাকেই বুঝায়, আর পাঁচটি শব্দ যোগ করিয়া বুঝাইতে হয় না; কিন্তু ঈশ্বর বা পরমেশ্বর বলিলে ঠিক তাহা বুঝায় না। "রওজা" বলিলে পীর, ওলি ও পয়গম্বরদিগের কবরকেই বুঝায়। সাধারণ মানবের কবরের সহিত "রওজার" আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কিন্তু গোর বা সমাধি বলিলে কি তাহা বুঝায়? "ইমাম", "পয়গম্বর", "গওস্", 'কোতব্" বলিলে যেমন বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুরুদিগকে বুঝায়, "মহাপুরুষ", "মহাত্মা" বলিলে কি তাহা বুঝিতে পারা যায়? "আলেম," "ওলামা", "মওলানা" বলিলে যাহা বুঝিতে পারা যায়, পণ্ডিত অথবা পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলে কি তাহা বুঝাইয়া থাকে? "আলেম" ও "ওলামা" বলিলে, মুসলমানেরা আরবী ও পার্শীভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং পণ্ডিতমণ্ডলীকেই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু "পণ্ডিত" ও "পণ্ডিতমণ্ডলী" বলিলে কি আরবী, পার্শীর নামোল্লেখ করিয়া বুঝাইতে হয় না? আবশ্যক হইলে মুসলমানদিগের নিত্যাবশ্যকীয় এরূপ বহু শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত অথবা আবশ্যকীয়

অপ্রচলিত আরবী ও পার্শী শব্দ বঙ্গভাষা হইতে বাদ দিলে কিম্বা আবশ্যক হইলে নূতন শব্দ গ্রহণ না করিলে, বাঙ্গালী মুসলমানদিগের ধর্ম্মালোচনায় বাধা জন্মিবার সম্ভাবনাই অধিক। কেবল তাহাই নহে—আমার মনে হয়, বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডার এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ভিন্ন ভাষার শব্দভাণ্ডার হইতে আবশ্যকীয় নব নব শব্দ গ্রহণ না করিলে, কিছুতেই বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডার পূর্ণ এবং ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিব না। আমার আরও মনে হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়াই এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার কলেবর এরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

বঙ্গভাষা হিন্দুরও যেমন, মুসলমানেরও সেইরূপ। কেবল নাটক, নভেল, উপন্যাস লিখিবার অথবা তাহা পাঠ করিবার জন্যই বঙ্গভাষা অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। মাতৃভাষা শিক্ষার এবং তাহার আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, মাতৃভাষার সাহায্যে ও সহায়তায় সহজে আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্মের বিষয় জ্ঞাত হওয়া এবং ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা। কিন্তু বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে যদি আবশ্যকীয় আরবী ও পার্শী শব্দ বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে বাঙ্গালা ভাষার অধিকার হইতে বে-দখল করা হইতেছে।

অতঃপর সংস্কৃতভাষার কথা। শুনিতে পাই, সংস্কৃত দেবভাষা। সে ভাষা শিক্ষা ও আলোচনা করিবার অধিকার "ম্লেচ্ছ" মুসলমানদিগের নাই। আজকাল যদিও দুই চারি জন মুসলমান ছাত্র, নানা কারণে স্কুল-কলেজে সংস্কৃত ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের সে শিক্ষা যে "কট-মট" শিক্ষা, প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্তমরূপে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা নানা কারণে যে তাহাদের সাধ্যাতীত, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দ্বিবিধ কারণে, হিন্দুদের সহিত একযোগে মুসলমানেরা বাণীর সেবা করিবার জন্য দলে দলে বাণী-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। তাই তাহারা জন্মভূমির জ্যেষ্ঠ সন্তান হিন্দুভ্রাতাদের নিকট হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছে এবং সেই কারণেই কনিষ্ঠ মুসলমান কিরূপ নীরব সাধনাদ্বারা ভাষা-জননীর চরণ সেবা করিতেছে, তাহা হিন্দুভ্রাতারা দেখিতে পাইতেছেন না।

মুসলমানেরা আরবী, পার্শী ও উর্দ্দুর "মোহ" ধর্ম্মসঙ্গত কারণে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না এবং বর্ত্তমান সংস্কৃতবহুল বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত তাঁহারা বাণী-মন্দিরে প্রবেশ করিতে সাহসী হন না। তাই তাঁহারা আপনাপন পর্ণকুটীরে বসিয়া আপনাদের শিক্ষা ও শক্তি অনুসারে মাতা বাগ্‌দেবীর সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমাদের সেই একনিষ্ঠ সাধক ভ্রাতাদিগের সাধনার কোন সংবাদই রাখি না। তাঁহাদের এই কার্য্যের জন্য উৎসাহপ্রদান এবং ধন্যবাদ করার পরিবর্ত্তে আমরা তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃণা

প্রদর্শন করিয়া থাকি। আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যজনক ব্যবহার এবং ঘৃণা-ভাবই তাঁহারা তাঁহাদের নীরব সাধনার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের মুসলমান-পরিচালিত প্রায় ৪০টি ছাপাখানায়, এ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বাঙ্গালা পুস্তক ছাপা হইয়া, তাহা বাজারে প্রচার এবং বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু আমরা কি তাহার কোন খবর রাখি? শিক্ষিতাভিমানী বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী আমরা, সেই সমস্ত পুস্তকের "বটতলার পুথি" এই নাম দিয়া আমাদের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছি। "বটতলার পুথি" পাঠ করিবার প্রবৃত্তি হওয়া ত দূরের কথা, নামটি শুনিলেই যেন আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—গায়ে জ্বর আইসে। ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখার ন্যায়, আমরা ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে কু-রুচিপূর্ণ ও কু-কথার ভাণ্ডারের ছায়া দেখিতে পাই। তাই "বটতলার পুথি" হাতে লওয়াও মহাপাপ বলিয়া মনে করত ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকি।

যে সমস্ত পুস্তক ("বটতলার পুথি") সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম, তন্মধ্য হইতে দুই চারিখানি বাদ দিলে, অবশিষ্ট সকল পুস্তকগুলিই যে পদ্যাকারে লিখিত, সে কথা বলাই বাহুল্য। ঐ সকল গ্রন্থের গ্রন্থকারদিগের কাব্যশক্তি, শব্দযোজনার ক্ষমতা, তাঁহাদের কাব্যে ভাষার লালিত্য, স্বাভাবিকতা ও মৌলিকতা এত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান যে, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়; আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। এই হতভাগ্য ও অকৃতজ্ঞ দেশে না জন্মিয়া যদি তাঁহারা অপর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহাদের পারলৌকিক আত্মা শান্তিলাভ করিতে পারিত।

হিন্দুভ্রাতাদিগের বাঙ্গালা "রামায়ণ" ও "মহাভারত" যেমন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, মুসলমানদিগের "বটতলার পুথি", "আমীর হামজা" এবং "দাস্তান আমীর হামজাও" সেইপ্রকার উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। আবার কাব্যের দিক্ দিয়া সমালোচনা করিলে "রামায়ণ" ও "মহাভারত"কে যেমন মহাকাব্য বলা যাইতে পারে, "আমীর হামজা" ও "দাস্তান আমীর হামজা" নামক গ্রন্থ দুইখানিকেও সেইপ্রকার মহাকাব্য বলিলে, কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। 'রামায়ণ" ও "মহাভারতের" সহিত তুলনায় সমালোচনা করিবার অপর কোন গ্রন্থ যদি বঙ্গভাষায় থাকে, তবে সে শাহ গরীব-উল্লা ও সৈয়েদ হামজার রচিত "আমীর হাম্‌জা" এবং বালেশ্বরের মৌলবী আব্দুলমজিদ ভূঞা-রচিত "দাস্তান আমীর হামজা"। কিন্তু "দাস্তান আমীর হামজার" ভণিতায় রচয়িতা স্বীয় নাম ব্যবহার না করিয়া, তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের নাম ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের নামও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত এবং ইনিই অন্যতম "মুসলমান বৈষ্ণবকবি" কালিদাস। কিন্তু "দাস্তান আমীর হাম্‌জা" গ্রন্থ যে মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের রচিত নহে, এ কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

গত বৎসর (১৩২২ সাল) বর্দ্ধমান-অষ্টম-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া, মুসলমান সাহিত্যিকদিগের সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার বাসনা হঠাৎ আমার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে এবং আমি আমার অগ্রজপ্রতিম পরলোকগত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সহিত এতৎসম্বন্ধে পরামর্শ করি। তিনি আমাকে উৎসাহিত না করিলে বোধ হয়, আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিতাম না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই, এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেন। এমন কি, তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকার কালে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে, যখন আমি তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তখনও তিনি এই কার্য্যের জন্ত আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহদান করিতে ভুলেন নাই। কিন্তু হায়! আজ তিনি কোথায়? আমার কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি চিরশান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন।

যদিও দীর্ঘ এক বৎসর কাল আমি এই অনুসন্ধানের জন্য সময় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সংসারের নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া, আমি যথানিয়মে এই কার্য্যে সময় ব্যয় করিতে পারি নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে গত পৌষ মাস হইতে আমি এই অনুসন্ধান-কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিয়াছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি এতৎসম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। জানিতে পারিয়াছি যে, এ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান কবি, পূর্ব্বকথিত "বটতলার পুথি" নামক ৮৩২৫ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে এখনমাত্র ৪৪৪৬ খানি কাব্য ছাপা হয় ও বাজারে প্রচলিত আছে। ২৯৮২ খানি কাব্যের অস্তিত্ব নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়াছে। ৭৯৫ খানি পুস্তক ওয়ারিশদিগের মধ্যে আত্মকলহের ফলে এখন আর ছাপা হয় না। ১০২ খানি গ্রন্থের প্রচার সরকার বাহাদুর আইন অনুসারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশ করিলাম। যথা,—

১। অভয় দুর্লভ
২। অষ্টখণ্ড
৩। আশকে রসুল
৪। আশকে মোহাম্মাদী
৫। আজায়েব চা'র ইয়ার
৬। আলাওদ্দিন
৭। আহমকনামা
৮। আকুল ক্রন্দন
৯। আবেদা বিবি
১০। আজায়েব সোলেমানী
১১। আহকাম শরিয়ৎ
১২। আদম ও হাওয়া
১৩। আকেবত-খায়ের
১৪। আবুশামা
১৫। আসমান সিংহ
১৬। আরবা আরবাইন হাদিস
১৭। আমীর হামজা
১৮। আলেফ লায়লা
১৯। আহকামল জবেহ
২০। আহকামল জুমা
২১। আখবায়ল ওজুদ
২২। আম্বিয়ার বাণী

২৩। আদম আশক
২৪। আজায়েবল ওজুদ
২৫। আলী ও দিলবাহার
২৬। আখ্‌বারস্‌ সালাত
২৭। আদম ওজুদতত্ত্ব
২৮। আশকনামা
২৯। আস্‌রারস্‌ সালাত
৩০। আজায়েরল কবর
৩১। আলম স্বামী বাহারজান
৩২। আহকামল মোস্‌লেমিন্‌
৩৩। আহকামল ছেদায়েৎ
৩৪। আখ্‌লাকাল আউলিয়া
৩৫। আজকারে তরিকায়ে কাদেরিয়া
৩৬। আহকামল ইস্‌লাম
৩৭। আফতাব দাস্তান
৩৮। আব্দুল্লার হাজার সওয়াল
৩৯। ইউসুফ জেলেখা
৪০। ইব্‌লিসনামা
৪১। ইন্দ্রসভা
৪২। ইমাম যাত্রা
৪৩। ইব্রাহিম আদ্‌হাম
৪৪। ইস্‌লামে দিন
৪৫। ইমাম চুরী
৪৬। ইমামবধ নাটক
৪৭। ইসলামোজ্জ্বকা
৪৮। ইস্‌লামিয়া মন্ত্র
৪৯। এন্থে জহর ও জাহান্‌ আরা
৫০। একদিল শাহ
৫১। এলাজে বাঙ্গালা প্রথম ভাগ
৫২। „ „ দ্বিতীয় ভাগ
৫৩। „ „ তৃতীয় ভাগ
৫৪। এলাজে গাও
৫৫। একশত ত্রিশ ফরজ
৫৬। এসরারল ওজুদ
৫৭। এলাজ-উল্‌ ফোকরা
৫৮। ওম্মর উর্ম্মিয়ার নকল ও ভোজের বাজী
৫৯। ওম্মর আলী ইরাবতী
৬০। ওজুদনামা
৬১। ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া
৬২। ওফাতনামা
৬৩। ওসিয়াতুস্‌ সালেহীন
৬৪। কালর নসিহত
৬৫। কওলেল আরেফিন
৬৬। কালু গাজী ও চম্পাবতী
৬৭। কটুর মিঞা
৬৮। কালু গাজী হামিদিয়া
৬৯। কাঞ্চনমালা
৭০। কাসাসোল আম্বিয়া
৭১। কলির চরিত্র
৭২। কালরবী
৭৩। কেয়ামতনামা
৭৪। কাশফল মারফত
৭৫। কলি জমানা
৭৬। কল্‌মা মোনাজাত
৭৭। কাশফল এস্‌রার
৭৮। কাজী হয়রান
৭৯। কুঞ্জবিহারী
৮০। কাজীনামা
৮১। কলির বৌ ঘরভাঙ্গানী
৮২। খানে নিয়ামত
৮৩। খাবনামা
৮৪। খায়রে দো-জাহান
৮৫। খোলা সাতল্‌ মসায়েল

৮৬। খোলাসাতয়েকা
৮৭। খোলাসাতল আম্বিয়া
৮৮। খত্‌নামা
৮৯। খোষগল্প ১ম ও ২য় ভাগ
৯০। খোতবা (বাঙ্গালা)
৯১। খোলাসাতল হায়েজ
৯২। খায়ের-উল্‌বশর
৯৩। গোলে আরজান্‌
৯৪। গোলে আন্দাম
৯৫। গরক্‌নামা
৯৬। গোলে নওবাহার
৯৭। গোলে বকাওলী
৯৮। গোলে হরমুজ
৯৯। গোলজারে আতশ
১০০। গোল্‌বা বাহরাম
১০১। গোল্‌ সনুবর
১০২। গোল্‌শানে মোহাব্বাত
১০৩। গোল্‌শানে রুম
১০৪। গোলজাদি বিবি
১০৫। গোলশানে আজায়েব
১০৬। গোলে বেখেজাম
১০৭। গোল্‌ব্রা সানুওয়ার
১০৮। গোলে নুর রওশন জামাল
১০৯। গাজী কালু চম্পাবতী
১১০। গেন্দে গোল হরয়োজ
১১১। গঞ্জে মারফৎ
১১২। গোলজারে ইব্রাহিম
১১৩। গমের দরিয়া
১১৪। গোল কামরোজ
১১৫। গোলে কোহিনুর
১১৬। গঞ্জে নুর ইস্‌লামেদ্দিন
১১৭। গোলজারে আকরম
১১৮। গাঞ্জল আয়স (বাঙ্গালা)
১১৯। গোলে নওনেহার
১২০। ঘুণিনামা
১২১। চৌত্রিশ অক্ষরের কজিলত
১২২। চোরচক্রবর্ত্তী
১২৩। চেমন বাহার
১২৪। চন্দ্রাবলী
১২৫। চাহার দরবেশ
১২৬। চৌদ্দ উজির
১২৭। চন্দ্রাওলি বিশ্বকেতু
১২৮। ছিলচত্র রাজার জঙ্গ
১২৯। ছম্‌ছমল মওয়াহেদিন
১৩০। ছমির জালাল
১৩১। জেবল মুলুক শামারোক
১৩২। জঙ্গে হয়দার
১৩৩। জান রওশন
১৩৪। জঙ্গে খয়বর
১৩৫। জুগী কাছের (যোগী কাছের)
১৩৬। জৈগুণ
১৩৭। জামাই শশুরের ঝগড়া
১৩৮। জঙ্গে নওশাদ
১৩৯। জঙ্গে জামাল
১৪০। জঙ্গে রসুল ও জঙ্গে হজরত আলী
১৪১। জঙ্গে বল্‌কান
১৪২। জাহরা বিবির কেস্‌সা
১৪৩। জঙ্গনামা
১৪৪। জঙ্গে সোহরাব
১৪৫। জঙ্গে কারবালা
১৪৬। জাওয়াকল ইমান
১৪৭। জকিনামা
১৪৮। জমুজমার কেস্‌সা

১৪৯। জেয়ারতে কবর
১৫০। জঙ্গে হয়দার
১৫১। জোল্‌মাতনামা
১৫২। জরা-সুরা
১৫৩। জেয়ারতে মক্কা
১৫৪। জবেহ আহকাম
১৫৫। জোবেদা খাতুন
১৫৬। জামিনী ভান্‌
১৫৭। জল্‌সা নামা
১৫৮। জমানল ফেরদওস
১৫৯। যোগী কাচ বড়
১৬০। জাদু তেলেস্‌মাত
১৬১। জেয়াফতে আম্‌
১৬২। ঝগড়ানামা
১৬৩। নূরজাহান
১৬৪। নেকৃবিবি
১৬৫। নুসিহতে করিমী
১৬৬। নূরল বসর
১৬৭। নব চিকিৎসাবোধ
১৬৮। নওখরিদ পাহালওয়ান
১৬৯। নারিকেলবেড়ের লড়াই
১৭০। নিয়েতনামা-হেদায়েৎ উল্‌ ইসলাম
১৭১। নারীপুরুষ
১৭২। নাজাতোল ইসলাম
১৭৩। নবীন্‌ মঙ্গল বিষহরা
১৭৪। নসিহত্‌সালাত
১৭৫। নকশে সোলেমানী, প্রথম খণ্ড
১৭৬। " " দ্বিতীয় খণ্ড
১৭৭। " " তৃতীয় খণ্ড
১৭৮। " " চতুর্থ খণ্ড
১৭৯। নদেরচাঁদ কুম্ভীর (!)
১৮০। নেজাম পাগলা
১৮১। নূরল ইমান
১৮২। নসিহতনামা
১৮৩। নসিহতে জানানা
১৮৪। নূরনামা
১৮৫। নজমন্নিসা
১৮৬। নবী-নামা
১৮৭। নাজাতলওবা
১৮৮। নসিহতন্নেসা
১৮৯। নজ্জুমী কালাম
১৯০। নসিহতল কোস্‌সাক
১৯১। নূর বখ্‌ত নওবাহার
১৯২। নাজাতল আরওয়াহ
১৯৩। নেক বখ্‌ত খসম পিয়ারী
১৯৪। নসিহতে আহলে কলি
১৯৫। নসিহতে ঘোর কলি
১৯৬। নসিহতে আম
১৯৭। নসিহতল ইমান
১৯৮। তকরার দাফে জোল্‌মাত
১৯৯। তিলিস্‌ সমে হোসরোবা
২০০। তমিমগোলাল
২০১। তকৃবিয়েতল ইমান
২০২। তিলিসমাত সোলেমানী
২০৩। তালেনামা
২০৪। তুতিনামা
২০৫। তেত্বেনবী
২০৬। তাজকেরাতুল আউলিয়া
২০৭। তাজকিরাতুন্নেদা
২০৮। তাজ-উল্‌ আলম
২০৯। তম্বিহল্‌ জাহেলীন
২১০। তফসির বিস্‌মিল্লাহ
২১১। তুষ্টনামা
২১২। তৃষ্ণাবতী বিরাগুরু

২১৩। তোহফাতন্ নসিহত
২১৪। তাজল আলম মাহিগীর
২১৫। তোহফাতল মোস্‌লেমিন্
২১৬। তফসির ফজায়েলে বিস্‌মিল্লাহ
২১৭। তেলাওতল ওজুদ
২১৮। তম্বিয়াতন্নেসা
২১৯। তোহফাতল্ মোবতাদী
২২০। তুব্‌লিগুল ইস্‌লাম
২২১। তারিখে আবুহানিফা
২২২। দাকাএকল হেকাএক
২২৩। দেলরোবা চারচমন
২২৪। দেলারাম
২২৫। দলিল-উল্ আহকাম
২২৬। দারা সেকান্দারনামা
২২৭। দেলপসন্দ
২২৮। দিনকানা শ্বশুর
২২৯। দেলবাহার গোলেস্তান
২৩০। দেলফেরেব পিয়ারজাহান
২৩১। দিদার ইলাহী
২৩২। দরবেশনামা
২৩৩। দেলদিওয়ানা
২৩৪। দোরয়াতল মোমেনিন
২৩৫। দেলবাহার
২৩৬। দুইসতীনের ঝগড়া
২৩৭। দেলদার কুমার
২৩৮। দেলরওশন হাদিস
২৩৯। দাওয়াতে মোহাম্মাদী
২৪০। দেওনামা তালেনামা
২৪১। দিওয়ান বোরহান
২৪২। দেল্‌খোষ
২৪৩। দাল্লালা মোক্তালা
২৪৪। দুলাদুল্‌হীনের খেলা
২৪৫। দুইশত উপদেশ
২৪৬। প্রেমতরঙ্গ
২৪৭। পদ্মাবতী
২৪৮। পবনকুমারী
২৪৯। পীর গোরাচাঁদ ১ম
২৫০। পীর গোরাচাঁদ ২য়
২৫১। পীর ফরিদ
২৫২। পরিবানু শাহাজাদী
২৫৩। পাকপঞ্জতনের নক্‌শা
২৫৪। প্রেমচোরা
২৫৫। কেসানায়ে আজায়েব
২৫৬। ফাতেমার জহুরানামা
২৫৭। ফজিলাতেহজ্জ
২৫৮। ফজায়েলে হয়মায়েন
২৫৯। ফেসানা বেদার বকৃত
২৬০। ফাজিলাতে দরুদ
২৬১। ফুলভোমরা
২৬২। ফতুহশাম, ১ম খণ্ড
২৬৩। ঐ ২য় খণ্ড
২৬৪। ঐ ৩য় খণ্ড
২৬৫। ঐ ৪র্থ খণ্ড
২৬৬। ফতুহল্ এরাক
২৬৭। ফতুহল মেসের
২৬৮। ফকির বিলাস
২৬৯। ফয়সালে আহকাম ২য়
২৭০। ফাজিলাতে বারচান্দ
২৭১। ফজায়েলে সাহরে সিয়াম
২৭২। করায়েজ বাঙ্গালা
২৭৩। বাহার দানেশ
২৭৪। বিধবা-বিচ্ছেদ
২৭৫। বিবি জোবেদাখাতুন
২৭৬। বড় তুতিনামা

২৭৭। বে-নজির বদ্রেমুনির
২৭৮। বারমাস
২৭৯। বাগ বাহার
২৮০। ব-কারবালা মাতমহোসেন
২৮১। বে-নমাজী নারী
২৮২। বত্রিশধার লালকুমার
২৮৩। বদিওজ্জমান্
২৮৪। বন্ বিবির জহুরা
২৮৫। বিশ্বকোশ চন্দ্রাবলী
২৮৬। বেদারল গাফেলিন
২৮৭। বাপ-বেটার লড়াই
২৮৮। বে-নমাজীর নসিহত
২৮৯। বেভাবনামা
২৯০। বড়পীর গুণাবলী
২৯১। বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী
২৯২। বেলালনামা
২৯৩। বেহেস্তনামা
২৯৪। ভানুবতীর লড়াই
২৯৫। ভেলুওয়া সুন্দরী
২৯৬। ভূমিকম্প
২৯৭। ভাবানযাত্রা
২৯৮। মধুমালা
২৯৯। মৌলুদ বাহারিয়া
৩০০। মৌলুদ গোলজারে বাহারিয়া
৩০১। মৌলুদ গোলজারে আকরম
৩০২। মৌলুদ আহয়াল কুলুব
৩০৩। মৌলুদ তওয়াল্লাদনামা
৩০৪। মৌলুদ জিন্নাতলবাগ
৩০৫। মৌলুদ গোলশানে বাহার
৩০৬। মৌলুদ মোস্তাফা
৩০৭। মৌলুদ গোলশানে আরব
৩০৮। মৌতনামা
৩০৯। মফিদল ইসলাম
৩১০। মফিদল হোজ্জাজ
৩১১। মল্লিকার হাজার সওয়াল
৩১২। মফিদুল খালায়েক
৩১৩। মাল্কা জোহরা
৩১৪। মোনাইযাত্রা
৩১৫। মোকসুদ-উল্ মোহসেনিন
৩১৬। মেপ্তাহল জিন্নাত
৩১৭। মল্লিকা আকার
৩১৮। মনোরায় জাহানারা
৩১৯। মালতীকুসুমমালা
৩২০। মালঞ্চকন্যা
৩২১। মোবারক গাজীশাহ
৩২২। মেপ্তাহল ইসলাম
৩২৩। মারফতেজঙ্গ
৩২৪। মস্নবী
৩২৫। মাদায়েনল ওলুম
৩২৬। মোহব্বাতে গুলশান
৩২৭। মাহতাববালা
৩২৮। মাণিকপীর
৩২৯। মাজারে ফেরদওস
৩৩০। মন্সুরহাল্লাজ
৩৩১। মফিদল মোমেনিন
৩৩২। মজ্মুওয়া মোনাজাত
৩৩৩। মারফতেহক্কানী
৩৩৪। মসায়েলে মউতা
৩৩৫। মারফতনামা
৩৩৬। মারফতে মওলা
৩৩৭। মেয়ারাজনামা
৩৩৮। মেস্বাহল ইস্লাম
৩৩৯। মোহাম্মাদী বেদ ১ম খণ্ড
৩৪০। ঐ ২য় খণ্ড

৩৪১। মুর্শিদনামা
৩৪২। মোহসেন্-উল্ ইসলাম
৩৪৩। মোনহর্‌মালতী
৩৪৪। মাহেরমজানের কেস্‌সা
৩৪৫। মোহরে সোলেমানী
৩৪৬। মোনাব্বেহাত তাম্বিহলজাহেলিন
৩৪৭। রাতকানা জামাই
৩৪৮। রাজকন্যা মধুমালা
৩৪৯। রঙ্গিনবাহার কলির অবতার
৩৫০। রঙ্গবাহার
৩৫১। রাঁড়ের মক্কর, ১ম ভাগ
৩৫২। ঐ ২য় ভাগ
৩৫৩। রসনেসা-কন্যা
৩৫৪। রংবেলাল রঙ্গিনী
৩৫৫। রহমতেহক
৩৫৬। রৌশনল মোমিনীন
৩৫৭। রূপবান্-রূপবতী
৩৫৮। রাগমালা শতময়না
৩৫৯। রেজওয়ানসাহা
৩৬০। রাহেনাজাত
৩৬১। রওশনল ইমান
৩৬২। রোকমনিপরি
৩৬৩। রসের খনি
৩৬৪। লালবানু শাহাজামাল
৩৬৫। লালমতি সয়ফলমুল্লুক
৩৬৬। লাইলীমজনু
৩৬৭। লালমিঞা শিবতারা
৩৬৮। লালমোন
৩৬৯। লজ্জাবতী
৩৭০। লজ্জতন্নেসা
৩৭১। লালকুমার ভানুবতী
৩৭২। লক্ষ্মী-শনির ঝগড়া
৩৭৩। লোকমান হাকিমের উপদেশ
৩৭৪। সয়ফলমুল্লুক (বড়)
৩৭৫। সয়ফলমুল্লুক (ছোট)
৩৭৬। সোলতান্ জমজমা
৩৭৭। সুরতলাল বিবি
৩৭৮। সেকান্দারনামা
৩৭৯। সায়েতনামা
৩৮০। সাখাওয়াংনামা
৩৮১। সেরাজ-উল্ ইসলাম
৩৮২। সালাতেনুর
৩৮৩। সোলেমানী তালেনামা
৩৮৪। সুরতজামাল
৩৮৫। সুরতনামা
৩৮৬। সেরাতলমোমেনিন
৩৮৭। সিদ্দিকল্‌ওয়ায়েজিন
৩৮৮। সত্যপীর
৩৮৯। সোলতানবল্‌খী
৩৯০। সোণাভান
৩৯১। সূর্য্যউজাল
৩৯২। সমৃতভান
৩৯৩। সখিসোণা
৩৯৪। স্বাশুড়ী বৌ'র ঝগড়া
৩৯৫। সতীবিবি
৩৯৬। সহীদে কারবালা
৩৯৭। সের আলী
৩৯৮। সাদ্দাদেব নকল বেহেস্ত
৩৯৯। সুন্দরকলি বারমাসী
৪০০। সংসারচরিত্র
৪০১। সতীময়নাপ্রকাশ সৈয়দ ময়না
৪০২। সপ্তপয়কর
৪০৩। সাপের মন্ত্র
৪০৪। শাহীতপ্তে সোলেমানী

৪০৫। শরাহবেকায়া
৪০৬। শশীমুক্তা
৪০৭। শাহ এস্রাণ চন্দ্রবান
৪০৮। শেখ ফরিদ
৪০৯। শাহাদাৎনামা
৪১০। শাহমাদারের কেস্‌সা
৪১১। শাহরুম
৪১২। শিরিফরহাদ
৪১৩। শাহ জালাল জমিলাখাতুন
৪১৪। শাহ ঠাকুরবর
৪১৫। শাহকামাল সূর্য্যভানু
৪১৬। শাহদোলা
৪১৭। শাফাতুলবাগা
৪১৮। শাহকলন্দর
৪১৯। শ্যামসোহাগীর কেস্‌সা
৪২০। শ্যামসুন্দর পরিমালা
৪২১। শ্যামনুরিমান
৪২২। শীতবসন্ত
৪২৩। শাহনামা
৪২৪। শাহসুফি সোল্‌তান
৪২৫। শামসুল আহকার
৪২৬। শরাহমোহাম্মাদী
৪২৭। ছন্দ মজার শ্বশুরবাড়ী
৪২৮। হয়রাতালফেকা
৪২৯। হুজ্জতল ইসলাম
৪৩০। হায়জানামা
৪৩১। হেদায়েতুলইসলাম (বাঙ্গালা)
৪৩২। হাসেন মকসুদ
৪৩৩। হুরনুরবিবির কেস্‌সা
৪৩৪। হায়েজনেফাস
৪৩৫। হাতেমতাই
৪৩৬। হাকিকতল আম্বিয়া
৪৩৭। হাজার মসলা
৪৩৮। হাদিস আরবাইন
৪৩৯। হায় বাতুল মোমিনীন
৪৪০। হেদায়েতুল মোবতাদী
৪৪১। হেদায়েতুল ফোস্‌সাক
৪৪২। হাবিল কাবিলের কেস্‌সা
৪৪৩। হাদিস দেল্‌রওশন
৪৪৪। হকিকতস্‌ সালাত
৪৪৫। হালাতন্‌নবী
৪৪৬। হাসেন হোসেন
৪৪৭। হাসিনাবানু
৪৪৮। হেকায়েত চারইয়ার
৪৪৯। হৃদয়ের প্রেম-লহরী
৪৫০। হপ্ত আক্‌লিমের বাদশাহ

"বটতলার পুথি" বলিয়া আমরা যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করি না, কেবল ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকি, উপরের তালিকায় সেই শ্রেণীর ৪৫০ খানি পুস্তকের নাম লিখিত হইল। বাজারে প্রচলিত ৪৪৪৬ খানি "বটতলার পুথির" মধ্যে, এ পর্য্যন্ত ৪৫০ খানি পুস্তকই আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ইহার মধ্যে যে কয়েকখানি পুস্তকের রচয়িতার নাম, ঠিকানা এবং রচনার সাল নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

অভয়ফুল—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুচিয়ামোড়া গ্রামনিবাসী ওসিমদ্দিন শাহা কর্ত্তৃক বিরচিত।

আখ্‌বার-উল্‌ ওজুদ—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মুন্সী মোহাম্মাদ খাতের এই গ্রন্থ রচনা করেন।

আম্বিয়ার বাণী—১১৬৫ সালে রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট ঝাড়বিশিলা গ্রামনিবাসী কাজী হায়াতমোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

আখ্‌বারস্‌ সালাত—১২৭৮ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

আস্‌রারস্‌সালাত—১২৯৬ সালে কলিকাতানিবাসী মুন্‌শী আব্দুল ওহাব এই পুস্তক রচনা করেন।

আরবা-আরবাইন হাদিস—১৩০৯সালে এই পুস্তক হাজী গরিবউল্লাদ্বারা বিরচিত।

আবুসামা—১২৩৫ সালে ২৪ পরগণা জেলা নিবাসী জয়নাল আবেদিন কর্তৃক এই পুস্তিকা বিরচিত।

আজায়েব সোলেমানী—১৩০৫ সালে কুমিল্লা জেলার হাফেজ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জম আলী কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত।

আলাওদ্দিন—১৩০৮ সালে কুমিল্লা জেলা নিবাসী সৈয়েদ জিন্নত আলী দ্বারা এই পুস্তক বিরচিত।

আহকামল শরিয়ত—১২৮৮ সালে আয়জদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

আজায়েব চা'র ইয়ার—১২০৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার ফেলু ওস্তাগার এই পুস্তক রচনা করেন।

ইব্‌লিসনামা—১১৭৮ সালে মুন্‌শী শাহ গরিবুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

আস্‌মানসিং—১৩০১ সালে বরিশাল জেলার সলিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

ইমামচুরী—১২৫০ সালে বক্কার খাঁ কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত।

ইমামযাত্রা—১৩০৯ সালে বগুড়া জেলার গৈনারাকান্দি নিবাসী দুর্গতীয়া সরকার এই পুস্তক রচনা করেন।

ইউসুফ জেলেখা—১২৪০ সালে ফকির মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

একশত ত্রিশ ফরজ—১২৪৬ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

এলাজে বাঙ্গালা—১২৯৮ সালে নদীয়া জেলার শান্তিপুরনিবাসী মুন্‌শী মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক্‌ এই পুস্তক রচনা করেন। ইহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

এশ্‌কে জহর—১৩২২ সালে ফরিদপুর জেলার সুন্দরদিনিবাসী আব্দুল হাকিম এই পুস্তক রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম "এশ্‌কে জহর বা জাহান্‌ আয়ার কেস্‌সা"।

একদিলশাহ—১২৪১ সালে রংপুর জেলার শীতলগাড়ী নিবাসী আশক মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

পীর গোরাচাঁদ—১২৭৮ সালে বর্দ্ধমান জেলার খেজুরহাটী-বাহাদুরপুরনিবাসী খোন্দা-নওয়াজ সাহেব এই পুস্তক রচনা করেন।

তব্‌লিগ-উল্‌ ইসলাম—১৩১৫ সালে হুগলী জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামনিবাসী মোহাম্মাদ দাউদ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম "তব্‌লিগ-উল্‌ ইসলাম অর্থাৎ তোহফাতুল মোমেনিন।"

তারিখে-আবুহানিফা—১৩১৮ সালে চট্টগ্রাম জেলানিবাসী মৌলবী ইয়ার মোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

দরবেশনামা—১২৬৬ সালে ফরিদপুর জেলার মুল্‌ফৎগঞ্জনিবাসী মৌলবী আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

গঞ্জেমারফৎ—১২৬৮ সালে ফরিদপুর জেলার মুলফৎগঞ্জনিবাসী মৌলবী আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

শশীমুক্তা—১৩১১ সালে বরিশাল জেলার জয়ানিবাসী আকতাবউদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

দিল্‌দিওয়ানা—১২৬৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা-হোসেনপুরনিবাসী আব্দর রহিম এই পুস্তক রচনা করেন।

শহীদেকারবালা—১২৮৯ সালে হুগলী জেলার ভুরশুট-কানপুরনিবাসী মোহাম্মাদ মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

সেরআলী—১২৮৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার শাহ সেরআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

নূরলইমান—১২৮৮ সালে হাওড়া জেলার মোল্লা মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

নক্‌শে সোলেমানী—এই পুস্তক চারি খণ্ডে সমাপ্ত। ১ম খণ্ড ১২৬৮, ২য় খণ্ড ১২৬৯, ৩য় খণ্ড ১২৭০ এবং ৪র্থ খণ্ড ১২৭১ সালে বিরচিত হয়। হুগলী জেলার ধসানিবাসী জোনাব আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

নেজাম পাগ্‌লা—১১৭০ সালে মুন্‌শী মোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

নুরনামা—১২৭৮ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মুন্‌শী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

ঝগড়ানামা—১২৭২ সালে ২৪ পরগণা জেলার ধান্যখোলা মোহনপুরনিবাসী আসিরদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

ওজুদ্‌নামা—১৩০৩ সালে কলিকাতানিবাসী আব্দল অহ্বাব এই পুস্তক রচনা করেন।

কলমা মোনাজাত—ঢাকা জেলার মফিজদ্দিন আহমদ্‌ গত ১২৯৮ সালে এই পুস্তক রচনা করেন।

চৌদ্দ উজির—১৩০৩ সালে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ানিবাসী মোহাম্মাদ ওমর এই পুস্তক রচনা করেন।

গমের দরিয়া—১২৯০ সালে ঢাকা জেলার শরাফৎগঞ্জনিবাসী আব্দর রহমান এই পুস্তক রচনা করেন।

চাহার দরবেশ—বিগত ১১১৮ সালে মুন্সী মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

কেয়ামতনামা—১২৪১ সালে ২৪ পরগণার বসিরহাটনিবাসী উর্দ্দু হেদায়েৎ ইস্লাম রচয়িতা, হাফেজ সৈয়েদ আমানত-উল্লা সাহেব এই গ্রন্থ রচনা করেন।

সায়েতনামা—১২৯২ সালে ঢাকা জেলার মুন্সী মফিজদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গেসোহরাব—১২৯৪ সালে ২৪ পরগণার হায়দারপুর গ্রামনিবাসী হবিব-উল-হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

সোলেমানী ভালেনামা—১২৯৮ সালে গোলাম ফরিদ নামক এক ব্যক্তি এই পুস্তক রচনা করেন।

নাজাতুল আরওয়াহ—১৩১০ সালে কলিকাতানিবাসী মুন্সী আব্দুল ওহাব এই পুস্তক রচনা করেন।

গেন্দেগোলহরয়োজ—১২৮৩ সালে হুগলী জেলানিবাসী মোহাম্মাদ তাহের এই পুস্তক রচনা করেন।

তুষ্টনামা—১২৮৬ সালে শ্রীরত্নেশ্বর দাস এই পুস্তক রচনা করেন।

বেদারল গাফেলিন—১২৬৮ সালে হুগলী জেলার বালিয়া বামনপাড়ানিবাসী সমির-উদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

ফয়সালে আহকাম—১৩১০ বঙ্গাব্দে হুগলী জেলার মোহাম্মাদ মুন্সী এই পুস্তক রচনা করেন।

ফাজিলাতে বারচাঁদ—১২৯৩ সালে হুগলী জেলার ধনানিবাসী জোনাব আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

ফকিরবিলাস—১২৯৯ সালে রংপুর জেলার শীতলগাড়ীনিবাসী মুন্সী এনায়েতুল্লা সরকার এই পুস্তক রচনা করেন।

হাজার মসলা—১১৭৬ সালে মোহাম্মাদ জান এই পুস্তক রচনা করেন।

দিদার ইলাহী—১২৭২ সালে বর্দ্ধমান জেলার গোলাম ইমাম ওরফে বুদ্ধু শাহ এই পুস্তক রচনা করেন।

সপ্ত পয়কার—১১৬০ সালে চট্টগ্রামের সৈয়েদ আলাওল পণ্ডিত এই পুস্তক রচনা করেন।

সতী ময়না—১১৪১ সালে চট্টগ্রামের পণ্ডিত কাজী দৌলত ও পণ্ডিত সৈয়েদ আলাওল এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম "সতী ময়না, প্রকাশ সৈয়েদ ময়না ওরফে লোরচন্দ্রানী।"

খায়রে দো জাহান্—১২৮৬ সালে যশোহর জেলার মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল্ বা সানুওয়ার—১২৯০ সালে হাওড়া জেলার মোল্লা মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহে এব্রাণ চন্দ্রবান্—১২৮৭ সালে মুন্সী মোহাম্মাদ দ্বারা বিরচিত।

মন্সুরহাল্লাজ—১২৮২ সালে ২৪ পরগণা জেলার শেখ আমির উদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

শেখ ফরিদ—১২৯৯ সালে ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা হোসেনপুরনিবাসী আব্দর রহিম এই পুস্তক রচনা করেন।

নাসিহাতে আহলেকলি—১৩১৫ সালে হাওড়া জেলার আদমপুরনিবাসী মোহাম্মাদ আইনদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

তুতিনামা—১২৯৭ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

নূরবখ্ত নওবাহার—১২৮৮ সালে হাওড়া জেলার চন্দ্রপুরনিবাসী শেখ আব্দল-গফ্কার এই পুস্তক রচনা করেন।

হাতেমতাই—১৩১০ সালে হাওড়া জেলার বসন্তপুরনিবাসী সৈয়েদ হামজা এই পুস্তক রচনা করেন।

সেরার্তল মোমেনিন—১২৯৬ সালে মুন্সী মালেমোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

তৃষ্ণাবতী বিরাগুরু—১২৬৭ সালে যশোহর জেলার মধুভোগনিবাসী মুন্সী মণিরদ্দিন্ এই পুস্তক রচনা করেন।

কাসাসোল আম্বিয়া—১৩০২ সালে কলিকাতানিবাসী মৌলবী রহমতুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গনামা—১৩০১ সালে মুন্সী মোহাম্মাদ ইয়াকুব এই পুস্তক রচনা করেন।

বোন্বিবির জহুরানামা—১২৮৭ সালে হাওড়া জেলার মুন্সী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলশালে আজায়েব—১২৯৯ সালে হুগলী জেলার মণ্ডলঘাটনিবাসী শাহাদাৎ-উল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

দিলফেরের পিয়ারজাহান—১২৯১ সালে হাওড়া গোলাবাড়ীনিবাসী সৈয়েদ মোহাম্মাদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

সতীবিবির কেস্সা—১৩০৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার তালপুকুরনিবাসী আয়ুদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

মালঞ্চকন্যা—১৩০৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার তালপুকুরনিবাসী আয়জদ্দিন আহম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

দেল্‌বাহার গোলেস্তা—১৩০০ সালে ২৪ পরগণা জেলার কোমরদ্দিন কর্ত্তৃক এই পুস্তক বিরচিত হয়।

জহুরা বিবির কেস্‌সা—১২৮১ সালে ঢাকা জেলার গড়পাড়া নিবাসী মুন্‌শী তাজদ্দিন মোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

মালতীকুসুমমালা—১৩০২ সালে মোহাম্মদ মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

দিন্‌কাণা শ্বশুর—১৩১১ সালে ২৪ পরগণার তালপুকুরনিবাসী আয়জদ্দিন আহম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

সমির জ্বালাল—১৩২০ সালে ঢাকা জেলার কোমরদ্দিন খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

চন্দ্রাবলী—১২৮১ সালে ফরিদপুর জেলার মোহাম্মাদ আবেদ এই পুস্তক রচনা করেন।

শ্বাশুড়ী বৌর ঝগড়া—১৩১০ সালে ২৪ পরগণানিবাসী মোহাম্মাদ মাহ্‌মুদ এই পুস্তক রচনা করেন।

নারীপুরুষের রঙ্গ রসের ঝগড়া—১২৮২ সালে রাজসাহী জেলার জোবেদ আলী খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গে চল্‌কান্—১৩১৯ সালে চট্টগ্রাম মীরেশ্বরী নিবাসী শেখ আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

বদিওজ্জমার লড়াই—১৩১৮ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

কলির চরিত্র—১৩১৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার বামনসুন্দর ভরদ্বাজহাটনিবাসী হাফেজ হাশমত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহনামা—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর নিবাসী (আসল) মুন্‌শী মোহাম্মাদ খাতের এই গ্রন্থ রচনা করেন।

সূর্য্য উজাল—১২৪৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার বক্কার খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল্‌বা বাহরাম—১২৮৪ সালে মোহরদ্দিন মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

পবনকুমারী—১২৯৫ সালে নদীয়া জেলা নিবাসী খোন্দকার গোলাম ইস্‌মাইল এই পুস্তক রচনা করেন।

রসনেসা কন্যা—১৩০৬ সালে বরিশাল জেলার শৈলাদা নিবাসী মোকাম্মেল খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

সোনাভান—১১৫৫ সালে ২৪ পরগণা নিবাসী ফকির মোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

লালমোন্—১১১১ সালে মোহাম্মাদ আরিফ এই পুস্তক রচনা করেন।

সামৃতভান্—১২৯৬ সালে হাবিবদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

ছুরনুর বিবি—১৩০৬ সালে মেদিনীপুর জেলার হোসেনাবাদ নিবাসী দেয়াজতুল্লা ওরফে আব্দুল সাত্তার এই পুস্তক রচনা করেন।

জামাই শ্বশুরের ঝগড়া—১৩১০ সালে আসগার আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শায়সোহাগীর কেস্‌সা—১৩২১ সালে রাজসাহীর বাহাদুরপুরনিবাসী মোহাম্মাদ মফির উদ্দিন ও মফিজ উদ্দিন আহমদদ্বয় এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলশানে মোহাব্বাত—১২৮৬ সালে মুন্‌শী তমিজ উদ্দিন কর্ত্তৃক বিরচিত।

গোলশানে রূম—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণার মেটিয়া-বুরুজ নিবাসী আব্দুল জব্বার এই পুস্তক রচনা করেন।

শাম নূরিমান—১২৯০ সালে ২৪ পরগণার মুন্‌শী মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল্ সনুবর—(গদ্য) ১২৯০ সালে ২৪ পরগণার শ্রীকানাইলাল শীল এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গে নওশাদ—১৩১৯ সালে মেদিনীপুর জেলার মন্তানিবাসী সুবেদার আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

যামিনী ভান্—১২৯৮ সালে হাওড়া জেলার মুনশী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

শ্যামসুন্দর পরিমালা—১৩১৯ সালে রংপুর জেলার মোহাম্মাদ ইদ্রিস এই পুস্তক রচনা করেন।

মল্লিকা আকার—১২৭২ সালে আমিরদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল্‌জাদী বিবি—১৩২০ সালে জলপাইগুড়ির হায়হায়পাথারনিবাসী তমিজদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

লজ্জাবতীর পুঁথি—১৩২০ সালে হাওড়া জেলার হাত-হেড়ে নিবাসী আজহার আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

দেল্ পসন্দ—১২৯৯ সালে হুগলী তালপুরনিবাসী আয়জদ্দিন কর্ত্তৃক বিরচিত।

শীতবসন্ত—১৩২০ সালে গোলাম কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

সুরতজামাল—১৩১৬ সালে হাওড়া জেলার খয়রুল্লা মোহাম্মাদ ও জোনাব আলী কর্ত্তৃক বিরচিত।

মনোরায় জাহান্ আরা—১৩১৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার চাঁদগাঁওনিবাসী মোহাম্মাদ আব্বাস আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাশুড়ীজামাই'র ঝগড়া—১৩২১ সালে ঢাকার চাকিজোড়নিবাসী মোহাম্মাদ কোরবান আলী কর্ত্তৃক বিরচিত।

সখীসোণা—১৩১৮ সালে ঢাকার ঢাকিজোড়নিবাসী মোহাম্মাদ কোরবান আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

বত্রিশধার লালকুমার—১৩১৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলার হায়হায়পাথার নিবাসী ইদ্রিস মোহাম্মাদ কর্ত্তৃক বিরচিত।

জঙ্গে জামাল—১৩২১ সালে হাওড়া জেলার থল্‌সানীনিবাসী মৌলবী শেখ আজহার এই পুস্তক রচনা করেন।

সুরতলাল বিবি—১৩২০ সালে ২৪ পরগণা জেলার হাতিয়াগড়নিবাসী মোহাম্মাদ বাবন এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গে রসুল—১৩২০ সালে হাওড়া জেলার থল্‌সানিনিবাসী মৌলবী আজহার আলী কর্ত্তৃক বিরচিত। এই পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম "জঙ্গে রসুল ও জঙ্গে হজরত আলী"।

সমসামল মোয়াহেদিন—১২৯৪ সালে নদীয়া জেলার বড় চাঁদঘরনিবাসী ফসিহদ্দিন কর্ত্তৃক বিরচিত।

রাশিনামা—১২৯৬ সালে এই "রাশিনামা, তালেনামা ও চিকিৎসারত্নাবলী" নামক পুস্তক কুমিল্লা জেলার মুনশী ফয়জদ্দিন রচনা করেন।

লালমিঞা শিবতারা—১৩১২ সালে নোয়াখালী জেলার নলপুরনিবাসী মুনশী আব্দুল কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

শাফাতোলবালা—১২৯৯ সালে দিনাজপুর জেলার জগন্নাথপুরনিবাসী হাজী ছাদেক আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহাদোলা—১৩১০ সালে মোহাম্মাদ আকবর আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহকামাল সূর্য্যভানু—১২৯০ সালে ময়মনসিংহ জেলানিবাসী আব্দুল গনী এই "শাহকামাল সূর্য্যভানু বিবি" নামক পুস্তক রচনা করেন।

শাহঠাকুরব—১৩১০ সালে ২৪ পরগণার ডাউকী নিবাসী নসিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

সোলতান বলখী—১২৮৬ সালে আব্দুল মজিদ খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

হাসেল মকসুদ—১২৯০ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুনশী গোলাম মণ্ডলা এই পুস্তক রচনা করেন।

হেদায়েৎ ইসলাম—১২৯৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুনশী গোলাম মণ্ডলা, এই পুস্তকের দ্বারা বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের সুবিধার জন্য, উর্দ্দূ ভাষায় লিখিত মূল "হেদায়েৎ-উল্ ইসলামের" বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।

রোয়জানামা—১২৯২ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুনশী গোলাম মণ্ডলা এই পুস্তক বঙ্গভাষায় রচনা ও প্রকাশ করেন।

হুজ্জতল ইস্‌লাম—১২৯৯ সালে হুগলী জেলার বালভনিবাসী রহিম বক্‌শ এই পুস্তক রচনা করেন।

কাঞ্চনমালা—১২৯৩ সালে কুমিল্লা জেলার দক্ষিণচান্দলানিবাসী সৈয়েদ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহকলন্দর—১২৮৬ সালে বগুড়া জেলার শাহমামুদ খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

ঘৃণিনামা—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার কুঁচিয়ামোড়া গ্রাম নিবাসী ওসিমদ্দিন শাহা এই পুস্তক রচনা করেন।

মোনাই যাত্রা—১২৮৮ সালে বগুড়া জেলার নাজের মোহাম্মাদ সরকার এই পুস্তক রচনা করেন এবং ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা ইহার সংশোধন করেন। পুস্তকের ভণিতায় উভয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

মালকা জোহরা-বিবি—১২৯৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুন্‌শী গোলাম মওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

প্রেমতরঙ্গ—১২৮৩ সালে চট্টগ্রাম জেলার মোশায়াটক নিবাসী মুন্‌শী মোহাম্মাদ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

উম্মর উম্মিয়ার নকল—১৩০০ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

কটুর মিঞা—১২৯৪ সালে কুমিল্লা জেলার সৈয়েদ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

কালুগাজী ও চম্পাবতী—১২৮৫ সালে ২৪ পরগণা জেলার খোন্দকার আহমদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

কওলেল আরেফিন—১২৮৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার শাহ শেরআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

খানে নিয়ামত—১২৯২ সালে বৰ্দ্ধমান জেলার বামানয়া নিবাসী মুনশী গোলাম মওলা ওরফে ফেলু মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

উম্মর আলী ইরাবতী—১৩১৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার ওসিমদ্দিন শাহ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

নূরল বসর—১২৯৭ সালে পাবনার সাহাজাদপুরনিবাসী আব্দুল শুকুর ওরফে মাণিক মিঞা এই পুস্তক রচনা করেন।

নসিহতে করিমী—১৩০০ সালে ফরিদপুর জেলার চর-শিমুলিয়া নিবাসী ও মক্কা-প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

গঞ্জল আরশ—১২৮৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুন্‌শী গোলাম মওলা এই পুস্তক আরবী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।

শাহজলাল জমিলা খাতুন—১২৯৯ সালে কুমিল্লা জেলার বকশ আলী খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

মফিদল হোজ্জাজ—১৩০০ সালে দিনাজপুর জেলার যোগীবাড়ী নিবাসী হাজী হেদায়েৎউল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

তেলেসমাত সোলেমানী—১২৯৮ সালে কুমিল্লা জেলার হাফেজ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জম আলী এই পুস্তক রচনা করেন। ইহার অপর একটি নাম "আজারের সোলেমানী দ্বিতীয় ভাগ"।

ভানুমতীর লড়াই—১৩০১ সালে বগুড়া জেলার খলিল উদ্দিন গাইন এই পুস্তক রচনা করেন।

ব-কারবালা মাতম হোসেন—১২৯৬ সালে মেদিনীপুর জেলার মৌলবী আব্দুল-কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

বাগবাহার—১৩০২ সালে কুমিল্লা জেলা নিবাসী সৈয়েদ জিয়াত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

ভেসুওয়া সুন্দরী—১২৮৪ সালে চট্টগ্রামনিবাসী ও কলিকাতা প্রবাসী মৌলবী হামিদুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

লালবানু শাহজামাল—১৩০০ সালে রঙ্গপুর জেলার সাদেক আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

বাহার দানেশ—১৩০২ সালে শ্রীদ্বারিকানাথ রায় এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলেআরজান—১২৮২ সালে কাজী রয়হান্-উদ্দীন আহমদ্ ও সাদুল্লা সরকার এই পুস্তক রচনা করেন। পুস্তক পাঠ করিলে, গ্রন্থকারদ্বয়কে বগুড়া জেলার লোক বলিয়া বোধ হয়।

জঙ্গে হয়দার—১৩২২ সালে মুনশী কোবাদ আলী এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

শাহআলম নূরজাহান—১২৯১ সালে শেখ মেহেরদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

ভুতিনামা—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার মুনশী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

রাজকন্যা মধুমালা—১৩০৭ সালে ময়মনসিংহ নিবাসী সৈয়েদ জোবেদআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

রাতকাণা জামাই—১৩১৫ সালে মোহাম্মাদ মেরাছতুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

জোবেদা খাতুন—১২৯২ সালে হুগলী জেলার মুনশী জোনাব আলী ইহার রচনা করেন।

শিরিঁ ফরহাদ—১২৮৫ সালে হুগলী জেলার কাজী রয়হানউদ্দিন আহমদ ও তমিজদ্দিন খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলআন্দাম—১২৯০ সালে হুগলী জেলার হরিপালনিবাসী মুন্সী আরজদ্দিন দ্বারা বিরচিত।

হুদ্দমজ্জার শ্বশুরবাড়ী—১৩১১ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মদ মুন্সী এই পুস্তক রচনা করেন।

বেনজীর বদরে মুণির—১২৭৯ সালে হাওড়া জেলার করিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

খয়বরের জঙ্গনামা—১২৮৪ সালে দিনাজপুর জেলার মৌলবী দোস্তমোহাম্মদ চৌধুরী এই পুস্তক রচনা করেন।

মেফতাহল জেন্নাত—১২৮০ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

মকসুদল মোহসিনিন—১২৯৯ সালে রংপুর জেলার জলঢাকানিবাসী মৌলবী জহিরুদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

ফেসানা বেদার বখ্‌ত—১৩১৪ সালে ফরিদপুর জেলার পালংনিবাসী কাজী আব্দুল ওয়াজেদ এই পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম "ফেসানা বেদার বখ্‌ত ও পরিমাহেলাকা"।

জৈগুণ—১২০৪ সালে হুগলী জেলার ভুরশুট নিবাসী সৈয়েদ হামজা এই পুস্তক রচনা করেন।

দারা সেকান্দারনামা—১১৯৫ সালে চট্টগ্রামের সৈয়েদ আলাওল পণ্ডিত এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলজারে আতশ—১২৭৫ সালে কলিকাতা নিবাসী আবদুল্লাহ এই পুস্তক রচনা করেন।

দলিল উলআহকাম—১২৯১ সালে ফরিদপুর জেলার বহুরা কোটালীপাড়ানিবাসী মৌলবী দলিলউদ্দিন আহম্মদ দ্বারা বিরচিত।

পদ্মাবতী—এই পুস্তকের রচনার সাল তারিখ আজিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চট্টগ্রামের সৈয়দ আলাওল পণ্ডিত ইহা রচনা করিয়াছিলেন। প্রকাশকের যে নামের মোহর পুস্তকে ছাপা হইয়াছে, তাহাতে ১২৮৭ সাল লেখা আছে।

হয়রাতাল ফেকা—১২৭৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলামমওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

নিয়েৎনামা—১২৮৭ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী বেলায়েৎহোসেন, ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত "হেদায়েৎ-উল্ ইসলাম" নামক উর্দ্দু পুস্তক অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিয়াছেন।

মল্লিকার হাজার সওয়াল—১২৭৬ সালে মুনশী শেরবাজ এই পুস্তক রচনা করেন।

নারিকেল বেড়ের লড়াই—১২৩৫ সালে ২৪ পরগণা জেলায় সাজনগাজী এই পুস্তক রচনা করেন।

ফেসানা-আজায়েব—১২৭৫ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী বেলায়েৎ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

ফজায়েলে হরমায়েল—১২৮৩ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন। ইঁহার আদিম নিবাস ফরিদপুর জেলায়।

ফজিলাতে হজ—১২৯৩ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

ফাতেমার জহুরানামা—১৩০০ সালে বগুড়া নিবাসী আসমতুল্লা খোন্দকার এই গ্রন্থ রচনা করেন।

বে-নমাজী নারীর পুঁথি—১৩০০ সালে কুমিল্লা রাজগঞ্জ নিবাসী কলিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

মফিদল খালায়েক—১২৯০ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

যুগী কাছের—১২৩৪ সালে বগুড়া নিবাসী সাহেবুল্লা খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

রং বাহার—১২৭১ সালে কটকনিবাসী মৌলবী হাজী আব্দুল মজিদ ভূঞা এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

তর্কবিয়েতুল ইমান—১২৭০ সালে ২৪ পরগণা জেলার বাইশহাট্টা-ধুলিহারী নিবাসী উমেদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

দেলরোবা টার চমন্—১১৯৬ সালে কটকের মৌলবী ও হাজী আব্দুল মজিদ ভূঞা ইহা রচনা করেন।

রঙ্গিন বাহার—১২৮৮ সালে বগুড়া জেলার কুজাইল নিবাসী মোহাম্মাদ আরিফ ইহা রচনা করেন।

খাবনামা—১৩০৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মণ্ডল ইহা রচনা করেন।

গোলে বকাওলি—১৩০০ সালে পাবনা জেলার দুলাই নিবাসী মুনশী আব্দুল শুকুর ওরফে মাণিক মিঞা ইহা রচনা করেন।

গোলশানে নওবাহার—১৩০৪ সালে পাবনা জেলার দুলাইনিবাসী মুন্সী আব্দুল শুকুর ইহা রচনা করেন।

গীরকনামা—১২৮৩ সালে বরিশাল ভোলা মহকুমার আলিনগর নিবাসী শেখ মেন্হাজদ্দিন ইহা রচনা করেন।

চোরচক্রবর্ত্তী—১২৮৬ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

চৌত্রিশ অক্ষর—১৩০০ সালে রংপুর জেলার মেলাবর সাকিনের রসুলমোহাম্মদ খোন্দকার ইহা রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম "চৌত্রিশ অক্ষরের ফজিলত"।

বারমাস—১২৮৩ সালে মোহাম্মদ আকবর ইহা রচনা করেন।

মফিদ্দল ইসলাম—১৩০১ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম ইহা রচনা করেন।

মউতনামা—১২৮৩ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

মৌলুদ গোলাজারে বাহারিয়া—১২৯৪ সালে রংপুর জেলার মুনশী রসুল মোহাম্মদ খোন্দাকার ইহা রচনা করেন।

মৌলুদ বাহারিয়া—১২৮২ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

নওখেরিদ পাহালওয়ান—১২৮৭ সালে ২৪ পরগণার মুনশী মোহাম্মদ ইছহাক ইহা রচনা করেন।

নবচিকিৎসা বোধ—১২৪৩ সালে বরিশাল জেলার কবিরাজ শ্রীনবকুমার নাথ ইহা রচনা করেন।

কালুগাজী-চম্পাবতী—১৩০২ সালে হুগলী জেলার মোহাম্মদ মুনশী ইহা রচনা করেন।

সয়ফল মুল্লুক বদিওজ্জমাল—১২৮৪ সালে মুনশী আব্দুল আজিজ ইহা রচনা করেন।

লাইলীমজনু—১২৮৭ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী আব্দুল অহ্বাব ইহা রচনা করেন।

ষাঁড়ের মকরনামা—১৩১৬ সালে ঢাকা নারায়ণগঞ্জনিবাসী মুনশী রিয়াজদ্দিন ইহা রচনা করেন। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

গোলেহরমুজ—১২৮১ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মদ খাতের ইহা রচনা করেন।

সোলতানুজমুজমা—১২৮৮ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

মধুমালা—১২৫৮ সালে কুমিল্লার মুনশী সৈয়েদ জিন্নাতআলী ইহা রচনা করেন।

চেমনবাহার—চট্টগ্রামের পণ্ডিত ফাইমদ্দিন ১২৪৫ সালে ইহা রচনা করেন।

ছিলছত্ররাজার জঙ্গ—১২৪৬ সালে বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল নিবাসী বাতাসু সরকার ইহা রচনা করেন।

দেলারাম—১৩১৮ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী রিয়াজদ্দিন খাঁ ইহা রচনা করেন।

লালমতি—১২৯৫ সালে চট্টগ্রামের পণ্ডিত আব্দুল হাকিম ইহা রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম, "লালমতি সয়ফল মুল্লুক"।

কলির নসিহত—১২৭০ সালে ২৪ পরগণার চানক নিবাসী শেখ রমজানউল্লা ইহা রচনা করেন।

জানুরওশন—১২৯০ সালে নদীয়া শান্তিপুর নিবাসী মোহরদ্দিন আহম্মদ ইহা রচনা করেন।

বিধবা বিচ্ছেদ—১৩০৩ সালে বরিশাল চাঁদপাশা নিবাসী সলিমউদ্দিন ইহা রচনা করেন।

নেকবিবি—১২৯২ সালে ঢাকা রহমাগঞ্জ নিবাসী মুনশী গরীবউল্লা ইহা রচনা করেন।

সত্যপীর—১২৮৬ সালে ওয়াজেদ আলী ইহা রচনা করেন।

তমিম গোলাল—১২৭১ সালে চট্টগ্রামের সৈয়েদ মোহাম্মদ রাজা ইহা রচনা করেন।

সয়ফল মুল্লুক—চট্টগ্রামের সৈয়েদ আলাওল পণ্ডিত ইহা রচনা করেন। রচনার সন-তারিখ আজিও আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

দাকায়েক-উল হেকায়েক—চট্টগ্রামের সৈয়েদ মৌলবী নুরুদ্দিন ইহা রচনা করেন। ইহার অপর দুইটী নাম, "রুহনামা ও মউতনামা"।

জেবল-মুল্লুক সামারোক—ইহা চট্টগ্রামের সৈয়েদ আকবর আলী দ্বারা বিরচিত। রচনার সন-তারিখ আজিও আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

উপরে যে সমস্ত পুস্তকের নাম এবং রচনার সন-তারিখ সহ গ্রন্থকারদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম। তালিকার লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) আরবী ও পার্শী ভাষায় লিখিত, ইসলাম ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকের মূল এবং তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ। (ক) শরিয়ৎ—গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, (খ) মারফৎ—সন্ন্যাসধর্ম্ম।

(২) জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক, তিথি-নক্ষত্র প্রভৃতির বিচার। গণনা-প্রণালী। স্বপ্ন-বিচার সম্বন্ধীয় পুস্তক। কু-ফল দূর করিবার ব্যবস্থা।

(৩) পশু ও মানব চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক। (ক) আয়ুর্ব্বেদ, (খ) পেঁতে, (গ) হাকিমী, (ঘ) অবধৌতিক।

(৪) দোওয়া, এসেম ও কবচ (তাবিজ) ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তক।

(৫) দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক।

(৬) সাধনা-প্রণালী এবং সিদ্ধি লাভের উপায় সম্বন্ধীয় পুস্তক।

(৭) মিলনাত্মক ও বিয়োগাত্মক উপন্যাস (প্রেম-কাব্য)।

(৮) নাটক (প্রহসন ও গীতাভিনয়)।

(৯) সমাজচিত্র, সংসারচিত্র—চাবুক।

(১০) ইতিহাস এবং ইতিহাসের ছায়া।

(১১) জীবন-চরিত।

(১২) বিবিধ উপদেশ।

এ সম্বন্ধে বলিবার ও আলোচনা করিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় অগত্যা মত ইহার উপসংহার করিলাম। সময় ও সুযোগানুসারে কবিদিগের রচনা-শক্তির ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। প্রায় সহস্র বৎসর হইতে চলিল, এ দেশে আমরা হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায় বাস করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দু ভ্রাতারা ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানেন না। তাই তাঁহারা অনেক সময়, ইসলাম ধর্ম্ম এবং মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক ভুল ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ইহা যে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিত "বটতলার পুথি"গুলিকে ঘৃণা না করিয়া, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা পাঠ করেন, তাহা হইলে, মুসলমান ধর্ম্ম ও মুসলমানের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল ধারণাগুলি দূর হইতে পারে। আমি এই প্রবন্ধের প্রথমাংশেই বলিয়াছি যে, "আমার অনুসন্ধান-কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই এবং বহুসংখ্যক পুস্তক এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" সকল পুস্তকগুলি সংগৃহীত এবং অনুসন্ধান-কার্য্য শেষ হইলে উহার এক এক খণ্ড পুস্তক সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তক-ভাণ্ডারে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য

ইউক্লিডের স্বীকার্য্য পাঁচটি সরল রেখা, সমতল, বৃত্ত ও কোণ নিয়া। তিনি রেখা, তল, সরল রেখা, বৃত্ত, সমতল ও কোণের নির্দ্দোষ সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। স্বীকার্য্য পাঁচটি ইহাদের ধর্ম্ম কতকটা পরিস্ফুট করিয়া জ্যামিতিক প্রমাণে প্রয়োগের উপযোগী করিয়াছে। জ্যামিতিকারগণ সরল রেখা ও সমতলের সাহায্যেই সর্ব্বপ্রকার রেখা ও তল সম্বন্ধীয় সমাধান করিয়াছেন। সুতরাং সরল রেখা ও সমতল সম্বন্ধীয় স্বীকার্য্য কয়টিই যাবতীয় রেখা ও তল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ভিত্তি। স্বীকার্য্য কয়টির উপরে সুবিস্তৃত জ্যামিতি শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং তৎসাহায্যেই জ্যামিতির কলেবর উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। যদিও জ্যামিতি প্রকৃতির পরিমাণঘটিত যাবতীয় জটিলতার নিখুঁত সমাধান সম্পাদন করিতেছে, কিন্তু ইহার মূল উপাদান রেখা ও তলের নির্দ্দোষ সংজ্ঞা কি? অর্থাৎ ইহারা প্রকৃতপক্ষে কি জিনিষ, তাহা এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। উক্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে জ্যামিতি শাস্ত্রের ভিত্তি-স্বরূপ স্বীকার্য্য কয়টির আলোচনা প্রয়োজন। আমরা ইহাদের একাদিক্রমে পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমশঃ উক্ত মৌলিক ধর্ম্ম বিশ্লেষণের চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রথম স্বীকার্য্য সম্বন্ধে চর্চ্চা হইবে। স্বীকার্য্যটী এই ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত সরল রেখা অঙ্কিত হইতে পারে।

রেখা মাত্রেরই সমাধান সরল রেখার উপর নির্ভর করায় জ্যামিতিকারগণ ১ম স্বীকার্য্যকে অঙ্কনের মূল ভিত্তি ধরিয়া লক্ষকের (Locus) সিদ্ধান্তের সাহায্যে অপরাপর প্রকারের রেখা অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু মৌলিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন সময় সাধারণ জাতি রেখার অঙ্কনে সমর্থ না হইলে বিশেষ জাতি সরল রেখার অঙ্কন সম্ভবে না। অতএব সরল রেখার সঙ্গে রেখার বিষয়ও দেখিতে হইবে। রেখা ও সরল রেখার সংজ্ঞা এই ;—

যাহার দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু বিস্তার নাই, তাহাকে রেখা বলে।

যে রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকে সরল রেখা বলে।

একটি স্থানের সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী পার্শ্বদ্বয়ের দূরত্বই উক্ত স্থানের দৈর্ঘ্য। দূরত্ব রৈখিক পরিমাণ দ্বারা নির্ণীত হয়। সুতরাং রেখার সংজ্ঞায় দৈর্ঘ্য শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না।*

---

* তলের সংজ্ঞা এই ;—

যাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার আছে, কিন্তু বেধ নাই, তাহাকে তল বলে।

জ্যামিতির আরম্ভেই রেখা ও তল শব্দের সংজ্ঞা প্রদত্ত আছে। এমতাবস্থায় রেখা ও তলের সংজ্ঞায় প্রযুক্ত বিস্তার শব্দ এবং তলের সংজ্ঞায় প্রযুক্ত বেধ শব্দের অর্থ জ্যামিতির আরম্ভে জানা প্রয়োজন। দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক রেখার লম্বভাবে অবস্থিত রেখার মাপ প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, এই উভয়ের মাপ যে যে রেখার দ্বারা জ্ঞাপিত হয়, লেখের

সরল রেখার সংজ্ঞায় এরূপ কোন বিশেষ ধর্ম্ম প্রকাশ করে না, যাহা অপরাপর রেখা হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে। কারণ, উক্ত বিশেষ ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে "সোজাভাবে অবস্থিত" এই কথার অন্তর্নিহিত। সুতরাং ইহা সরল শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র। অর্থাৎ ইহাকে সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে না।

বিস্তারবিহীন রৈখিক মাপ সাধারণতঃ পথ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যদিও পথের বিস্তার আছে, কিন্তু পরিমাণ নির্দ্ধারণ সময়ে তাহার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। পদার্থ-বিজ্ঞানে স্থূল হিসাবে বস্তুর গতি-পথকে রেখা বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। সূক্ষ্ম হিসাবে কণিকার পথকে রেখা বলা হইয়া থাকে। বিন্দুর অংশ না থাকায় তাহার বিভিন্ন পার্শ্ব নাই। সুতরাং দূরবর্ত্তী পার্শ্বদ্বয়ের দূরত্ব-জ্ঞাপক দৈর্ঘ্যও বিন্দুতে সম্ভবে না। এ প্রকারে কণিকার গতিপথে যে যে বিন্দু অবস্থিতি করে, তাহাদের যে কোনটি হইতেই গতিপথের উপর লম্ব উত্তোলন করা হউক, লম্বস্থিত আদিবিন্দু ব্যতীত যে কোন বিন্দু উক্ত পথের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিবে। অর্থাৎ কণিকার গতিপথের কোন বিস্তার থাকিতে পারে না।

হাতকাটী ফুটকাটী প্রভৃতি দ্বারা রৈখিক মাপ হইয়া থাকে। ইহাদের আকৃতি সরল। মাপের প্রথম শিক্ষা সরলরৈখিক মাপ। বক্র রেখার মাপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান তাত্ত্বিক জ্ঞানের ন্যায় সরল রেখার সাহায্যেই নিষ্পন্ন। বৃহৎ বক্র রেখাকে আমরা সুবিধার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নেই। উহাতে খণ্ডগুলির আকৃতি অনেকটা সরল রেখার মত হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহাকে সরল রেখা দিয়া মাপিবার সুবিধা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্র রেখা সরল কাটী ঘুরাইয়া মাপ হইয়া থাকে, শিকল কি ফিতা দ্বারা রৈখিক মাপ সাধিত হয়। কিন্তু উহাদের দৈর্ঘ্যও সরল কাটী হইতেই প্রাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় প্রকারের রৈখিক মাপ

মাপ-জ্ঞাপক রেখা প্রত্যেকের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত। অবশ্য জ্যামিতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকের নিকটও দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ শব্দ পরিচিত। কিন্তু তাহারা লম্ব শব্দ না জানিতে পারে, কি লম্বের সংজ্ঞা না বুঝিতে পারে। তথাপি লম্ব বলিতে যাহা বুঝা যায়, তৎসম্বন্ধে মোটামুটী ধারণা তাহাদের আছে। তাহারা যখন বিস্তার ও বেধ শব্দ উল্লেখ করে, তখন তাহাতে উক্ত ধারণা নিহিত থাকে। সুতরাং প্রস্থ ও বেধ শব্দের উপর তলের সংজ্ঞা নির্ভর করিলে লম্বের সংজ্ঞা তল সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকা আবশ্যক। কিন্তু লম্বের সংজ্ঞায় কোণ শব্দের ব্যবহার আছে এবং কোণের সংজ্ঞায় তল শব্দ প্রযুক্ত না হইলেও উহ্য আছে, স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, কোণের সমষ্টি সম্বন্ধীয় জ্ঞান ইহার সমতলে অবস্থিতির ধারণা হইতে উৎপন্ন। অথচ জ্যামিতিক প্রয়োগে দৃষ্ট হয়, কোণের সমষ্টি নির্দ্ধারণের নিদান সংজ্ঞায়ই লিখিত আছে।

উদাহরণ। ক খ গ ও গ খ ঘ কোণ একই সমতলে অবস্থিত না হইলে তাহাদের সমষ্টি ক খ ঘ কোণ হইতে পারে না। সমষ্টির কারণ "একই সমতলে অবস্থিতি" হওয়ায় কোণ সমতলের সঙ্গে সংশ্রবান্বিত। আমরা সংজ্ঞার সাহায্যে এই সংশ্রব ধরিতে পারি না। সুতরাং উক্ত সংশ্রব কোণের অপরিস্ফুট সংজ্ঞায় লুক্কায়িত আছে। অতএব রেখার সংজ্ঞায় বিস্তার এবং তলের সংজ্ঞায় বিস্তারও বেধ শব্দ থাকিতে পারে না।
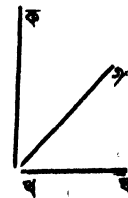
সরলরৈখিক মাপের সাহায্যেই নিষ্পন্ন। রেখাসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান দৃষ্টিশক্তির উপরই নির্ভর করিয়া আসিতেছে। তজ্জন্যই জ্যামিতিক প্রমাণে চিত্রাঙ্কন আবশ্যক। এমন কি, প্রমাণের অনেক স্থলেই দৃষ্টি-শক্তির সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞায় বৃত্তদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দুর অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবিত্ব, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় বৃত্তের পরিধি পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক সরল রেখার পরিবর্দ্ধন প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি-শক্তির বিষয়ীভূত। ইহাদের সমর্থনোপযোগী অপর কোন যুক্তি নাই।

সোজা মাপ দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভর করে। সোজা ও বাঁকা ঠিক করিবার দৃষ্টিশক্তিই প্রধান অবলম্বন। যদি কোন এক ব্যক্তি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য লক্ষ্য করিয়া এক-দৃষ্টিতে (অর্থাৎ মস্তক ও চক্ষুর তারকা পরিবর্ত্তন না করিয়া) ক্রমাগত ঐ দ্রব্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, তবে সে সোজাভাবে চলিতেছে, এইরূপ বলা হয়। সাধারণতঃ ঐ ব্যক্তি দ্রব্যটির দিকে যাইতেছে বলা গিয়া থাকে। আমরা এইরূপে দিক্ শব্দ পাইয়াছি। এক স্থানে থাকিয়াও দিক্‌সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিতে পারে। যদি কোন দ্রব্য ক্রমাগত এইরূপে চলিতে থাকে যে, দর্শকের একদৃষ্টি অবস্থায় সর্ব্বদা তাহার মাত্র একই অংশ দেখিতে পায়, তবে উক্ত বস্তু একই দিকে চলিতেছে, এইরূপ বলা হয় এবং বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই প্রকার গতির নামই সরলরৈখিক গতি। তজ্জন্যই ইদানীং সরলরেখার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে;—

যে রেখার অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় বিন্দু ক্রমাগত একই দিকে অবস্থিত, তাহাকে সরল-রেখা বলে।

বিজ্ঞানশাস্ত্রে মাত্র আলোকরশ্মি ও সমবেগে চলিত দ্রব্যেই সরলরৈখিক গতির প্রয়োগ আছে। একাধিক বল প্রযুক্ত হইলে দ্রব্য বিভিন্ন প্রকারের পথে চালিত হয়। কিন্তু সরল-রেখা ভিন্ন অপর কোন রেখার সঙ্গে আলোকরশ্মির সম্পর্ক এক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং সাধারণ রেখা হইতে সরল রেখার বিশেষত্ব একমাত্র দ্রব্যের গতিপথ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। সম্পূর্ণ সমবেগে চালিত দ্রব্য জগতে দুর্লভ। পক্ষান্তরে আলোকরশ্মি একমাত্র সরলরৈখিক পথে চালিত। অধিকন্তু দ্রব্যের গতিপথ এই আলোকরশ্মির সাহায্যেই নির্ণীত হয়। তজ্জন্যই সরল-রেখার প্রথম জ্ঞান আলোকরশ্মির পথ—দিক্ হইতে প্রাপ্ত হই।

নিম্নলিখিত সত্য দুইটি কি স্থির, কি গতিশীল, বস্তুর উভয়বিধ অবস্থাতেই বর্ত্তমান।

১। একই সময়ে একই স্থানে মাত্র একটি দ্রব্য অবস্থিতি করিতে পারে।

২। একই সময়ে একটি দ্রব্য মাত্র এক স্থানে অবস্থিতি করিবে।

তজ্জন্যই একটী দ্রব্যের গতিপথে কোন বস্তু অবস্থিতি করিলে উক্ত দ্রব্য বাধা প্রাপ্ত হয়। অতএব গতিবিশিষ্ট দ্রব্যেরও স্থানে অবস্থিতির ধর্ম্ম বিদ্যমান; তবে গতিসময়ে ক্রমাগত স্থান-পরিবর্ত্তন করে, এই মাত্র। পথের অন্তর্ভুক্ত উক্ত পরিবর্ত্তিত স্থান ব্যতীত আর কিছুই নাই। সুতরাং গতিবিশিষ্ট দ্রব্য গতিসময়ে যে যে স্থান অতিক্রম করে, তাহাদের সমাহারই উক্ত দ্রব্যের পথ।

সরল কাটী দিয়া কোন পথ মাপিতে হইলে কাটিটী প্রথমতঃ উক্ত পথের এক প্রান্তে রাখিতে হয়। পরে কাটী উঠাইয়া যে স্থানে রাখা হইয়াছিল, সে স্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া পুনরায় রাখা হয়। এইরূপে পর পর সংযুক্ত স্থানে রাখিয়া ক্রমে পথটীর অপর প্রান্তে যাইতে হয়। সর্ব্বশুদ্ধ যত বার কাটী রাখা হইল, তাহাই অর্থাৎ ফুট-কাটী হইলে তত ফুট, গজ-কাটী হইলে তত গজ উক্ত পথের দৈর্ঘ্য। এইরূপ ক্রিয়াকেই মাপ বলে। রৈখিক পরিমাণ স্থির করিবার এই কৌশল গতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতেই প্রাপ্ত। কারণ, সরল কাটিটি পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চালিত করিলে কাটী যতগুলি স্থান অতিক্রম করে, তাহাদের মধ্যে যে যে স্থানের সাধারণ অংশ নাই, মাত্র সেইগুলির দ্বারা সমস্ত পথ ব্যাপ্ত হইলেই উক্ত পথটি তাহাদের সমষ্টি হইতে পারে। সে স্থানগুলি পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর সংযুক্ত স্থান বই কিছুই নয়। কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত কাটী চালিত না করিয়া উঠাইয়া ফেলা হয়, এই মাত্র। রৈখিক মাপ মাত্রই কাটীর মাপ অথবা কাটীর মাপ হইতে প্রাপ্ত শিকল প্রভৃতির মাপ। অতএব রৈখিক মাপ মাত্রই পথের মাপ। এইরূপে জমির পার্শ্ব, কি বস্ত্রাদি পথ না হইলেও ইহাদের মাপ পথের মাপ। সুতরাং একমাত্র পথই রেখা। পুনরায় পথের অন্তর্ভুক্ত মাত্র কণিকার পথে বিস্তার না থাকায় আমরা কণিকার পথকেই রেখা বলিব।

সুদূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যন্ত জ্যামিতিক প্রয়োগের বিষয়ীভূত পদার্থ এবং সভ্য-জগতের জ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে এই প্রয়োগের প্রসার ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই বিরাট চিত্রের অনুকৃতি ক্ষমতানুযায়ী ক্ষুদ্র পটে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া কর্ত্তব্যসাধনে বাধ্য হইতে হয়। পটের উপরে পেন্সিলাদি চালিত হইলে গতিপথে চিহ্ন রাখিয়া যায়, ইহাকে সাধারণতঃ অঙ্কন বলে। কিন্তু জ্যামিতিক স্বীকার্য্যে উক্ত অঙ্কন অর্থে শুধু এইরূপ চিহ্ন প্রদান ইউক্লিডের উদ্দেশ্য নহে। কণিকা গমনকালে গতিপথে কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না। কিন্তু পেন্সিলাদির সাহায্যে উক্ত পথের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং ইহাই জ্যামিতিক অঙ্কন। অতএব স্বীকার্য্যটির অর্থ—দেশের (the whole of space) অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত সমবেগে একটি কণিকা চালিত হইতে পারে।

এই স্বীকার্য্যমধ্যে নিম্নলিখিত সত্য প্রচ্ছন্ন আছে,—

যে কোন বিন্দু হইতে যে কোন দিকে কণিকা সমবেগে চালিত হইতে পারে।

অর্থাৎ স্থানবিশেষে কণিকার চালিত হওয়ার কোন ইতর-বিশেষ নাই।

আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিষয়ীভূত জগতে যাহা কিছু হইয়া থাকে, সমস্তই কণিকার সমষ্টি। আমি প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি, আমার মুখে কতকগুলি কণিকার ঘাতপ্রতিঘাতে বায়ুমণ্ডলে কণিকাসমূহ গতিবিশিষ্ট হইয়া শব্দ উৎপন্ন করিতেছে। উহা শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরস্থিত কণিকা চালিত করায় আঘাত মস্তিষ্কে উপস্থিত হইতেছে। বিভিন্ন সভ্যের মস্তিষ্ক কণিকারাশির বিভিন্ন প্রকার শৃঙ্খলায় গঠিত হওয়ায় বিভিন্ন মস্তিষ্কের অন্তর্ভুক্ত

কণিকাগুলির বিভিন্ন প্রকারের গতিদ্বারা বুদ্ধিতে বিভিন্ন ভাব জন্মিতেছে। সুতরাং বিভিন্ন সভ্যের নিকট বিভিন্ন প্রকারে নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় হইতেছি। সেই নিন্দা ও প্রশংসার প্রতিফলিত আঘাত মস্তিষ্কস্থিত কণিকা চালিত করিয়া চক্ষু ও মুখের কণিকায় আসিয়া পঁহুছিতেছে এবং তাহাদের চালনাতেই আমরা সভ্যবৃন্দের অভিমতের আভাস পাইতেছি। কণিকার পথ রেখা। সুতরাং জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সবই রাশি রাশি রেখা উৎপন্ন করিয়া।

কণিকাগুলির পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত না হইলে কার্য্য হইতে পারে না। এই ঘাত-প্রতিঘাতে কণিকার গতি বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয় এবং সেই পরিবর্ত্তন সুশৃঙ্খলিত থাকিলেই তাহাদের সমষ্টি কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

কণিকার গতিপথে অপর একটি কণিকা পতিত হইলে উক্ত কণিকার গতি পরিবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ কণিকা যে যে বিন্দু অতিক্রম করিয়া যাওয়ার কথা ছিল, তন্মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কণিকা যে বিন্দুতে উপস্থিত হইত, সেই বিন্দুতে অপর একটি কণিকা থাকায়, একই সময়ে একই বিন্দুতে একাধিক কণিকার অবস্থিতি অসম্ভব হেতু গতিবিশিষ্ট কণিকা সেই সময়ে অপর একটি বিন্দুতে উপস্থিত হয় এবং তৎসঙ্গে গতিপথও পরিবর্ত্তন করে। যে বিন্দুতে যাওয়ার পরে পরবর্ত্তী বিন্দুতে উপস্থিত হইতে না পারায় কণিকাটির গতি পরিবর্ত্তিত হয়, উক্ত পরবর্ত্তী বিন্দুকে সেই বিন্দুর সংযুক্ত বিন্দু বলে। যে কোন বিন্দুর সঙ্গে মাত্র কয়েকটি বিন্দু সংযুক্ত ভাবে অবস্থিত। অধিকাংশ বিন্দুই অসংযুক্ত। কণিকা যে কোন বিন্দু অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদাই তাহার সংযুক্ত অপর এক বিন্দুতে উপস্থিত হয়। সুতরাং রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলির পরস্পর সম্পর্ক প্রকাশ করিতে হইলে কতকগুলি সংজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

পর্য্যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পরিচয় পরস্পর-সাপেক্ষ। ইহাদের পরস্পরে নিম্নলিখিত তিনটি সম্পর্ক আছে ;—

১। যে কোন পর্য্যায়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন দুইটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত মাত্র যে কোন একটিকে পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

২। যে কোন পর্য্যায়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন দুইটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটিকে পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে ধরিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইতে অন্যটি পরবর্ত্তী।

৩। যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থ থাকিলে উক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তীটি পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীটি পরবর্ত্তী।

অনুমান। যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত পদার্থ কয়টির সংখ্যা তিন ভিন্ন অপেক্ষা লঘুতর নয়।

১ম প্রতিজ্ঞা

কয়েকটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত এরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা তদন্তর্ভুক্ত অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

যদি উক্ত কয়েকটি পদার্থের সংখ্যা তিন হয়, **ক**, **খ** ও **গ** তিনটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত এরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা তদন্তর্ভুক্ত অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী **ক** ও **খ** পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি পূর্ব্ববর্ত্তী ও অন্যটি পরবর্ত্তী।

মনে কর, **ক** পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও **খ** পদার্থ পরবর্ত্তী।

ক ও **গ** পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী পূর্ব্ববর্ত্তী ও অন্যটী পরবর্ত্তী।

যদি **ক** পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও **গ** পদার্থের পরবর্ত্তী হয়, তবে **ক** পদার্থ অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

যদি **গ** পদার্থ **ক** পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, **ক** পদার্থ **খ** পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

অতএব **গ** পদার্থ **খ** পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

অতএব **গ** পদার্থ অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

* * * * * *

২য় প্রতিজ্ঞা

কয়েকটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত এরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা অন্য যে কোন পদার্থের পরবর্ত্তী।

প্রমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিজ্ঞার ন্যায়]

সংজ্ঞা

যে কোন পদার্থকে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ বলে।

৩য় প্রতিজ্ঞা

তিনটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি অন্য দুইটির মধ্যবর্ত্তী হইবে। **ক**, **খ** ও **গ** তিনটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী অন্য দুইটীর মধ্যবর্ত্তী হইবে।

ক, **খ** ও **গ** পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী অন্য দুইটীর পূর্ব্ববর্ত্তী।

মনে কর, **ক** পদার্থ **খ** ও **গ** পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

খ ও **গ** পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী অন্যটীর পরবর্ত্তী।

মনে কর, **গ** পদার্থ **খ** পদার্থের পরবর্ত্তী।

ক পদার্থ খ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

অতএব খ পদার্থ ক ও গ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা

দুইটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ক্রমে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী হইবে।

ক ও গ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী খ পদার্থ; ক ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থ যথাক্রমে খ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী হইবে।

খ পদার্থ ক ও গ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

অতএব ক ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী পূর্ব্ববর্ত্তী ও অন্যটী পরবর্ত্তী।

মনে কর, ক ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত ক পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পরবর্ত্তী।

অতএব খ পদার্থের গ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ক পদার্থের পরবর্ত্তী নয়।

অতএব খ পদার্থের ক পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পদার্থ পরবর্ত্তী।

৫ম প্রতিজ্ঞা

দুইটী পদার্থের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ, তাহারা যে পদার্থদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইবে।

ক পদার্থ খ ও গ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী এবং খ ও গ পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী। ক পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী হইবে।

ক পদার্থ খ ও গ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

অতএব খ ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী ক পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপরটী পরবর্ত্তী।

মনে কর, ক পদার্থের খ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পদার্থ পরবর্ত্তী।

খ পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

অতএব ঘ ও ঙ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত, খ পদার্থের একটী পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপরটী পরবর্ত্তী।

মনে কর, খ পদার্থের ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ঙ পদার্থ পরবর্ত্তী।

খ পদার্থ ক পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

অতএব ক পদার্থ খ পদার্থের পরবর্ত্তী।

খ পদার্থের ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ক পদার্থ পরবর্ত্তী।

অতএব ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ক পদার্থ পরবর্ত্তী।

গ পদার্থ ক পদার্থের পরবর্ত্তী।

অতএব ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পদার্থ পরবর্ত্তী।

গ পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

অতএব গ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ঙ পদার্থ পরবর্ত্তী।
গ পদার্থ ক পদার্থের পরবর্ত্তী।
অতএব ক পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ঙ পদার্থ পরবর্ত্তী।
ঘ পদার্থ ক পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।
অতএব ক পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

সংজ্ঞা

৩।৪ দুইটী পদার্থের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ না থাকিলে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থকে যথাক্রমে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলে।

৫। যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে পদার্থ তদন্তর্ভুক্ত অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাকে উক্ত পর্য্যায়ের আরব্ধি বলে।

৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞা

যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আরব্ধি ব্যতীত অন্য যে কোন পদার্থের একটী অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ থাকিবে।

ক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আরব্ধি হইতে অন্য খ পদার্থের একটী অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ থাকিবে।

খ পদার্থ আরব্ধি হইতে অন্য।
অতএব ঘ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ আছে।
মনে কর, খ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী গ কয়েকটী পদার্থ। মনে কর, গ কয়েকটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত ঘ পদার্থ অন্য যে কোন পদার্থের পরবর্ত্তী।
অতএব খ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী এইরূপ পদার্থ নাই, যাহা ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী।
অতএব ঘ পদার্থ খ পদার্থের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী।

সংজ্ঞা

৬। যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে পদার্থ তদন্তর্ভুক্ত অন্য যে কোন পদার্থের পরবর্ত্তী, তাহাকে উক্ত পর্য্যায়ের সমাপ্তি বলে।

৭ম প্রতিজ্ঞা

যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সমাপ্তি হইতে অন্য যে কোন পদার্থের একটী অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থ থাকিবে।

[প্রমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিজ্ঞার ন্যায়]

সংজ্ঞা

৭। পর্য্যায়ের সম্বন্ধে যে কোন পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থ ক্রমে অন্য

পর্য্যায়ের সম্বন্ধেও পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী, তাহাকে উক্ত অন্য পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ পর্য্যায় বলে।

অনু :—যে কোন পর্য্যায়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন কয়েকটি পদার্থের সংখ্যা তিন অপেক্ষা লঘুতর না হইলে, তাহাকে উক্ত পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ পর্য্যায়-রূপে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

৮ম প্রতিজ্ঞা

তিনটী পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রথমটীর দ্বিতীয়টী এবং দ্বিতীয়টীর তৃতীয়টী অভ্যন্তরস্থ হইলে তৃতীয়টী প্রথমটীর অভ্যন্তরস্থ হইবে।

ক পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ **খ** পর্য্যায় এবং **খ** পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ **গ** পর্য্যায় ; **গ** পর্য্যায় **ক** পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ হইবে।

অর্থাৎ **গ** পর্য্যায়ের সম্বন্ধে যে কোন পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থ **ক** পর্য্যায় সম্বন্ধেও পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী হইবে।

মনে কর, **গ** পর্য্যায় সম্বন্ধে **ঘ** পূর্ব্ববর্ত্তী ও **ঙ** পরবর্ত্তী পদার্থ। ইহারা ক্রমে **ক** পর্য্যায়ের সম্বন্ধেও পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী হইবে।

গ পর্য্যায়ের সম্বন্ধে **ঘ** পূর্ব্ববর্ত্তী ও **ঙ** পরবর্ত্তী পদার্থ।

খ পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ **গ** পর্য্যায়।

অতএব **খ** পর্য্যায়ের সম্বন্ধেও **ঘ** পূর্ব্ববর্ত্তী ও **ঙ** পরবর্ত্তী পদার্থ।

খ পর্য্যায় **ক** পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ।

অতএব **ক** পর্য্যায় সম্বন্ধেও **ঘ** পূর্ব্ববর্ত্তী ও **ঙ** পরবর্ত্তী পদার্থ।

সংজ্ঞা

৮।৯ দুইটী অভ্যন্তরস্থ পর্য্যায়ের একটীর অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও অন্যটীর অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থ পরবর্ত্তী হইলে উক্ত "একটী" পর্য্যায়কে পূর্ব্ববর্ত্তী ও উক্ত "অন্য" পর্য্যায়কে পরবর্ত্তী পর্য্যায় বলে।

৯ম প্রতিজ্ঞা

একটী পর্য্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পর্য্যায় থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তীটী পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীটী পরবর্ত্তী হইবে।

ক পর্য্যায় হইতে **খ** পর্য্যায়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ও **গ** পর্য্যায়ের পরবর্ত্তী ; **খ** ও **গ** পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত **খ** পূর্ব্ববর্ত্তী ও **গ** পরবর্ত্তী হইবে।

অর্থাৎ **খ** পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও **গ** পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থ পরবর্ত্তী হইবে।

খ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ঙ পদার্থ পরবর্ত্তী হইবে।

ক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত চ একটী পদার্থ।

ক পর্য্যায় হইতে খ পর্য্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী।

অতএব ক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ক পদার্থ হইতে খ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী।

এই প্রকারে ক পদার্থ হইতে ঙ পদার্থ পরবর্ত্তী।

অতএব ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ঙ পদার্থ পরবর্ত্তী।

সংজ্ঞা

১০। একটী পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে পদার্থ তাহার অভ্যন্তরস্থ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত দুইটী পর্য্যায়ের মধ্যবর্ত্তী, তাহাকে উক্ত অভ্যন্তরস্থ পর্য্যায়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী পদার্থ বলে।

১১।১২। একটী পর্য্যায়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী যে কোন পদার্থ উক্ত পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলে উক্ত পর্য্যায়কে, উক্ত পর্য্যায় যাহার অভ্যন্তরস্থ, তাহার খণ্ড পর্য্যায় ও অপর পর্য্যায়টীকে উক্ত খণ্ড পর্য্যায়ের পূর্ণ পর্য্যায় বলে।

অনুমান

১। অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী নয়, এরূপ যে কোন দুইটী পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তীটীকে আরব্ধি ও পরবর্ত্তীটীকে সমাপ্তি করিয়া একটী খণ্ড পর্য্যায় করা যাইতে পারে।

২। একটী খণ্ড পর্য্যায় ও তাহার আরব্ধির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ একই কারণে একটী খণ্ড পর্য্যায় করা যাইতে পারে।

৩। উক্ত একীভূত খণ্ড পর্য্যায়ের উক্ত অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ আরব্ধি এবং প্রথমোক্ত পর্য্যায়ের সমাপ্তি সমাপ্তি হইবে।

৪। একটী খণ্ড পর্য্যায় ও তাহার সমাপ্তির অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থের একীকরণে একটী খণ্ড পর্য্যায় করা যাইতে পারে।

৫। উক্ত একীভূত খণ্ড পর্য্যায়ের উক্ত অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থ সমাপ্তি এবং প্রথমোক্ত পর্য্যায়ের আরব্ধি আরব্ধি হইবে।

৬। একটী খণ্ড পর্য্যায়ের সমাপ্তি অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপর একটী খণ্ড পর্য্যায়ের আরব্ধি অব্যবহিত পরবর্ত্তী হইলে তাহাদের একীকরণে একটী খণ্ড পর্য্যায় করা যাইতে পারে।

৭। উক্ত একীভূত খণ্ড পর্য্যায়ের প্রথমোক্ত পর্য্যায়ের আরব্ধি আরব্ধি ও অপর পর্য্যায়ের সমাপ্তি সমাপ্তি হইবে।

১০ম প্রতিজ্ঞা

কোন পূর্ণ পর্য্যায়ের খণ্ড পর্য্যায়ের খণ্ড পর্য্যায় উক্ত পূর্ণ পর্য্যায়ের খণ্ড পর্য্যায় হইবে।

[প্রমাণ ৮ম প্রতিজ্ঞার ন্যায়]

দুইটী খণ্ড পর্য্যায়ের নিম্নলিখিত কয়েকটী সম্পর্ক থাকিতে পারে ;—

১। ক খ গ ঘ
২। ক খ,গ ঘ
৩। ক গ খ ঘ
৪। ক গ খ,ঘ
৫। ক গ ঘ খ
৬। ক,গ ঘ খ
৭। ক,গ খ,ঘ
৮। ক,গ খ ঘ
৯। গ ক খ ঘ
১০। গ ক খ,ঘ
১১। গ ক ঘ খ
১২। গ ক,ঘ খ
১৩। গ ঘ ক খ

ক খ এবং গ ঘ দুইটী খণ্ড পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ক খ পর্য্যায়ের ক আরব্ধি ও খ সমাপ্তি এবং গ ঘ পর্য্যায়ের গ আরব্ধি ও ঘ সমাপ্তি।

ক পদার্থ হয় গ পদার্থ হইবে অথবা গ পদার্থের অন্যতর হইবে।

যদি ক পদার্থ গ পদার্থের অন্যতর হয়, তবে হয় ক পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পদার্থ পরবর্ত্তী অথবা গ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ক পদার্থ পরবর্ত্তী হইবে।

অর্থাৎ ক পদার্থ গ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, গ পদার্থ ও গ পদার্থের পরবর্ত্তী এই তিনটী অবস্থায়ই থাকিতে পারে।

ক পদার্থ গ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা গ পদার্থ হইলে গ পদার্থ ঘ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী

হওয়ায়, ক পদার্থও ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী হইবে। ক পদার্থ গ পদার্থের পরবর্ত্তী হইলে ক পদার্থ ঘ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, ঘ পদার্থ, ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী—এই তিনটী অবস্থায়ই থাকিতে পারে।

অর্থাৎ ক পদার্থ গ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী; গ পদার্থ গ ও ঘ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী, ঘ পদার্থ এবং ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী এই পাঁচ অবস্থায় আসিতে পারে।

শেষ দুই অবস্থায় (১২, ১৩) ক পদার্থ ঘ পদার্থ, অথবা ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী হওয়ায় খ পদার্থও ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী হইবে। সুতরাং খ পদার্থ গ পদার্থের পরবর্ত্তী হইবে বলা বাহুল্য।

অপর তিন অবস্থার প্রত্যেক অবস্থায় খ পদার্থ ঘ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, ঘ পদার্থ ও ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী, এই তিনটী অবস্থায় অর্থাৎ ৩×৩ বা ৯টী অবস্থা হইতে পারে।

এই নয়টী অবস্থার মধ্যে খ পদার্থ ঘ পদার্থ ও ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী যে যে অবস্থায় আছে, সেই সেই অবস্থায় অর্থাৎ ৩+২ বা ৬টী অবস্থায় (৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১১) গ পদার্থের পরবর্ত্তী হইবে।

অবশিষ্ট তিনটী অবস্থার মধ্যে যে অবস্থায় ক পদার্থ গ পদার্থ অথবা গ পদার্থের পরবর্ত্তী, সেই দুইটী অবস্থায় (৮, ৯) খ পদার্থ ও গ পদার্থের পরবর্ত্তী হইবে। মাত্র যে অবস্থায় ক পদার্থ গ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই অবস্থায় খ পদার্থ গ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, গ পদার্থ ও গ পদার্থের পরবর্ত্তী এই তিনটী অবস্থা (১, ২, ৩) হইবে।

১ম ও ১৩শ, ২য় ও ১২শ, ৩য় ও ১১শ, ৪র্থ ও ১০ম, ৫ম ও ৯ম এবং ৬ষ্ঠ ও ৮ম, এই ছয়টী যুগ্মের প্রত্যেক যুগ্মের অন্তর্ভুক্ত পরস্পর কোন পার্থক্য নাই। মাত্র ক খ এর সঙ্গে গ ঘ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ৭মটীতে ক খ ও গ ঘ পর্য্যায় একই পর্য্যায়রূপে পরিণত হইয়াছে।

অতএব দুইটী পর্য্যায়ের মধ্যে মাত্র ছয় প্রকারের সম্পর্ক থাকিতে পারে।

নিম্নে সম্পর্ক কয়টী বিশদরূপে বিবৃত হইল;—

১। ক খ পর্য্যায়ের খ সমাপ্তি পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ ঘ পর্য্যায়ের গ আরম্ভ পরবর্ত্তী হওয়ায় ক খ পর্য্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ ঘ পর্য্যায় পরবর্ত্তী।

২। ক খ পর্য্যায়ের খ সমাপ্তি ও খ গ পর্য্যায়ের গ আরম্ভ একই পদার্থ হওয়ায় মাত্র উক্ত পদার্থ ক খ ও গ ঘ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ।

৩। গ ঘ পর্য্যায়ের গ আরম্ভ ক খ পর্য্যায়ের, এবং ক খ পর্য্যায়ের খ সমাপ্তি গ ঘ পর্য্যায়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত।

পুনরায় ক খ পর্য্যায়ের ক আরম্ভ গ ঘ পর্য্যায়ের গ আরম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং গ ঘ পর্য্যায়ের ঘ সমাপ্তি ক খ পর্য্যায়ের খ সমাপ্তির পরবর্ত্তী।

অতএব ক খ ও গ ঘ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটীর অভ্যন্তরে অবস্থিত কয়েকটী

পদার্থ অপরটীর অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেকটীর অভ্যন্তরে অবস্থিত অপর কয়েকটী পদার্থ অপরটীর অভ্যন্তরে অবস্থিত নয়।

২। ক খ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক পদার্থ খ সমাপ্তির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং গ ঘ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক পদার্থ গ আরব্ধির পরবর্ত্তী হওয়ায় উভয়ের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ পদার্থ গ ও খ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

৩। উক্ত সাধারণ পদার্থ কয়টী দ্বারা উভয়ের এইরূপ একটী সাধারণ খণ্ড পর্য্যায় হইতে পারে, যাহার গ আরব্ধি ও খ সমাপ্তি।

৪,৫,৬। গ ঘ পর্য্যায়ের গ আরব্ধি ও ঘ সমাপ্তি ক খ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ ঘ পর্য্যায় ক খ পর্য্যায়ের খণ্ড পর্য্যায়।

সংজ্ঞা

৩। যে পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থের সঙ্গে তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থের কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক আছে, তাহাকে শৃঙ্খল বলে।

যথা।—পুস্তক, সংখ্যাশ্রেণী, শ্রেঢ়ী প্রভৃতি।

পর্য্যায়ের আরব্ধকে প্রথম, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থকে দ্বিতীয়, এইরূপে অপরাপর পদার্থ ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

৮ম প্রতিজ্ঞা অনুসারে দেখিতে পাই, একটী পর্য্যায় কয়েকটী খণ্ড পর্য্যায়ে বিভক্ত হইলে উক্ত খণ্ড পর্য্যায়গুলিকে এক একটি পদার্থরূপে ধরিয়া পূর্ণ পর্য্যায়টিকে নবগঠিত পদার্থ কয়েকটি দ্বারা উৎপন্ন পর্য্যায়ে পরিণত করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক বৎসরকে এক একটি পদার্থ ধরিয়া কালকে একটি পর্য্যায়ে পরিণত করা যাইতে পারে। পুনরায় প্রত্যেক দিবসকে এক একটি পদার্থ ধরিয়া বৎসরকে খণ্ড পর্য্যায় ও কালকে পূর্ণ পর্য্যায়রূপে ধরা যায়। এইরূপে ঘণ্টা পদার্থ হইলে দিবস খণ্ড পর্য্যায় হইয়া পড়ে। পুনশ্চ কাল একটি শৃঙ্খল। কারণ, কি বৎসর, কি দিন, কি ঘণ্টা, ইহাদের যে কোন একটি পদার্থের অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থরূপে মাত্র বিশেষ এক একটিকেই ধরিয়া থাকি। অতএব ইহাদের সঙ্গে অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থের একটি নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। কিন্তু কি সম্পর্ক, তাহা ধরিতে পারি না। আমরা কার্য্য দ্বারা সময় উপলব্ধি করি। এ পর্য্যন্ত অন্য কিছু দ্বারা সময় উপলব্ধি হয় নাই, সুতরাং উক্ত সম্পর্ক অনুসন্ধানে কার্য্যের বিশ্লেষণ আবশ্যক। আমরা দেখাইয়াছি, কার্য্য মাত্রই গতির সমবায়ে উৎপন্ন, অতএব কণিকার গতি পর্য্যালোচনা করিয়া এই সম্পর্ক নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"গতিবিশিষ্ট দ্রব্য ও স্থানে অবস্থিতির ধর্ম্ম বর্ত্তমান"। অতএব কণিকাও বিন্দুতে অবস্থিতি করিতে করিতে গমন করে। গতিবিশিষ্ট কণিকা গতিপথে কোন একটী বিন্দুতে যে সময় অবস্থিতি করে, তাহাকে ক্ষণ (instant) বলিব।

কণিকার গতির সমবায় কার্য্য এবং কার্য্যদ্বারা সময় উপলব্ধি হয়। অতএব সময়ঘটিত যাবতীয় পরিমাণ কণিকার গতিরাশি হইতেই নির্দ্ধারিত। বিশেষতঃ "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে সময়-ঘটিত মৌলিক একক (unit) স্থানঘটিত সমানতা হইতে প্রাপ্ত দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।* এই স্থানঘটিত সমানতা রৈখিক পরিমাণ। অতএব বিন্দু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশ না থাকায় ক্ষণ সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং সময়ঘটিত যাবতীয় মৌলিক একক এই ক্ষণসমূহের সমষ্টি দ্বারা উৎপন্ন কালের খণ্ডপর্য্যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "কণিকা যে কোন বিন্দু অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদাই তাহার সংযুক্ত বিন্দুতে উপস্থিত হয়।" অর্থাৎ গতিশীল কণিকা যে ক্ষণে একটী বিন্দুতে অবস্থিতি করে, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী ক্ষণে তাহার সংযুক্ত অপর একটী বিন্দুতে অবস্থিতি করিবে। অতএব একটী গতিশীল কণিকা পরস্পর সংযুক্ত দুইটী বিন্দুতে যে যে ক্ষণে অবস্থিতি করে, তাহাদের একটী অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপরটী অব্যবহিত পরবর্ত্তী হওয়ায় উর্ক্ত ক্ষণদ্বয়ের মধ্যে একটী বিশেষ সম্পর্ক পাওয়া গেল। সুতরাং কাল একটী শৃঙ্খল।

এই প্রকারে রেখাও একটী শৃঙ্খল। কারণ, ইহার অন্তর্ভুক্ত যে কোন অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দুর সঙ্গে তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিন্দুর সংযোগ নামে বিশেষ একটী সম্পর্ক আছে। কিন্তু কাল ও রেখার মধ্যে এক বিষয়ে প্রভেদ এই,—রেখার অন্তর্ভুক্ত দুইটী বিন্দুর যে কোনটীকে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি। কিন্তু সময়ের অন্তর্ভুক্ত ক্ষণে তাহা সম্ভবে না। সাধারণতঃ সময়ঘটিত পৌর্ব্বাপর্য্যানুযায়ী অপরাপর পর্য্যায়ঘটিত পৌর্ব্বাপর্য্য ধরা হইয়া থাকে। সুতরাং একটী রেখার অন্তর্ভুক্ত যে বিন্দুতে কণিকা পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিতি করে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দু এবং যে বিন্দুতে পরক্ষণে অবস্থিতি করে, তাহা পরবর্ত্তী বিন্দু। দুইটী বিন্দুর অন্তর্ভুক্ত যে কোনটীকে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীরূপে ধরিয়া নেওয়ার সমর্থতাহেতু যে কোন বিন্দু তাহার সংযুক্ত বিন্দুর সংযুক্ত। অতএব কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী কণিকা কোন একটী বিন্দু হইতে অপর একটী বিন্দু পর্য্যন্ত যে পথে গমন করে, অন্য একটী সময়ে সেই পথের পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দুকে পরবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বিন্দুকে পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দু করিয়া প্রথমোক্ত বিন্দুতে উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় "কণিকাটী যে পথে গমন করিয়াছিল,

* "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, সময়ঘটিত সমানতা স্থানঘটিত সমানতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, স্বতন্ত্র ভাবেই সময়ঘটিত সমানতা সঙ্ঘটিত হয়। উভয়েই স্বীয় স্বীয় অবিভাজ্য অংশের সংখ্যার একত্ব হইতে উৎপন্ন। তবে সময়ঘটিত সমানতার এই তাত্ত্বিক জ্ঞানও স্থানঘটিত সমানতা হইতে পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ সময়ঘটিত সমানতার কি ব্যবহারিক, কি তাত্ত্বিক, উভয়বিধ জ্ঞানই স্থানঘটিত সমানতা হইতে আসিয়াছে। অবশ্য প্রকৃতির দিক্ হইতে দেখিতে গেলে উভয়ের সমানতাই স্বতন্ত্র। কিন্তু কার্য্যদ্বারা সময় উপলব্ধি হয় এবং কণিকার গতিদ্বারা (স্থানপরিবর্ত্তন দ্বারা) কার্য্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ দ্রব্য ও স্থান হইতেই সময়ের জ্ঞান জন্মে। কাজে কাজেই মূলতঃ স্বতন্ত্র হইলেও কালের সমানতা সম্বন্ধীয় জ্ঞান স্থানের সমানতার উপর নির্ভর না করিয়া পারে না।

সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে," এইরূপ বলা হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কণিকার গতিদ্বারাই সময়ের উপলব্ধি হয়। এখন দেখিতেছি, কণিকার গতিপথের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বিন্দুতে এরূপ কোন বিশেষত্ব নাই, যদ্দ্বারা মাত্র একটীকে পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপরটীকে পরবর্ত্তিরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব সময়ের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ক্ষণে যদি এরূপ কোন বিশেষত্ব থাকেও, তাহা আমাদের অবগত হওয়ার কি সুবিধা থাকিতে পারে ? প্রকৃত পক্ষে আমরা যে প্রকারে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী নির্দ্দেশ করি, তাহা সময়ের মৌলিক ধর্ম্ম হইতে পাই নাই, তাহা স্মৃতির বিষয়। স্মৃতির ধারণা হইতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন ভাগে কাল বিভক্ত হইয়াছে এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দ্বারা আমরা কালের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করি।

যে-কোন সময়কে সেই সময়ে বর্ত্তমান কাল বলে, বর্ত্তমান কালকে মধ্যবর্ত্তী পর্য্যায় ধরিয়া সমগ্র কালকে পূর্ব্ববর্ত্তী, মধ্যবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী তিনটী খণ্ড পর্য্যায়ে বিভক্ত করিতে পারি। অপর দুইটীর অন্তর্ভুক্ত যে সময়ের কোন কোন ঘটনা বর্ত্তমান কালে স্মরণ হয়, তাহা অতীত কাল এবং অবশিষ্ট সময়টী ভবিষ্যৎ কাল। এই অতীত কালকেই বর্ত্তমান কালের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ভবিষ্যৎ কালের পরবর্ত্তী বলা হইয়া থাকে।

উপসংহার

১ম স্বীকার্য্যে "সরলরেখা" শব্দটীর ব্যবহার আছে। ইউক্লিড রেখা অথবা সরলরেখার কোন নির্দ্দোষ সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। আমরা রেখার ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি, কণিকার গতিপথই রেখা। আলোকরশ্মি ও সমবেগে চালিত গতির পথ হইতেই আমরা সরলরেখার জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া থাকি।

দেশের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একটী কণিকা সমবেগে (সরলরৈখিক পথে) চালিত হইতে পারে। এই জ্ঞানের অনুকৃতি ক্ষমতানুযায়ী ক্ষুদ্র পটে অঙ্কিত করাই ১ম স্বীকার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কোন একটা কিছু প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাদের যাবতীয় প্রত্যঙ্গ এবং তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক অবগত হওয়া প্রয়োজন। তজ্জন্য রেখার প্রত্যঙ্গগুলি বিশ্লেষণ ও তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক নিরূপণ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি ;—

কণিকা যে যে বিন্দু অতিক্রম করিয়া যায়, তাহাদের সমষ্টিই রেখা। কণিকা-সমষ্টি শৃঙ্খলরূপে পরিণত হইয়া রেখা উৎপন্ন করে। রেখার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কণিকাগুলির পরস্পরের সম্পর্কসূচক রেখার শৃঙ্খলত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অপর এক জাতীয় শৃঙ্খলের সঙ্গে বিশেষরূপে জড়িত। এই শৃঙ্খলের নাম কাল। কাল শৃঙ্খলিত ক্ষণের সমষ্টি। কার্য্যদ্বারা কালের উপলব্ধি হয়। জগতের যাবতীয় কার্য্য কণিকার গতিসমষ্টি দ্বারা উৎপন্ন। অতএব কালসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান, কণিকার গতিপথরেখার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ

বলা যাইতে পারে, স্থানসম্বন্ধীয় সমানতা হইতে সময়-সম্বন্ধীয় সমানতা স্বতন্ত্র। কিন্তু স্থানীয় সমানতা ব্যতীত সময়ের সমানতা উপলব্ধি করিতে মানব অক্ষম। তজ্জন্যই "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে "সময়ঘটিত সমানতার সংজ্ঞা স্থানঘটিত সমানতার উপর নির্ভর করে," এইরূপ বলা হইয়াছে।

গতিশীল কণিকা যে ক্ষণে একটী বিন্দুতে অবস্থিতি করে, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী ক্ষণে উক্ত বিন্দুর সংযুক্ত অপর একটী বিন্দুতে অবস্থিতি করিবে। অতএব কণিকার গতির জ্ঞান হইতে কালের পৌর্ব্বাপর্য্যের জ্ঞান পাওয়া গেল। পুনরায় এই পৌর্ব্বাপর্য্য হইতে রেখার পৌর্ব্বাপর্য্য উপলব্ধি হইয়া থাকে (১৩৬ পৃঃ)। সুতরাং রেখা ও কালের পৌর্ব্বাপর্য্য-জ্ঞান অন্যোন্য-সাপেক্ষ। সংজ্ঞানুসারে আমরা যে কোন ক্ষণকে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ধরিয়া নিতে পারি। কিন্তু ব্যবহারতঃ সর্ব্বদাই দুইটী ক্ষণের মধ্যে বিশেষ একটীকেই মাত্র পূর্ব্ববর্ত্তিরূপে ধরিয়া নেই। ইহা প্রকৃতপক্ষে সময়ের মৌলিক ধর্ম্ম নহে। এই জ্ঞান স্মৃতি হইতে প্রাপ্ত (১৩৭ পৃঃ)। তাত্ত্বিক হিসাবে স্থান ও কালঘটিত পৌর্ব্বাপর্য্যে কোন বিশেষত্ব নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

মহাভারতের সময়

এইরূপ ঐতিহ্য ও হিন্দুগণের বিশ্বাস যে, ভগবান্ ব্যাসদেব ভারত নামে ঐতিহাসিক কাব্য প্রণয়ন করেন। তাহার সহিত তাঁহার শিষ্যগণের রচিত ঘটনাগুলি সংযুক্ত হইয়া কাব্যটী মহাভারত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা রত্নরাজির অগাধ সমুদ্র। যিনি যে বিষয়ের অভিলাষ করিয়া ইহাতে নিমজ্জিত হইয়াছেন, তিনিই ইহা হইতে অভীপ্সিত রত্ন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই কারণে ইহার অনেক লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতে যাহা আছে, তাহা অন্যত্র থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা ভারতে নাই, তাহা কুত্রাপি নাই।* মহাভারত ইতিহাস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।† বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ গুণবিশিষ্ট গ্রন্থকে লোকে ইতিহাস বলিতে শিক্ষিত হইয়াছে, মহাভারত সেরূপ না হইলেও ঘটনার বর্ণন ও চরিত্রের উল্লেখ থাকায় প্রাচীন নিয়ম-মতে ইহাও ইতিহাসপদবাচ্য হইবার সম্পূর্ণ অধিকার রাখে। সুতরাং আমাদের ঋষিগণ ইহাকে ইতিহাস ও কাব্য উভয়ই বলিয়া গিয়াছেন।

মহাভারতে অনেক বিরোধ উক্তি আছে। একই ঘটনা দুই তিন চারি বার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কথিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্বতঃ মনে এই ভাব উদয় হয় যে, ইহা একজনের লেখনীপ্রসূত নহে—ইহাতে বিভিন্ন বিভিন্ন সময় ও ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনা স্থান লাভ করিয়াছে। যদৃচ্ছভাবে পাঠ করিলে ত ইহা প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে, তন্ন তন্ন ভাবে পাঠ করিলে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া সময় নির্দ্ধারণেও সহায়তা করে।

কৃষ্ণচরিত্রে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন যে, মূলতঃ মহাভারতে তিন প্রকার রচনা আছে। প্রথম মূল ঘটনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত রচনা। দ্বিতীয় ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অবান্তর রচনা। তৃতীয় ঘটনার সহিত সম্বন্ধহীন অবান্তর রচনা। প্রথমটী তাঁহার মতে ভগবান্ ব্যাসদেবের রচনা, দ্বিতীয়টী ধার্ম্মিক কবিগণের রচনা, তৃতীয়টী কুকবিগণের রচনা। শেষটী তাঁহার মতে মহাভারত হইতে পরিত্যক্ত হইলেও তাহার মহাভারতত্বের হানি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মত যুক্তিমূলক; তথাপি সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত ঐকমত্য হওয়া যায় না, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্গদেশ, অযোধ্যা ও বোম্বাই অঞ্চলে যে যে মহাভারত মুদ্রিত দৃষ্ট হয়, সেগুলির পরস্পরে অবান্তর অল্পবিস্তর প্রভেদ থাকিলেও মূল ঘটনাবর্ণনে সকলের ঐক্য আছে। ইহার পাঠে

---

* ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥—আদি, ৬২।৫৩

† আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।—আদি, ১।২৬,৮৭
যথৈতাসীতিহাসানাং তথা ভারতমুচ্যতে।—আদি, ১।২৬৬

মোটামুটি এই জানা যায় যে, মহাভারত অন্ততঃ চারি বার প্রতিসংস্কৃত হয়। প্রথম রচনা ভগবান্ ব্যাসদেবের—তাহাতে সঞ্জয় বক্তা ও ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতা। দ্বিতীয় সংস্করণে রোমহর্ষণ পৌরাণিক মহাভারতকে আখ্যায়িকার দ্বারা পূর্ণ করেন। তৃতীয় সংস্করণে জনমেজয় রাজা শ্রোতা ও ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন বক্তারূপে রহিয়াছেন। চতুর্থ সংস্করণে কুলপতি শৌনকের সত্রে উপস্থিত ঋষিমণ্ডলী শ্রোতা ও রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সৌতি বক্তা রহিয়াছেন। মহাভারতের এই চারি প্রতিসংস্কারের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের তিন স্তরের সহিত স্বীকার করিলে জানা যাইতেছে যে, উহাতে অন্ততঃ দ্বাদশ প্রকারের রচনা বর্ত্তমান অর্থাৎ এই কথাই অন্য ভাবে প্রকাশ করিলে দাঁড়াইতেছে যে, মহাভারতে দ্বাদশ বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ের রচনা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাভারতের বর্ণিত বিষয়ের দুইটি সূচী মহাভারতেই পাওয়া যায়। একটি অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে, দ্বিতীয়টি পরবর্ত্তী পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায়ে। প্রথমটিতে "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়" ভণিতাযুক্ত সংক্ষিপ্ত ভারত আছে। ইহাতে উত্তরার গর্ভপাত পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ আছে। দ্বিতীয়টিতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনার সংক্ষিপ্ত-বিস্তারভেদে দুইটি সূচী আছে। অধ্যায়-শেষে মহাভারতের বিষয়ের বহির্ভূত হরিবংশ-গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে। ইহাতে জানা যায় যে, পর্ব্বসংগ্রহ দুই জন কবি বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত করেন। বিস্তৃত অংশটি সম্ভবতঃ হরিবংশকারের রচনা হইতে পারে।

অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেব উপাখ্যানবর্জ্জিত চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকযুক্ত মহাভারত লিখিয়া তাহার সূচী অনুক্রমণিকারূপে প্রণয়ন করেন, তাহাতে প্রায় দেড় শত শ্লোক আছে এবং পর্ব্বানুসারে বৃত্তান্তগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। ইহা ব্যাসদেব তাঁহার পুত্র শুককে প্রথম শিক্ষা দেন। তার পর তাঁহার অনুরূপ শিষ্যগণকে উহা প্রদান করেন।* এই অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে ইহাও লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেব মহাভারতের ঘটনাগুলি মনে মনে স্থির করিয়া লিখিতে পারিতেছিলেন না, ইত্যবসরে পদ্মযোনি তাঁহার সম্মুখীন হন। তিনি ব্রহ্মার সম্মান করিয়া বসাইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাভারত প্রচারে বিলম্ব কেন ? তাহাতে ব্যাসদেব বলিলেন, দ্রুত লেখকের অভাবে আমার অভীষ্ট কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন, গণেশ দেবতাকে স্মরণ করুন—তিনি দ্রুতলেখক। এইরূপ উপদেশ দিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। ব্যাসদেব

---

* চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্। ১০২
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবান্ ঋষিঃ। ১০৩
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাম্।
ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্ব্বং পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্ ॥ ১০৪
ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ।

গণপতি ঠাকুরকে বলিলেন যে, আপনি না বুঝিয়া কিছু লিখিবেন না। তাই গণেশ দুরূহ স্থলে লেখনীর বিরাম দিতেন। সেই অবসরে ব্যাসদেব অনেক শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে অনেক জটিল ভাব আছে। তাই তাহা ব্যাসকূট বলিয়া প্রচলিত। উহার অর্থ ব্যাসদেব ও শুক জানেন, সঞ্জয় জানেন কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই।* এইরূপ প্রবাদ যে, গণেশ ওঁ উচ্চারণ করিয়া মহাভারত লিখিতে আরম্ভ করেন। এই রচনা ভগবান্ ব্যাসদেবের কখন হইতে পারে না—ইহা যে পরবর্ত্তী লেখকের যোজনা, তাহার সন্দেহ নাই। তখন ব্যাসদেব ঈশ্বরপদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার লেখকরূপে গণপতি ঠাকুর আসরে নামিতেছেন।

আবার আদিপর্ব্বের দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেব তপোনিয়ম অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ নিষ্ঠাপূর্ব্বক নিত্য লিখিয়া তিন বৎসরে মহাভারত প্রণয়ন করেন।† মহাভারতে যেরূপ গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব ও মোক্ষশাস্ত্রের সত্যগুলি কথিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা যদৃচ্ছভাবে তড়্বড়্ করিয়া বলিয়া যাইবার বিষয় নহে। উহা আত্মা মন ও সংযত করিয়া স্বয়ং লিখিবার বিষয়; সুতরাং গণেশের লেখকরূপ প্রবাদ সর্ব্বথা মিথ্যা। কারণ, এই অধ্যায়-বর্ণিত কথাই তাহা খণ্ডন করিতেছে।

আবার শান্তিপর্ব্ব ৩২৭ অধ্যায়ে ব্যাসদেব ও তাঁহার চারি শিষ্য সম্বন্ধে যেরূপ কথা লিখিত আছে, তাহাতে শিষ্যগণের অনুদারতা ও ব্যাসদেবের মহানুভবতা প্রকাশিত হইতেছে। শিষ্যগণ গুরুকে প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাঁহার ষষ্ঠ শিষ্য যেন জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ না করে—অর্থাৎ তাঁহার পুত্র শুকদেব ও বৈশম্পায়ন সুমন্তু, জৈমিনি ও পৈল ব্যতিরেকে তাঁহার অন্য শিষ্যগণ যেন বিখ্যাত না হন।‡ এ অংশটি যে বৈশম্পায়ন আদির রচনা নহে,

* পরং ন লেখকঃ কশ্চিদেতস্য ভুবি বিদ্যতে। ৭০
কাব্যস্য লেখনার্থায় গণেশঃ স্মর্য্যতাং মুনে।
এবমাভাষ্য তং ব্রহ্মা জগাম স্বং নিবেশনম্॥ ৭৪
লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক। ৭৭
ব্যাসোঽপ্যুবাচ তং দেবমবুদ্ধা মা লিখ ক্বচিৎ।
ওমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ॥ ৭৯
অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি সঞ্জয়ো বেত্তি বা ন বা। ৮১

† ত্রিভির্বর্ষৈর্লব্ধকামঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ॥ ৪১
নিত্যোত্থিতঃ শুচিঃ শক্তো মহাভারতমাদিতঃ।
তপোনিয়মমাস্থায় কৃতমেতন্মহর্ষিণা॥ ৪২
ত্রিভির্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমুত্তমম্। ৫২

‡ কাঙ্ক্ষামস্তু বয়ং সর্ব্বে বরং দত্তং মহর্ষিণা।
ষষ্ঠঃ শিষ্যঃ ন তে খ্যাতিং গচ্ছেদত্র প্রসীদ নঃ॥ ৪০

তাহা ঠিক। ইহা কোন কূটকারী লেখক অভিসন্ধি পূরণার্থে যে তাঁহাদের প্রতি আরোপিত করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, উদারপ্রকৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ভগবান্ ব্যাসদেব শিষ্যগণকে মোক্ষপ্রাপক বচন দ্বারা উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, তোমরা যে যে বেদপ্রচারব্রতে আদিষ্ট হইয়াছ, তাহা ত করিবেই; তবে বেদের সারভূত এই মহাভারত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রজাতিনির্বিশেষে সকলকেই শ্রবণ করাইবে।*

এখন কথা দাঁড়াইতেছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেবের সমসময়ে কি তাঁহার চারি শিষ্য ছিলেন, না তাঁহারা পরবর্ত্তী কালের লোক? মহাভারতের সর্ব্বত্রই সঞ্জয় বক্তা ও ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতারূপে কথিত। ব্যাসশিষ্যমধ্যে সঞ্জয়েরই নাম রহিয়াছে। এই সকল বিষয় ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বোধ হয় যে, ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার ভারতগ্রন্থ সূতজাতি সঞ্জয়ের মুখেই প্রচারিত করিয়া পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করান। তারপর জনমেজয়ের সভাসদ সূতজাতি রোমহর্ষণ ইহাতে আখ্যায়িকা সংযুক্ত করিয়া ইহার কলেবর পুষ্ট করেন। তারপর জনক রাজার পুরোহিত বৈশম্পায়ন, পৈল, সুমন্ত, জৈমিনি প্রভৃতি বৈশম্পায়ন-ভাগিনেয় যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি জনকের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া জনমেজয়ের সভাসদ নিযুক্ত হন। ইহাঁরাই ভারতকে নানারূপ আখ্যায়িকা ও চরিতভূয়িষ্ঠ করিয়া মহাভারতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। এইটিই সূতজাতি উগ্রশ্রবা সৌতি ঋষিমণ্ডলীকে শ্রবণ করান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শৌনকের সময়েও সূতজাতি পৌরাণিকগণই সাধারণকে মহাভারত শ্রবণ করাইতেন, তখনও তাহার ব্রাহ্মণ-পাঠক নিয়োগের পরম্পরানুক্রমিক প্রথা প্রচলিত হয় নাই। অতএব নিশ্চিত প্রমাণিত হইল যে, ভগবান্ ব্যাসদেবের সমসময়ে তাঁহার চারি শিষ্য ছিলেন না। তাঁহারা পরবর্ত্তী কালের লোক। তাঁহার ভারতগ্রন্থের পঠন-পাঠন ও উন্নতির জন্য তাঁহারা আপনাকে ব্যাস-শিষ্য বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে পরীক্ষিতোপাখ্যান, আস্তিকচরিত, শৌনকের কুলবৃত্তান্ত ও পৌষ্য রাজার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এগুলিতে অনেক পরবর্ত্তী কালের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। যেমন পরীক্ষিৎ তক্ষক নাগ কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। নাগ অর্থে সর্প। তক্ষক সর্পগণের অধিপতি ছিল। সে তক্ষশিলা নামক স্থানে রাজ্য করিত। তাহার ভাগিনেয় আস্তিক মুনি। তিনিই জনমেজয়ের নিকট বর লাভ করিয়া সর্পযজ্ঞের অগ্নিতে পতনোন্মুখ মাতুল তক্ষককে উদ্ধার করেন। এ সকল বিষয় কবিকল্পনা নহে—সত্য বিষয়। নাগ সর্প নহে—তাহারা মনুষ্যজাতিবিশেষ। ভগবান্ কপিল ভূতসর্গের চতুর্দ্দশ সংখ্যা দিয়াছেন। এই নাগগণ দেবযোনির অন্তর্গত, ইহারা সম্ভবতঃ ভারতে নূতন উপনিবেশ

---

* উবাচ শিষ্যান্ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম্যং নৈঃশ্রেয়সং বচঃ।
ব্রাহ্মণায় সদা দেয়ং ব্রহ্মশুশ্রূষবে তথা। ৪৩
শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্য্যং মহৎ স্মৃতম্। ৪৯

স্থাপন করিতেছিল। ইহারা সম্ভবতঃ ক্রূরপ্রকৃতির লোক ছিল, তাই ব্রহ্মবাদিগণ তাহাদের সহিত করণকারণ ও সদালাপ করিতেন না। ইহাদের সহিত হয় ত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। দেশাধিপতি পরীক্ষিৎ তাই তাঁহাদের সহায়তা করেন। তাহারা হয় ত দমিত হইয়াছিল, কিন্তু শক্রতা বিস্মৃত হয় নাই, তাহারই ফলে পরীক্ষিতের উপাংশুহত্যা।

আয়োদধৌম্যের শিষ্যানুশিষ্য উতঙ্ক গুরুদক্ষিণার জন্য উপাধ্যায়িনীর নিমিত্ত পৌষ্য-মহিষীর কর্ণকুণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থিত হইলে তাঁহার এক ক্ষপণকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ক্ষপণক নগ্ন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। সে তাঁহার কুণ্ডল অপহরণ করিয়া তক্ষকবেশে ভুবিবরে প্রবেশ করিল। তিনি অনেক কষ্টে তাহাকে নিগৃহীত করিয়া, কুণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া শাপোন্মত্তা উপাধ্যায়িনীকে প্রদান করিলেন। তিনি গুরুর নিকট বিদায় হইয়া তক্ষকের নিধনার্থে জনমেজয়কে প্রণোদিত করিলেন। ইহার ফলেই সর্পযজ্ঞের আরম্ভ। এ স্থলের বর্ণনদ্বারা বোধ হয় যে, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং বৌদ্ধ ক্ষপণক অমঙ্গল্য জীব বলিয়া দেশে অনাদৃত হইত। সম্ভবতঃ এই দলে নাগগণ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান সময়ের নাগাগণ ইহাদেরই পূর্ব্বস্বরূপ।

শৌনকের পিতামহ রুরু ভৃগুবংশীয়। তাঁহার স্ত্রী সর্পদংশনে মৃত হইলে অনেক সাধনায় তিনি পুনর্জ্জীবিত হন। তদবধি রুরু সর্পবংশ ধ্বংসের সংকল্প করেন। একদা একটি ডুণ্ডুভকে প্রহারোদ্যত হইলে সর্প তাঁহাকে বলে, ব্রাহ্মণ হইয়া আমার হিংসা করিবেন না। যেহেতু ব্রাহ্মণগণ ক্ষমাশীল—ব্রাহ্মণের চেষ্টার ফলেই পুরাকালে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ রহিত হয়।* ইহার দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে যে, শৌনক ও সৌতি জনমেজয়ের বহু কাল পরে প্রাদুর্ভূত হন।

পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায়ের প্রারম্ভে সৌতি ঋষিগণকে বলিতেছেন যে, পরশুরাম ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিসময় ক্রোধবশীভূত হইয়া ক্ষত্রবংশ ধ্বংস করেন এবং স্যমন্তপঞ্চকে পঞ্চ রুধিরময় হ্রদে পিতৃতর্পণ করেন। আবার সেই স্থলে কলি-দ্বাপরের সন্ধিসময়ে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়।† মহাভারতের অন্য স্থলে লিখিত হইয়াছে যে, পরশুরাম ভীষ্মদেব ও কর্ণকে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান

---

* অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্বপ্রাণভৃতাং বর।
তস্মাৎ প্রাণভৃতঃ সর্ব্বান্ ন হিংস্যাদ্‌ব্রাহ্মণঃ কচিৎ॥—১১।১
জনমেজয়স্য যজ্ঞেঽস্মিন্ সর্পানাং হিংসনং পুরা।
পরিত্রাণঞ্চ ভীতানাং সর্পাণাং ব্রাহ্মণাদপি॥১৮—আদি, ১১ অধ্যায়

† ত্রেতাদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
অসকৃৎ পার্থিবং ক্ষত্রং জঘানামর্ষচোদিতঃ॥৩
অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
স্যমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥১৩

করেন।* ইহাঁরা উভয়ে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং পরশুরাম যে কলিদ্বাপরের সন্ধিসময় বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা জানা যাইতেছে। মহাভারতে এরূপ লিখিত থাকায়, পরবর্ত্তী লেখকগণ পরশুরাম, ব্যাসদেব, মার্কণ্ডেয়, বিভীষণ ও হনূমান্ প্রভৃতির অসম্ভব দীর্ঘ-জীবন কল্পনা করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের পাঠকগণকে ভ্রম বিশ্বাসে আস্থাবান্ হইতে অভ্যস্ত করিয়া গিয়াছেন।

বেদে "শতায়ুর্বৈ মনুষ্যাঃ", "আত্মা নাম জায়তে পুত্রঃ, স জীব শরদঃ শতং" আদি বচন আছে এবং লৌকিক আশীর্ব্বাদেও "শতং জীব", "জীব শতং সমা" ইত্যাদি বচন দ্বারা শত বৎসরই যে সাধারণ লোক-পরমায়ু ছিল, তাহা প্রকাশিত হইতেছে। ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা চিরজীবী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার এ অর্থ নহে যে, তাঁহারা অমর ছিলেন অথবা ২।৩ লক্ষ বৎসর জীবিত ছিলেন।

মহাভারতে যেরূপ বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ভীষ্মদেব, ব্যাসদেব, দ্রোণ ও অর্জ্জুনের পরমায়ু নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। যুদ্ধকালে দ্রোণের ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, ইহা দ্রোণপর্ব্বে লিখিত আছে। বিরাটপর্ব্বে অর্জ্জুন উত্তরকে গাণ্ডীবধারণ কথনস্থলে বলিতেছেন যে, তিনি উহা ৬৫ বৎসর ধারণ করিতেছেন। ইহার দ্বারা অজ্ঞাতবাস সময়ে তিনি যে পঞ্চষষ্টিবর্ষদেশীয় ছিলেন, তাহা একরূপ জানা যাইতেছে।† আদিপর্ব্ব শততম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, শান্তনু ৩৬ বৎসর রাজ্য ও কামভোগে অতৃপ্ত হইয়া বনে গমন করেন এবং গঙ্গাতীরে বিচরণকালে জনৈক ক্ষত্রিয়কুমারকে শরজালে গঙ্গাসলিল বদ্ধ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার পত্নী গঙ্গা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি গঙ্গাগর্ভজাত অষ্টম পুত্র দেবব্রত। শান্তনু পুত্রকে চিনিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি জাতমাত্র মাতা কর্ত্তৃক অপসারিত হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতাপুত্রের এই দর্শনকালে ভীষ্মদেবের বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসর হইয়াছিল।‡ কুমার হস্তিনাপুরে নীত হইলেন। এইরূপে চারি বৎসর কাটিল। শান্তনু পুনঃ বনে গমন করিলেন এবং দাশকন্যার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেন। রাজা কন্যার পিতা নিষাদপতির নিকট তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি রাজাকে একটি সত্যে বদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাহা এই যে, কন্যার গর্ভজাত পুত্র রাজ্যের অধিকারী হইবে। কিন্তু রাজা মনসিজ-পীড়িত হইলেও এই প্রতিজ্ঞায়

---

* ঋষিঃ পরৈরনাধৃষ্যো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
যদস্ত্রং বেদ রামস্তু তদেতস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥—আদি, ১০০।৩১

† অধারয়ং ... ... ।
পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ ॥৪৩—অধ্যায় ৬

‡ স সমাঃ ষোড়শাষ্টৌ চ চতস্রোঽষ্টৌ তথাপরাঃ। রতিমপ্রাপ্নুবন্ স্ত্রীষু বভূব বনগোচরঃ। ২০।...গাঙ্গেয়-স্তস্য পুত্রোঽভূন্নাম্না দেবব্রতো বসুঃ।২১...কুমারং রূপসম্পন্নং বৃহন্তং চারুদর্শনং ।২৫...জাতমাত্রং পুরা দৃষ্ট্বা তং পুত্রং শান্তনুস্তদা। নোপলেভে স্মৃতিং ধীমান্ অভিজ্ঞাতুং তমাত্মজম্।২৮

সম্মত হইলেন না এবং বিবাহ আশা পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার দৌর্ম্মনস্তভাব বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের নিকট অবগত হইয়া ভীষ্মদেব দাশরাজের নিকট পিতার জন্ত কন্তা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বয়ং পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্য সম্বন্ধে দাশরাজের যে আশঙ্কা, তাহা উন্মূলিত করিয়া দিলেন। এই কার্য্যের জন্ত শান্তনু পুত্রের প্রতি তুষ্ট হইয়া ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করেন এবং এই দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবব্রত সভাসদ্ কর্ত্তৃক ভীষ্ম নামে অভিহিত হইলেন।* শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হয়। চিত্রাঙ্গদের অপ্রাপ্তযৌবন সময়ে শান্তনুর মৃত্যু হয়।† ইহার দ্বারা ন্যূনকল্পে ষোড়শ বৎসরের অনধিক কাল বুঝাইতে পারে। সুতরাং মোটামুটি জানা যাইতেছে যে, শান্তনুর মৃত্যুসময় ভীষ্মদেবের (৪০+১৫) ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। চিত্রাঙ্গদ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সকল নৃপতিকে পরাজিত করেন এবং শৌর্য্যবীর্য্যে কাহাকেও স্বীয় সমকক্ষ মনে করিতেন না। ইহাতে বল পরীক্ষার্থে চিত্রাঙ্গদ নামে গন্ধর্ব্বরাজের সহিত তাঁহার তিন বৎসর-ব্যাপী কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়। ইহাতে কুরুরাজ হত হন। তখন বিচিত্রবীর্য্য বালক ও অপ্রাপ্ত-যৌবন; সুতরাং তাঁহার বয়ঃক্রম ১০।১১ বৎসর ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, চিত্রাঙ্গদ ৭।৮ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া মৃত হন; সুতরাং ভীষ্মদেবের বয়ঃক্রম তখন (৫৫+৮) ৬৩ বৎসর হইতেছে।‡ বিচিত্রবীর্য্য যৌবন প্রাপ্ত হইলে ভীষ্মদেব তাঁহার দুই কন্যার সহিত বিবাহ দেন। তিনি অতিশয় বলক্ষয় দ্বারা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া, ৭ বৎসর মাত্র জীবিত থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হন।§ সুতরাং তখন ভীষ্মদেবের বয়ঃক্রম (৬৩+৫+৭) ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। তারপর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জন্ম হয়। পাণ্ডুও সম্ভবতঃ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন এবং পঞ্চ পুত্র লাভ করিয়া অনুমান ৩০ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। সুতরাং তখন ভীষ্মদেবের (৭৫+৩০) ১০৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। পাণ্ডুর মৃত্যু-কালে অর্জ্জুনের বয়ঃক্রম ৫ বৎসর ধরিলে অজ্ঞাতবাসের অবসানকালে ভীষ্মদেবের (১০৫+৬০) ১৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম হয়। তিনি পরবৎসর ১৬৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাঘ মাসের শুক্লা অষ্টমীর ভোগসময়ে উত্তরায়ণের আরম্ভে যোগকর্ম্ম দ্বারা দেহত্যাগ করেন।

---

* তস্য তদ্দুষ্করং কর্ম্ম প্রশশংস নরাধিপঃ। সমেতাশ্চ পৃথক্ চৈব ভীষ্মোঽয়মিতি চাব্রুবন্ ॥১০১। তৎ শ্রুত্বা দুষ্করং কর্ম্ম কৃতং ভীষ্মেণ শান্তনুঃ। স্বচ্ছন্দমরণং তুষ্টো দদৌ তস্মৈ মহাত্মনে ॥১০২

† অপ্রাপ্তবতি তস্মিংস্তু যৌবনং পুরুষর্ষভে। স রাজা শান্তনুর্ধীমান্ কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ ॥১০১ অধ্যায়।

‡ তং ক্ষিপন্তং সুরাংশ্চৈব মনুষ্যানসুরাংস্তথা। গন্ধর্ব্বরাজো বলবাংস্তুল্যনামাভ্যয়াৎ তদা ।৭। তেনাস্য সুমহদ্যুদ্ধং কুরুক্ষেত্রে বভূব হ।...নদ্যাস্তীরে সরস্বত্যাঃ সমাস্তিস্রোঽভবদ্রণঃ ॥৮...বিচিত্রবীর্য্যঞ্চ তদা বালমপ্রাপ্ত-যৌবনং ।১২ সংপ্রাপ্তযৌবনং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং ধীমতাং বরঃ। ভীষ্মো বিচিত্রবীর্য্যস্য বিবাহায়াকরোন্মতিঃ॥ ২০২ অধ্যায়।

§ তাভ্যাং সহ সমাঃ সপ্ত বিহরন্ পৃথিবীপতিঃ। বিচিত্রবীর্য্যস্তরুণো যক্ষ্মা সমগৃহ্যত ।৭০। জগামাস্ত-মিবাদিত্যঃ কৌরব্যো যমসাদনং ।৭১-১০২ অধ্যায়।

ভগবান্ ব্যাসদেব ভীষ্মদেব অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তাহাও মহাভারত হইতে অবগত হওয়া যায়। বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান মৃত হইলে সত্যবতী বংশধর অভাবে চিন্তাকুল হইয়া ভীষ্মকে দার পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন। ভীষ্মদেব সত্যসন্ধ ছিলেন, তিনি অনুরোধ রক্ষা করিলেন না; পরন্তু মাতাকে ব্রাহ্মণ দ্বারা বংশরক্ষা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এই কথায় উৎসাহিত হইয়া সত্যবতী পরাশর ঋষি সম্বন্ধীয় পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বিবৃত করিলেন—ঋষির তেজে অভিভূতা হইয়া তিনি গর্ভ ধারণ করেন—সেই কানীন পুত্র ভগবান্ "ব্যাসদেব।* ভীষ্মদেব অনুমতি করিলে তাঁহার পুত্র ব্যাস দ্বারা তিনি বিচিত্রবীর্য্যের বংশরক্ষা করিতে পারেন। সত্যবতী এই কথা বলিলে ভীষ্মদেব মাতার কথা অনুমোদন করেন। তাহার ফলে কুরুবংশ রক্ষিত হয় এবং ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনপ্রারম্ভে বা ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সত্যবতী ব্যাসদেবকে লাভ করেন, ইহা ধরা যাইতে পারে। তার পর অনেক কাল গত হয়। অসিত মুনি তাঁহার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়া দাশরাজকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু নিষাদপতি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যাত করেন।† শান্তনুর সহিত বিবাহ-কালে সত্যবতীর বয়ঃক্রম ৩০।৩৫ ধরিলে তিনি ভীষ্মদেব অপেক্ষা ৮।১০ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ হন; সুতরাং ভীষ্মদেব ব্যাসদেব অপেক্ষা ১৫।২০ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ হন। ভগবান্ ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর তিন বৎসরে মহাভারত প্রণয়ন করেন এবং সঞ্জয়ের প্রমুখাৎ তাহা ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করান। যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র ১২।১৩ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ব্যাসদেব সম্ভবতঃ ৩০ বৎসর জীবিত ছিলেন। কারণ ঐষিক বা সৌপ্তিক পর্ব্বে বালহত্যার নিমিত্ত অশ্বত্থামাকে অভিশাপ প্রদান সময় তাঁহার ৩০০০ তিন সহস্র বৎসর পূয়শোণিতলিপ্ত থাকার কথা লিখিত হইয়াছে।‡ প্রাচীন কবিগণ প্রায়শঃ সমকালবর্ত্তী লোকগণের কথায় বর্ণন-কালে সহস্র বৎসরের উল্লেখ করিতেন। যজ্ঞকালে জনমেজয়ের সহস্র বৎসর বয়ঃক্রম লিখিত আছে। এ স্থলে এই বৎসরের শতাংশ ধরিলে যুক্তি ও অসম্ভবের সীমা অতিক্রান্ত হইবে না। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, অশ্বত্থামা যুদ্ধের ৩০ বৎসর পরে কুষ্ঠরোগে নানা প্রকার যন্ত্রণা

---

* মহাভারত, আদি পর্ব্ব, ১০৫ অধ্যায়।

† অসিতো হ্যপি দেবর্ষিঃ প্রত্যাখ্যাতঃ পুরা ময়া। সত্যবত্যা ভৃশকাঙ্ক্ষী স আসীদৃষিসত্তমঃ। ৮১।১০০ অধ্যায়। এই প্রত্যাখ্যানের বিশেষ কারণ ছিল। ইনি ভগবান্ ব্যাসদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার সমবয়স্কও ছিলেন। সুতরাং সত্যবতী তাঁহার মাতৃস্থানীয়া, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ এরূপ বিবাহ দূষণীয় হয়। গীতাতে ইহাঁর নামের সহিত দেবলেরও উল্লেখ আছে—"অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে।" দেবল জনকের সভ্য ছিলেন। ইহাঁরা উভয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন এবং বোধ করি, অধ্যাত্মশাস্ত্রও রচনা করেন। তবে গীতার নিকট তাহা হীনপ্রভ। কিন্তু নিঃস্বার্থ ব্যাসদেব তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদেরও কীর্ত্তি সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন।

‡ ত্বান্তু কাপুরুষং পাপং বিদুঃ সর্ব্বে মনীষিণঃ। অসকৃৎপাপকর্ম্মাণং বালজীবিতঘাতকম্। তস্মাৎ ত্বমস্য পাপস্য কর্ম্মণঃ ফলমাপ্নু হি। ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি চরিষ্যসি মহীমিমাম্।...পূয়শোণিতগন্ধী চ দুর্গকান্তারসংশ্রয়ঃ। বিচরিষ্যসি পাপাত্মন্ সর্ব্বব্যাধিসমন্বিতঃ।

ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ভগবান্ ব্যাসদেব উক্ত বৎসরান্তে শুকদেবকে হারাইয়া হিমালয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। সুতরাং এই সকল সংখ্যা সংকলিত করিলে জানা যায় যে, ভগবান্ ব্যাসদেব মৃত্যুকালে প্রায় ১৮০ বৎসর বয়ঃক্রম লাভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ ধ্বংসান্তর যোগে তনু ত্যাগ করেন এবং পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহার শোকে মহাপ্রস্থান দ্বারা শরীরপাত করেন। পুত্রশোকব্যাকুলা গান্ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উক্ত বৎসরান্তে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর অভিশাপ দেন।* ইহার পরে পরীক্ষিৎ রাজা হন এবং কলি আরম্ভ হয়।

মহাভারত এক সময়ে রচিত হয় নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। সুতরাং ইহার বিশেষ বিশেষ স্থল নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের রচনার সময় প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমে মহাভারত-সমুদ্রের রত্ন, পঞ্চম বেদ, মহাভারতের উপনিষৎ ভগবদ্গীতার সময় নিরূপণ করা আবশ্যক। সকলের বিশ্বাস, ইহা ভগবান্ ব্যাসদেবের রচনা—অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে তাহার প্রমাণও আছে।† বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের যে তিন স্তরের কথা কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা মহাভারতের সকল স্থলেই প্রযুক্ত হইতে পারে—এ বিষয়ে তাঁহার যুক্তির সারবত্তা আছে। কিন্তু তিনি যে ভগবদ্গীতাকে দ্বিতীয় স্তরে ফেলিয়াছেন, ইহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যথার্থ হয় নাই। কারণ, ইহা মহাভারত-দুগ্ধের নবনীত প্রযুক্ত উহাতেও তিনটি স্তর বর্ত্তমান। প্রথম ভগবান্ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক মন্থনে উত্থিত পরিশুদ্ধ নবনীত, দ্বিতীয় অন্য ধার্ম্মিক কবি কর্ত্তৃক আনীত নবনীত, তৃতীয় কুকবি কর্ত্তৃক বসামিশ্রিত নবনীত।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মহাভারতের ঘটনাগুলির দুইটি সূচী আছে। প্রথম অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে, দ্বিতীয় পর্ব্বসংগ্রহে। এই দুই সূচীতেই ভগবদ্গীতা-বর্ণিত বিষয়ের আভাস আছে। যথা অনুক্রমণিকা,—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৮১
কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ।২৪৬
মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্মোক্ষদর্শিভিঃ।
সমীক্ষ্যাধোক্ষজঃ ক্ষিপ্রং যুধিষ্ঠিরহিতে রতঃ ॥২৪৭, পর্ব্বসংগ্রহ।

যখন শুনিলাম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মোহপ্রাপ্ত—সুতরাং রথ নিকটে নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট অর্জ্জুনকে স্বীয় শরীরে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন হে সঞ্জয়, জয়ের আশা করি না।

---

* সমপ্রাপ্তে বর্ষে ষট্‌ত্রিংশে মধুসূদন। হতজ্ঞাতিহতামাত্যঃ হতপুত্রো বনেচরঃ। কুৎসিতেনাভ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি।—স্ত্রীপর্ব্ব, ২৫ অধ্যায়।

† অত্রোপনিষদং পুণ্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ। বিদ্বদ্ভিঃ কথ্যতে লোকে পুরাণে কবিসত্তমৈঃ। ২৫৪। আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্য ওষধিভ্যোঽমৃতং যথা।২৬৫

যে যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবহিতৈষী মহামতি বাসুদেব আধ্যাত্মিক হেতুর দ্বারা অর্জ্জুনের মোহ শীঘ্র অপনোদন করিয়াছিলেন।

অনুক্রমণিকার ইঙ্গিত বিষয়টি ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে আছে।* সুতরাং ভগবদ্গীতা যে ব্যাসদেবের রচনা, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সমগ্রটি তাঁহার রচনা নহে। ইহার দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তিনি রচনা করেন, যেহেতু বর্ণিত বিষয়ের ঐ অধ্যায়েই পরিসমাপ্তি দৃষ্ট হয়। কারণ, তাহার শেষ শ্লোকটি ফলশ্রুতিরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

যে সকল ভক্ত আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাপ্রোক্ত এই ধর্ম্ম্যামৃতের সেবা করেন, তাঁহারাও আমার পরম প্রিয়পাত্র।

ইহার পরে নারায়ণের যে কোন বক্তব্য নাই ও থাকিতে পারে না, তাহা নিশ্চিত। সুতরাং ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি ব্যাসদেবেরও রচনা নহে।

দ্বিতীয় কবি ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত অধ্যায়ত্রয় রচনা করিয়া মূলের সহিত সংযোজিত করিয়া দেন। তিনিও আপনার রচনার শেষে ইতি বলিয়া পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। যথা,—

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥২০

হে ভারত, এই গুহ্যতম শাস্ত্র আমি বলিলাম। ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া লোকে কৃতকৃত্য হয়।

তৃতীয় কবি শেষ অধ্যায়ত্রয় রচনা করিয়া মূলের সহিত স্পষ্টরূপে সম্বন্ধহীন রাখিয়া উহাতে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের কুকবি আপনার হস্তকৌশলের পটুতা মনে করিয়াছেন। তিনিও "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" প্রবাদ অনুসরণ করিয়া তাঁহার রচনার সমাপ্তি দিয়াছেন, কিন্তু অতি সাবধানে যাহা ফল দাঁড়ায়, তাঁহারও তাহাই হইয়াছে—তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। যথা,—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥—৭০

আমাদের এই ধর্ম্ম্য সংবাদ যে অধ্যয়ন করিবে, সে জ্ঞানযজ্ঞে আমার হোম করিবে। যুদ্ধস্থলে ভগবান্ অর্জ্জুনকে মুখে মুখে উপদেশ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার উপদেশ পড়িবার

---

* তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥১৩
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥১৫—ইত্যাদি।

অর্জ্জুন বা কাহারই অবসর থাকে না, অতএব এই অংশটি যে রচিত হইয়া—পুস্তকাকারে পরিণত হইয়া ভগবদ্গীতাকে কলুষিত করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

সুকবি, সদ্‌গুরু ও সদ্‌বক্তার বিশেষ গুণ এই যে, তাঁহারা নিজের বক্তব্য বিষয়ের আদ্যোপান্ত ভালরূপে আয়ত্ত করিয়া পাঠক, শিষ্য ও শ্রোতার নিকট এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন যে, তাঁহাদের ভাব তাহাদের মনে আদর্শের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হয়। দর্পণ আবিল হইলে অর্থাৎ বুদ্ধি তমসাচ্ছন্ন হইলে আবৃত্তিরূপ মার্জ্জন দ্বারা তাহা প্রতিভাত হইতে বিলম্ব হয় না। লৌকিকে ইহার উদাহরণও আছে। কোন কঠিন অঙ্ক বা সমস্যা সাধন করিতে অকৃতকার্য্য হইলে, ভাল করিয়া মনোনিবেশ করিলে সফলকাম হইতে দেখা গিয়াছে। ভগবান্ ব্যাসদেব একাধারে সুকবি, সদ্‌গুরু ও সুবাগ্মী—এক ভগবদ্গীতাই তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। তিনি কেমন ধীরভাবে আধ্যাত্মিক সত্যকে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম পাঠক ইহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে না পারিলে আবৃত্তি-দ্বারা তাহা স্বতঃপ্রকাশিত হইবে। এমন নিঃস্বার্থ, নির্ম্মল জ্ঞানরাশি জগতের কোন ভাষাতেই নাই—ভারতের অন্য গ্রন্থেও তাহা দুর্লভ।

এখন এই তিন স্তরের রচনার পরস্পর বিরোধ প্রদর্শন করিয়া তিন কবির নাম প্রকাশ করিতেছি। ভগবান্ ব্যাসদেবের মহাভারত কাব্য ও ইতিহাসপ্রযুক্ত যত না আদৃত হউক, ইহার আধ্যাত্মিক উপদেশরাশির ভাণ্ডারের জন্যই ইহার ঋষিসমাজে সম্মান অধিক। তিনি শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মকথনে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে বিক্ষিপ্তভাবে আধ্যাত্মিক সত্য সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, তাহাই ভগবদ্গীতায় সারভূত হইয়া উজ্জ্বল হীরক-রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতে তিনটি আধ্যাত্মিক জ্ঞান মুখ্যরূপে প্রচারিত দৃষ্ট হয়। প্রথম সাংখ্যজ্ঞান, দ্বিতীয় যোগ, তৃতীয় ভক্তি। সাংখ্যজ্ঞানের প্রথম প্রচারক ভগবান্ কপিলদেব। যোগের আদি প্রচারক হিরণ্যগর্ভ। ভক্তি সকলের সাধারণ সম্পত্তি, তবে সংঘাতভাবে তাহা ভগবান্ ব্যাসদেব গীতায় প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং অন্যান্য ঋষিগণও তাহা করিয়া গিয়াছেন।

ব্যাসদেব গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞানের বিষয় উল্লিখিত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের স্থাপনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অপণ্ডিতগণই বেদের অর্থবাদে বিমুগ্ধ হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের প্রশংসা করিয়া থাকে। তাহাতে স্বর্গমাত্র প্রাপ্তি হয়। তাহার সাধনাকল্পে যজমানকে নানাপ্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। অবিদ্বান্‌গণ তাহাতেই তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য বলিয়া থাকে যে, স্বর্গ ছাড়া অন্য কোন নিঃশ্রেয়স নাই।* ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, তাহাদের ভোগৈশ্বর্য্যযুক্ত বুদ্ধি কখন সমাধির উপ-

---

* যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥৪২ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥৪৩ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥৪৪

যুক্ত বা মোক্ষের প্রাপক হয় না। এ স্থলে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, ভগবান্ ব্যাসদেব বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা কোন্ সাহসে বলেন? তাহার উত্তর এই যে, ভগবান্ কপিলদেব ও উপনিষৎকার ঋষিগণ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত নির্ভয়ে বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রহ্মচারীই নিবিষ্টচিত্তে আত্মাকে ওঁ অক্ষরে ধ্যান করিলে পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। সহস্র শাস্ত্র পাঠ করিলে, মহামেধাবী বা মহাপণ্ডিত হইলেও পরমব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি দ্বারা আত্মা পরিশুদ্ধ হইলে, আত্মার আনুকূল্যেই মোক্ষলাভ হয়।* মূর্খগণ ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ যজ্ঞ ও পূর্ত্তকে শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক মনে করে, কিন্তু মূর্খেরা জানে না যে, পুণ্যক্ষয়ে তাহারা স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পুনঃ এই মর্ত্তলোকে সু বা কুযোনিতে প্রবেশ করিবে।†

কপিলদেব বেদকে শব্দপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, শব্দ প্রত্যক্ষবৎ সত্য। তবে ইহাতে পশুহননরূপ বিধান থাকায় উহা অশুদ্ধ; ইহা স্বর্গপ্রাপকমাত্র—তাহার ক্ষয়ে পুনঃ জন্মভোগ করিতে হইবে; ইহাতে অতিশয় বা মিথ্যা কথাও আছে, যেমন অমুক যজ্ঞ করিলে অমুক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথচ তাদৃশ ফলের প্রাপ্তি কস্মিন্ কালেও ঘটে না। সুতরাং ইহার বিপরীত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ করাই সদ্‌যুক্তি।‡

ভগবান্ ব্যাসদেব পশুহননরূপ বৈদিক যজ্ঞেরই নিন্দা করিয়াছেন—অন্নযজ্ঞের নিন্দা করেন নাই। প্রত্যুত তাহার অননুষ্ঠানকেই পাপকর্ম্ম বলিয়াছেন, যেহেতু একমাত্র উহার দ্বারা দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ প্রভৃতি সকল যজ্ঞেরই কার্য্য কৃত হয়।§

ভগবান্ ব্যাসদেবের মতে সাংখ্যযোগ ও ভক্তি এক ও অভিন্ন বস্তু—একটির অনুষ্ঠানে অন্যটির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।** তবে তিনি ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, যেহেতু ইহার দ্বারা

---

* যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তৎ তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ।১৫
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ।২০
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥—২৩ কঠোপনিষৎ, ২য় বল্লী।

† ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যৎ শ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ।১০,
১ মুণ্ড, ২য় খণ্ড, গীতা ৯।২০।২১ এই ভাব।

‡ দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ॥—সাংখ্যকারিকা, ২।

§ অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসংভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥—১৫ অধ্যায়।

** সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্ ।—৫ম অধ্যায়

শীঘ্র মোক্ষপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হইয়া যায়। তিনি কোথাও সাংখ্যজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কোথাও যোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, আবার কোথাও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রখ্যাপিত করিয়াছেন। ইহা বিরোধোক্তি নহে—ইহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ ব্রহ্মের গুণত্রয়ের ন্যায় এক ও অভিন্নবোধক।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্। ৪।৩১
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। ৪।৩৮, ৪র্থ অধ্যায়
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন। ৬।৪৫
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে। ৭।১৭
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে। ১১।১২

ব্যাসদেব কর্ম্ম অর্থে যোগ ও যজ্ঞ উভয় বুঝিয়াছেন। তিনি চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, কর্ম্মের গতি বড় জটিল, সুতরাং ধীর ব্যক্তির কর্ম্ম-বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মগুলি ভালরূপে বুঝিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যে কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিতে পাইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই বুদ্ধিমান্—তাহারই সকল কর্ম্ম কৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।*

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮

এ স্থলে প্রথম কর্ম্মের অর্থ যজ্ঞকর্ম্ম, যাহাতে পশুহিংসা আছে, সুতরাং উহা অকর্ম্ম অর্থাৎ গর্হিত কর্ম্ম হইল। দ্বিতীয় অকর্ম্ম অর্থে প্রাণায়ামাদি যোগকর্ম্ম। এ স্থলের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্কর গীতার ১৮ অধ্যায়-লিখিত মত ধরিয়াছেন এবং প্রাচীন ভাষ্যকারের—"নিত্যে কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" এই সহজ ব্যাখ্যাটি অযুক্ত বলিয়াছেন। শ্রীধর প্রাচীন ভাষ্যকারের মতই সমর্থন করিয়াছেন।† এ অধ্যায়টী যোগকর্ম্মবিষয়ক, ইহাতে যজ্ঞকর্ম্মের বিষয় আসিতে পারে না—২১ শ্লোকে "শারীরং কেবলং কর্ম্ম" দ্বারা প্রাণায়ামই বুঝাইতেছে।

ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সকল রূপেই উপস্থিত হইতে পারেন—তাঁহাকে বহু

---

* কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭

† মধুসূদন সরস্বতী শঙ্করের ব্যাখ্যাই অনুসরণ করিয়া শ্রীধরের দোষ দিয়াছেন। শঙ্কর এখানে বাক্‌চাতুরী করিয়া নৌকাস্থ ব্যক্তির তীরস্থ বৃক্ষাদির চলন ব্যাপাররূপ অকর্ম্ম উপস্থিত করিয়াছেন।

দেবতাভাবে উপাসনা করা যাইতে পারে, তাঁহাকে একব্রহ্মরূপেও চিন্তা করা যাইতে পারে, আবার তাঁহাকে দ্বৈতভাবেও আরাধনা করা যায়—এ সকলগুলিই জ্ঞানযজ্ঞেরই অন্তর্গত। যথা,—

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥—৯ অধ্যায়, ১৫।

এই বচনের অবশ্যম্ভাবী ফল দশম অধ্যায়-কথিত ভগবানের বিভূতি। সুতরাং ভগবান্ ব্যাসদেব যে অবতারবাদে বিশ্বাসবান্, তাহার সন্দেহ নাই।

জগৎ-সৃজন প্রকৃতির কর্ম্ম, না ঈশ্বরের—এ সম্বন্ধে ব্যাসদেব উভয় মতই সমর্থন করেন। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, ঈশ্বর প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া এই জগৎ সৃজন করিতেছেন, আবার অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন যে, প্রকৃতি আমাকে (ঈশ্বর) অধীশ্বর স্বীকার করিয়া এই চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন।* ইহার দ্বারা ব্যাসদেবের পূর্ব্বঋষিগণের প্রতি সম্মান প্রকাশিত হইতেছে।

ভগবান্ ব্যাসদেবের উপরিউক্ত বচনগুলির খণ্ডন গীতার শেষ অধ্যায়ত্রয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা প্রাণায়াম দ্বারা যোগসাধন করে, তাহাদের আসুরভাবাপন্ন বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা যোগীর নিন্দা। অতএব এ অংশ কোন অযোগীর রচনা।† কোন কোন মনীষীর মতে যজ্ঞকর্ম্ম দোষযুক্ত বলিয়া পরিত্যাজ্য; অপরে যজ্ঞ, দান, তপঃকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করেন।‡ ইহার প্রথমটী কপিলদেবের মত, দ্বিতীয়টী জৈমিনির মত—কারণ, জৈমিনিই ধর্ম্মমীমাংসায় ইহা সমর্থিত করিয়া গিয়াছেন, ব্যাসদেবের জনৈক শিষ্য জৈমিনি আছেন। তাঁহার উপর সামবেদ প্রচারের ভার পড়ে। তিনি যে গুরুদেবের মত খণ্ডন করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহাতে কালবিপর্য্যয় (anachronism) দোষ আসিয়া পড়ে। আবার তৃতীয় স্তরের লেখক ব্যাসই জৈমিনির মত সমর্থন করিতেছেন, সুতরাং নিজেরই বিরোধোক্তি করিতেছেন—ইহা একরূপ অসম্ভব। অতএব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রথম স্তরের লেখক ব্যাসদেব হইতে তৃতীয় স্তরের লেখক ব্যাস সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি এবং ধর্ম্মমীমাংসাকার জৈমিনিও ব্যাসশিষ্য জৈমিনি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি।

---

* ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।৮
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে। ১০।৯ম অধ্যায়

† গীতা, ১৬শ অধ্যায়।৬

‡ ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।

নিত্য কর্ম্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ হইতে পারে না। যে তাহা ত্যাগ করে, তাহার কাজ তামস বলিয়া কথিত। তারপর নিত্য কর্ম্মের অত্যাগীই ফলভাগী হয়, সন্ন্যাসী তাহা প্রাপ্ত হইবে না। ইহাও ব্যাসদেবের উক্তির খণ্ডন*—ইহা যোগ ও যোগীর একরূপ নিন্দা।

ব্রহ্মকে সর্ব্বভূতে এক অখণ্ডরূপে চিন্তাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। সর্ব্বভূতে তাঁহাকে পৃথক্ পৃথক্রূপ চিন্তাই রাজসিক জ্ঞান। আর এক ব্যক্তি বা বস্তুতে ব্রহ্মের তত্ত্বহীন অহৈতুক আরোপই তামস জ্ঞান।† ইহা এক দিকে যেমন ভগবান্ ব্যাসদেব ও ভগবান্ কপিলদেবের মতের বিরোধোক্তি, তদ্বৎ নিজের কথারও খণ্ডন। যদি ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে অখণ্ডভাবেই রহিলেন, তাহা হইলে এক ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বা তিনি কেন বিরাজিত থাকিবেন না? ইহা যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ অবতারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং এ লেখক যে দেবদেবী ও অবতার-বাদের ঘোর বিদ্বেষী, তাহার ভুল নাই।

ভগবান্ ব্যাসদেব ওঁ শব্দকে ব্রহ্মের জ্ঞাপক প্রণব বলিয়াছেন (ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ... ৮ম, ১৩)। প্রাচীন উপনিষদেরও ঐ মত। এই শেষ লেখক তাহার সহিত তৎসৎও যোগ করিয়া দিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন—ইহার প্রত্যেক অংশই ব্রহ্মের রূপ, যাহার দ্বারা পুরাকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞের সৃষ্টি হইয়াছে!!!‡ এ লেখক যে কি ভাব প্রকাশ করেন, তাহা কিছু বোঝা যায় না। ইহাতে সরলতা নাই, এই কারণে লেখকের দুরভিসন্ধির বিষয় মনে স্বত উদিত হয়।

দ্বিতীয় স্তরের লেখকের সহিত ব্যাসদেবের অধিক বিরোধ নাই। তিনি কপিলদেবের সম্পূর্ণ মত অনুসৃত করিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—ঈশ্বরনিরপেক্ষে প্রকৃতি জগৎসৃষ্টি

* নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।৭
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ।১২
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।৬ষ্ঠ ২
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ।৫ম।৭
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ।৩য় ।১৭ কার্য্য-যজ্ঞ

† সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ।২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ।২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ।২২

‡ ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ।২৩

করিয়াছেন। তিনি আত্মাকে পরমাত্মা ও ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন। ব্রহ্ম যে সৎ অসৎ উভয়ই, এ বিষয়ে তিনি ও ব্যাসদেব ঐকমত্য। কিন্তু শেষ লেখক ভিন্ন মতপোষক—ইঁহার মতে ব্রহ্ম সৎই—অসৎ নহেন। নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সগুণ প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে না, এ জ্ঞানটি তাঁহার নাই। সুতরাং ব্রহ্ম সৎ অসৎ দুই হইতে পারেন।

এক্ষণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লেখকের রচনা আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান করিয়া উভয় লেখকের নাম প্রকাশ করিতেছি। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আলোচনায় পূর্ণ। এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে। যথা,—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥

এই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে উপনিষদে ঋষিগণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাই ব্রহ্মসূত্রে হেতুর সহিত সুনিশ্চিত হইয়াছে। পণ্ডিত মাত্রেই জানেন, ব্রহ্মসূত্র বাদরায়ণের রচনা। বাদরায়ণ ব্যাসদেবের অপর নাম, ইহাও তাঁহারা জানেন। ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যপ্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের খণ্ডন আছে এবং জড় প্রকৃতি যে জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন না, ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে "ঈক্ষতের্নাশব্দং" প্রকৃতির সৃজন ব্যাপার অবৈদিক বলিয়া নিরাকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে কপিলের মত অবৈদিক বলিয়া তিরস্কৃত ও মনুর মত বৈদিক বলিয়া বহুমত করা হইয়াছে। যথা—"স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্ন অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।" ইহার ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্কর অনেক কথাই লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে ভগবান্ কপিল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত আদিবিদ্বান্ ও সিদ্ধ পুরুষ হইলেও* তাঁহার অবৈদিক কথাগুলি গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ, তাহা হইলে বেদমূলক মনুস্মৃতির নিরাকরণ করিতে হয়। তার পর শঙ্কর নারায়ণের জগৎসৃষ্টির কথা মহাভারতের একটি শ্লোক হইতে দিয়াছেন। এই শ্লোকটি মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩০১ অধ্যায়ের ১১৪ তম শ্লোক। এই অধ্যায়ে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সাংখ্যজ্ঞানের উৎকর্ষতা বর্ণন করিতেছেন; সুতরাং এই নারায়ণ শব্দ দ্বারা ভগবান্ কপিলদেবকেই বুঝাইতেছে। ভগবান্ শঙ্কর আরও বলিয়াছেন যে, সগরের পুত্রগণের দগ্ধকারী কপিল ও সাংখ্যপ্রবক্তা কপিল ভিন্ন; কারণ, উহা সাধারণ বৈদিক নাম। ইহাও ভাষ্যকারের ভ্রম। যেহেতু রামায়ণ আদিপর্ব্ব ৪০ অধ্যায়ে কপিলকে নারায়ণের অবতারই বলা হইয়াছে এবং ইহা "শ্রুতিসামান্য নাম"ও নহে—ইহা সাংখ্যপ্রবক্তা কপিলদেবকেই বুঝাইতেছে।†

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" বলিয়া যোগদর্শনেরও

---

* যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।—শ্বেত, ৫।২

† যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা, ন তয়া শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং কপিলমিতি শ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ। অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ।

খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ, উহাতে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের নাম ও কথা আছে। এইরূপ ঈর্ষাপর ভাব সত্ত্বে ব্রহ্মসূত্র নামের গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্থান প্রাপ্ত হওয়া একটু সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হয়। কারণ, দ্বিতীয় লেখক উহা লিখিলে তাঁহাকে উন্মত্তপ্রলাপী বলিতে হয়—তাঁহার রচনায় সেরূপ ভাবের কোন নিদর্শন নাই। সুতরাং এই শ্লোকটি যে উহাতে দুরভিসন্ধি চরিতার্থের জন্য প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ থাকিতেছে না।

গীতার তৃতীয় লেখক ১৮শ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে "সাংখ্যকৃতান্ত" নামক তাঁহার কোন গ্রন্থের কথা লিখিয়াছেন। যথা,—

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মনাম্॥

সকল কর্ম্মের সিদ্ধিকল্পে পাঁচটি কারণের আবশ্যকতা হয়, ইহা আমি সাংখ্যকৃতান্ত গ্রন্থে বলিয়াছি। সেই পাঁচটি কারণ এই ;—অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, করণ, চেষ্টা ও দৈব। সাংখ্য অর্থে

যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ। মহিষী মাধবস্যৈষা স এব ভগবান্ প্রভুঃ॥২
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্। তস্য কোপাগ্নিনা দগ্ধা ভবিষ্যন্তি নৃপাত্মজাঃ॥৩
রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৪০।

বঙ্গীয় রামায়ণের পাঠ অন্যরূপ হইলেও উভয়ের ভাবের বিভিন্নতা নাই। যথা,—

বিভর্ত্তি যো জগৎ কৃৎস্নং যস্যোৎপত্তির্ন বিদ্যতে। তেনাখ্যো বাসুদেবেন কপিলেনাপবাহিতঃ।
পৃথিব্যাশ্চৈব ভেদোঽয়ং দৃষ্টস্তেনেতি মে মতিঃ। সগরস্য চ পুত্রাণাং বিনাশোঽমিততেজসাম্॥

এ স্থলে মাধব বাসুদেব অর্থে বিষ্ণুনারায়ণ, তাহার তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই।

অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং—শঙ্কর উদ্ধৃত বচন—এতন্ময়োক্তং নরদেবতত্ত্বম্। মহা, শান্তি, ৩০১ অঃ। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সাংখ্যের প্রশংসায় অনেক কথা বলেন, তাহার কতকগুলি বচন নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহার মতের সার এই যে, সাংখ্যই অমূর্ত্ত পরব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তি।

সাংখ্যা বা যন্মহাপ্রাজ্ঞা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্।
জ্ঞানেনানেন কৌন্তেয় তুল্যং জ্ঞানং ন বিদ্যতে॥ ১০০
অত্র তে সংশয়ো মাভূৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্।
অক্ষরং ধ্রুবমেবোক্তং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্। ১০১
অমূর্ত্তেস্তস্য কৌন্তেয় সাংখ্যং মূর্ত্তিরিতি শ্রুতিঃ। ১০৬
জ্ঞানং মহদ্‌যদ্ধি মহৎসু রাজন্, বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে, সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র॥ ১০৮
যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং, যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপ শিষ্টজুষ্টে।
জ্ঞানং হি লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ, সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্মন্। ১০৯
সাংখ্যং বিশালং পরমং পুরাণং, মহার্ণবং বিমলমুদারকান্তম্।
কৃৎস্নঞ্চ সাংখ্যং নৃপতে মহাত্মা, নারায়ণো ধারয়তেঽপ্রমেয়ম্॥ ১১৪
এতন্ময়োক্তং নরদেব তত্ত্বং নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্।
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ॥ ১১৫

সম্যক্ জ্ঞান। কৃতান্ত অর্থে সিদ্ধান্ত বা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যাহা প্রমাণারূঢ় হইয়া নিশ্চিত হইয়াছে। সুতরাং কৃতান্ত শব্দ সাংখ্যের বিশেষণ হইতেছে। সম্যক্ জ্ঞানের আর শ্রেষ্ঠতা হয় না; কারণ, উহাই চরম সীমা। সুতরাং এই সাংখ্যকৃতান্ত দ্বারা কপিলপ্রচারিত সকলজনবিদিত সাংখ্যশাস্ত্র বুঝাইতেছে না—ইহা যে কোন বিভিন্ন গ্রন্থ, তাহা বোধ হইতেছে। অপিচ সাংখ্যকারিকার কোন স্থলেই উপরিউক্ত পঞ্চ কারণের কথা নাই, তবে ব্রহ্মসূত্রে এগুলির কথা আছে। সুতরাং সাংখ্যকৃতান্ত অর্থে যে ব্রহ্মসূত্র, তাহা জানা যাইতেছে। পাছে কেহ অভিসন্ধি শীঘ্র ধরিয়া ফেলে, এই কারণে ব্রহ্মসূত্রের নাম অন্য লেখকের রচনার মধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছে। সুতরাং স্থির হইল, গীতার তৃতীয় লেখকের নাম বাদরায়ণ। অতএব ইনি যে মহাকূটকারী, তাহা প্রকাশিত হইতেছে—ইনি আপনাকে ব্যাসদেব বলিয়া প্রচারিত করিয়া তাঁহার পবিত্র গ্রন্থ কলঙ্কিত ও প্রাতঃস্মরণীয় ঋষির নামে কালিমা লেপিত করিয়াছেন। সুখের বিষয়, ইনি ভগবান্ ব্যাসদেবের পবিত্র গ্রন্থের ভাবের কোন ব্যত্যয় করিতে পারেন নাই। তাহার দুইটি কারণ আছে;—প্রথম গীতা উপনিষদ্গ্রন্থ; ইহা রচনার মাধুরীতে ও বিষয়ের ক্রমিক সন্নিবেশে সকল প্রাচীন উপনিষদের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল, ঋষিগণ ইহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন এবং শিষ্যপরম্পরায় অবিকৃতভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ইহার বিপর্য্যয় করা দুঃসাহসিকের কার্য্য। দ্বিতীয় ইহা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ; তাহার অঙ্গহানি করিতে মহাপাষণ্ডেরও মনে আশঙ্কা হয়, অপিচ ইহাতে কোন গ্রন্থের নামও নাই।

দ্বিতীয় লেখকের রচনায় গ্রন্থের নামের আভাস আছে। তাই বাদরায়ণ তাহাতে ব্রহ্মসূত্র নামের গোঁজামিলন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, আমি (ঈশ্বর) সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। আমা হইতে লোকে স্মৃতি, জ্ঞান ও অজ্ঞানতা লাভ করে। সকল বেদেরই আমি জ্ঞাতব্য বিষয়। আমি বেদজ্ঞ ও বেদান্তকার। যথা,—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥

এই সহজ অর্থ ভগবান্ ব্যাসদেব ও নারায়ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু লেখকের সম্বন্ধে ইহার প্রয়োগই জিজ্ঞাস্য বিষয়। এই অধ্যায়ে অনেক নূতন কথা আছে; যেমন ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থ। ইহা যে ব্রহ্ম, আত্মা বা শরীরের ষট্চক্রমূলক বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন মুনিগণের মধ্যে এই জটিল অর্থবোধক কথাগুলি যোগী যাজ্ঞবল্ক্যই লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি সূর্য্যের প্রসাদে শুক্লযজুর্ব্বেদ, শতপথব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রাপ্ত হন, ইহা মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ৩১৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে। এগুলিতেও অনেক নূতন কথা আছে। বৃহদারণ্যকের অনেক অংশের সহিত গীতার দ্বিতীয়

স্তরের রচনায় মিল দৃষ্ট হয়। ইহাতে বোধ হয়, দ্বিতীয় স্তরের লেখক এই যাজ্ঞবল্ক্য। তাহা স্বীকার করিলে শ্লোকস্থ সকল সমস্যার পূরণ হইয়া যায়। বেদান্ত অর্থে উপনিষৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষৎ লেখেন। তিনি বেদবিৎও বটে; কারণ, তিনি শুক্লযজুর্ব্বেদ রচনা করেন। তিনি স্মৃতিকারও বটে; কারণ, তন্নামযুক্ত স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র মিথিলা ও উত্তর-পশ্চিমে আজও ধর্ম্মনিয়ামকরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইনি উদ্ধতপ্রকৃতির মুনি ছিলেন—স্বীয় মাতুল বৈশম্পায়নপ্রমুখ চারি ব্যাস-শিষ্যকে জনক-সভায় অপমানিত করেন এবং যজ্ঞের অর্দ্ধ দক্ষিণা স্ববলে আহরণ করেন। তাহাতেই তাঁহারা জনককে পরিত্যাগ করিয়া জনমেজয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার ঔদ্ধত্য ভাব তাঁহার সকল রচনায় অল্পবিস্তর সংক্রামিত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের শতপথব্রাহ্মণের একটি বচনদ্বারা জানা যায় যে, তাঁহার সমসময়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদয়কালে বাসন্তিক বিষুবান সংঘটিত হইত; সুতরাং গণনার দ্বারা জানা যায় যে, খৃষ্টাব্দের প্রায় ২৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য প্রাদুর্ভূত হন।*

নাগার্জ্জুন নামে জনৈক বৌদ্ধ নৃপতির কথা বৌদ্ধ ইতিহাসে শ্রুত হওয়া যায়। ইনি হীনযানসম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের নেতা ও মাধ্যমিক মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন। ইনি ঋষি-প্রণীত সুশ্রুত-সংহিতার প্রতিসংস্কার করেন। চরক-সংহিতাতেও ইহাঁর কোন পারিষদের হস্ত-কৌশল আছে। এইরূপে তাঁহার সমসময়ে ও তাঁহার পরবর্ত্তী কালে আমাদের যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের অল্পবিস্তর প্রতিসংস্কার সম্পাদিত হয়। মহাভারতেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কোন ঐতিহাসিক বলেন, নাগার্জ্জুন বুদ্ধনির্ব্বাণের ১৫০ বৎসর পরে, আবার কেহ বলেন, বুদ্ধনির্ব্বাণের ৪০০ কি ৪৫০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। বুদ্ধদেব খৃষ্টাব্দপূর্ব্বের ৫৪১ বৎসরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। তাহা হইলে এক গণনায় নাগার্জ্জুন খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৩৯০ বৎসরে ও দ্বিতীয় গণনামতে খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৪১ কি ৯১ বৎসরে প্রাদুর্ভূত হন। যাহা হউক, তাঁহার সময় হইতে ধর্ম্মগ্রন্থে প্রক্ষেপ ও নব নব বিধর্ম্মিগণ আর্য্যধর্ম্মগ্রন্থের প্রণেতৃরূপে উদ্ভূত হইতে লাগিলেন। ইহার ফলেই বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন। ব্যাস নামে জনৈক লেখক পতঞ্জলির যোগদর্শনের ভাষ্য রচনা করেন। বাচস্পতি মিশ্রের মতে ইনি ভগবান্ ব্যাসদেব। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। ইনি সম্ভবতঃ বাদরায়ণ-ব্যাস হইতে পারেন। ভট্টোৎপল-

---

* একং দ্বে ত্রীণি চত্বারি বা অন্যানি নক্ষত্রাণি অথৈতা এব ভূয়িষ্ঠা যৎ কৃত্তিকাঃ। তদ্ভূমানমেব এতদুপৈতি তস্মাৎ কৃত্তিকাস্বাদধীত। এতাহ বৈ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে সর্ব্বাণিহ বৈ অন্যানি নক্ষত্রাণি প্রাচ্যৈ দিশশ্চ্যবন্তে। তৎপ্রাচ্যামস্য এতদ্দিগ্‌হিতৌ ভবতঃ তস্মাৎ কৃত্তিকাস্বাদধীত।—অন্য নক্ষত্রগুলিতে এক, দুই, তিন, চারি নক্ষত্র আছে, কিন্তু কৃত্তিকার অনেকগুলি নক্ষত্র আছে। অতএব কৃত্তিকাতেই অগ্নির আধান করিবে, যেহেতু উহাতে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা কখন পূর্ব্বদিক্ হইতে বিচলিত হয় না, অন্য নক্ষত্রগুলি পূর্ব্বদিক্ হইতে বিচলিত হয়। সুতরাং কৃত্তিকাতেই অগ্নি আধান করিবে, কারণ, যজমানের ইহাতে দুইটি দিক্ মঙ্গল হয়। এ বচনটী স্বর্গীয় শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত প্রথম প্রচার করেন।

বৃহজ্জাতক টীকায় অনেক ফলিতজ্যোতিষকার বাদরায়ণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাভারত তীর্থপর্ব্বাধ্যায়ে পারিযাত্র পর্ব্বতের নিকট সরস্বতীতীরে বদরী আশ্রম বলিয়া একটি স্থানের উল্লেখ আছে। "সম্ভবতঃ এই স্থানের অধিবাসিগণ আপনাকে বাদরী ও বাদরায়ণ বলিতেন। ইহা ভগবান্ ব্যাসদেবের হিমালয়স্থ প্রখ্যাতনামা বদরিকাশ্রম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থান। সুশ্রুতে পারিযাত্রের যেরূপ প্রশংসা আছে, তাহাতে সম্ভবতঃ উহাই নাগার্জ্জুনের নিবাস ও রাজধানী ছিল। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, এই বাদরায়ণ নাগার্জ্জুনকে পৃষ্ঠপোষক পাইয়া নানারূপ বিভূতিতে সংস্কৃত-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন !!!

মহাভারতের বিশেষ বিশেষ স্থলের সময় নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে হিন্দু জ্যোতিষের মাস, তিথি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করি এবং হিন্দু জ্যোতিষের স্বরূপ সম্বন্ধে স্থূল ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে আমার বক্তব্যটি সরল ও সহজবোধ্য হইবে। মাস অর্থে লোকে ৩০ দিন পরিমিত সময় বুঝিয়া থাকে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ চন্দ্রদেবের ৩০টি তিথি অথবা চন্দ্রের পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমান্তর কাল। জগতে দুই কালপরিমাপক জ্যোতিষ্ক বর্ত্তমান প্রথম সূর্য্যদেব, দ্বিতীয় চন্দ্রদেব। ভাবুক মাত্রেই ইহাদের নিয়মিত গতি দেখিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন। তাই তাঁহারা বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহাদের সাহায্যে অনন্ত কালকে সীমাবদ্ধ করিয়া স্বকার্য্যে আনিবার চেষ্টা করেন। আমাদের পূজ্যপাদ ঋষিগণ বড় ভাবুক ছিলেন—তাঁহারা প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ঈশ্বর ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপাসনা করিতেন। তাই তাঁহারাও বহু প্রাচীন কাল হইতে সূর্য্যদেব ও চন্দ্রদেবের সহায়তায় কাল পরিমাপ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র দ্বারা ক্ষুদ্র সময়—তিথি, দিন ও মাস পরিমিত হইত এবং সূর্য্য দ্বারা ঋতু, অয়ন, বিষুব, বৎসর আদি বৃহৎ কাল নিরূপিত হইত। রাত্রে গগনপট নিরীক্ষণ করিলে অনেক নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। সেগুলির মধ্যে চন্দ্রদেব যে-গুলিতে প্রতি রাত্রে বিরাজিত দৃষ্ট হইতেন, তাহারাই আমাদের ঋষিগণের নক্ষত্রচক্ররূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ভূয়োভূয়ঃ গগন দর্শন করিয়া ঋষিগণ অবগত হইয়াছিলেন যে, চন্দ্র-দেবের কোন নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রে উদিত হইয়া পুনঃ তাহাতেই উদিত হইতে প্রায় ২৮ দিন লাগিত অর্থাৎ তাঁহাকে প্রায় ২৮টি নক্ষত্র অতিক্রম করিতে হইত। এইরূপে চন্দ্রদেব প্রায় ২৭৷৷৹ দিনে নক্ষত্রচক্র পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন। এই কারণে আমাদের প্রাচীন নক্ষত্রচক্রে আটাশটি নক্ষত্রের নাম লিখিত আছে।*

কেবল চন্দ্রের নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে অবস্থিতির দ্বারা কাল পরিমাপের সুক্ষ্মরূপে সহায়তা হইবে না, এই কারণে চন্দ্রের গতি সূর্য্যের দ্বারা নিয়মিত হইল। ম্য ও মাস দুই

---

* চিত্রাণি সাকাংদিবি রোচনানি সরীসৃপাণি ভুবনেজবানি।
অষ্টাবিংশং সুমতিমিচ্ছমানো অহানি গীর্ভিঃ সপর্য্যামি নাকং॥ অথর্ব্ববেদ, ১৯ অধ্যায়।

শব্দেরই অর্থ চন্দ্র, সুতরাং তিনি যখন গগনে অদৃশ্য থাকিতেন, সেই সময়ের নাম অমা প্রদত্ত হইল। কিন্তু যখন তিনি পূর্ণ আকার ধারণ করিয়া গগনে উদিত হইতেন, তখন তাহাকে লোকে পূর্ণিমা বা পূর্ণমাস বলিত। সুতরাং মাস অর্থে যে পূর্ব্বকালে পূর্ণিমা তিথিটি বুঝাইত, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে চান্দ্র মাস অর্থে পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমান্তর পর্য্যন্ত কাল বুঝাইত। কারণ, আমাবস্যাকে অর্দ্ধমাসও বলা হইয়া থাকে। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময়ে প্রায় ৩০ সৌর দিন হয়, তাই চন্দ্রদেবের ৩০ দিন ব্যাপী সময় কালক্রমে মাস অর্থবোধক হইয়া দাঁড়াইল। ঋষিগণ দেখিলেন যে, চন্দ্র সংক্রমণের প্রায় দুই তিন নক্ষত্র পরে পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইত। এইরূপে তাঁহারা চন্দ্রের দ্বাদশ মাস প্রাপ্ত হন। কিন্তু চন্দ্রের দ্বাদশ মাসের সহিত সৌর দ্বাদশ মাসের ঐক্য হইত না—চান্দ্র মাস প্রায় দ্বাদশ দিবস ন্যূন হইত। এই কারণে প্রাচীন ঋষিগণ চান্দ্র ও সৌর মাসের পরস্পরে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য বৎসরান্তে দ্বাদশ দিবস সংযুক্ত করিয়া দিতেন। এই দ্বাদশ দিবসকে পুণ্যাহ বলা হইত, যেহেতু এই সময়ে একাষ্টকা নামে যজ্ঞাঙ্গ পড়িত, ইহা সম্বৎসরের পত্নী বলিয়া পূজিত হইত। এই সময়েই পর বৎসরের জন্য দীক্ষা গ্রহণ ও সোম ক্রয় করা হইত।*

ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ চান্দ্র ও সৌর উভয় মাসই ব্যবহৃত করিতেন। পিতৃযজ্ঞ চান্দ্র মাস অনুসারে সম্পন্ন হইত এবং দেবযজ্ঞ সৌর মাস অনুসারে অনুষ্ঠিত হইত। আবার যাহাতে ঋতুটি স্পষ্ট হয় এবং নক্ষত্রও চন্দ্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, তজ্জন্য পূর্ণিমা ও আমাবস্যার ব্যবহারও সৌর মাসের সহিত করা হইত। যেমন ফল্গুনীপূর্ণ মাসে দীক্ষা গ্রহণ কর, চিত্রাপূর্ণ মাসে দীক্ষা গ্রহণ কর। কারণ, ইহা সম্বৎসরের মুখ বা আদি।† তাঁহাদের প্রাচীন মাসের নাম ঋতুর ধর্ম্মানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে মনে একটা বিতর্ক হয় যে, ঋষিগণ পুরাকালে চান্দ্র মাস ব্যবহার করিতেন কি না।‡ কারণ, যে যে স্থলে তাঁহারা পূর্ণিমার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে চান্দ্র মাস না বুঝাইয়া নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিই বুঝাইত। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার orion গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, তৈত্তিরীয় সংহিতাদির রচনা-সময়ে বসন্তকালে মধু মাসের প্রারম্ভ হইতে বৎসর গণনা করা হইত। তাহার পূর্ব্বেও যে সেই প্রথা বলবতী ছিল, তাহা দীক্ষাগ্রহণরূপ উপরি উদ্ধৃত বচন দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল বিষয় ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া বেশ জানা যাইতেছে যে, মুনি-ঋষিগণের প্রাচীন মাস কৃষ্ণ-প্রতিপদে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা তিথিতে শেষ হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতা রচনার সময় পর্য্যন্ত এই প্রথাই অব্যাহত থাকে। তার পর পরাশরের ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ

---

* সংবৎসরায় দীক্ষিষ্যমাণা একাষ্টকায়াং দীক্ষেরন্ এষা বৈ সংবৎসরস্য পত্নীযদেকাষ্টকা ...তৈত্তিরীয় সংহিতা।

† ফল্গুনীপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্ চিত্রাপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্ মুখরা এতৎ সম্বৎসরস্য যৎ ফল্গুনীপূর্ণমাস চিত্রাপূর্ণ-মাস ... ... তৈত্তিরীয় সংহিতা।

‡ মধু মাধব চৈত্র বৈশাখ, শুচি শুক্র জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, নভঃ নভস্য শ্রাবণ ভাদ্র, ইষ উর্জ্জ আশ্বিন কার্ত্তিক, সহ সহস্য অগ্রহায়ণ পৌষ, তপ তপস্য মাঘ ফাল্গুন।

রচনাসময়ে ঋতুর সহিত তিথির সামঞ্জস্য রক্ষার্থে চান্দ্র মাসটি আমাবস্যান্ত করিতে হয়। ইহা অপরিবর্ত্তিত ভাবেই রহিয়া গিয়াছে। কারণ, ভারতে এখন সায়ন গণনা নাই—নিরয়ন গণনাই বরাহের সময় হইতে প্রচলিত।

যদি পূর্ণিমান্ত ভাবই মাসের প্রাচীন স্বরূপ বলিয়া নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে চান্দ্র ও সৌর মাসের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। প্রাচীন ঋষিগণও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদে আটাশটি নক্ষত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রচনার সময়ে ইহা ন্যূন করিয়া সপ্তবিংশ করা হয়। অর্থাৎ অভিজিৎকে নক্ষত্রমধ্য হইতে নিষ্কাষিত করা হয়। ইহার দ্বারা নক্ষত্রচক্রকে সমান ২৭ অংশে বিভক্ত করিবার সুবিধাও হইয়াছিল। এই সময় নক্ষত্রগুলি হইতে মাসের নামকরণের প্রথা প্রচলিত হয় এবং উহা চান্দ্র সৌর উভয় মাসবোধক অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন সৌর মাসের ও ঋতুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই এইরূপ গণনার প্রচলন হইয়াছিল। ইহাতেই মধু মাধবাদি প্রাচীন মাস চৈত্র বৈশাখাদি নূতন মাসের বোধকস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। তাহার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ এরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। সুতরাং বেশ বোধ হইতেছে যে, ঋষিগণ গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং ঋতুর সহিত ঐক্য রাখিয়া এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ করিবার একটি সুবিধা এই হইয়াছিল যে, পূর্ণিমার সময় চন্দ্রের অবস্থিতি দ্বারা সূর্য্যের ঋতু সম্বন্ধীয় অবস্থানও অবগত হওয়া যাইত। যথা—ফল্গুনী পূর্ণমাসে উত্তরায়ণ হইলে চন্দ্র যে তৎকালে ফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা জানা যাইতেছে; সুতরাং তাহার ১৮০ অংশ অন্তরে সূর্য্য অবস্থিত অর্থাৎ সূর্য্য রাশিচক্রের ৩১০ অংশে অথবা শতভিষা নক্ষত্রের অন্তে অবস্থিতি করিলে তৎকালে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইবে। ইহাতে ৯০ অংশ যোগ করিলে সূর্য্যের বাসন্তিক অবস্থিতিও অবগত হওয়া যাইবে। সুতরাং এক চন্দ্রের ফল্গুনী পূর্ণমাসে উত্তরায়ণ দ্বারা ঋতুর সকল অবস্থিতি নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে। উক্ত সময়ে সূর্য্যদেবের বাসন্তিক বিষুবান যে ৫০ অংশ বা রোহিণী নক্ষত্রে হইত, তাহা স্থূলভাবে জানা যাইতেছে এবং দক্ষিণায়ন যে ফল্গুনী নক্ষত্রেই হইত, তাহাও অবগত হওয়া যাইতেছে। এইরূপে মঘা ও চিত্রা পূর্ণমাসে উত্তরায়ণ হইলে সূর্য্যদেবের মঘা ও চিত্রা নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে যে দক্ষিণায়ন হইবে, তাহা জানা যাইতেছে; সুতরাং তাঁহার উত্তরায়ণ ক্রমান্বয়ে ধনিষ্ঠার শেষে ও রেবতীর শেষে হইবে, ইহাও বুঝা যাইতেছে এবং বাসন্তিক বিষুবান ক্রমান্বয়ে কৃত্তিকার শেষে ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে হইবে।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

মহাভারতের সময়.

(২৩শ ভাগ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

আর্য্যগণ সকল বিষয়ে স্বীয় মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। অন্য দেশের কাল-পরিমাণ সূর্য্য চন্দ্রের একটিকে অবলম্বন করিয়া সাধিত হইত—তাই কোন স্থলে নিরবচ্ছিন্ন চান্দ্র বৎসরই প্রচলিত আছে, আর কোন স্থলে কেবল সৌর বৎসরই ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। সৌর বৎসর সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি সংক্রমণ দ্বারা গণিত হয়—এইরূপ গণনা প্রাচীন মিশর, বাবীলন ও রোমদেশে হইত এবং অধুনা ইউরোপের সর্ব্বত্রই প্রচলিত। চন্দ্রের দ্বাদশ উদয়ে যে বৎসর, তাহাই চান্দ্র বৎসর—ইহা সম্ভবতঃ প্রাচীন ইহুদী জাতিগণ ব্যবহৃত করিত; অধুনা ইহা মুসলমান-জগতে প্রচলিত। চীনগণ আর্য্যগণের ন্যায় দুইরূপ গণনাই ব্যবহার করেন—তবে তাঁহাদের বৎসর সৌর। প্রাচীন আর্য্যগণের গণনা চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রের সহায়তায় সাধিত হইত। বাসন্তিক বিষুবানে সূর্য্যের নক্ষত্রাবস্থান দ্বারা তাঁহাদের বৎসর আরম্ভ হইত এবং সেই নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থিতি ধরিয়া পঞ্জিকা গণিত হইত। এইরূপ বৎসরকে সৌর নাক্ষত্র বৎসর বলে (sidereal)। প্রাচীন সময়ে অয়নের পূর্ব্বে অগ্রসর প্রযুক্ত ঋতুর সহিত নক্ষত্রের ব্যত্যয় ঘটিলে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন বলিয়া কথিত হইত, কিন্তু পঞ্জিকার শৈশববশতঃ নক্ষত্রের কোন সংশোধন করা হইত না। ইহার নিদর্শন বেদে আছে। যেমন অয়ন পরিবর্ত্তিত হইয়া মৃগশিরা হইতে রোহিণী অভিমুখে সরিলে প্রাচীন ঋষিগণ তাহা প্রজাপতির স্বীয় দুহিতার প্রতি কামভাবে ধাবন ব্যাপাররূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহিম্নস্তোত্রে ইহারই প্রতিধ্বনি আছে।* এইরূপে অয়নের পূর্ব্বে অগ্রসরণ দ্বারা সূর্য্যদেব বিষুবৎ সময়ে রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া কৃত্তিকায় উদিত হইতে লাগিলেন। ইহার স্পষ্টভাবে উল্লেখ তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে এবং স্পষ্টতরভাবে শতপথব্রাহ্মণে আছে। তারপর বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনা সময় পঞ্জিকা প্রস্তুত হইল এবং পঞ্চ বৎসর পরিমিত যুগের জ্যোতিষ নির্দ্দেশ স্থিরীকৃত হইল। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে উত্তরায়ণ ধনিষ্ঠায় ও দক্ষিণায়ন অশ্লেষায় আরম্ভের কথা লিখিত আছে। তখন ক্রমান্বয়ে মাঘ ও শ্রাবণ মাস প্রবৃত্ত হইত। আবার ইহাও লিখিত আছে যে, যুগপঞ্চের প্রথম যুগের আরম্ভ মাঘ শুক্লপক্ষে ও শেষ পৌষ কৃষ্ণ-

---

* প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরম্
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ।

পক্ষে সম্পন্ন হইত।* সূর্য্যদেবের বিষুবে অবস্থিতি কোন্ নক্ষত্রে হইত, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও যে তাহা কৃত্তিকার প্রথম পাদে ও ভরণীর শেষ পাদে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, নক্ষত্রের দেবতা উল্লেখকালে আদিতে অগ্নির উল্লেখ হইয়াছে—অগ্নিই কৃত্তিকা নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সেই দিন অগ্নিস্থাপন করিয়া সত্রের আরম্ভ হইত। তারপর বরাহের ও আর্য্যভট্টের সময় সূর্য্যদেবের মেষের আদি অথবা অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে বাসন্তিক বিষুবান আরম্ভ হইত। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, আর্য্যগণ যজ্ঞের সুচারুরূপে অনুষ্ঠানের নিমিত্ত নক্ষত্রের ঋতু সম্বন্ধীয় ধারাবাহিক গণনা রাখিয়া গিয়াছেন।

মাস ও ঋতু সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য জানাইয়া এক্ষণে মহাভারত-লিখিত ভীষ্মদেবের মৃত্যুসময় হইতে সেই অংশের প্রণয়নকাল নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠার দিন ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। ইহাতে ভীষ্মদেব দশ দিন যুদ্ধ করেন তিনি যুদ্ধের পর উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় শরশয্যায় পড়িয়া জীবনধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমত যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট সেই অবসরে ধর্ম্ম ও মোক্ষতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া লন—ইহাই মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ভগবান্ ব্যাসদেব বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ক্রমাগত পঞ্চাশ দিন তাঁহার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। শেষ দিবসে যুধিষ্ঠির গমন করিলে তিনি বলেন যে, যুধিষ্ঠির, তুমি সৌভাগ্যক্রমে উপস্থিত হইয়াছ। ভগবান্ সূর্য্যদেবও পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। অদ্য ৫৮ আটান্ন দিবস আমি শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছি, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন, এক শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অদ্য মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষ অষ্টমী তিথি বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্ভবতঃ মাসের তিন ভাগ শেষ হইয়াছে।† ঋতুর এইরূপ নির্দ্দেশ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মাঘ অমাবস্যায় তখন দক্ষিণায়ন শেষ ও উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। অর্থাৎ সূর্য্যদেব রাশিচক্রের ঐ প্রান্তসীমায় বিরাজিত ছিলেন। মঘা পূর্ণিমা উহার ১৫ দিবস পরে হইতেছে। নক্ষত্রচক্রে মঘার ব্যাপ্তিস্থান সূর্য্য-সিদ্ধান্তের মতে ১৩৩ অংশ ২০ কলা, সুতরাং স্থূলতঃ জানা যাইতেছে যে, রাশিচক্রের (১৩৩°—২০′+

---

* প্রপদ্যেতে শ্রবিষ্ঠাদৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুদক্।
সার্পার্দ্ধে দক্ষিণার্কস্তু মাঘশ্রাবণয়োঃ সদা।
মাঘশুক্লপ্রবৃত্তস্তু পৌষকৃষ্ণসমাপিনঃ।
যুগস্য পঞ্চবর্ষস্য কালজ্ঞানং প্রচক্ষতে॥

† দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি কৌন্তেয় সহামাত্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
পরিবৃত্তো হি ভগবান্ সহস্রাংশুঃ দিবাকরঃ।২৬
অষ্টপঞ্চাশতং রাত্রিং শয়ানস্যাদ্য মে গতা।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা।২৭
মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্য যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি।—অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৭ অধ্যায়।

১৮০°) ৩১৩°—২০´ কলায় উত্তরায়ণ সংঘটিত হইত। ইহা নিরংশ সময়ের প্রায় ৪৩°—২০´ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সময়। শকাব্দ ২০৬ বৎসরে ও খৃষ্টাব্দ ২৮৪ বৎসরে অয়নাংশ শূন্য ছিল অর্থাৎ তখন সকল ঋতুই বর্ত্তমান নির্দ্দিষ্ট রাশির প্রারম্ভে হইত। ভীষ্মদেবের মৃত্যুর যে নির্দ্দেশ পাওয়া গেল, তখন হইতে ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতে হইতে নিরংশ সময়ে অয়নাংশ ৪৩°—২০´ অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরাজি সূক্ষ্ম গণনামতে অয়নাংশ (precession of equinox) প্রতি বৎসর ৫০.১´´ বিকলা করিয়া পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ৭১.৮৫ বৎসরে অয়নাংশ ১° অংশ অগ্রসর হয়। সুতরাং ৪৩°—২০´ অগ্রসর হইতে অয়নের ৩১১৩ বৎসর অতিবাহিত হয়। ইহা শকাব্দপূর্ব্ব ২৯০৭ বৎসর ও খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ২৮২৯ বৎসর। ইহা বর্ত্তমান কলির প্রায় ৩০০ বৎসর পরবর্ত্তী সময়।

জ্যোতিষীর মধ্যে বরাহ-মিহির তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও মহাভারতস্থ এই ঋতুর নির্দ্দেশ অবলম্বন করিয়া বৃহৎসংহিতায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসময়জ্ঞাপক আর্য্যাটি লিপিবদ্ধ করিয়া যান।* তিনি সূর্য্য-সিদ্ধান্তে অয়নগতি ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক অংশ ধরিয়াছেন। তাঁহার সময়ে তিনি লিখিয়াছেন, রাশির প্রারম্ভেই ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিত। আর্য্যভট্টও তাই লিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে ৪২১ শকাব্দকে নিরংশ সময় ধরা যাইতে পারে। বরাহ উপরিউক্ত ৪৩°—২০´কে ৪৪° অংশ ও ৬৬ বৎসর ৮ মাসকে ৬৮ বৎসর ধরিয়াছেন। এই দুইটী গুণ করিলে ২৯৪৮ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা হইতে ৪২১ বাদ দিলে শকপূর্ব্ব ২৫২৬ বৎসরই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসময়-কালস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পাছে শুদ্ধ কথায় ইহা কেহ গ্রহণ করে কি না, সেই জন্য মুনিগণের প্রতি নক্ষত্রে শত বৎসর অবস্থিতিরূপ গর্গ মুনির মতের সহিত তাহা সংযোজিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গর্গ মুনি লিখিয়াছেন,—মুনিগণ কলির প্রারম্ভে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। পক্ষান্তরে কাশ্যপ মুনি বলেন,—সেই সময়ে তাঁহারা শ্রবণা নক্ষত্রে ছিলেন। এই সকল বিষয় ভট্টোৎপল বৃহৎসংহিতার টীকায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।†

ভীষ্মদেবের মৃত্যুনির্দ্দেশক শ্লোকের শেষ চরণে "ত্রিভাগশেষ" পদটি ব্যর্থ প্রকাশ করি-

---

* আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য।—১৩শ অধ্যায়, ৩

† এই উত্তর মুনিই ভ্রমশূন্য। তাঁহাদের উত্তরের মত গগন পর্য্যবেক্ষণের ফলের উপর স্থাপিত। গর্গ উদয় ধরিয়া এবং কাশ্যপ মুনিগণের অর্দ্ধরাত্র সময়ের অবস্থিতি ধরিয়া গণনা করিয়াছেন। সুতরাং উভয়েরই মত সত্য। মুনিগণ বিচলিত হন না। তাঁহারা বর্ত্তমান সময়েও মঘা শ্রবণা সম্বন্ধে প্রাচীন নির্দ্দেশের অনুরূপই অবস্থান করিতেছেন। গর্গ-কাশ্যপ কাল পরিমাপের সুবিধার জন্য মুনিগণের প্রতি নক্ষত্রে শত শত বৎসর অবস্থিতি কল্পনা করিয়া যান। ইহার দ্বারা উভয়ের প্রাদুর্ভাব-কালও একরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা কলির ২৭০০ ও ৩১০০ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। Dr. Kern গর্গের সময় খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৫৫ বৎসর লিখিয়াছেন।

তেছে।—(১) যে মাসের তিন ভাগ অবশিষ্ট রহিয়াছে, (২) যে মাসের তিন ভাগ গত হইয়াছে। মহাভারতের তিন স্থলের বর্ণন অবলম্বন করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য রাখিয়া বিচার করিলে প্রথম অর্থটিকে ঠিক বলিতে হয়। আবার মহাভারতের অন্য এক স্থল, রামায়ণের ঋতুজ্ঞাপক স্থল, মনুসংহিতার উপাকর্ম্মবিধির স্থল এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থের স্পষ্ট উক্তি ধরিয়া বিচার করিলে শেষ অর্থটিকে যথার্থ বলিতে হয়।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অজ্ঞাতবাস অবসানের পর দুর্য্যোধন বিরাটের গোধন হরণের কল্পনা করেন। কল্পনামাত্রেই সৈন্য সজ্জিত হইল। ভীম বিরাটপতির সহায়তা করিতে তাঁহার পূর্ব্বশত্রু ত্রিগর্ত্তের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। নগরে কেবল বিরাটপুত্র উত্তর ছিলেন। তিনি স্ত্রীগণের নিকট বাহ্বাস্ফোট করিয়া সারথির অভাবে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া ছিলেন, দ্রৌপদী রাজমহিষীকে বলিলে, বৃহন্নলা অর্জ্জুন তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিয়া গোহরণ নিবারণকল্পে গমন করিলেন। নৃত্য-গীতকুশলা মুক্তবেণী বৃহন্নলা উত্তরকে শমীবৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহাকে বৃক্ষস্থ শবাকারে লম্বিত শরাশনগুলি নামাইতে বলিলেন। তাহা কৃত হইলে, তিনি কৌরব-সেনার সম্মুখীন হইলেন। উত্তর বিশাল বাহিনী দেখিয়া ভয়ে পলায়নপর হইলে, অর্জ্জুন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তাঁহার অগ্রশিখায় ধারণ করিয়া রথের নিকট আনয়ন করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া কৌরবমুখ্য ভীষ্ম, দ্রোণ স্ত্রীবেশধারীকে অর্জ্জুন বলিয়া অবধারণ করিয়া ফেলিলেন। তখন কুটিলপ্রকৃতি দুর্য্যোধনের বড় আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন যে, পাণ্ডবগণের একজনও যখন অজ্ঞাত-কালের মধ্যে দেখা দিয়াছেন, তখন তাঁহাদের সত্যপালনার্থ পুনঃ বনবাসে যাইতে হইবে। তখন ভীষ্মদেব কালচক্রের বিষয় বিস্তারিতরূপে জ্ঞাপন করিয়া দুর্য্যোধনের ভ্রম দূর করিয়া দিয়া বলিলেন,—যাঁহাদের নায়ক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তাঁহারা কখন অসত্য ব্যবহার করিতে পারেন না ও করিবেন না। সময়ের অতিরেক ও জ্যোতিষের ব্যতিক্রম প্রযুক্ত প্রতি ৫ বৎসরে দুই মাসের আধিক্য হওয়ায় ১৩ বৎসরে ৫ মাস ১২ দিনের আধিক্য হইয়াছে, সুতরাং ত্রয়োদশবর্ষীয় অজ্ঞাতবাস কাটিয়া গিয়া উক্ত সময় উপচিত হইতেছে।* এ স্থানের

---

* এবং কালবিভাগেন কালচক্রং প্রবর্ত্ততে ॥২
তেষাং কালাতিরেকেণ জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমাৎ।
পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপচীয়তে ॥৩
এষামপ্যধিকা মাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশ ক্ষপাঃ।
ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ॥৪
সর্ব্বং যথাবৎ চরিতং যদ্যদেভিঃ প্রতিশ্রুতম্।
এবমেতদ্ধ্রুবং জ্ঞাত্বা ততো বীভৎসুরাগতঃ ॥৫
সর্ব্বে চৈব মহাত্মানঃ সর্ব্বে ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ।
যেষাং যুধিষ্ঠিরো রাজা কস্মাদ্ধর্ম্মেঽপরাধ্নুয়ুঃ ॥৬—বিরাট, ৫২ অধ্যায়।

লিখন দৃষ্টে এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, তাৎকালিক দৈনন্দিন গণনায় চান্দ্র মাস ব্যবহৃত হইত এবং পঞ্চ বর্ষান্তে দুই মাস বৃদ্ধি করিয়া ঋতুর বা সৌর বৎসরের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা হইত। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষেও এই পঞ্চবার্ষিক গণনা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা মাসের সহিত তিথির যে কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানা যাইতেছে না, কিন্তু বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে প্রকাশিত রহিয়াছে যে, এই পঞ্চবর্ষপরিমিত যুগের প্রথম বৎসরে চন্দ্র, সূর্য্য দক্ষিণায়নের শেষে বাসব তিথি বা আমাবস্যায় ও বাসব নক্ষত্র* বা ধনিষ্ঠায় অবস্থিতি করিতেন, সুতরাং তখন উত্তরায়ণ মাঘ শুক্ল প্রতিপদে আরম্ভ হইত। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, বিরাটপর্ব্বীয় এই বচনটি অন্ততঃ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সমসময়ের রচনা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবার্থে পঞ্চ গ্রাম ভিক্ষা করিতে যখন হস্তিনাপুরে গমন করেন, তখন কৌমুদ মাসের রেবতী নক্ষত্রে শরতের শেষ হইয়া হেমন্তের আরম্ভ হইয়াছিল, এইরূপ লিখিত আছে।† তিনি বিদুরের গৃহে থাকিয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন। উভয়ের নানাবিধ ধর্ম্মকথায় পুণ্যরাত্রি যাপন হইল। উক্ত রাত্রে চন্দ্রদেব শিবা নক্ষত্রে ছিলেন।‡ টীকাকার কৌমুদ অর্থে কার্ত্তিক মাস লিখিয়াছেন। শিবা শব্দের কোন অর্থ দেন নাই, তবে বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদকগণ তাহার অর্থ "আর্দ্রা" নক্ষত্র করিয়াছেন। তারপর ভগবান্ পাণ্ডবার্থে পঞ্চগ্রাম প্রাপ্তিবিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে কর্ণকে সপ্তম দিবসে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে বলিয়াছিলেন, যেহেতু সে দিবস অমাবস্যা পড়িবে—উহা শক্রদৈবত্য তিথি, সুতরাং উহা যুদ্ধের পক্ষে বড় প্রশস্ত কাল। তিনি হেমন্ত ঋতুরও বিশেষভাবে যুদ্ধের পক্ষে উপযোগিতা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে ভগবান্ কর্ণের প্রতি সামদানভেদ-নীতির পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার দুর্য্যোধন-প্রীতি ক্ষুণ্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া, জলদগম্ভীরস্বরে ভবিষ্যৎ দণ্ডপ্রয়োগের কথা বিবৃত করিয়া তাহার ভীষণতার চিত্র কর্ণের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন। ভগবান্ বলিলেন§—যখন কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুনকে ঐন্দ্র অস্ত্র ধারণ করিতে ও আমাদের উভয়কে অগ্নি-বায়ু তুল্য পরস্পরের সহায়করূপে দেখিবে এবং বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় গাণ্ডীবের শব্দ শ্রবণ করিবে,

---

* স্বরাক্রমেতে সোমার্কৌ যদা সাকং সবাসবৌ।
স্যাৎ তদাদিযুগং মাঘঃ তপঃ শুক্লোঽয়নং হ্যুদক্ ॥

† কৌমুদে মাসি রেবত্যাং শরদন্তে হিমাগমে।
স্ফীতশস্যসুখে কালে কল্যঃ সত্ত্ববতাং বরঃ।—উদ্যোগ পর্ব্ব, ৮৩ অঃ ৭।

‡ শিবানক্ষত্রসম্পন্না সা ব্যতীয়ায় শর্ব্বরী।—উদ্যোগপর্ব্ব, ৯৪ অ, ১।

§ যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে শ্বেতাশ্বং কৃষ্ণসারথিং।
ঐন্দ্রমস্ত্রং বিকুর্ব্বাণমুভে চৈবাগ্নিমারুতে।৬
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষং বিস্ফূর্জ্জিতমিবাশনেঃ।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ।৭
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরং।
জপহোমসমাযুক্তং স্বাং রক্ষন্তং মহাচমূং।৮

তখনই বুঝিতে পারিবে যে, এরূপ যুদ্ধ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কোন যুগেই সংঘটিত হয় নাই। যখন জপহোমপরায়ণ যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় সেনার রক্ষা ও তেজোবান্ সূর্য্যের ন্যায় পরসেনাকে উত্তপ্ত করিতে দেখিবে, তখনই বুঝিতে পারিবে যে, এমন যুদ্ধ কোন কালেই ঘটে নাই। যখন ভীমসেনকে দুঃশাসনের রুধির পান করিয়া রণাঙ্গনে নৃত্য করিতে দেখিবে, তখনই যুদ্ধের ভীষণতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। যখন দেখিবে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, জয়দ্রথ—সকলের আক্রমণ একা অর্জ্জুন প্রতিরুদ্ধ করিতেছেন, তখনই বুঝিবে যে, যুদ্ধ কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। যখন দেখিবে যে, ঘন শস্ত্রবরিষণেও নকুল সহদেব বলশালী হস্তীর ন্যায় শত্রুসেনা বিক্ষোভিত করিতেছেন, তখনই যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। যাহা হউক, এ স্থান হইতে গিয়া দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপকে বল, ইহা হেমন্তকাল, বড় উত্তম মাস, পৃথিবী শস্য-ইন্ধনে পূর্ণা, বনফলে পূর্ণ, মক্ষিকার উপদ্রব নাই এবং জল শীতল, নির্ম্মল ও সুস্বাদু হইয়াছে। অদ্য হইতে ৭ম দিবসে আমাবস্যা পড়িতেছে। সেই দিনে যুদ্ধ হইলে

আদিত্যমিব দুর্দ্ধর্ষং তপন্তং শত্রুবাহিনীং।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং নচ ॥৯
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে ভীমসেনং মহাবলং।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীত্বা নৃত্যন্তমাহবে ।১০
প্রভিন্নমিব মাতঙ্গং প্রতিদ্বিরদঘাতিনং।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ।১১
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে দ্রোণং শান্তনবং কৃপং।
সুযোধনঞ্চ রাজানং সৈন্ধবঞ্চ জয়দ্রথং।১২
যুদ্ধায়াপততস্তূর্ণং বারিতাঃ সব্যসাচিনা।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ।১৩
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে মাদ্রীপুত্রৌ মহাবলৌ।
বাহিনীং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ক্ষোভয়ন্তৌ গজাবিব।১৪
বিগাঢ়ে শস্ত্রসম্পাতে পরবীররথারুজৌ।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ॥১৫
ব্রুয়াঃ কর্ণ ইতো গত্বা দ্রোণং শান্তনবং কৃপং।
সৌম্যোঽয়ং বর্ত্ততে মাসঃ সুপ্রাপযবসেন্ধনঃ।১৬
সর্ব্বৌষধিবনস্ফীতফলবানল্পমক্ষিকঃ।
নিষ্পঙ্কো রসবৎ তোয়ো নাত্যুষ্ণশিশিরঃ সুখঃ।১৭
সপ্তমাচ্চৈব দিবসাদামাবস্যা ভবিষ্যতি।
সংগ্রামে যুজ্যতাং তস্যাং তামাহুঃ শক্রদেবতাং।১৮
তথা রাজ্ঞো বদেঃ সর্ব্বান্ যুদ্ধায় সমুপাগতান্।
যদ্বো মনীষিতং তদ্বৈ সর্ব্বং সম্পাদয়াম্যহং॥১৯
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ দুর্য্যোধনবশানুগাঃ।
প্রাপ্য শস্ত্রেণ নিধনং প্রাপ্স্যন্তি গতিমুত্তমাং॥২০

ভাল হয়। কারণ, উহাকে ইন্দ্রদৈবত তিথি বলে—উহা যুদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত। তারপর রাজগণকেও বল যে, তাঁহারা যাহা অভীপ্সিত করিয়াছেন, আমি তাহা সকলই সম্পাদন করিব। তাঁহারা দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হইবেন।

ভগবান্ যখন আমাবস্যায় যুদ্ধের কথা বলিয়াছেন, তখন যে যুদ্ধ ঐ তিথিতে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অপিচ উহার সমর্থন ভীষ্মদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কথিত বচনেও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার ৫৮ দিবস শরতল্পে শয়নের কথা বলেন। ইহার সহিত তাঁহার দশ দিবস যুদ্ধের কথা যোগ করিলে জানা যায় যে, তিনি যুদ্ধারম্ভের ৬৮ দিবস পরে দেহত্যাগ করেন। ইহার আট দিবস বাদ দিলে দক্ষিণায়নের শেষ ও উত্তরায়ণের আদি পাওয়া যায়; সুতরাং তাহার ৬০ দিবস বা ২ মাস পূর্ব্বে যে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল, তাহা জানা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মাঘ আমাবস্যায় দক্ষিণায়নের শেষ হইয়াছিল, সুতরাং অগ্রহায়ণ আমাবস্যায় যে যুদ্ধারম্ভ হইবে, তাহার ভুল নাই। অতএব ভগবানের কর্ণের প্রতি উক্তি সার্থক হইতেছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই উক্তির সহিত ঋতুর অন্ত নির্দ্দেশের ঐক্য হয় কি না? যদি অগ্রহায়ণ আমাবস্যায় যুদ্ধারম্ভ হইল, তাহা হইলে অগ্রহায়ণের ১৫ দিবসই শরতের শেষ ১৫ দিবস হয়, সুতরাং "কৌমুদে মাসি" অর্থে কার্ত্তিক মাস না বুঝাইয়া অগ্রহায়ণের পূর্ব্বাংশ বুঝাইবে। মৃগশিরায় অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ধরিলে তাহার পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ আমাবস্যা মূলা নক্ষত্রে পড়িতেছে এবং চন্দ্রের হস্তা নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে ভগবান্ কর্ণকে উপরিউক্ত কথাগুলি বলিতেছেন। ইহার সহিত ভগবানের বিদুরের সহিত আর্দ্রা নক্ষত্রে রজনী যাপন এবং শরৎশেষে রেবতীর অবস্থিতির সামঞ্জস্য হইতেছে না। ইহা হইল পূর্ণিমান্ত মাসগণনার ফল। এখন আমাবস্যান্ত মাস গণনা ধরা যাক। ইহা স্বীকার করিলেও ভীষ্মদেবের মৃত্যুসময়ের নির্দ্দেশ এবং অগ্রহায়ণ আমাবস্যায় যুদ্ধারম্ভরূপ দুইটি ঘটনার কোন ব্যত্যয় হয় না। তবে ঋতু যে ১৫ দিবস ব্যতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ হইতেছে। ইহা বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে লিখিত সময়ের অনুরূপ হয়। তখন পরাশর মুনির মতে ঋতুর অবস্থিতি নিম্নরূপ ছিল;—

ঋতু	আরম্ভ		শেষ		অয়ন
শিশির	ধনিষ্ঠার আদি	হইতে	রেবতীর অর্দ্ধ	পর্য্যন্ত	উত্তরায়ণ
বসন্ত	রেবতীর শেষার্দ্ধ	„	রোহিণীর শেষ	„	
গ্রীষ্ম	মৃগশিরার আদি	„	অশ্লেষার অর্দ্ধ	„	
বর্ষা	অশ্লেষার শেষার্দ্ধ	„	হস্তার শেষ	„	দক্ষিণায়ন
শরৎ	চিত্রার আদি	„	জ্যেষ্ঠার অর্দ্ধ	„	
হেমন্ত	জ্যেষ্ঠার শেষার্দ্ধ	„	শ্রবণার শেষ	„	

এ মতে শ্রবণা নক্ষত্রের অন্তিমে দক্ষিণায়ন শেষ হইতেছে ; সুতরাং তাহার ৬০ দিবস বা দুই মাস পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ আমাবস্তায় বিশাখা বা অনুরাধা নক্ষত্রের ভোগ হইতেছে ও যুদ্ধারম্ভ হইতেছে। সুতরাং কর্ণের সহিত ভগবানের কথোপকথন মঘা বা পূর্ব্বফল্গুনীর ভোগকালে পড়িতেছে। ইহার ৫।৬ দিবস পূর্ব্বে বিদুরের সহিত ভগবানের রাত্রিযাপন সময় আর্দ্রায় পড়িতেছে এবং ১১।১২ দিবস পূর্ব্বে রেবতীর ভোগকাল হইতেছে। সুতরাং এ গণনার দ্বারাও পরস্পরের সামঞ্জস্য হইতেছে না ; যেন বোধ হইতেছে যে, ঋতু যখন ৫।৬ অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে, তখন এই রচনার একটি রচিত হইয়া পরবর্ত্তী বর্ণনার সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রহ্মা তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলী ঋষিগণকে বলিতেছেন যে, নক্ষত্রের আদিতে শ্রবণা, ঋতুর আদি শিশির, অহোরাত্রির আদি দিবস, তার পর রাত্রি এবং মাসের আদি শুক্লপক্ষ।* এই রচনার দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে, লেখকের সময়— ঋতুর পরিবর্ত্তন প্রযুক্ত বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের রচনা-সময় হইতে ঋতুর এক নক্ষত্র পূর্ব্বে অগ্রসরণ হইয়াছিল। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের রচনা-কালেও পরাশরের সময় ধনিষ্ঠার আদিতে উত্তরায়ণ হইত। নক্ষত্রের আদিতে উত্তরায়ণের আরম্ভ হওয়া এবং শিশির ঋতু বা উত্তরায়ণের প্রারম্ভে কোন নক্ষত্রের অবস্থিতি, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। একটির দ্বারা নক্ষত্রচক্রের সপ্তবিংশ সমান ভাগ করিয়া, তাহাই প্রত্যেক নক্ষত্রের ভোগ বা ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়া, তাহার আদি ধরা হইয়াছে এবং অপরটির দ্বারা বিশেষ নক্ষত্রের অবস্থিতি বুঝাইতেছে। সুতরাং ধনিষ্ঠার আদি বলিলে বিভাগীয় ধনিষ্ঠার আদি ধরিতে হইবে এবং উত্তরায়ণ বা শিশিরের আদিতে শ্রবণা বলিলে তারত্রয়বিশিষ্ট উক্ত নক্ষত্রের অবস্থিতি বুঝিতে হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে ধনিষ্ঠা গণনায় ত্রয়োবিংশতিতম নক্ষত্র এবং শ্রবণা দ্বাবিংশতিতম। সুতরাং ধনিষ্ঠার আদি বলিলে রাশিচক্রের (১৩°-২০′ × ২২) = ২৯৩ অংশ ২০ কলার পরবর্ত্তী স্থান বুঝিতে হইবে। আর বিভাগীয় শ্রবণার আদি বলিলে (১৩°-২০ + ২১) = ২৮০ অংশের পরবর্ত্তী স্থান বুঝাইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগতারা রাশিচক্রের ২৮০ অংশে অবস্থিত।† আর ধনিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, উহার যোগতারা বিভাগীয় শ্রবণার তিন চতুর্থাংশে অবস্থিত।‡ অর্থাৎ রাশিচক্রের ২৯০ অংশে ধনিষ্ঠার যোগতারা অবস্থিত। সুতরাং শ্রবণা নিজের অবস্থিতি হইতে ১৩ অংশ ২০ কলা এবং ধনিষ্ঠা ১৬ অংশ ৪০ কলা ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। অর্থাৎ শ্রবণার ব্যাপ্তিস্থান ২৯৩°-২০′ পর্য্যন্ত এবং ধনিষ্ঠার ব্যাপ্তি-স্থান ৩০৬°-৪০′ পর্য্যন্ত।

---

* অহঃ পূর্ব্বং ততো রাত্রির্মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
শ্রবণাদীনি ঋক্ষাণি ঋতবঃ শিশিরাদয়ঃ।

† বৈষাক্ষে শ্রবণস্থিতিঃ। বৈষ = উত্তরাষাঢ়া।

‡ ত্রিচতুঃপাদয়োঃ সন্ধৌ শ্রবিষ্ঠাশ্রবণস্য তু।

পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, পশ্চাৎ গণনার দ্বারা দুই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরস্পরে কোন সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারা যায় না। কারণ, একটির ৫।৬ নক্ষত্র ও অন্যটির ৮ নক্ষত্রের অন্তর থাকিয়া যায়। এই দুই প্রভেদের মধ্যম ৭ নক্ষত্র হয়। এই সাত নক্ষত্র গমন করিতে চন্দ্রের ৭ দিবস লাগিতে পারে, আবার ৭ দিবসে সূর্য্যের গতি প্রায় ৭ অংশ হয়। ইহা ধনিষ্ঠার আদি ২৯৪ অংশ হইতে বাদ দিলে ২৮৭ অংশ হয়, অপিচ শ্রবণার ব্যাপ্তির মধ্যম লইলে ২৮৬°-৪০´ হয়। সুতরাং অশ্বমেধীয় ঋতুনির্দ্দেশটি নক্ষত্রের ঐ অংশ ধরিয়া যে নিরূপিত হইয়াছিল, তাহা স্থূলতঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহার দ্বারা ভগবানের কৌমুদ মাসে শরতের শেষে রেবতীর ভোগকালে হস্তিনা গমনের সামঞ্জস্য হইতে পারে। পূর্ব্বতন রচয়িতৃগণের একটি বিশিষ্ট রীতি এই ছিল যে, তাঁহারা নিজ সময়ের ঋতু ধরিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার বর্ণন করিতেন। পূর্ব্ব-ঘটনার সহিত তাহার সামঞ্জস্য হইল কি না, সে দিকে তাঁহারা বড় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। ইহা যে চাতুরী, তাহা বলিতে পারি না। ইহা সরল মুনি লেখকগণের প্রকৃত ঘটনার বর্ণন মাত্র। তাঁহারা ঘটনা প্রত্যক্ষ না করিলেও তাহা স্বীয় সময়ের ঋতুর উপযোগী করিয়া প্রত্যক্ষ-দৃষ্টবৎ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের মার্কণ্ডেয়-সমস্যায়, রামায়ণের ঋতুবর্ণনে এবং মনুসংহিতার উপাকর্ম্ম ও পিতৃতর্পণ নির্দ্দেশে ইহার স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ধনিষ্ঠার আদি হইতে যখন অয়ন-গতি পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়া ২৮৬°-৪০´ দাঁড়াইয়াছিল, তখন ঐ রচনা মহাভারতে সংযোজিত হইয়াছিল। Asiatic Researchesএর জ্যোতিষী লেখক Davis সাহেব গণনা করিয়া স্থির করেন যে, ধনিষ্ঠার আদিতে উত্তরায়ণের সংঘটন খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৩৯১ বৎসরে ঘটিতে পারে।* সুতরাং ঋতুর ৬°-৪০´ পূর্ব্বে সরিতে প্রায় ৫০০ বৎসর অতিবাহিত হয়। তাহা হইলে অশ্বমেধ পর্ব্বের ঐ অংশ এবং উদ্যোগ-

* কোলব্রুক ইহা খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১২৮০ বৎসর এবং বেণ্টলী উহাই ১১৮১ বৎসর স্থির করিয়াছেন। বেণ্টলী অনেক আবড়তাবড় বকিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কোলব্রুকের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছেন। এই বেণ্টলীর গণনাই যথার্থ বলিয়া থীবপ্রমুখ আধুনিক গ্রন্থকারগণও স্বীকার করিয়াছেন। বেদাঙ্গজ্যোতিষের নব্য ব্যাখ্যাতা বার্হস্পত্যও ইহাই সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন এবং বেদাঙ্গজ্যোতিষের গণনা যে লগধনামা কোন বাবীলনবাসীর রচনা, তাহাও প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এ বিসদৃশ মতের যে কি তাৎপর্য্য, তাহা তিনিই ভাল জানেন। ইনি তিলকের Orion গ্রন্থের প্রতি শ্লেষও প্রয়োগ করিয়াছেন—তাঁহার মতে বেদের তিলক-লিখিত প্রাচীনতা অসম্ভব। ইহা যে ঈর্ষা-প্রণোদিত ভাব, তাহার ভুল নাই। তর্কানুরোধে লগধকে না হয় বাবীলোনীয় বলিয়াই ধরিলাম। পরাশরও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুরূপ ঋতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর অথর্ব্ববেদের ১৯ কাণ্ডেও স্পষ্ট ঋতুর নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এগুলিকেও বাবীলোনীয় গণনা বলিতে হইবে? ভারত কোন বিষয়ে কাহারও নিকট ঋণী নহে,—এগুলি ভারতের মনীষী মুনিগণের উপলব্ধ জ্ঞান। ঋণগ্রহণ করিলে ভারতের সত্যশীল ঋষিগণ তাহা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন না। ম্লেচ্ছ জ্যোতিষীর প্রশংসাসূচক গর্গের বচন তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ,—

"ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দ্দৈবিদ্ দ্বিজঃ।"

ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়নভাষ্যে চাণক্য মুনি ম্লেচ্ছগণের সত্যবাক্‌কে আপ্তবাক্ অনুরূপ প্রমাণ বলিয়াছেন।

পর্ব্বের উপরিউক্ত অংশ খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৮৯০ বৎসরের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে রচিত হইয়া মূল গ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

মার্কণ্ডেয়-সমস্যাধ্যায়ে অনেক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা বিবৃত হইয়াছে; অনেক উপদেশযুক্ত আখ্যায়িকা কথিত হইয়াছে; গীতার অনেক ভাব ভিন্নাকারে প্রকটিত হইয়াছে। আবার ভবিষ্যদ্বর্ণনে ভগবান্ কল্কির সম্ভল গ্রামে জন্মবিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। দেবতা পূজনের সহিত এড়ুকা বা ভিত্তিস্থ অস্থি পূজার কথার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের ইঙ্গিতও রহিয়াছে। ইহা ছাড়া জ্যোতিষ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য দুই একটি তথ্যও রহিয়াছে। নক্ষত্রচক্র হইতে অভিজিৎ কেন যে পরিত্যক্ত হইল, তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে নক্ষত্র-চক্রের আদিতে রোহিণীর গণনা হইত এবং উত্তরায়ণের আদিতে ধনিষ্ঠার অবস্থিতি ছিল—ইহা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছিল।* তারপর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ জ্যেষ্ঠা রোহিণীর প্রতি ঈর্ষান্বিতা হইয়া, জ্যেষ্ঠতা লাভ সঙ্কল্প করিয়া তপস্যার্থে বনে গমন করিলেন; তাই তিনি নক্ষত্র-পর্য্যায় হইতে বিচ্যুতা হন।† তারপর অগ্নিদৈবত স্কন্দমাতা সপ্ত নক্ষত্রযুক্তা কৃত্তিকা নক্ষত্রচক্রের আদি স্থান অধিকার করিলেন।‡ এই কৃত্তিকার মধ্যে অরুন্ধতী ব্যতীত ষট্‌ঋষি-পত্নীকে অন্তর্নিবেশিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, ইহার দ্বারা এই মাত্র সার বোঝা যায় যে, লেখক যে সময়ের বর্ণন করিতেছেন, তখন বাসন্তিক বিষুবান রোহিণী হইতে সরিয়া কৃত্তিকায় এবং উত্তরায়ণ ধনিষ্ঠায় সংঘটিত হইত। অপিচ তখন নক্ষত্রচক্রের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অষ্টাবিংশ নক্ষত্র হইতে অভিজিৎটিকে বাদ দেওয়া হয়। কৃত্তিকার নক্ষত্রসংখ্যা সাত দেওয়া হইয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ। কারণ, উহাতে ছয়টি নক্ষত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে—কার্ত্তিকেয়ের ষড়ানন, ষাণ্মাতুর নামের উহাতেই সার্থকতা আছে; তাহা হইলেই ষট্‌ঋষিপত্নীর তাঁহাকে পোষণরূপ বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য হইতে পারে—কৃত্তিকার সপ্তশীর্ষ হইলে তাহা হয় না—সুতরাং সপ্ত স্থলে ষট্‌ক হওয়াই সম্ভব।§

সমস্যার প্রারম্ভে যুধিষ্ঠিরের কাম্যক-বনে অবস্থানের কথা বিবৃত হইয়াছে। তখন বর্ষাকাল কাটিয়া গিয়া শরৎকাল আরম্ভ হইয়াছে এবং তথায় বাসকালে পাণ্ডবগণ শারদীয়া কার্ত্তিকী

---

* ধনিষ্ঠাদিস্তদা কালো ব্রহ্মণা পরিকল্পিতঃ।
রোহিণী হ্যভবৎ পূর্ব্বমেবং সংখ্যা সমাভবৎ।—২২৯অ—১০।

† অভিজিৎ স্পর্দ্ধমানা তু রোহিণ্যাঃ কন্যসী স্বসা।
ইচ্ছন্তী জ্যেষ্ঠতাং দেবী তপস্তপ্তুং বনং গতা।
তত্র মূঢ়োঽস্মি ভদ্রস্তে নক্ষত্রং গগনাচ্চ্যুতম্।—৮।৯ ঐ

‡ এবমুক্তে তু শক্রেণ ত্রিদিবং কৃত্তিকা গতা।
নক্ষত্রসপ্তশীর্ষাভং ভাতি তদ্বহ্নিদৈবতম্।—১১। ঐ

§ বাইবেলে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বা Pleiadesএ সাতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা সাক্ষাৎ দর্শনের ফল, না কোন জাতির গগনদর্শনের চর্ব্বণ, তাহা ঠিক জানি না। মার্কণ্ডেয় যদি কৃত্তিকাকে সপ্ত-নক্ষত্রযুক্তাই বলিয়া থাকেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সম্ভবতঃ পূর্ব্বে উহাকে ষট্‌নক্ষত্রযুক্তা বলিয়া গিয়াছেন এবং নক্ষত্রও তাঁর অঙ্কে ঐ সত্যেরই সাক্ষ্য দিতেছে।

পূর্ণিমা-রজনীর উৎসব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ স্থলে পর্ব্বসন্ধি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।* ইহার অর্থ আমাবস্যা ও পূর্ণিমা দুই হইতে পারে; কিন্তু শ্লোকের পরচরণে "কার্ত্তিকী" শব্দের উল্লেখ থাকায় উহা পূর্ণিমাই ধরিতে হইবে। কারণ, কার্ত্তিকী বলিলে কৃত্তিকাযুক্ত পূর্ণমাসীই বুঝাইয়া থাকে। আবার সমস্যার শেষাশেষি উত্তরায়ণের আদিতে ধনিষ্ঠার কথাও আছে, তাহা উপরে লিখিত হইয়াছে। পরাশর ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষকার তাঁহাদের সমসময়ের ঋতুর স্বরূপ ঐরূপই বর্ণন করিয়াছেন। তবে উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ হইতেছে যে, তাঁহাদের দক্ষিণায়ন শেষে পৌষ আমাবস্যা পড়িত, আর মার্কণ্ডেয়ের গণনার দ্বারা তখন পৌষ-পূর্ণিমা পড়িতেছে। মনুসংহিতার লিখন-ভঙ্গী দ্বারাও বোধ হয় যে, তাহার বিধি প্রচলনসময়ে পৌষ-পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন শেষ হইত।

শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বাপ্যুপাবৃত্য যথাবিধি।
যুক্তছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽৰ্দ্ধপঞ্চমান্ ॥৯৫
পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্য্যাদ্বহিরুৎসর্জ্জনং দ্বিজঃ।
মাঘশুক্লস্য বা প্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্ণে প্রথমেঽহনি ॥—৯৬, ৪র্থ অধ্যায়।

যথাবিধি শ্রবণা-পূর্ণিমা বা ভাদ্রপদা পূর্ণিমায় উপাকর্ম্ম করিয়া সাড়ে চারি মাস ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করিবেন। তারপর পৌষ বা মাঘ শুক্লপক্ষ প্রাপ্তে বেদের উদ্‌যাপনবিধি অনুষ্ঠিত করিবেন। মেধাতিথি ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, সামবেদিগণ ভাদ্রপদা এবং ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদিগণ শ্রবণা পূর্ণিমায় বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিতেন। ভাদ্রপদা ও শ্রবণা পূর্ণিমায় উপাকর্ম্ম প্রাচীন প্রথা ছিল; তাহা সংহিতাকারের সময় অয়নের অগ্রসরণ প্রযুক্ত স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহার অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ধর্ম্মবিধির বিধান করিতে হয়, নতুবা বহু প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণায়নের আরম্ভেই বেদাধ্যয়নের নিয়ম প্রচলিত ছিল। আমাবস্যা যে অর্দ্ধমাস ও পূর্ণিমা যে মাসের শেষ, তাহাও চতুর্থ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে স্পষ্টীকৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।† সুতরাং সংহিতাকারের সময় যে আষাঢ়ী বা উত্তরাষাঢ়াযুক্ত পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত, তাহা বোধ হইতেছে। রামায়ণের লিখিত ঋতুও তাহাই প্রকাশ করিতেছে।‡ অতএব দেখা গেল যে, মার্কণ্ডেয়, মনুসংহিতাকার ও রামায়ণের উক্ত অংশ-লেখক—ইঁহারা তিন জনেই পরাশর ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষকারের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহারা জ্যোতিষী ছিলেন না—

---

* তেষাং পুণ্যতমা রাত্রিঃ পর্ব্বসন্ধৌ স্ম শারদী।
তত্রৈব বসতা মাসীৎ কার্ত্তিকী জনমেজয় ।—১৮২অঃ—১৬।

† অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা।
দর্শেন চার্দ্ধমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি ।

‡ মাসি প্রোষ্ঠপদে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং বিবক্ষতাম্ ।
অয়মধ্যায়সময়ঃ সামগানামুপস্থিতঃ । ৫৪
নিবৃত্তকর্ম্মায়তনো নূনং সঞ্চিতসঞ্চয়ঃ ।
আষাঢ়ীমভ্যুপগতো ভরতঃ কোশলাধিপঃ ।—৫৫, কিষ্কি, ২৮ অধ্যায়।

সুতরাং ঋতুর ব্যতিক্রম অবগত ছিলেন না; তাই প্রাচীন রীতিই অনুসরণ করিয়া পূর্ণিমান্ত মাসই ব্যবহৃত করিয়া আসিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে জ্যোতিষিগণ গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ঋতুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাই আমাবস্যান্ত করিয়া যান। সুতরাং মার্কণ্ডেয়-সমস্যার এই অংশ যে খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৩৯১ বৎসরের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে রচিত হয়, তাহা বোধ হইতেছে। কিন্তু ভগবান্ কল্কির বর্ণনযুক্ত অংশটি যে ইহার পরে সংযুক্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, সে বৃত্তান্তে এড়ূকচিহ্নবহুলারূপে পৃথিবীর বর্ণন আছে। ভগবান্ বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর সম্ভবতঃ এরূপ প্রথাটি প্রচলিত হয়। ইহাতে চন্দ্র-সূর্য্য, বৃহস্পতি ও তিষ্য নক্ষত্রের এক রাশিতে অবস্থিতিরূপ সত্যযুগ প্রবৃত্তির আভাসও আছে। অপিচ অনেক যুগক্ষয়লক্ষণের বর্ণনও আছে।* এগুলি বৌদ্ধ-যুগের রচনা বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, অস্থি প্রোথিত করিয়া তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করা তদবধি প্রচলিত হয়। অথবা ইহার দ্বারা পারসীক, যবন ও ম্লেচ্ছরাজগণের করতলগত ভারতের অবস্থাও বুঝাইতে পারে। তাঁহারা তাঁহাদের শব প্রোথিত করিয়া তাহার উপর সৌধ নির্ম্মাণ করিতেন। এই বর্ণনগুলি প্রকৃত ভবিষ্যৎ ঘটনার উল্লেখ, না সংঘটিত অতীত বিষয়ের আবৃত্তি, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

শান্তিপর্ব্বে নারদ পঞ্চরাত্র নামক অধ্যাত্মতত্ত্ব বিবৃত করিতেছেন। ইহাতে বাসুদেবকে পরমাত্মা, সংকর্ষণকে জীব, প্রদ্যুম্নকে মন ও অনিরুদ্ধকে অহঙ্কার কল্পনা করিয়া উপাসনার বিধি প্রচারিত হইয়াছে। ইহা ভাগবতগণের মত। তাঁহাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র এই যে, পশুহনন না করিয়া অন্ন-সাহায্যে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করা। ইহাঁদের মতপ্রচারকের নাম উপরিচর বসু—তিনি নারায়ণের ভক্ত। তাঁহার সভাসদের মধ্যে অনেক প্রাচীন ঋষির নাম কথিত হইয়াছে। যথা—তাণ্ড্য, মেধাতিথি, কপিল ও তৎপুত্র শালিহোত্র, কঠ, তিত্তিরি ও তৎকনিষ্ঠ বৈশম্পায়ন, কণ্ব প্রভৃতি। একদা দেবগণ ও ঋষিগণ অন্ন-পক্ষ ও পশুহনন-পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিবাদ মীমাংসার্থে রাজসমীপে গমন করেন। রাজা উভয়ের মনস্তুষ্টির জন্য "ছাগেনাজেন যষ্টব্যং"

শরদ্ব্যপায়ে হেমন্তঋতুরিষ্টঃ প্রবর্ত্ততে। ১
নিবৃত্তাকাশশয়নাঃ পুষ্যনীতাহিমারুণা।
শীতবৃদ্ধতয়া যামা ত্রিযামা যান্তি সাম্প্রতম্। ১২
জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে। —১,৩ আরণ্য, ১৬ অধ্যায়।

* এড়ূকচিহ্না পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা। ৩৭
যদা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি প্রপৎস্যতি তদা কৃতম্। ৯০
কল্কী বিষ্ণুযশা নাম দ্বিজঃ কালপ্রচোদিতঃ।
উৎপৎস্যতে মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ। ৯৩
সম্ভূতঃ সম্ভলগ্রামে ব্রাহ্মণাবসথে শুভে।
মনসা তস্য সর্ব্বাণি বাহনান্যায়ুধানি চ। ৯৪
স ধর্ম্মবিজয়ী রাজা চক্রবর্ত্তী ভবিষ্যতি।—৯৫, বনপর্ব্ব, ১৯০ অধ্যায়।

ছাগরূপী অজ দ্বারা যজ্ঞ করা বিধেয় বলিলেন।* ইহাতে ঋষিগণ সংশয়িত হইয়া আপনা-দিগকে অপদস্থ মনে করিয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন ; কিন্তু নারায়ণে অচলা ভক্তিপ্রযুক্ত তিনি শাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এ স্থলের লিখিত ঋষিগণ সম্ভবতঃ সমসাময়িক লোক ছিলেন। উহাতে অপর একজন কপিলমুনির নামও আছে। ইঁহারই পুত্র সম্ভবতঃ অশ্বচিকিৎসার প্রচারক শালিহোত্র—সিদ্ধ কপিল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তিনিই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রচারক। এই সময় হইতেই বোধ করি, ভাগবত মত প্রচারিত হয়। ইহাতে দশ অবতারের কথাও লিখিত হইয়াছে—তাহাতে হংস ও সাত্বত সংযোজিত ও বুদ্ধ পরিত্যক্ত হইয়াছেন। সাত্বত অর্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ই বুঝাইতে পারে। এ স্থলে কল্কির কথাও লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সংশয় হয়, তিনি অতীত—না ভবিষ্যৎ অবতার। ইহাতে বেদ-সঙ্কলনকাল ত্রেতা যুগ দেওয়া হইয়াছে। তিষ্য আরম্ভে কলির প্রবৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। কালযবনের মন্ত্রী জ্যোতিষী গার্গ্য ছিলেন। এই সকল বিষয় স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, ইহা পরবর্ত্তী কালের রচনা—মহাভারতে সংযোজিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে এ মতও খণ্ডিত হওয়ায় ইহার রচনা-কাল উহার রচনাকালের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা বরাবর জানিতাম, ভগবান্ ব্যাসদেবই একমাত্র বেদবিভাগকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৪৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সারস্বতকুলপ্রসূত অপান্তরতমাও বেদের মন্ত্র, গান ও গদ্য অংশ সজ্জিত করেন ; তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই কার্য্য করিয়া ভগবান্ শ্রীহরির প্রীতিবিধান করেন। পরে তিষ্য বা কলিকাল প্রাপ্ত হইলে ভগবান্ ব্যাসদেব সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ব্যাসদেবই অপান্তরতমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এগুলি অতিপ্রাকৃত কথা ; সুতরাং ইহাতে কূটকারীর হস্তকৌশল আছে, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। কারণ, এই অধ্যায়ের পরেই ব্রহ্মের জীবজগতে অখণ্ডরূপে বিদ্যমানতাবিষয়ক ব্রহ্মসূত্র-প্রতিপাদিত মত কৌশলপূর্ব্বক আলোচিত হইয়াছে। কপিলাদি মহর্ষিগণ সাংখ্য ও যোগে উপসর্গ ও অপবাদ অর্থাৎ বিধি ও নিষেধ বা অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তির সহায়তায় শাস্ত্রের সত্য প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ব্যাসদেব সংক্ষেপ ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে যাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অনুগ্রহে প্রকাশ করিতেছি। এইরূপে লেখক বৈশম্পায়নের মুখে গৌরচন্দ্রিকা ফাঁদিয়া স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আধ্যাত্মি-কাটি রুদ্র ও ব্রহ্মঘটিত। রুদ্র পিতা ব্রহ্মকে তাঁহার একযোনিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন—তাহার তিনি উত্তর দিয়াছেন। ইহা আবর্জ্জনায় পূর্ণ, উহা মহাভারতের অন্যত্র বর্ণিত সাংখ্য-প্রশংসার সহিত মিশ খায় না। পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শেষে লিখিত হইয়াছে, সাংখ্য ও যোগে যেরূপ সত্য বর্ণিত, ইহাও তাহাই অনুসরণ করিয়া কথিত। সাংখ্য যোগে

* অজ অর্থে বীজ, যাহার অঙ্কুরোদ্গমশক্তি রহিত হইয়াছে। ধান, যব বা গম তিন চার বৎসর থাকিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি তিরোহিত হয়। ঋষিগণ অজ অর্থে তাই বুঝিয়াছিলেন—অজসংজ্ঞানি বীজানি ছাগং নো হন্তুমর্হথঃ। অজের অর্থ বীজ, সুতরাং ছাগবধ করিও না।—শান্তিপর্ব্ব, ৩৪২ অধ্যায়।

এরূপ বর্ণন নাই—ইহা স্তোক ও মিথ্যা কথা। এই রচনা যে ব্রহ্মসূত্রকারের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারই কথার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য নাই—তিনি ও তাঁহার সহযোগী জৈমিনি যে কত প্রকারে সত্যের আবরণে মিথ্যা প্রচার করিয়া হিন্দুদের সাত্ত্বিক সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ কলুষিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

ভীষ্মপর্ব্বের প্রারম্ভে যুগকথনে লিখিত আছে যে, সত্য যুগের পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর, ত্রেতার ৩০০০ ও দ্বাপরের ২০০০ বৎসর; কিন্তু তিষ্য বা কলির কোন পরিমাণ নিরূপিত নাই* এবং গীতায় লিখিত আছে যে, চারি জন মনু ও সপ্ত ঋষি† হইতে যাবতীয় প্রজার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু মনুসংহিতা ও মার্কণ্ডেয়-সমস্তায় যুগ-পরিমাণ ক্রমান্বয়ে ৪৮০০, ৩৬০০, ২৪০০ ও ১২০০ বৎসর প্রদত্ত হইয়াছে। মনুসংহিতায় অধিক এই লিখিত আছে যে, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে ৬ জন মনু জন্মগ্রহণ করেন; সপ্তম মনুর নাম বৈবস্বত মনু। ইহাঁরই মন্বন্তর বর্ত্তমান কালে প্রবহমান। আর ঋষিগণ নারদ, ভৃগু ও প্রাচেতস যোগে দশ জন। এই দুই পুস্তকের যুগ-পরিমাণ ও মনু ঋষির সংখ্যায় অনৈক্য আছে। বর্ত্তমান মনুসংহিতার উত্তম পরিমার্জ্জিত ভাষা এবং অনেক স্থলের বিকল্প বিধির লিখন দ্বারা স্বতঃ প্রকাশিত হয়, ইহা প্রাচীন স্মৃতিরই দ্বিতীয় সংস্করণ - ভৃগুপ্রোক্ত কথাও তাহাই দ্যোতিত করিতেছে। সুতরাং ইহা মহাভারতীয় বিষয় রচনার পরভবিক বলিয়া বোধ হইতেছে।

মহাভারতে যেরূপ ভাবে লিখিত আছে, তাহাতে বোধ হয়, উপরিউক্ত বৎসরগুলি সেই সেই যুগে মনুষ্যের পরমায়ু; সুতরাং ইহা বৈদিক "শত বৎসর মনুষ্য-পরমায়ু" মতের বিরোধী হয়। অতএব উহার অর্থ যুগপরিমাণ ধরাই যুক্তিসঙ্গত। তখন দ্বাপর যুগ প্রবহমান এবং তিষ্য বা পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ প্রযুক্ত চতুর্থ যুগের জল্পনা-কল্পনার আভাসও পাওয়া যাইতেছে। ইহার ভাব অনেকটা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুরূপ; সুতরাং এ অংশের রচনা-কালও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালের সমান ধরা যাইতে পারে।

মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে সঙ্কুল-যুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, উভয় সৈন্য সন্ধ্যার সময় রীতিমত বিশ্রাম করিলেন; কিন্তু নিশীথে ধূসর চন্দ্র উদিত হইলে পুনঃ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাতে বোধ হয়, তখন কৃষ্ণপক্ষের অন্ততঃ ষষ্ঠী সপ্তমী হইয়াছে। এখন কর্ণের প্রতি ভগবানের বচন

---

* চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি ভরতর্ষভ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ তিষ্যঞ্চ কুরুবর্দ্ধন। ৩
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং কুরুসত্তম।
আয়ুঃসংখ্যা কৃতযুগে সংখ্যাতা রাজসত্তম। ৫
তথা ত্রীণি সহস্রাণি ত্রেতায়াং মনুজাধিপ।
দ্বে সহস্রে দ্বাপরে তু ভুবি তিষ্ঠন্তি সাম্প্রতম্। ৬
ন প্রমাণস্থিতির্হ্যস্তি তিষ্যেঽস্মিন্ ভরতর্ষভ।
গর্ভস্থাশ্চ ম্রিয়ন্তে চ তথা জাতা ম্রিয়ন্তি চ॥—৭ ভীষ্ম, ১০ অধ্যায়।

† মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥—গীতা, ১০ অধ্যায়, ৬।

দ্বারা জানা যাইতেছে যে, দ্রোণের পঞ্চ দিবস যুদ্ধকালে শুক্লপক্ষ ছিল, সুতরাং সঙ্কুল-যুদ্ধের সময় অন্ততঃ শুক্লা চতুর্দ্দশী হওয়া উচিত ছিল—কৃষ্ণা ষষ্ঠী বা সপ্তমী হইবে না। সুতরাং এ রচনাসময়ে অয়নের ৭ অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হওয়ায় যে এইরূপ ঋতুর ও তিথির ব্যতিক্রম হইয়াছিল, তাহার ভুল নাই। অতএব এ অংশটি সম্ভবতঃ অশ্বমেধ পর্ব্বের রচনা-কালের সমসাময়িক রচনা অথবা তাহার পরবর্ত্তী রচনাও হইতে পারে। উদারভাবে গণনা করিলে অশ্বমেধপর্ব্বীয় ঋতুর নির্দ্দেশের যে সময় আমরা উপরে প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে পারে, কিন্তু বেণ্টলীর ন্যায় অনুদার ভাবে গণনা করিলে সেই সময়ই ৫০০ বৎসর অর্ব্বাচীন হইয়া যায় অর্থাৎ ঐ রচনার সময় খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৩৯০ বৎসর হয়।

মহাভারতে তিনটি গীতার উল্লেখ আছে। প্রথম ভগবান্ ব্যাসদেবের রচনা; দ্বিতীয় সনৎকুমারকথিত উদ্যোগপর্ব্বস্থ অধ্যাত্মতত্ত্ব; তৃতীয় অশ্বমেধপর্ব্বীয় অনুগীতা। ভগবানের গীতায় তিনটি স্তরের কথা বিস্তারিত ভাবে পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। এই শেষ দুইটি গীতা অনুক্রমণিকা অধ্যায়ের সূচীতে নাই, সুতরাং এইগুলি যে ব্যাসদেবের রচনা নহে, তাহা ঠিক। এগুলির পর্ব্বসংগ্রহে উল্লেখ আছে। সনৎকুমার-কথিত গীতা ধৃতরাষ্ট্র শ্রবণ করিতেছেন। ইহাতে অনেক বেদবাহ্য কথার বর্ণন আছে। প্রমাদকেই মৃত্যু বলা হইয়াছে—যমরাজ মৃত্যু নহেন। মৃত্যু ব্যাঘ্র নহে যে, উহাকে ভয় করিতে হইবে। ব্রহ্ম এক, সুতরাং বেদও এক হওয়া উচিত ছিল—তার পরেই অথর্ব্ববেদের প্রশংসা আছে। ব্রহ্মকে বেদে লাভ করা যায় না, তাঁহাকে মানসিক চিন্তার দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা এক প্রকার শূন্য চিন্তা। সর্প মনুষ্যকে দংশন করিয়া বিবরে প্রবেশ করে। ইহা নাগজাতির প্রতি ইঙ্গিত—ইহারা যে উপাংশু-হত্যায় সিদ্ধহস্ত ছিল, তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। তপস্যার প্রভাবে সূর্য্য প্রত্যহ উদয় হন এবং অপ্সরাগণ চিরযৌবনে ভূষিতা। ইহার দ্বারা বৌদ্ধগণের ক্ষণিক বিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত আছে। হীনোমনীষিগণই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, আর কেহ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। ইহার দ্বারা হীনযান সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইতেছে। সুতরাং বোধ হয়, লেখকও ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, এই গীতা কোন বৌদ্ধ কর্ত্তৃক রচিত।

অনুগীতার প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, অর্জ্জুন নারায়ণের নিকট পুনঃ গীতার সত্য শুনিতে ইচ্ছুক হওয়ায় নারায়ণ পূর্ব্বের আংশিকরূপে তাঁহার মনস্কামনা চরিতার্থ করেন। ইহা যে পরবর্ত্তী রচনা, তাহা উহার গায়ে "অনু" শব্দ দ্বারা ছাপ দিয়া চিহ্নিত রহিয়াছে। সুতরাং অনু-গীতার রচনাই ভগবদ্গীতার প্রাচীনতা প্রকাশ করিতেছে। ইহাতেই ব্রহ্মকথিত নক্ষত্রের আদিতে শ্রবণার অবস্থিতিরূপ ঋতুর নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইহাতেই তাৎকালিক অনেকগুলি ধর্ম্মমতের বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে ব্রহ্মের অখণ্ডভাবে জগতে বর্ত্তমানরূপ ব্রহ্মসূত্র-প্রতিপাদিত মতের এবং বৌদ্ধ ও জৈনগণের ধর্ম্মমতেরও আভাস আছে। অপিচ এই সকল ধর্ম্মমত যে ব্রাহ্মণগণ বিশ্বাস ও পোষণ করিতেন, তাহাও লিখিত আছে। ইহাতে সকল ধর্ম্মের সার "অহিংসাকেই" নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কারণ, ইহাকেই মনীষিগণ শ্রেষ্ঠ নিঃশ্রেয় জ্ঞান ও

অনুদিগের ধর্ম্মলক্ষণ বলেন।* এই অংশকেই উপজীব্য স্বরূপ অবলম্বন করিয়া স্বার্থপর ধর্ম্ম-দ্বেষিগণ সনাতন ধর্ম্মে আবর্জ্জনা অনুপ্রবেশিত করিতে সমর্থ হন। এই আবর্জ্জনার ফল ব্রহ্মসূত্র, মীমাংসাদর্শন, ছান্দোগ্য, কেন, কৌষীতকী, ঐতরেয় প্রভৃতি তথাকথিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। এইগুলি পরস্পরে তুলনা করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, ব্রহ্মসূত্র ও ছান্দোগ্য উপনিষৎ বাদরায়ণের রচনা; মীমাংসা দর্শন ও কেন বা তলবকারোপনিষৎ জৈমিনির রচনা এবং অন্যগুলি তাঁহাদেরই সহযোগিগণেরই রচনা। কিন্তু উহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া করিলাম না। এ সবগুলিতে বেদবাহ্য বিজাতীয় ভাবের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভগবান্ ব্যাসদেব তিন বেদের কথাই গীতায় লিখিয়াছেন;† সুতরাং তাঁহার সময় বেদত্রয়ই ভারতে প্রচলিত ছিল—এই কারণে "ত্রয়ী" শব্দদ্বারা সাম, ঋক্ ও যজুঃ—তিন বেদই বুঝাইত। অথর্ব্ববেদ পরে প্রচারিত হয়। ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের সময় অথর্ব্বাঙ্গিরসরূপে বিদ্যমান ছিল এবং তাঁহার পরে অথর্ব্ববেদও ছন্দস বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই ছন্দস্ হইতে পারসীদের "জেন্দাবস্তা" নামক ধর্ম্মগ্রন্থের উৎপত্তি—দুই শব্দের ধ্বনিগত সৌসাদৃশ্যই তাহা প্রকাশিত করিতেছে।

ভগবান্ ব্যাসদেবের সময় সম্ভবতঃ প্রাচীন ঋতুজ্ঞাপক মাসগুলিই প্রচলিত ছিল। তিনি শুক্র, শুচি, তপ ইত্যাদি বলিয়া তাহার কোথাও কোথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গীতাতে বিভূতিকথনে "মাসানাং মার্গশীর্ষোহহং" মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ লিখিত আছে এবং তাহার পরেই "ঋতূনাং কুসুমাকরঃ" ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত ঋতু লিখিত আছে। অন্য প্রমাণের সহিত এই বিষয়ও অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক Orion গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক প্রাচীন বাসন্তিক বিষুব মৃগশিরা বা অগ্রহায়ণী নক্ষত্রে সংঘটিত হইত। সম্ভবতঃ ব্যাসদেবের সময় বিষুব রোহিণী নক্ষত্রের পূর্ব্বপাদে ঘটিত। কারণ, ইহার আভাস মার্কণ্ডেয়-সমস্যায় পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি যে বর্ত্তমান কলির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

মহাভারতে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারঘটিত অনেক সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকার বর্ণন আছে। এগুলির সহিত রামায়ণের রচনার সাদৃশ্য আছে। ইহাতে বোধ হয়, ঐ ঐ অংশগুলির রচনার সময় এক।

এইবারে নিরংশ স্থানের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। যে সময় অয়নাংশ শূন্য, তাহাকেই নিরংশ স্থান বলে। রাশিচক্রের দুই

---

* অহিংসা সর্ব্বভূতানামেতৎ কৃত্যতমং মতম্।
এতৎ পদমনুদ্বিগ্নং বরিষ্ঠং ধর্ম্মলক্ষণম্॥
জ্ঞানং নিঃশ্রেয় ইত্যাহুর্বৃদ্ধা নিশ্চিতদর্শিনঃ।—অশ্ব, ৫০ অধ্যায়।

† বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারং ঋক্ সাম যজুরেব চ।
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ॥ ১৭
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।—২০, ৯ম অ°।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।—২১

বিষুবানই এই নিরংশ স্থানের আধার। সকল দেশের গণনা সায়ন গণিত-সাধিত, সুতরাং তাহাতে অয়নাংশের আবশ্যকতা নাই। আমাদের গণনা নক্ষত্র সম্বন্ধ-ঘটিত। সূর্য্যদেব প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রে পরে এবং বিষুবানে পূর্ব্বে উপস্থিত হওয়ায় নক্ষত্র ক্রমে পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে এবং অয়ন পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে, এই কারণে নক্ষত্র সম্বন্ধে পূর্ব্ব অয়নের প্রভেদ ঘটিতেছে—এই প্রভেদের নামই অয়নাংশ বা precession of equinox। ইউরোপীয় মতে এই অয়নাংশ বৎসরে ৫০.১″ বিকলা, সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ৫৪ বিকলা। অর্থাৎ প্রথম মতে ৭১.৮৫ বৎসরে ১ অংশ ও শেষ মতে ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক অংশ। অথবা ইউরোপীয় গণনায় ২৫৮৬৮ বৎসরে অয়নাংশ রাশিচক্রকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুনঃ পূর্ব্বনক্ষত্রে অবস্থিতি করে। আমাদের সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে অয়নাংশ পরিধিবৎ ভ্রমণ করে না—উহা রাশিচক্রের দুই নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে দোদুল্যমান হয়। ইহা গণিতমতে অশুদ্ধ, কারণ, ভাস্করাচার্য্যও বাসনাভাষ্যে ইহার প্রতি নম্র কটাক্ষ করিয়াছেন। বাপুদেব শাস্ত্রী, বালগঙ্গাধর তিলক-প্রমুখ আধুনিক গণিতজ্ঞগণও ইহা অশুদ্ধ বলেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহার উল্লেখ থাকিলেও আর্য্যভট্ট ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ জ্যোতির্বিগণ ইহার উল্লেখ না করায় ভাস্কর বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহা কি করিয়া আসিল? প্রাচীন জ্যোতির্বীর মধ্যে বরাহমিহির যেমন জ্যোতিষের সকল জ্ঞাতব্যগুলি কালের দুর্দ্দমনীয় ও অলঙ্ঘনীয় ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়া একত্রিত ও প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন এবং অন্য অকথিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, এমন কেহ করেন নাই। তাই তিনি অয়নাংশের কথাও সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় রোমক, পৌলিশ সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রীক জ্যোতির্বিগণের অয়নগতি সম্বন্ধে কতক জ্ঞান ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। গ্রীসীয় জ্যোতির্বিগণের মধ্যে প্রথমে হিপার্কস অয়নের বিচলন প্রকাশ করেন। তিনি পূর্ব্বপঞ্জিকার ঋতু নির্দ্দেশ ও তাঁহার নিজ সময়ের ঋতু নির্দ্দেশের প্রভেদ দেখিয়া ইহা ৭৫ বৎসরে ১ অংশ স্থির করেন। টলেমী তাঁহার গগন পর্য্যবেক্ষণ আত্মসাৎ করিয়া, তাঁহার প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া, উহা ১০০ বৎসরে ১ অংশ স্থির করিয়া যান। হিপার্কস্ (Hipparcus) খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৪৫ বৎসরে গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানিতে পারেন যে, শারদীয় বিষুবানের সময় Spica বা চিত্রা নক্ষত্র রাশিচক্রের ১৮৬ অংশে অবস্থিত ছিল অর্থাৎ চিত্রা নক্ষত্র বিষুবানের ৬ অংশ পশ্চিমে উদিত হইত। সার বিলিয়ম হার্ষেল তাঁহার বৃহৎ দূরবীক্ষণের সহায়তায় ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ ১লা জানুয়ারীতে ঐ নক্ষত্রের বিষুবান হইতে ২০° অংশ ২১′ কলা পূর্ব্বে অগ্রসরণ স্থির করেন। অর্থাৎ ১৮৯৫ বৎসরে অয়নাংশ যে ২৬°-২১′ পূর্ব্বে অগ্রসর হয়, তাহা বুঝিতে পারেন। ইহারই অনুপাত ধরিয়া ইউরোপীয় অয়নগতি প্রতি বৎসরে ৫০.১″ বিকলা স্থির করা হয়। এ গণনাটি সূক্ষ্ম, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং রাশিচক্রের ১৮০ অংশে বিষুবান হইলে চিত্রার অবস্থিতিও ঐ স্থলে হয়। 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে 'চিত্রার' ধ্রুবকও তাই। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, হিপার্কসের

(৭১.৮৫ × ৬) ৪৩১ বৎসর পরে অর্থাৎ ২৮৬ খৃঃ অয়ন নিরংশ ছিল। ইহা ২০৮ শকাব্দ হয়। বরাহ তাঁহার অয়নগতির ভাব মনুসংহিতা ও মার্কণ্ডেয়-সমস্তা-লিখিত যুগপরিমাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয়। চারি যুগের সমষ্টি ১২০০০ বৎসর হয় এবং আটটি যুগের সমষ্টি ২৪০০০ বৎসর হয়। এই সময়ের মধ্যে আটটি যুগ ব্যত্যয়ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কারণ, যেমন ক্ষুদ্র বৎসরের দুইটি বিষুবানে ক্রান্তির অংশ থাকে না, তদ্বৎ এই বৃহৎ যুগবৎসরের দুই বিষুবান বা মধ্যস্থলে কোন অংশ না থাকিবার কথা। এক বিষুবানে যদি সত্যযুগের আদি থাকে, তাহা হইলে অপর বিষুবানে কলির শেষ হইবে এবং পুনঃ ঐ বিষুবানে কলির আরম্ভ হইয়া অন্য বিষুবানে সত্যের শেষ হইবে। এইরূপে কালচক্র রাশিচক্রকে পরিধিবৎ ভ্রমণ করিতেছে। ইহাই হইল সত্য ও সম্ভব (rational) গণনা। সুতরাং এই মতে জানা যাইতেছে যে, অয়ন ২৪০০০ বৎসরে একবার রাশিচক্রকে পরিধিবৎ ভ্রমণ করিয়া আসে। অথবা উহা ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে—ইহাই সূর্য্যসিদ্ধান্তলিখিত গণিত দ্বারাও জানা যায়। বরাহ সূর্য্যসিদ্ধান্তে সকল বিষয়ের বর্ণনেই মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাই অন্য জ্যোতিষীর সহিত প্রভেদ রাখিবার জন্য অয়নচক্রের দোদুল্যমান গতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা পূর্ণচক্র হয় না— চক্রের ১০৮ অংশ মাত্র হয়। তিনি তাঁহার গ্রন্থ সূর্য্যকথিত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহা চাতুরী হইলেও এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জ্যোতিষ-গ্রন্থ ভারতে নাই।

যুগের পরিধিবৎ ভ্রমণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ৪২১ শকে কলিকালের শেষ ও আরম্ভ হয় এবং বর্ত্তমান কলির আরম্ভই উহার ত্রেতার শেষ ও দ্বাপরের আদি। মহাভারতে লিখিত আছে যে, যুদ্ধকালে দ্বাপর প্রবহমান থাকিলেও তাহার সংক্ষেপ করিয়া তিষ্য কাল প্রচলনের জল্পনা-কল্পনা মুনিসমাজে হইতেছিল। ঐ সময়েই বর্ত্তমান কলি নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বে Davis সাহেবের পরাশর বা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের নিরূপিত যে কাল লিখিয়া আসিয়াছি, তাহা হার্ষেলের গণনা অনুসারে গণিত হয়। অয়নের ধনিষ্ঠার আদি হইতে মকরের আদি ২৭০ অংশে অগ্রসর হইতে (২৩°-২০′ × ৭১.৮৫) ১৬৭৭ বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং অয়নের তাদৃশ স্থিতিকাল খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব (১৬৭৭ – ২৮৬) ১৩৯১ বৎসরে হয়। কিন্তু কোলব্রুক সাহেব নিজ সাধিত গণনামতে ও বেণ্টলী দেশপ্রচলিত অয়নাংশ ধরিয়া গণনা করিয়াছেন।

ভাস্কর-লিখিত মঞ্জুলাদির নিরূপিত অয়নগতির পরিমাণ ভীষ্মপর্ব্ববিবৃত যুগসমষ্টির পরিমাণ হইতে সাধিত হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, ইহার দ্বারাও অয়নগতির পরিমাণ বৎসরে এক কলার কিছু অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক*

("কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"।)

ইংরাজ আবির্ভাবের পর কোন্‌খানি সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে দীনেশ বাবুর নবপ্রকাশিত বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে (*History of Bengali Language and Literature*, 1911, p. 848) হালহেদের ব্যাকরণের (১৭৭৮ খ্রীঃ অঃ) পূর্ব্বে অন্য কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সম্পাদিত বিশ্বকোষ গ্রন্থে 'বঙ্গসাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বেণ্টো-রচিত প্রশ্নোত্তরমালা সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত পুস্তক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং ইহার রচনা-কাল ১৭৬৫ খ্রীঃ অঃ, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি মাঘ, ১৩২২ সালের প্রতিভা পত্রিকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, নগেন্দ্রবাবুর অনুমান নিতান্ত অমূলক এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত তারিখও নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

বেণ্টো বা হালহেদের বহু পূর্ব্বে কতগুলি ইউরোপীয়-লিখিত পুস্তক ও পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রিয়ারসন্ এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালের দুইটি প্রবন্ধে † দেখাইয়াছেন যে, ১৭৬৫ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত চেম্বার্লেন (Chamberlayne) ও উইলকিন্‌স (Wilkins) সঙ্কলিত সিলোগ (*Sylloge*) নামক পুস্তকে তথাকথিত বাঙ্গালা ভাষায় যীশুখ্রীষ্টের প্রার্থনার (Lord's Prayer) একটি অনুবাদ আছে এবং ইহাই বোধ হয়, ইউরোপীয় লেখকের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা রচনা। এই পুস্তকে প্রায় ২০০ বিভিন্নদেশীয় ভাষায় উক্ত প্রার্থনার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং "বেঙ্গলিকা" ('Bengalica') শীর্ষক কোনও দুর্ব্বোধ্য ভাষায় একটি নমুনা পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই অপরূপ অবোধ্য ভাষা বাঙ্গালা নহে, মলয়-দেশের (Malay) ভাষা এবং উইলকিন্‌স উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও বাঙ্গালা ভাষার নমুনা না পাইয়া (তাঁহার বিশ্বাস, বাঙ্গালাভাষা লুপ্তপ্রায় !), বাঙ্গালা হরফে (প্রকৃত বাঙ্গালা হরফও নয়) মলয়ভাষার নমুনা দিয়াছেন। গ্রিয়ারসন্ তাঁহার *Linguistic Survey* (Calcutta, 1903, Vol V. pt i p. 23) গ্রন্থে আর এক-খানি পুস্তকের নাম করিয়াছেন। য়োহান্ ফ্রীডরিখ্ ফ্রিট্‌জ্ (Johann Friedrich Fritz) রচিত ওরিয়েণ্টালিশ-উণ্ড-অক্‌সিডেণ্টালিশর স্প্রাখ্‌মাইষ্টার (*Orientalisch-und-Occi-dentalischer Sprachmeister*, Leipzic, 1748) নামক পুস্তকে তিনি জর্জ্জ জ্যাকব কার (.Georg Jacob Kehr) প্রণীত 'আউরংকজেব' (Aurenckzeb) নামধেয় একখানি

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† *Journal of the Asiatic Society, Bengal*, Vol. XLII, 1893, p. 42 ff and *Proceeding* of the Society, 1895, p. 89 ; vide also, Grierson, *Linguistic Survey*. Vol. V pt. I. p. 23.

প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের উল্লেখ পাইয়াছেন। কিন্তু এই আউরংকজেব-চরিত এখন একেবারে দুষ্প্রাপ্য এবং ইহার কোনও বিবরণ বা তারিখের ঠিকানাও পাওয়া যায় না।

এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত বা লুপ্ত রচনা ছাড়িয়া দিলেও, বাঙ্গালা দেশে পর্ত্তুগীজ আবির্ভাবের পর ইউরোপীয়-লিখিত আরও কতকগুলি গ্রন্থের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। ১৫৩০ খ্রীঃ অঃ মধ্যে পর্ত্তুগীজগণ এই দেশে, বালেশ্বর হইতে চট্টগ্রাম, হুগলী হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত, বহু স্থলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং অষ্টাদশ খ্রীঃ অঃ মধ্যে পর্ত্তুগীজ ভাষা এই দেশের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণেও 'ফিরাঙ্গি' জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং মার্শমান প্রভৃতি উনবিংশ খ্রীঃ অঃ প্রারম্ভেও পর্ত্তুগীজ ভাষাকে এই দেশের Lingua Franca বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদিও জলদস্যু ও বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণের মধ্যে আমরা কোনও সাহিত্য বা পুস্তক রচনা আশা করিতে পারি না, তথাপি পর্ত্তুগীজ মিশনরীগণ এই প্রসঙ্গে অনেক কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ১৬৬০ খ্রীঃ অঃ বার্ণিয়ে বাঙ্গালা দেশে "Jesuits and Augustins"দের কথা লিখিয়াছেন। (Bernier, *Travels*, Ed. Irving Brock, vol ii. p 184-5)। এই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ কেরী, মার্শমান প্রভৃতির বহু পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং এই ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। * জেসুইট পাদরী মার্কস আণ্টনিও সাটুচি (Marcos Antonio Satuchi S. J) ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৪ পর্য্যন্ত এই বাঙ্গালা মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন†— "পাদরীগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্যসাধনে বিরত নহেন; তাঁহারা এই দেশের ভাষা উত্তমরূপ শিখিয়াছেন; অভিধান, ব্যাকরণ, confessionary ও প্রার্থনাপুস্তক প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন; ইহার পূর্ব্বে এ সমস্ত কিছুই ছিল না।" পাদরী হষ্টেন আর একখানি পুস্তকানুবাদের কথা জানাইয়াছেন। ‡ পাদরী ফ্রান্সিস ফারনান্দেজ (Francis Fernandez) সিরিপুর (Siripur) নামক বাঙ্গালার ("Bengalla") কোনও সহর (বোধ হয়, আধুনিক ঢাকার অন্তর্গত শ্রীপুর) হইতে ১৭ই জানুয়ারী ১৫৯৯ খ্রীঃ অঃ কোনও চিঠিতে লিখিয়াছেন যে, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক এবং কথোপকথনচ্ছলে একটি ক্ষুদ্র ধর্ম্মজিজ্ঞাসাগ্রন্থ (Cate-

---

* সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের ফাদার হষ্টেন এই সম্বন্ধে *Journal of Asiatic Society, Bengal* (Feb. 1911) ; *Bengal Present and Present* Vol. IX. pt. I. প্রভৃতি পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন; তাহা দ্রষ্টব্য।

† *O Christaa de Tissuary*, Goa, Vol II. 1867, p. 12. quoted by Hosten, S. J in *Bengal, Past and Present*, *Vol* IX. pt. I

‡ *Bengal, Past and Present*. July to Dec. 1910, p. 220, quoting *Extrait des Lettres du P. Nichola Pimenta*......Anvers, Trognese, 1601. see also Peirre Du Jarric, *Histoire des Indes Orientales*. 1610. pt IV. chap. XXIX to XXXIII. Also see *Relatio Historica de India Orientali*. Anno 1598-9. A. R. P. Nicalao Pimenta, Anno. MDCI.

chism) রচনা করিয়াছেন এবং পাদরী ডমিনিক ডি সুজা (Father Dominio De Souza) এই দুইটি পুস্তকই বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়াছেন। *Lettres Edifiantes** হইতে জানা যায় যে, পাদরী বারবিয়েও (Father Barbier) একটি প্রশ্নোত্তরমালা পুস্তিকা (Catechism) বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পরবর্ত্তী যুগের কেরী, মার্শমান প্রভৃতির ন্যায় এই সকল রোমান ক্যাথলিক পাদরীগণ এক অপরূপ পর্ত্তুগীজ-বাঙ্গালা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কত দূর এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল, বলা যায় না। কারণ, এই সাহিত্যের কোন বেশী চিহ্নাবশেষ বা খোঁজখবর পাওয়া যায় না।

এই পর্ত্তুগীজ-বাঙ্গালা মিশনরী সাহিত্যের যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে তিনখানি প্রাচীন পাদরী-লিখিত পুস্তক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এই তিনখানি পুস্তকই ঢাকার নিকটবর্ত্তী ভাওয়ালের অন্তর্ভূত সেন্ট নিকোলাস টলেন্টিনো মিশনের ধর্ম্মাধ্যক্ষ মানোএল দা আসামসাও কর্ত্তৃক রচিত বা সম্পাদিত।

হষ্টেন সাহেব-লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহার প্রথম পুস্তকখানি একেবারেই পাওয়া যায় নাই; তবে তিনি ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। ইহা খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক ধর্ম্মজিজ্ঞাসা-গ্রন্থ (Catechism of Christian Doctrine)। এক জন রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ও হিন্দু ব্রাহ্মণ (Bramene or Master of the Gentoos) এই উভয়ের মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত এবং Francisco da Silva কর্ত্তৃক লিসবন নগরীতে ১৭৪৩ খ্রীঃ অঃ মুদ্রিত। ইহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যান্য ধর্ম্মের ভ্রমসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। কথিত আছে, বুস্না (ভূষণা ?) রাজ্য ধ্বংসের পর, বুস্নার কোন রাজপুত্র এই খৃষ্টান পাদরীদের আশ্রয়ে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং Don Antonio de Rozario এই নামে পরিচিত হন। নবগৃহীত ধর্ম্মের বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তক আগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালা মিশনের অধ্যক্ষ মানোএল দা আসামসাও (Manoel da Assumpcao) পর্ত্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং বাঙ্গালা ও পর্ত্তুগীজ এই উভয় ভাষায় প্রকাশিত করেন। যদিও এই পুস্তক দুষ্প্রাপ্য, ইহার একখানি হস্তলিখিত কাপির খবর হষ্টেন সাহেব এভোরা (Evora) সাধারণ-পুস্তকালয়ে পাইয়াছেন।

দ্বিতীয় পুস্তকখানি উক্ত মানোএল দা আসামসাওর রচিত বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ-অভিধান। হষ্টেন সাহেব এ পুস্তক কোথাও খুঁজিয়া পান নাই, তবে গ্রিয়ার্সন (*Linguistic Survey* Vol, V.) ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন এবং ব্রিটিশ মিউজিয়াম পুস্তকালয়ের তালিকাতে আমি এই পুস্তকের উল্লেখ পাইয়াছি। গ্রিয়ার্সন এই গ্রন্থের পরিচয়-পত্র (Title page) উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন†; তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহা আগষ্টি-

* *Lettres Edifiantes et Curieu. XIIIses.* Nouvelle Ed. Paris. 1781, p. 278.

† যথা: Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez, dividido em duas Partes

রিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতবর্ষস্থ মিশনের মানোএল দা আসামসাও কর্তৃক রচিত ও লিসবন্ নগরীতে ১৭৪৩ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত। এভোরার আর্চ্চবিশপ Senhor D. F. Miguel da Tavoraর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত—১ম ভাগ, বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ অভিধান (পৃঃ ৪৭—৩০৬); ২য় ভাগ, পর্ত্তুগীজ-বাঙ্গালা অভিধান (পৃঃ ৩০৭—৫৭৭)। আরম্ভ হইতে ৪০ পৃঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহার সমস্তটা রোমান অক্ষরে মুদ্রিত এবং পর্ত্তুগীজ উচ্চারণের নিয়মানুসারে লিপ্যন্তর (Transliteration) করা হইয়াছে।

তৃতীয় পুস্তকখানি আমাদের অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থ। ইহা আমি এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।* এই পুস্তকের উল্লেখ আমি ১৩২২ সালের মাঘ মাসের 'প্রতিভা' পত্রিকায় করিয়াছিলাম এবং সেই সময় বর্ত্তমান প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এ পর্য্যন্ত এই প্রবন্ধ পাঠ বা মুদ্রণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। ইতিমধ্যে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার হষ্টেন এই পুস্তক সম্বন্ধে *Bengal Past and Present* নবম খণ্ডে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমি এইরূপ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ের নিকট অবগত হই। পরে হষ্টেন সাহেবের নিকট হইতে তাঁহার প্রবন্ধের এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনায় উপরোক্ত প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যথাস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার উপর দখল না থাকাতে হষ্টেন সাহেব শুদ্ধ পর্ত্তুগীজ অংশের উপর নির্ভর করিয়া এই পুস্তকের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষার দিক্ হইতে বেশী উপকারে লাগে না।

আলোচ্য গ্রন্থখানির নাম Crepar Xaxtrer Orth, bhed (কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ) বা Cathecismo da Doutrina Christaã।† গ্রন্থের মুখবন্ধ হইতে জানা যায় যে,

---

dedicado ao Excellent. e Rever. Senhor. D. F. Miguel de Tavora Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade Foy Delegencia do Padre Fr. Manoel da Assumpcam Religioso Eremita da Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental. Lisboa 1743.

* ফাদার হষ্টেনও এই এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিবরণ দিয়াছেন। (*Bengal, Past and Present* vol. IX. pt i. p. 40.)

† এই স্থলে পুস্তকের পর্ত্তুগীজ মুখবন্ধ ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া গেল ;—

Certifico eu Fr. Monoel da Assumpcaõ Reitor da Mis(si)o de S. Nicolao Tolentino, e (ac)tor deste Compendio ; (e)star O( ) Compendio tresladado ao pé (da) letra assim o Bengalla, como o (Po)rtugez ; e certifico mais ser es( ) Doutrina que os naturaes mais tendem, e entre todas a mais (pu)rificada de erros, em fé de que esta Certidaõ, e se necessario a juro *In Verbo Sacerdotis.* Ba( )l. aos 28. de Agosto de 1734.

Translation—I, Fr. Manoel da Assumpcao, Rector of the Mission of S. Nicholas of Tolentino, and author of this compendium, certify that this compendium is translated literally

গ্রন্থকারের নাম Frey Manoel da Assumpcaõ,* এবং ইহার রচনা ২৮শে আগষ্ট ১৭৩৪ খ্রীঃ অঃ সমাপ্ত হইয়াছিল। এই পর্ত্তুগীজ পাদরী গ্রন্থকার ও উপরোক্ত দুইটি পুস্তকের রচয়িতা বা সম্পাদক মানোএল যে এক ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা বইখানি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাইয়াছি। প্রথম দুই একটি পৃষ্ঠা স্থলে স্থলে খণ্ডিত। গ্রন্থের পরিচয়-পত্র (Title page) নাই এবং মধ্যে অনেকগুলি পত্রেরও অভাব। ৩২ হইতে ৪৯, ১৫৪ হইতে ১৫৯, ৩২০ হইতে ৩৩৭ এবং ৩৭০ হইতে ৩৭৩ পৃষ্ঠা নাই। শেষ পত্রের সংখ্যা ৩৮০, কিন্তু এইখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি নহে; শেষের অনেকগুলি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কীটদষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইলেও ছাপা অতি স্পষ্ট ও সুন্দর এবং এ হিসাবে কালের ক্রূর হস্ত বেশী কিছু অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

বইখানি কোথা হইতে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, Title pageএর অভাব। তবে মানোএলের অন্যান্য পুস্তক যেরূপ লিসবন নগরীতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত, সম্ভবতঃ এ গ্রন্থখানিও সেইরূপ। এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকের তালিকাতে এই পুস্তকের প্রকাশস্থান 'Lisbon' ? এইরূপ চিহ্নিত আছে; উক্ত পুস্তকাগারে এই পুস্তক বোধ হয়, March 8, 1845 (1875 ?) খৃঃ অঃ প্রথম অধিগত হয়; সে সময় ইহার Title page ছিল কি না, বলা যায় না। হষ্টেন সাহেব যাহার নিকট এই গ্রন্থকার সম্বন্ধে সংবাদ লইয়াছিলেন, তিনি ভ্যালাদলিদ নগরস্থ অগষ্টিন কলেজের ফাদার লোপেজ (Lopes) নামক কোনও পাদরী। লোপেজ বলেন যে, এই গ্রন্থের প্রকাশস্থান লিসবন এবং

---

into Bengali and Portuguese; and furthermore certify that it is the belief most liked by the natives and is most free from all errors; in truth of which I make this statement, and if it is necessary, I swear in the sacred words of the priest. Ba(wa)l. Aug 28, 1734.

হষ্টেন সাহেবের প্রবন্ধে ফাদার লোপেজ যে নোট পাঠান, তাহাতে এই পুস্তককে Abridgment of the Mysteries of Faith বা Compendio dos mistrios de fe এইরূপ বলা হইয়াছে এবং Ossinger (Bibl. Augustiniana p, 84) এই গ্রন্থকে "Cathecismus doctrinae christianae per modum dialogi." এইরূপ অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহার কোনটাই পুস্তকের নাম নহে, বর্ণনা মাত্র। আলোচ্য গ্রন্থের title-page না থাকিলেও, ২য় পৃষ্ঠা হইতে ৩৮০ পৃঃ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরিভাগে এক দিকে কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, অন্য দিকে Cathecismo da Doutrina Christaa, এই নাম স্পষ্টাক্ষরে রহিয়াছে। ফাদার গেরেনের সংস্করণে (১৮৩৬) "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" এই নামই গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও কার্ত্তিক সংখ্যার মানসী পত্রিকায় অমূল্যবাবু যে এই পুস্তককে Compendio dos misterios de fa বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে।

* যাঁহারা বলেন যে, এই পুস্তকের পর্ত্তুগীজ অংশ St. Xavier রচিত, তাঁহাদের অনুমান নিতান্ত অমূলক বলিয়াই মনে হয়। আলোচ্য গ্রন্থ যখন রচিত হইয়াছিল, তখন Francis Xavier বহু কাল Saint হইয়াছেন এবং পুস্তকের মধ্যেই Xavierএর জীবনের একটি গল্প পাওয়া যায়। চন্দন নগরের সংস্করণে গেরেন সাহেব লিখিয়াছেন, ইহার রচয়িতা Manoel da Assumpcao। তদ্ভিন্ন Burnell, *Tentative List of Portuguese Books & Manuscripts*, Mangalore, 1880, এবং ফাদার লোপেজের নোটে উদ্ধৃত পুস্তকসমূহ দ্রষ্টব্য।

ইহার তারিখ ১৭৪৩। ইহার সমর্থনে তিনি নিম্নোদ্ধৃত পুস্তকসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—Barbosa Machado, *Bibliotheca Lusitana Historica Critica e Chronologica*, t. III. p. 183; Ossinger, *Bibliotheca Augustiniana*, p, 84; Da Cunha Rivara, *Catalogo dos Manuscriptos da Bibliotheca Publica Eborense* t. I. p. 345 : Silva, *Diccionario Bibliographico Portuguez*, t. v. p. 367 ; ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ সকল পুস্তক এখানে দুষ্প্রাপ্য। বারনেল (Burnell) তাঁহার *Tentative List of Portuguese Books & Manuscripts*, 1880, গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত Machado ও Ossingerএর উপর নির্ভর করিয়া ইহার তারিখ ১৭৪৩ ও প্রকাশস্থান লিসবন্ দিয়াছেন। এই সমস্ত হইতে অনুমান করা যায় যে, যদিও এই পুস্তক ১৭৩৪ খৃঃ অঃ রচিত, কিন্তু ইহার প্রকাশকাল বোধ হয় ১৭৪৩।

পুস্তকের মুখবন্ধে যে স্থলে রচনাস্থান নির্দ্দেশ ছিল, সেখানটি কীটদষ্ট; শুধু Ba( )l, এইরূপ পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায়। তবে গ্রন্থের তৃতীয় পৃষ্ঠায় Baval ও Nagori এই দুই স্থলের উল্লেখ আছে। অনুমান করা যায়, ইহা আধুনিক ঢাকার অন্তর্গত নাগরী, ভাওয়াল, এবং হষ্টেন সাহেব এই অনুমান সমর্থন করিয়াছেন। ভাওয়ালে যে পূর্ব্বকালে এক পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এবং তাহার প্রমাণের অভাব নাই। হষ্টেন সাহেবের বিবরণ (*Bengal Past and Present* Vol IX. pt i, p 4 *ff*) এবং Lettres Edifiantes হইতে জানা যায় যে, সেখানে St Nicholas of Tolentinoর একটি গির্জ্জা ও মিশন ছিল; ইহা অগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্থাপিত। তাভার্ণিয়ে (Tavernier) তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে ঢাকার নিকটে এইরূপ একটি গির্জ্জার উল্লেখ করিয়াছেন।* আলোচ্য পুস্তকের গ্রন্থকার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি St. Nicholas Tolentino Mission-এর Rector বা অধ্যক্ষ ছিলেন এবং বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ অভিধান হইতে জানা যায় যে, তিনি অগষ্টিনিয়ান ধর্ম্মযাজক। আধুনিক সময়েও শুনিয়াছি যে, উক্ত ভাওয়ালের নিকটে St, Nicholas of Tolentino Missionএর পুরাতন গির্জ্জা ও অনেক পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানের বসতি আছে।† তার পর গ্রন্থের ভাষা যে পূর্ব্ববঙ্গীয়, তাহা আমার বন্ধু সুনীতি বাবু তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই গ্রন্থ ঢাকা ভাওয়ালে রচিত।

গ্রন্থকার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। উল্লিখিত মুখবন্ধ হইতে জানা যায় যে, মানোএল, Missio de S Nicolao Tolentino নামক মিশনের রেক্টর বা কর্ত্তা ছিলেন। এই মিশন অগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্থাপিত। এই Manoel যদি পর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ-অভি-

---

* Tavernier, *Travels*, Ed. V. Ball. London, 1889. Vol. I. p. 128.

† হষ্টেন সাহেবের প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, 'কৃপার শাস্ত্রে' যে সমস্ত গান আছে, তাহা এখনও উক্ত গির্জ্জায় গীত হইয়া থাকে।

খানের রচয়িতার সহিত এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থের পরিচয়-পত্র হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, তিনি আগষ্টিন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন (Padre Fr. Manel da Asspumpcao Religioso Eremita da Santo Agostinho Congregacao da India Oriental)। হষ্টেন সাহেব লিখিয়াছেন, মানোএল পোর্ত্তুগাল অন্তর্বর্ত্তী এভোরার (Evora) অধিবাসী এবং ১৭৪২ খৃঃ অঃ এই মিশনের Rector পদ প্রাপ্ত হন। শেষোক্ত কথাটি যদি ঠিক হয়, তবে ১৭৩৪ খ্রীঃ অঃ মানোএল কিরূপে আপনাকে উক্ত মিশনের Rector বলিয়া মুখবন্ধে পরিচয় দিলেন, তাহা বুঝা যায় না।

গ্রন্থখানির নাম হইতে বোঝা যাইতেছে যে, ইহার আলোচ্য বিষয় খ্রীষ্টধর্ম্ম। ভাওয়াল অভিমুখে গমন উপলক্ষ্য করিয়া গুরুশিষ্যের মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে খৃষ্টধর্ম্মের বিবৃতি, এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। বইখানি বাঙ্গালা ও পর্ত্তুগীজ—এই উভয় ভাষাতেই রচিত; বাম দিকের পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও ডান দিকের পৃষ্ঠায় পর্ত্তুগীজ। বাঙ্গালা অংশ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত (তখন বাঙ্গালা হরফ ছিল না) এবং কথাগুলি প্রায়ই পর্ত্তুগীজ উচ্চারণের নিয়মানুসারে বানান করা হইয়াছে। কিন্তু নিয়ম যে সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই এবং বানান যে সব স্থলে বিশুদ্ধ নহে, তাহা বলা বোধ হয় বাহুল্য। পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ-অভিধানও এই নিয়মে মুদ্রিত। এই Transliteration বা লিপ্যন্তর-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক এবং কেরী, জোন্‌স প্রভৃতির পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক পুরাতন। এই হিসাবে ইহা সুধীগণের আলোচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুহৃদ্বর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহার ভাষা ও লিপ্যন্তর-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন; সুতরাং এ বিষয়ে আমার কোন কথা বলা বাহুল্য।

বইখানি যত দূর আমরা পাইয়াছি, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ বা Puthi I এর নীচে লেখা আছে, Xo(col ···) oner ortho, ebong Prothoqhie prothoqhie buzhan [স(কল···) অনের অর্থ এবং প্রথখ্যে প্রথখ্যে (পৃথক্ পৃথক্) বুঝান]। ইহা আবার কয়েক অধ্যায়ে বিভক্ত—অধ্যায়ের নাম Tazel.

Tazel I. (পৃঃ ২—১৮)—Xidhi crucer orthobhed (সিদ্ধি ক্রুসের অর্থভেদ)*
Sign of the cross.†

Tazel II (পৃঃ ১৮—)—Pitar poron, ebong tahan ortho (পিতার পড়ন এবং তাহান্ অর্থ)। Of our father and Explantion thereof.

Tazel III (পৃঃ—৭৬)—এই অংশ খণ্ডিত; সুতরাং কোথা হইতে এই অধ্যায় আরম্ভ এবং ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তাহা জানা যায় না। Hail Mary ও Rosaryর কথা আছে।

---

* বাঙ্গালা অক্ষরে লিপ্যন্তর এই লেখকের, গ্রন্থকারের নহে।

† ইহা পর্ত্তুগীজ অংশের অনুবাদ; কেবল প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝাইবার জন্য দেওয়া গেল। ইহা গ্রন্থকারের নহে।

Tazel IV (পৃঃ ৭৬—১৩৬)—Mani xottio Niranzon, Axthar ohodo bhed ebong Tahandiguer ortho (মানি সত্য নিরঞ্জন, আস্থার চৌদ্দ ভেদ এবং তাহান্‌দিগের অর্থ)। The Creed and Articles of Faith and Explanation thereof.

Tazel V (পৃঃ ১৩৬—২৪৪)—Dos Agguia, ebong tahandiguer ortho (দশ আজ্ঞা এবং তাহান্‌দিগের অর্থ)। Of Ten Commandments and Explanation thereof..

Tazel VI (পৃঃ ২৪৪—২৭২)—Pans agguia, ebong tahandiguer ortho (পাঁচ আজ্ঞা এবং তাহান্‌দিগের অর্থ)। Of Five Commandments and Explanation thereof.

Tazel VII (পৃঃ ২৭২—৩১৩)—Xat Sacramentos, ebong Tahandiguer ortho (সাত সাক্রামেন্টোস্ এবং তাহান্‌দিগের অর্থ)। Seven Sacraments and Explanation thereof.

দ্বিতীয় ভাগ ৩১৪ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ ও ৩৮০ পৃষ্ঠায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ। এই ভাগে প্রার্থনা ও খ্রীষ্টানদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। (Poron Xaxtro xoool, ar ze uchit zanite xorgue zaibar, পড়ন শাস্ত্র সকল, আর যে উচিত জানিতে স্বর্গে যাইবার)। ইহার মধ্যে দুইটি অধ্যায় বা Tazel আছে। যথা—

Tazel I (পৃঃ ৩১৪—৩৫৬)—Axthar bhed bichar xotto coria xiqhibar xiqhaibar upae toribar (আস্থার ভেদ বিচার, সত্য করিয়া শিখিবার শিখাইবার উপায় তরিবার।) Mystries of the Faith.

Tazel II (পৃঃ ৩৫৬ - ৩৮০ অসম্পূর্ণ)—Paron Xaxtro nirala [পড়ন শাস্ত্র নিরালা (?)] Prayer of the Doctrine.

Tazel I এর মধ্যে আবার ৩৪৮ পৃষ্ঠায় একটি গান আছে। এই অংশটির উপরে পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত আছে,—Cantiga sobre os mysterios de fe; ortho bheder dhormo guit (অর্থভেদের ধর্ম্মগীত)। পুনরায় ৩৫৩ পৃষ্ঠায় সদ্যোজাত বালক যীশুর উদ্দেশ্যে আর একটি গান আছে; Cantiga Ao Menino Jesus. Recem nacido; Baloq Jesuzer guit zormo xttane xoia (বালক যেসুসের গীত জন্মস্থানে শুইয়া)।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনার সামর্থ্য আমার নাই এবং বোধ হয়, তাহার প্রয়োজনও নাই; কারণ, আলোচ্য বিষয়ের সৌকুমার্য্যের জন্য এই পুস্তকের দাম নহে, বরং উহাতে পুরাতন "খৃষ্টানী" বাঙ্গালার যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহার একটু পরিচয় সাহিত্য-সমালোচকের নিকট বেশী মূল্যবান্। ইহাই বোধ হয়, খ্রীষ্টানী বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম নমুনা

কেরীর "ধর্ম্মপুস্তকে"র অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের এই বাঙ্গালা যে শুধু কৌতুকপ্রদ, তাহা নহে, বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসেও ইহার স্থান উপেক্ষণীয় নহে। ইহার ভাষাও নিতান্ত নিন্দনীয় নহে; কেরীর "ধর্ম্মপুস্তকে"র ভাষা হইতে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। নিম্নে ইহার কতকগুলি নমুনা দেওয়া গেল। প্রথম উদ্ধৃত স্থানটি গ্রন্থের আরম্ভ হইতে লওয়া।

Puthi I.

Xo(col…) oner ortho, ebong Prothoquie prothoqbie buzhan. (১)

Tazel I.

Xidhi orucer orth bhed. (২)

(G) Guru. (৩)

X. xixio. (৪)

X. Puzio houq xidhi poromo N(ir)mol dhormo. (৫)

G. Tini tomare axirbad deuq, ebong tomare bhalo coruq : aixo, Pola, tomi quetta ? (৬)

X. Ami christaö, Poromexorer orepae. (৭)

G. Cothae zao. (৮)

X. Barite zai. (৯)

G. Tomar bari cothae ? (১০)

X. Baval dexé : ami tomar raioto : Nagorité boxí. (১১)

---

(১) স(কল) অনের অর্থ এবং প্রথক্যে প্রথক্যে [পৃথক্ পৃথক্] বুঝান।

(২) সিদ্ধি ক্রুশের অর্থভেদ।

(৩) গুরু।

(৪) শিষ্য।

(৫) পূজ্য হউক সিদ্ধি পরম নির্ম্মল ধর্ম্ম।

(৬) তিনি তোমারে আশীর্ব্বাদ দেউক, এবং তোমারে ভাল করুক : আইস, পোলা, তুমি কেটা ?

(৭) আমি খ্রীষ্টাও, পরমেশ্বরের কৃপায়।

(৮) কোথায় যাও ?

(৯) বাড়ীতে যাই।

(১০) তোমার বাড়ী কোথায় ?

(১১) বাবাল দেশে, আমি তোমার রাইয়ত, নাগরীতে বসি।

G. Amitó xeqhané zai ; amar xougné aixó ; amitó ortho bhed buzhaibo, tomito buzhiba. (১)

X. Ze agguia : cholo zai. (২)

G. Tomi ni axthar nirupon zanó ? (৩)

X. Tthacur, quissu xonilam gurur casse, tomito ziguiaxa coro ; amito utor dibo z(emot) poromexor loaen. (৪)

G. (Tobe) zigniaxá cori : coho, cothac ho(')te pailá) christaor nam ? (৫)

X. Christoe hoté. (৬)

G. Con xomoe pailá christaor nam ? (৭)

X. Baptismor xomoe. (৮)

G. Christaor nixan qui ? (৯)

X. Xidhi crux. (১০)

G. Coro deqhí. (১১)

X. xidhi crucer + siniote ; Roqhia coro poromexor, + amardiguer Tthacur ; Amardiguer + xotre hote. (১২)

---

(১) আমি তো সেখানে যাই, আমার সঙ্গে আইস, আমি তো অর্থভেদ বুঝাইব, তুমি তো বুঝিবা।

(২) যে আজ্ঞা, চল যাই।

(৩) তুমি নি আস্থার নিরূপণ জানো ?

(৪) ঠাকুর, কিছু শুনিলাম গুরুর কাছে, তুমি তো জিজ্ঞাসা করো, আমিতো উত্তর দিব, যে(মত) পরমেশ্বর, লয়ায়েন।

(৫) তবে জিজ্ঞাসা করি, কহ কোথায় হ'তে পাইলা খ্রীষ্টাওর নাম ?

(৬) খ্রীষ্টই হতে।

(৭) কোন্ সময়ে পাইলা খ্রীষ্টাওর নাম ?

(৮) বাপ্তিসমর সময়ে।

(৯) খ্রীষ্টাওর নিশান কি ?

(১০) সিদ্ধি ক্রুশ।

(১১) করো দেখি।

(১২) সিদ্ধি ক্রুশের + চিহ্নতে ; রক্ষা কর পরমেশ্বর, + আমারদিগের ঠাকুর ; আমারদিগের + শত্রু (?) হতে।

Pitar nam. (১)
(ebong) Putrer. (২)
(ebong) Espirito Santo. (৩)
(Amen) Jesus. (৪)

G. (Qu)eno cor(ilo) (xidhi c)rux copalé ? (৫)
X. Zenó Poromexor ghuchauq amar xocol mondó colponá. (৬)
G. Queno corilá xidhi crux muqhé ? (৭)
X. Zeno Poromexor ghuchauq amar xocol mondó cotha (৮)
G. Queno corilá xidhi crux buqhe ? (৯)
X. Zenó Poromexór ghuchauq amar ze mondo carzio prane thaquia zorme. (১০)

মধ্যে মধ্যে উপদেশচ্ছলে গল্পের অবতারণা আছে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। ইহা হইতে লেখকের গল্পরচনা ও গল্পলিখনভঙ্গীর বেশ নমুনা পাওয়া যাইবে। গল্পটি কৌমার্য্য বা জিতেন্দ্রিয়তার প্রশংসা।

Monoadá xuhoré eq gorib maiha ocumari assiló, tahar nam Ignex, xei maiha, eq din Valencia xuhoré guelo xag torcarí bexibar caron. Xag torcari bexia dhormo ghore guelo. Xidha Vincenté Ferreira xiqha diló. Xidhi Teclar purob assiló xidhi Tecla ocumarí hoiló; e caron xidha Vincente zitendrier gun buzhailen, eha xonia Ignex xidhar cotha praneté raqhiló; ocumari rohibar xottio manon coriló, ebong ocumari rohiló. Emot phiquir coria aponer ghore guelo. Oneq punió corité laguilo. Pitamatar taharé bibhao dite chahiló. Ignex bibhao hoite chahiló na : cohiló, amar batar Poromexor ; amar ar cono bibhao nahi. Eha diqhia pita mata bal coria

(১) পিতার নাম।
(২) এবং পুত্রের।
(৩) এবং এসপিরিতো সান্তো।
(৪) আমেন যেসুস্।
(৫) কেন করিলা সিদ্ধি ক্রুশ কপালে ?
(৬) যেন পরমেশ্বর ঘুচাউক আমার সকল মন্দ কল্পনা।
(৭) কেন করিলা সিদ্ধি ক্রুশ মুখে ?
(৮) যেন পরমেশ্বর ঘুচাউক আমার সকল মন্দ কথা।
(৯) কেন করিলা সিদ্ধি ক্রুস বুখে(ক) ?
(১০) যেন পরমেশ্বর ঘুচাউক আমার যে মন্দ কার্য্য প্রাণে থাকিয়া ;জর্ম্মে [জন্মে]।

bibhao dite chahilo; Ignex bibhao no hoibar malhar caporr ghoxaiá mordur caporr pindia palaiá guelo ; boner moidhe lucaiá rohiló ; bonobaxi hoiló ; eq uchó parbaté baxot coriló ; xeqhané oneq dugh pailo ; caporer dugh ; xiter dugh, gormir dugh, quidar dugh, tiraxer dugh, ar ar zato dugh xocoli pailó, oneq prachit coriló. Meguer zol o boner gax o qhaito, emot prachít coria cori bosser banxiló ; cori bosserer por poromexorer crepaté moriló ; ebong xorgue guia zitendrier bhog pailó, xidhi hoiló. Tahan nam Ignex de Moncadà. (pp. 206-7) ।*

নিম্নোদ্ধৃত গল্পটিতে "ভূত ছাড়াইতে" ক্রুশের কিরূপ ক্ষমতা, তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

G. Boro Axchorzio cotha cohila ; emat hoe : Ar coho ; Xidhi crux corile Bhuter cumoti ni dur zae ?

X. Hoe ; Bhuter cumati durzae ebong Bhute o polae. Ehi xonsar proman xono.†

---

* মন্কাদা সুহরে (সহরে) এক গরিব মাইয়া অকুমারী আছিল। তাহার নাম ইগ্নেস্, সেই মাইয়া এক দিন ভালেন্সিয়া সুহরে গেল শাগ তরকারী বেচিবার কারণ। শাগ তরকারী বেচিয়া ধর্ম্মঘরে গেল। সিদ্ধা ভিন্সেন্তে ফেরিরা শিক্ষা দিল। সিদ্ধি তেকলার পরব (পর্ব্ব) আছিল; সিদ্ধি তেকলা অকুমারী হইল; এ কারণ সিদ্ধা ভিন্সেন্তে জিতেন্দ্রিয়ের গুণ বুঝাইলেন, এহা শুনিয়া ইগ্নেস সিদ্ধার কথা প্রাণেতে রাখিল, অকুমারী রহিবার সত্য মনন করিল, এবং অকুমারী রহিল। এমত ফিকির করিয়া আপনার ঘরে গেল। অনেক পুণ্য করিতে লাগিল। পিতামাতা(র) তাহারে বিবাহ (বিভাও) দিতে চাহিল, ইগ্নেস বিবাহ হইতে চাহিল না, কহিল, আমার ভাতার পরমেশ্বর; আমার আর কোন বিবাহ নাহি। এহা দেখিয়া পিতা মাতা বল করিয়া বিবাহ দিতে চাহিল, ইগ্নেস্ বিবাহ ন হইবার মাইয়ার কাপড় ঘুচাইয়া মরদের কাপড় পিন্দিয়া পলাইয়া গেল, বনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল, বনবাসী হইল, এক উঁচ পর্ব্বতে বসত করিল, সেখানে অনেক দুখ (দুঃখ) পাইল। কাপড়ের দুখ, শীতের দুখ, গর্ম্মির দুখ, খিদার (ক্ষুধা) দুখ, তিরাশের (তৃষার) দুখ, আর আর যত দুখ সকলই পাইল, অনেক প্রাচিৎ (প্রায়শ্চিত্ত) করিল। মেঘের জল ও বনের ঘাসও খাইত, এমত প্রাচিৎ করিয়া কুড়ি বছর বাঁচিল, কোড়ি বছরের পর পরমেশ্বরের কৃপাতে মরিল, এবং স্বর্গে গিয়া জিতেন্দ্রিয়ের ভোগ পাইল, সিদ্ধি হইল। তাহান্ নাম ইগ্নেস্ দে মন্কাদা।

† গু। বড় আশ্চর্য্য কথা কহিলা : এমত হয় : আর কহ : সিদ্ধি ক্রুশ করিলে ভূতের কুমতি নি দূর যায়?

শি। হোএ, ভূতের কুমতি দূর যায়, এবং ভূতেও পলায়। এহি সন্সার (?) প্রমাণ শোন।

Eq rahoal merir assilo ; tahare Bhute bazi dia cohiló ; tui zodi amar nophor hoite chahix, ami tore oneq dhon didam ; Racoale cohiló ; bhalo, tomar dax hoibo tomi amaré dhon dibá. Bhute cohilo : tobe amar golam hoile ; tor uchit nohe dhormo ghore zaite ; ebong xidhi crux ar codachitio coribi na, emot ze core xe amar golam ; ehi amar agguia, taha palon coribi ; emot zodi na corix, tomare boutthboutth tarona dibam. Raqhoale cohilo : Zaha agguia coro, taha coribo ; zodi emot na cori, tomar za iecha xei hoibeq.

Oneq din obhaguia Raqhoale bhuter xacri coriló ; tahar por eq din munixio bol coria raqhoalque dhoria dhormo ghore loia guelo. Dhormo ghore eq Padri assilen, xei boro xadhu ; tini loq xocolere cohilen : Tomara raqhoaler upore xidhi crux coró. Emot loq xocole corilo. Taqhon bhute beró cord coria raqhoalerá oneq tarona dite laguilo. Eha deqbia Padre raqhoálque dhorilen, bhutere taroná dite mana corilen. Tobe Bhute ar o bex cord coria Padriré cohiló : Ehi monixió amar dax, amar agguia bhanguilo, taharé xaxtti dibar uchit ; tahare eria deo : na : tomare o xaxtti dibam. Padri cohilen : tahare eria dibo na ; amare zaha corite parix, taha coró. Tobé bhuté emot cumontro corilo, zo Padrir muqh beca hoilo. Eha deqhia loq xocolé dhore polaia guelo.

Toqhon Padri xidhi crux corilen ; ebong muqh xidhá hoilo. Tahar por ar crux corilen roqhoaler upore : ebong Crux coria Bhuté polaia gueló. Raqhoale o calax hoilo, calax hoia tahar xocol oporád confessar corilo ; Nirmol dhormo o bhocti rupe loilo, ebong punorbar pailo, ze crepa haraia-ssilo pap coria.*

---

* এক রাহোয়াল (রাখাল) মেড়ির (ভেড়া) আছিল ; তাহারে ভূতে বাজি দিয়া কহিলো, তুই যদি আমার নফর হইতে চাহিস্, আমি তোরে অনেক ধন দিবাম। রাখোয়ালে কহিলো, ভাল, তোমার দাস হইব তুমি আমারে ধন দিবা। ভূতে কহিল, তবে আমার গোলাম হইলে, তোর উচিত নহে ধর্ম্ম-ঘরে যাইতে এবং সিদ্ধি ক্রুশ আর কদাচিতিও করিবি না, এমত যে করে, সে আমার গোলাম, এহি আমার আজ্ঞা, তাহা পালন করিবি ; এমত যদি না করিস, তোমারে বহুত বহুত তাড়না দিবাম। রাখোয়ালে কহিল, যাহা আজ্ঞা কর, তাহা করিব ; যদি এমত না করি, তোমার যা ইচ্ছা, সেই হইবেক।

অনেক দিন অভাগ্য রাখোয়ালে ভূতের চাকরি করিলো, তাহার পর এক দিন মনুষ্য বল করিয়া রাখোয়ালকে ধরিয়া ধর্ম্মঘরে লইয়া গেল। ধর্ম্মঘরে এক পাদ্রী আছিলেন, সেই বড় সাধু ; তিনি লোক সকলেরে কহিলেন, তোমরা রাখোয়ালের উপরে সিদ্ধি ক্রুশ করো। এমত লোক সকলে করিল। তখন ভূতে বড়ো কোধ (ক্রোধ) করিয়া রাখোয়ালেরা অনেক

Lord's Prayor বা গস্‌পেলবর্ণিত যীশুখ্রীষ্টের প্রার্থনার অনুবাদ দেওয়া গেল,—

Padre Nosso

Padar thoná

Pitá amardiguer, poromo xorgué assó; Tomar xidhi nameré xeba houq: Aixuq amardigueré tomar raizot ; tomar zé icha, xei houq ; zemon porthibité temon xorgué ; Amardiguer protidiner ahar amardigueré azica dió, Amardiguer corzó qhemo, zemoto amorá qhemí ; Amardiguer corzioré ; Amardiguere cumotité porrité na dio. Ar amardigueré xocol mondo hote roquiá coro. Amen Jesus. (p. 20) ।*

পরিশেষে দুইটি গীত উদ্ধৃত করিয়া অত্রকার প্রবন্ধ মধুরেণ সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমটি ধর্ম্মবিশ্বাসমূলক গীত, দ্বিতীয়টি বালক যীশুর উদ্দেশে আনন্দপ্রকাশ।

G. Poromexor que zodi tomi paro cohibar
Tobe ami cohibó upae tomar ? (১)

তাড়না দিতে লাগিল। এহা দেখিয়া পাত্রী রাখোয়ালকে ধরিলেন, ভূতেরে তাড়না দিতে মানা করিলেন। তবে ভূতে আরও বেশ ক্রোধ করিয়া পাত্রীরে কহিলো, এহি মনুষ্যো আমার দাস, আমার আজ্ঞা ভাঙ্গিল, তাহারে শাস্তি দিবার উচিত, তাহারে এড়িয়া (?) দিও, না, তোমারেও শাস্তি দিবাম। পাত্রী কহিলেন, তাহারে এড়িয়া দিব না, আমারে যাহা করিতে পারিস, তাহা করো। তবে ভূতে এমত কুমন্ত্রণ করিল, যে পাত্রীর মুখ বেকা (বাঁকা) হইল। এহা দেখিয়া লোক সকলে ধরে (?) পলাইয়া গেল।

তখন পাত্রী সিদ্ধি ক্রুশ করিলেন, এবং মুখ সিধা হইল। তাহার পর আর ক্রুশ করিলেন রাখোয়ালের উপরে, এবং ক্রুশ করিয়া ভূতে পলাইয়া গেলো। রাখোয়ালেও খালাস হইল। খালাস হইয়া তাহার সকল অপরাধ কন্‌ফেসার করিল ; নির্ম্মল ধর্ম্ম ও ভক্তিরূপে লইল, এবং পুনর্ব্বার পাইল, যে কৃপা হারাইয়াছিল পাপ করিয়া।

* পদার্থনা।

পিতা আমারদিগের, পরম স্বর্গে আছ : তোমার সিদ্ধি নামেরে সেবা হউক : আইসুক আমারদিগেরে তোমার রাজ্যৎ (রাজ্য) ; তোমার যে ইচ্ছা, সেই হউক : যেমন পোর (পৃ)-থিবীতে তেমন স্বর্গে : আমারদিগের প্রতিদিনের আহার আমারদিগেরে আজিকা দিও : আমারদিগের কর্জ্জ ক্ষেমো, যেমত আমরা ক্ষেমি : আমাদিগের কর্জ্জরে : আমারদিগেরে কুমতিতে পড়িতে না দিও। আর আমারদিগেরে সকল মন্দ হ'তে রক্ষা কর। আমেন যেসুস্‌।

(১) পরমেশ্বর কে যদি তুমি পার কহিবার
তবে আমি কহিব উপায় তোমার ?

X. Eq poromó Tthacur xorbo corta xorbozon,
Xei trilôquer nath quehô nahi tahan xoman. (১)

G. Coto zon tini zodi tomi paro cohibar
Tabe ami cohibó que upae tomar ? (২)

X. Tini tin zon : pita putro, Doeamoe,
Tin zon xotontor poromexor eq oi
Poromexor pita, putra poromexor,
Poromexor Doeamoe, tin zon xotontor.(৩) (p. 349)

Cantiga ao menino Jesus.

(Baloq Jesuzer guit zormo xttane xoia) (৪)

He Baba Jesus
Baloq Nirmol
Bibi Mariar udorer
Xidhi dhomro phol.
Amar doear Jesus.
He baba Jesus
He xonar baba,
Tomaqué ami toi
Cori tomar xeba.
Amar doear Jesus (৫) ইত্যাদি। (p. 358)

---

(১) এক পরম ঠাকুর সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বজন,
যেই ত্রিলোকের নাথ কেহ নাহি তাহান্ সমান।

(২) কত জন তিনি যদি তুমি পার কহিবার
তবে আমি কহিব কি উপায় তোমার ?

(৩) তিনি তিন জন, পিতা পুত্র দয়াময়,
তিন জন সতন্তর (স্বতন্ত্র) পরমেশ্বর এক হয়
পরমেশ্বর পিতা, পুত্র পরমেশ্বর
পরমেশ্বর দয়াময় তিনজন সতন্তর (স্বতন্ত্র)। ইত্যাদি।

(৪) বালক যেসুজের গীত জর্ম্ম স্থানে শুইয়া।

(৫) হে বাবা যেসুস্
বালক নির্ম্মল

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমার বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে এই পুস্তকের প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় এই পুস্তক এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে আমার ব্যবহারের জন্য আনিয়া দিয়াছেন ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্রীসুশীলকুমার দে

পরিশিষ্ট

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের ১৮৩৬ খ্রীঃ অঃ মুদ্রিত একটি সংস্করণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি তিনি কলিকাতা ধর্ম্মতলা Sacred Heart of Jesus গির্জ্জার অন্যতম পাদরী Rev. Father L. Wauters S. J. এর নিকট হইতে পাইয়াছেন। ইহার টাইটেল পেজ নাই এবং ইহা মোট ১২৫ পৃষ্ঠায় "সমাপ্তং"। পুস্তকের নাম এইরূপ—"কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ"। হষ্টেন সাহেব এই সংস্করণের কথাও লিখিয়াছেন, (*Bengal, Past and Present* Vol IX. pt i. p, 59)। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহা ১৮৩৬ খ্রীঃ অঃ Father J. F. M. Guerin কর্ত্তৃক বাঙ্গালা হরফে সম্পাদিত। এই Father Guerin চন্দননগরের St. Louis' গির্জ্জার Vicar ছিলেন। শুধু

বিবি মারিয়ার উদরের
সিদ্ধি ধর্ম্ম ফল
আমার দয়ার যেসুস্।
হে বাবা যেসুস্
হে সোণার বাবা,
তোমাকে আমি ভাই (?)
করি তোমার সেবা।
আমার দয়ার যেসুস্।

হষ্টেন সাহেব লিখিয়াছেন যে, গানটি এখনও ভাওয়াল গির্জ্জায় গীত হইয়া থাকে।

নামে সম্পাদিত, বইখানি একেবারে আমূল নূতন করিয়া লেখা। হষ্টেন সাহেব উদ্ধৃত title-page এইরূপ ;—

Catéchisme | suivi | de trois dialogues | et de la liste | des Eclipses de soleil et de lune | calculées pour le Bengale | à partir de 1836 jusqu'en 1904 inclusivement | Nouvelle édition, revue et corrigée. |

কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ | সূর্য্যের আর চন্দ্রের গ্রহণ গণনার সহিত ১৪০ বৎসরের | আরম্ভ ১৮৩৬ সাল অবধি | সহর চন্দননগর | এবং সমস্ত বাঙ্গালা দেশের নিমিত্তে। | করিয়াছেন জাঁকবছ ফ্রান্‌ছিস্কাস্ মারিয়া গেরেন | চন্দননগরের সর্ব্বগ্রাহ্যর পাদ্রী। নিয়োজিত প্রেরিত সম্পর্কীয় এবং ধর্ম্মাত্মার সভাস্থ। | দ্বিতীয়বার এবং শুদ্ধরূপে শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সং ১৮৩৬।

ইহার লাতিন (Latin) ভাষায় লিখিত মুখবন্ধ (তারিখ ৬ই মে, ১৮৩৬) হইতে জানা যায় যে, মানোএলের পর্ত্তুগীজ পুস্তকের বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বহুল প্রচার ছিল, কিন্তু এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত না হওয়ায় এবং রোমান অক্ষরে পুস্তক লিখিত হওয়ায়, ফাদার গেরেন বাঙ্গালা অক্ষরে ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। এই মুখবন্ধে গেরেন আরও লিখিয়াছেন যে, এই আদি পর্ত্তুগীজ পুস্তক অনেক ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। এই সমস্ত ভুল ঠিক করিতে এবং সমস্ত বাজে গল্প বাদ দিতে, পুস্তকের অর্দ্ধেকের উপর বাদ দিতে হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার নয় মাস খাটিতে হইয়াছে এবং দুই জন খ্রীষ্টান, দুই জন ব্রাহ্মণ ও একজন মুসলমান—এই সকলের সাহায্য লইতে হইয়াছে। তিনটি নূতন কথোপকথন সংযোজিত করা হইয়াছে এবং ১৮৩৬ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত যে সূর্য্য-চন্দ্রের গ্রহণ-গণনা আছে, তাহাও সম্পূর্ণ নূতন। এইখানে বলা উচিত যে, ফাদার গেরেন স্বয়ং একজন জ্যোতিষশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন এবং ১৮৪০ সালে বিলাত প্রত্যাগমনের পর তিনি ভারতবর্ষের জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৮৪৭)।

এই পুস্তকের বাঙ্গালা আদৌ ভাল নহে। এ হিসাবে এ সংস্করণে কিছু উন্নতি দেখা যায় না। ১৮৩৬ সালে ইহা অপেক্ষা ভাল বাঙ্গালার অভাব ছিল না।

শ্রীসুশীলকুমার দে

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'

ও

বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব*

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকদের কাছে বাঙ্গালা ভাষার সকলের চাইতে পুরাণ ছাপা বই, রোমান অক্ষরে লেখা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামে একখানি বইয়ের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ বইখানি খ্রীষ্টান রোমান কাথলিক ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং উহা বাঙ্গালা গদ্যের এক প্রাচীন ও মূল্যবান্ নমুনা। সুশীল বাবুর অনুরোধে এই বইয়ের রোমান অক্ষরে বানানের রীতি ও ইহার ভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

এই অভিনব বইয়ের সন্ধান সুশীল বাবুর কাছে আমি প্রথম পাই। ইহা এখন কলিকাতা এশিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকাগারে আছে। শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুগ্রহে সোসাইটীর পুস্তকালয়ে আমি এই বই দেখি এবং ইহা হইতে কতকটা অংশ যেমনটি আছে, তেমনি নকল করিয়া আনি। সেই নকল অংশটুকুর উপর নির্ভর করিয়া দুই চার কথা বলিব।

বাঙ্গালা ভাষা জন্মকাল হইতেই ভারতীয় লিপির সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ। বাঙ্গালা বর্ণমালা মহারাজ অশোকের কালের ব্রাহ্মী লিপি হইতে উৎপন্ন, ব্রাহ্মী লিপির কন্যাস্থানীয় গুপ্তলিপির বংশজাত 'কুটীল' বর্ণমালাগুলির মধ্যে অন্যতম। কাশ্মীরী, সিন্ধী এবং মুসলমানী-হিন্দী (অর্থাৎ উর্দু) প্রভৃতি কয়েকটি এ দেশী ভাষা যেমন মুসলমান-প্রভাবের ফলে ভারতীয় বর্ণমালা পরিত্যাগ করিয়া আরবী লিপির আশ্রয় লইয়াছে, এবং পোর্টুগীসদের চেষ্টায় গোয়া প্রদেশের দেশী খ্রীষ্টানদের ভাষা কোঙ্কণী-মরাঠী যেমন বহু দিন হইতেই রোমান অক্ষরে লিখিত হইয়া আসিতেছে, বাঙ্গালা ভাষাকে সেরূপ নিজ লিপি ছাড়িয়া অন্য বিদেশীয় লিপি ধরাইবার কোনও বিশেষ চেষ্টা কখনও হয় নাই। ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের পড়িবার সুবিধার জন্য বাঙ্গালা কাব্য আরবী (বা ফারসী) অক্ষরে লিখিতেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে 'সিলেট নাগরী' নামে এক রকম ভাঙ্গা ভাঙ্গা নাগরী অক্ষরে বাঙ্গালা লেখা হয়,† তাহা দেখা যায় বটে, কিন্তু কাশ্মীরী বা উর্দুর মত বাঙ্গালায় ফারসী অক্ষর চালাইবার চেষ্টা বঙ্গদেশের মুসলমান শাসকদের মনে আসে নাই। বাঙ্গালা যে কখনও

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বৎসরের ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† মুন্সী শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ' ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় ৮৭, ৯৯, ১২৪, ২১১, ২৭৮ নম্বরের পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য। 'সিলেট নাগরী' সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৫ সালের ৪র্থ সংখ্যাতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দেবশর্ম্মার লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আরবী অক্ষরে লেখা হইবে, তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালা ভাল জানে না—এমন পাত্রীরা যাহাতে সহজে পড়িতে পারে, সেই চেষ্টায় দুই চারখানা খ্রীষ্টানী বই রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছে এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'খানিরও রোমান অক্ষরে ছাপা একটি সংস্করণ কলিকাতায় সাহেব বইওয়ালাদের দোকানে পাওয়া যায়; কিন্তু বাঙ্গালা যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। বছর সত্তর আশী পূর্ব্বে একবার এ দেশে কতকগুলি ইংরেজ দেশী ভাষাগুলিতে রোমান লিপি চালাইবার জন্য খবরের কাগজে আন্দোলন করিয়াছিলেন, এবং এ বিষয়ে স্যর্ চার্ল্‌স্ ট্রিভেলিয়ান ও ডাক্তার ডফ্, ডাক্তার ইয়েট্‌স্ প্রভৃতি জন কয়েক মিশনারী অগ্রণী ও উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ প্রিন্সেপ্ ও আরবীতে পণ্ডিত টাইট্‌লার, ইহাঁদের ঘোর আপত্তি ছিল। ইহার পরে টোলবর্ট্ প্রভৃতি দুই একজন সিভিলিয়ান্ উদ্‌যোগী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ দেশী কোন ভাষায় রোমান-লিপি না চলিলেও ইউরোপে ও আমেরিকায় অনেক সংস্কৃত ও পালি বই রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছে ও হইতেছে।

রোমান বর্ণমালা অর্থাৎ a, b, c, d প্রভৃতি ছাব্বিশটি অক্ষর গ্রীক বর্ণমালার রূপভেদ মাত্র, যেমন বাঙ্গালা ও দেবনাগরী। ফিনীশিয়ানদের কাছে গ্রীকেরা লিপিবিদ্যা শেখে এবং গ্রীকদের কাছ থেকে রোমানেরা। এই রোমান লিপিতে আগে ২৩টি অক্ষর ছিল* এবং কেবল লাটিন ভাষার ধ্বনি (sound) জানাইবার উপযোগী ছিল মাত্র। লাটিনে মোটে ১৭টি ব্যঞ্জনধ্বনি ও ৬টি স্বরধ্বনি ছিল। গ্রীকে গুটিকতক বেশী ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। এই অল্প সংখ্যক অক্ষর যুক্ত লাটীন বা রোমান বর্ণমালাদ্বারা সকল ভাষার ধ্বনি জানান সম্ভব নয়, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষাগুলির। লাটিনে ও গ্রীকে তালব্য ধ্বনি নাই, তাই ভারতীয় নামে 'চ' বা 'জ' থাকিলে গ্রীক ও লাটিন লেখকেরা s বা ti (ত্য) এবং z বা di (দ্য) দ্বারা ঐ দুই ধ্বনি নির্দ্দেশ করিতেন। যেমন চন্দ্রগুপ্ত=Sandrakoptos, চষ্টন=Tiastenes ও উজ্জয়িনী (উজ্জেনী)=Ozene, যমুনা (জমুনা)=Diamouna। লাটিনভাষা ভাঙ্গিয়া যখন ফরাসী, ইটালীয় প্রভৃতি 'রোমান্স্' ভাষাগুলির উদ্ভব হইল, তখন সেই ভাষাগুলিতে তালব্য ধ্বনি নূতন করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া পড়িল; তখন নূতন কোন অক্ষর উদ্ভাবন না করিয়া পুরাতন রোমান অক্ষরের দ্বারাই নানা উপায়ে এই সকল ধ্বনি জানাইবার চেষ্টা হইল; যেমন ইটালীয়ান্ ভাষায়, cia, cio, ciu, ce, ci=চ; gia, gio, giu, ge, gi=জ; scia, scio, ইত্যাদি=শ; পুরাণ ফরাসীতে chতে 'চ', jতে 'জ' ও sch, sh=শ; এবং পুরাণ ফরাসীর বানানের অনুকরণ করিয়া ইংরেজীতেও ch, j, shতে চ, জ, শ। রোমান অক্ষর ব্যবহার করে, এমন অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় এখন নানা জটিল উপায়ে এই ধ্বনিগুলি জানান হইয়া

---

* A (=অ), B, C (=ক), D, E, F, G, H, I (=ই, য), K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T, V (=উ, ব,) X. Y, Z.

থাকে। যেমন জার্মানে tsch, dsch, sch ; ওলন্দাজে tj, dj, sh ; পোলাণ্ডের ভাষায় cz, gz, sz ; মাজ্যার বা হঙ্গেরী দেশের ভাষায় cs, ds, s ; নরওয়ের ভাষায় kj, gj, skj। এই সকল ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টায় সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভিন্ন বর্ণমালার ভাষার বই বা কথা রোমান অক্ষরে অনূদিত হইলে c=চ, j=জ, ś বা ç=শ, ṣ=ষ—এইরূপ সরল উপায়ে উক্ত বর্ণগুলি জানান হয়। যে সকল ধ্বনির উপযুক্ত বর্ণ লাটিন বর্ণমালায় মিলে না, সেগুলি ফুট্‌কি-দেওয়া বা অপর কোনও বিশেষ চিহ্ন-দেওয়া হরফের দ্বারা জানান হয়। এই-রূপে একটি বিস্তারিত রোমান বর্ণমালার সাহায্যে সংস্কৃত আরবী প্রভৃতি, নাগরী ও আরবী লিপিতে যেমনটি লিখিত হয়, ঠিক তেমনি লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া গড়া একটি রোমান বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়, এ কথা বলিতে হইবে।

আবার সাধারণ সাধারণ স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি (sound) জানাইবার জন্য, রোমান অক্ষর ব্যবহার করে, এমন দুইটি ইউরোপীয় ভাষায় মিল নাই। k, l, p, q প্রভৃতি তিন চারটি বর্ণ ছাড়া আর বর্ণগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় একটু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, কোথাও বা একেবারে স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারিত হয়। ভাষাতত্ত্বের শাখা উচ্চারণতত্ত্ব (Phonetics) নামক নবীন বিদ্যার পক্ষে, মানব-ভাষার সমস্ত প্রচলিত ও সম্ভাব্য স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি যথাযথ নির্দ্দেশ করে, এমন একটি মান বা sound-value যুক্ত অক্ষরমালার সাহায্য ভিন্ন একটুকুও চলা অসম্ভব। যেমন ইংরেজী Henryর উচ্চারণ 'হেন্‌রি', ফরাসীতে কিন্তু Henriর উচ্চারণ 'আঁরি' ; রোমান অক্ষরে দুইটিই লেখা হইয়াছে, কিন্তু উচ্চারণে কত তফাৎ। উচ্চারণতত্ত্বের অনুযায়ী বানান রোমান অক্ষরে করিতে হইলে ইংরেজী Henry=[hen-ri], ফরাসী Henri=[ãri]। Siege—ইংরেজীতে [siidž] (সীজ্—dž=ইংরেজী জ), কিন্তু জার্ম্মানে [zi-gə] (জ়ী-গ্য—উল্টা ə=her এর er মত ধ্বনি) ; man—ইংরাজীতে [mæn] (ম্যান,—æ=অ্যা), জার্ম্মানে [man] (মান্), ফরাসীতে [mã] (মাঁ)। উচ্চারণ ঠিক জানাইতে গেলে দেখা যায় যে, প্রচলিত রোমান অক্ষর একটু আধটু বদলাইয়া বাড়াইয়া না লইলে চলে না ; কারণ, ইউরোপে এক অক্ষরের হরেক ধ্বনি বা উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য একটি Phonetic Alphabet অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই Phonetic Alphabet তৈরী করার মূলমন্ত্র হইতেছে one symbol, one sound: একটি অক্ষরে মাত্র একটি ধ্বনি, d-o=ডু, s-o=সো, এরূপ চলিবে না ; (মেনেজার=ম্যানেজার, ইহাও এই নিয়মে unphonetic বানান) ; s+h তে 'শ' বা c+h তে 'চ'—এইরূপ দুই অক্ষর জুড়িয়া এক ধ্বনি—তাহাও চলিবে না। এইরূপ Phonetic Alphabet উদ্ভাবন ও প্রচলনের জন্য ইউরোপে অনেকে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিছু কাল হইল, পারিসের 'আসোসিআসিঅঁ ফ়নেতিক্ অ্যাঁত্যর্‌নাসিওনাল্' (Association Phonetique Internationale*) নামক সমিতি ইউরোপের ও অন্য দেশের ভাষার উচ্চারণ ঠিক ধরিবার জন্য রোমান বর্ণমালার অক্ষর লইয়া ও তাহার দরে নূতন অক্ষর উদ্ভব করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালী-

* Phonetic বানানে ইহা এইরূপ লিখিত হইবে—asosiasiɔ̃ fɔnetik æ̃ternasional।

সম্মত এক বর্ণমালার প্রচার করিতেছেন। তাহার দ্বারা পৃথিবীর যে কোনও ভাষার শব্দের কথিত (বা লিখিত) রূপ সেই ভাষার নিজের বর্ণমালার চাইতেও সুন্দররূপে ধরিতে পারা যায়। ইউরোপে Phonetics সম্বন্ধে ও কোনও ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল বই আজকাল লেখা হইতেছে, সেগুলিতে সাধারণতঃ এই বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়।

বাঙ্গালা নাম আজকাল যখন ইংরেজী অক্ষরে লেখে, তখন দেখা যায় যে, ইংরেজী ভাষার চলিত উচ্চারণ ও বানানের রীতি ধরিয়া লেখে না। কিন্তু কিছু পূর্ব্বের ইংরেজী বইয়ে ও পুরাতন ইংরেজী কাগজপত্রে এ দেশী নামের যে ইংরেজী বানান পাওয়া যায়, তাহা এখন আমাদের চোখে বড়ই অদ্ভুত লাগে। Bridgenarran, Colly Kishto, Tuttobodheeney, Nana Furnvese, Hurrish, Chytun, Awlley Cawn, Sooraj Dowla প্রভৃতি বানানে 'ব্রজনারায়ণ, কালীকৃষ্ণ, তত্ত্ববোধিনী, নানা ফড়নবীস্, হরিশ, চৈতন্ত, আলী খাঁ, সিরাজুদ্দৌলা' ইত্যাদি দেশী নাম পুরাতন ইংরেজী বই ও কাগজে পাওয়া যায়। Dacca, Burdwan, Chittagong, Cawnpore, Tagore, Law, Dawn প্রভৃতি বানান এ যুগের চিহ্নাবশেষ। আগেকার কালে ইংরেজ যখন নিজ অক্ষরে বিদেশী নাম লিখিতেন, তখন নিজের ভাষায় সেই অক্ষরের যেরূপ প্রয়োগ হইত ও নিজের কানে বিদেশী কথা যেমন শুনাইত, এবং নিজে যতটা তাহার ঠিক উচ্চারণ করিতে পারিতেন, সেই অনুসারে চলিতেন। সেইরূপ ফরাসী ও পোর্টুগীসও এ বিষয়ে নিজ নিজ ভাষার রীতি অবলম্বন করিতেন। কিন্তু আজকাল ভাষাতত্ত্বের ও উচ্চারণতত্ত্বের চর্চ্চার ফলে, কোনও বিদেশীয় নাম বা শব্দ যখনও ইউরোপীয় কোনও বইতে আসিয়া পড়ে, তখন ইংরেজী বা ফরাসী বা জার্ম্মান বা অন্ত কোনও ভাষা অনুযায়ী বানানে লিখিত হয় না, প্রায়ই একটি মোটামুটি চলিত মান বা Standard ধরিয়া চলা যায় এবং সেই Standardটি বেশীর ভাগ বইয়ে এই—Vowels as in Italian, consonants as in English, অর্থাৎ a, e, i, o, u এর ইটালীয় উচ্চারণ, (আ, এ, ই, ও, উ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মোটামুটি ইংরেজী উচ্চারণ—এই অনুসারেই চলা হয়।

আলোচ্য বইখানি খ্রীষ্টীয় ১৭৩৪ সালে বা তাহার কিছু পরে লিসবনে ছাপা, পোর্টুগীস পাদ্রীর লেখা। সে কালে কোথাও বাঙ্গালা ছাপার হরফ তৈরী হয় নাই, বাঙ্গালা বই ছাপাইতে গেলে রোমান অক্ষরের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। রোমান কাথলিক পাদ্রীর কাছে হয় ত ইহা খুব সুখেরই কথা ছিল; কারণ, ইহার কিছু পূর্ব্বে গোয়ায় গোঁড়া খ্রীষ্টান শাসনকর্ত্তারা দেশী বর্ণমালার প্রচলন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, এমন কি, দেশী ভাষা উঠাইয়া দিয়া তাহার জায়গায় পোর্টুগীস চালাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। যাহা হোক্, তখন ইউরোপে ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই, উচ্চারণতত্ত্বের কথা দূরে থাক্; Phonetic Alphabetএর কথা কেহ ধারণাও করিতে পারিত না। পাদ্রী মানুএল্-দা-আস্সুম্পসাউঁ পোর্টুগীস ভাষায় প্রচলিত বানান অনুসারে, বাঙ্গালা শব্দ তাঁহার কানে যেমন লাগিত, সেই রকম লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, যে কেহ রোমান অক্ষরে লেখা বই, অর্থাৎ পোর্টুগীস বই পড়িতে পারে, (সে কালে ইংরেজী বা ফরাসীর কোনও প্রভাব এ দেশে ছিল না) সে এই বইও পড়িতে পারিবে। কোনও বাঙ্গালী এই বাঙ্গালা বই আন্দাজে আন্দাজে পড়িয়া যাইতে পারেন; বানানের রীতির সঙ্গে পরিচয়ের অভাব তাঁহার ভাষাজ্ঞান দ্বারা কতকটা দূর হইবে বটে, কিন্তু পোর্টুগীস বানানের রীতি জানা থাকিলে রোমান অক্ষরে লেখা এই বাঙ্গালা বই পড়িয়া একটি বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়ে আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। এই বই যদি বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইত, তাহা হইলে সেই বিষয়টিতে ইহা আমাদের তেমন কাজে আসিত না। বিষয়টি হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব (Phonetics)।

বাঙ্গালা ভাষার 'ব্যাকরণ', অর্থাৎ ইহার বিভক্তি প্রত্যয় প্রভৃতি প্রাচীন যুগে কি ছিল, তাহা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য পড়িয়া জানা যায়। কেমন করিয়া বৈদিক সুপ্‌তিঙ্‌ প্রাকৃতে বিকৃত ও বহু স্থানে লুপ্ত হইয়া পড়িল এবং কেমন করিয়া আধুনিক ভাষাগুলিতে নূতন নূতন বিভক্তি আদি উদ্ভাবিত হইল, সে কথা বৈদিক ও সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ও পুরাতন যুগের বাঙ্গালা, হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি চর্চ্চা করিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভাষার উচ্চারণ তাহার ব্যাকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ। মুখে মুখে ঠিক যেমনটি উচ্চারিত হয়, সেইটিই হইতেছে জীবন্ত, প্রাণযুক্ত শব্দ, এবং উহার লিখিত 'সাধু' বা 'শুদ্ধ' রূপ উহার প্রাণহীন প্রতিকৃতি মাত্র। অন্ততঃ যে সকল ভাষা ধ্বনিব্যঞ্জক বর্ণমালার সাহায্যে লেখা হয়, সেইগুলির সম্বন্ধে এ কথা খাটে ; চীনা, প্রাচীন মিসরীয় প্রভৃতি ভাষা, যেগুলি বস্তুচিত্র (pictogram) বা ভাবচিত্র (ideogram) দ্বারা মুখ্যতঃ লিখিত হয়, সেগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ-রূপে না খাটিতে পারে। উচ্চারণের ভেদ বা স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনকে উচ্চারণ-শাস্ত্র সম্বন্ধে উদাসীন পণ্ডিতেরা হয় ত উচ্চারণের 'বিকৃতি' বলিবেন ; কিন্তু এই 'বিকৃতি'ই ভাষার ব্যাকরণ বদলিয়া দেয়। উচ্চারণের উপরই ভাষার ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত উচ্চারণের সঙ্গে সংস্কৃত সন্ধি পর্য্যায় জড়িত। তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Philology) চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক জটিল বিষয়, আদি আর্য্য-মাতৃভাষার অতি প্রাচীন অবস্থার উচ্চারণের আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট হইয়া যায়। বৈদিক যুগের চলিত কথা-বার্ত্তার ভাষার উচ্চারণের পরিবর্ত্তনেই প্রাকৃতের উদ্ভব। উচ্চারণের বৈষম্যের জন্য পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম-বাঙ্গালার কথিত ভাষার ব্যাকরণ পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে ও আরও পড়িতেছে। এই কারণে যাঁহারা বাঙ্গালা বা অপর কোনও ভাষার ব্যাকরণ অনু-শীলন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই ভাষার প্রাচীনতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত তাহার উচ্চারণ-প্রণালীর, তাহার historical phonetics বা phonologyর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন অবস্থায় কি কি ধ্বনি (sound) ছিল, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই ; অন্ততঃ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না। সংস্কৃতের বা বৈদিক ভাষার

উচ্চারণ কি ছিল, নানা উপায়ে সে বিষয়ে একটা মোটামুটি স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুএকটি খুটীনাটি বিষয়ে আমাদের সন্দেহ একেবারে দূর হয় নাই। পাণিনির সময়ে সংস্কৃত 'অ'এর উচ্চারণ 'কণ্ঠ্য' বা 'বিবৃত' উচ্চারণ ছিল—অর্থাৎ আদিম যুগের ভাষায় 'অ' ইংরাজী 'father'এর 'আ'এর মত ছিল, তবে এই হ্রস্ব ॲ দীর্ঘ 'আ'-কারের চাইতে একটু মৃদু উচ্চারিত হইত। পরে 'সংবৃত' উচ্চারণ ভাষায় দাঁড়াইয়া যায়, এই 'সংবৃত' উচ্চারণ ইংরেজী 'hut', 'her', 'china' প্রভৃতি পদের u, e, a র মত; এই উচ্চারণ এখনও হিন্দী, পঞ্জাবী, মরাঠী ও দ্রাবিড়-ভাষাগুলিতে আছে। কিন্তু বাঙ্গালায় 'অ'এর চলিত উচ্চারণ 'hot'এর oর মত,—আবার অনেক স্থলে, বিশেষতঃ সমতটে (দক্ষিণবঙ্গে), একেবারে ও-কারের মত। কত দিন হইল, বাঙ্গালায় এই উচ্চারণ আসিয়াছে? বাঙ্গালায় সংস্কৃত অন্তঃস্থ 'ব' লোপ পাইয়াছে; 'অ'-কারের এই ও-ঘেঁষা উচ্চারণের সঙ্গে অকারান্ত অন্তঃস্থ 'ব'-এর অন্তর্ধানের কোনও সম্বন্ধ আছে কি? এবং বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ 'ব'এর লোপ কত দিন হইতে হইয়াছে? 'এ'কারের (=e), অ্যা (=æ) বা অ্যা-কার ঘেঁষা উচ্চারণই বা কত দিন হইল আসিয়াছে? 'র'-ফলার পূর্ব্বে 'শ'এর দন্ত্য উচ্চারণ (=s) কত দিনের? বাঙ্গালা উচ্চারণ-পর্য্যায়ে এইরূপ শত শত প্রশ্নের সমাধান হয় নাই, এবং এই সকল বিষয়ের মধ্যেই বাঙ্গালা ব্যাকরণের যাহা কিছু গোলমেলে বিষয় সবই নিহিত আছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার যে ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব, বাঙ্গালীর পক্ষে ঐ বই ও উহাঁর বাঙ্গালা শব্দকোষ গৌরবের বস্তু। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ লিখিতে গেলে এ বিষয়ে যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে হইবে। আজকাল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে,—ভাষা দখলের জন্য নয়, ভাষার ইতিহাসের জ্ঞানের জন্য—ইউরোপে ও আমেরিকায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় যে সকল ব্যাকরণ লেখা হইতেছে, সেগুলিতে দেখা যায় যে, Morphology বা শব্দ ও ধাতুরূপ প্রভৃতি লইয়া যতটা আলোচনা করা হয়, Phonology বা সেই ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস এবং সেই কারণে তাহার ব্যাকরণের পরিবর্ত্তন লইয়া তাহার চাইতে কম আলোচনা হয় না। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, উচ্চারণ-তত্ত্ব লইয়াই বেশী মাথা ঘামান হইয়াছে; ৪০০ পাতার একখানি বইয়ে হয় ত ২৫০ পাতা Phonology লইয়া, বাকীটুকু Morphology ও Syntax লইয়া। কারণ, ভাষায় ব্যাকরণের ও পদবিন্যাসের সমস্ত গুপ্ত রহস্য তাহার উচ্চারণের ইতিহাসের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

বিষয়টি বিশেষ জটিল ও দুরূহ, এবং ইহার যথাযোগ্য আলোচনা ও সমাধান শিক্ষা ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। ঠিক মত ধরিতে গেলে আমাদের দেশে ত একটি ভাষা নয়,—রাঢ়, বাগড়ী, বরেন্দ্র, বঙ্গ, চট্টল, সকল স্থানেরই চলিত ভাষা স্ব স্ব প্রধান, উচ্চারণে, ব্যাকরণে স্ব স্ব মতাবলম্বী; ভিন্ন অক্ষরে লেখা হইলে হয় ত ওড়িয়া, মৈথিল, ভোজপুরিয়া, অসমিয়ার মত ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন ভাষা হইয়া দাঁড়াইত। বাঙ্গালা সাধুভাষার অপভ্রংশে বাঙ্গালা দেশের প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি হয় নাই, বরঞ্চ বাঙ্গালা সাধুভাষার অর্থাৎ আধুনিক গদ্য সাহিত্যের ভাষারই উদ্ভব ইহাদের হইতে। বাঙ্গালা দেশের ভাষার ইতিহাস চর্চ্চা করিতে হইলে এই প্রাদেশিক

ভাষাগুলির ব্যাকরণ আলোচনা করা যত আবশ্যক, ইহাদের উচ্চারণ-রীতিরও আলোচনা সেইরূপ আবশ্যক। বাঙ্গালা উচ্চারণ বদলাইয়াছে, এখনও আমাদের চোখের সামনে আরও বদলাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে এই পরিবর্ত্তন ধরিবার উপায় নাই। বাঙ্গালা অক্ষরগুলি প্রাচীন কালে বাঙ্গালা ভাষার কি কি ধ্বনি জানাইত এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন যুগে সেই সকল ধ্বনি কতটাই বা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে, তাহা ভাল করিয়া জানিবার ও বুঝিবার পথ নাই। বৈদিক ও সংস্কৃতের বানান উচ্চারণ অনুযায়ী ছিল, এবং 'প্রাকৃত' ও 'অপভ্রংশ' সম্বন্ধে সে কথা অনেকটা খাটে। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষা বানান বিষয়ে যেন নিরঙ্কুশ; এ বিষয়ে মৈথিল, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা বরাবর বাঙ্গালার চেয়ে সংযত। বৈদিক ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া, মাগধী অপভ্রংশ পর্য্যন্ত কোন একটি পদ কেমন করিয়া রূপ বদলাইয়া আসিতেছে, তাহা বেশ ধরিতে পারা যায়; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সেই পদটির 'খাঁটী বাঙ্গালী ভাবে' যে গতি চলিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সেই পদটির ইতিহাস পর্য্যালোচনা আবশ্যক। যেমন 'লক্ষ্মী' এই পদটি; প্রাকৃত হইয়া যাইবার পূর্ব্ব অবস্থায় ইহার উচ্চারণ ছিল 'ল-ক্ষ্মী'; মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত ভাষাগুলির মধ্যে এক আধুনিক বাঙ্গালায় 'লোক্‌খি', এইরূপ 'ম'কারহীন রূপ পাই; অসমিয়াতে 'লখিমী', মৈথিলে 'লখিমী', ওড়িয়াতেও মকার আছে। বাঙ্গালায় এই 'ম' লোপ কত দিন হইল হইয়াছে?* পুরাতন বাঙ্গালা বইয়ে 'লখিন্দর', 'লখাই' নাম দেখিয়া বুঝা যায় যে, পুথি লেখার কালে আজ-কালের মত 'ম'-লুপ্ত উচ্চারণই ছিল। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, বাঙ্গালায় কোন্ সময়ে অসমীয়া ও মৈথিলের মত এই 'ম' চলিত ছিল? ইহার উত্তর বাঙ্গালার পুরাতন পুথিতে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাইরের কাহারও সাক্ষ্য এ বিষয়ে বড়ই কাজ দিবে, সকল সন্দেহ দূর করিবে। ফারসী বইয়ে এই প্রাচীন যুগের দুই চারিটি নাম লেখার ধরণ হইতে এই সাক্ষ্য আমরা পাইতে পারি। 'তবকৎ-ই-নাসিরী'র মত প্রাচীন ফারসী ইতিহাসে যখন رای لکهمنیه 'রায় লখ্‌মনিয়হ্' এই রূপ বানানে লাক্ষ্মণেয় সেনের নাম পাই, তখন আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় তেরর শতে বাঙ্গালা ভাষায় 'ক্ষ্ম'-এর 'ম' একেবারে লোপ পায় নাই। আবার لکهنوتی লখনবতী—বানান দেখিয়া বোঝা যায় যে, 'ম' এই যুগে সব জায়গায় উচ্চারিত হইত না; ইহার লোপ এই যুগে আরম্ভ হইয়াছিল, ধরিয়া লইতে পারা যায়। আবার এই لکهنوتی লখনবতী دیوکوت দেবকোট نودیه

---

* এরূপ যুক্ত বর্ণে বাঙ্গালায় 'ম' লোপ পায় এবং অনেক স্থলে অনুনাসিক হইয়া যায়। প্রাকৃতে 'ম' লোপ পায় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বিপ্রকর্ষণ হয়; যেমন স্ম—স্মরণ=সরণ, সুমরণ। বাঙ্গালায় লোপই স্বাভাবিক, তবে সাধারণতঃ নূতন করিয়া আমদানী পণ্ডিতী শব্দের প্রভাবের ফলে চন্দ্রবিন্দু করিয়াই পড়া হয়। পদ্ম='পদ্দো'; সূক্ষ্ম=সুখুম, আধুনিক 'শুক্‌খ'। প্রাকৃত উচ্চারণের সঙ্গে পণ্ডিতী বানানের একটা আপোষ হইয়াছে। ভাষার ইতিহাসের পক্ষে এই আপোষটুকুরও বিচার আবশ্যক।

নবদীঅহ্ বা نودیه নোবদীঅহ্ (সাহেবেরা আধুনিক ফারসী উচ্চারণ ধরিয়া লেখেন Núdiah অর্থাৎ 'নূদিঅহ্) প্রভৃতি বানানে জানা যায় যে, তখন বাঙ্গালা দেশ হইতে অন্তঃস্থ ব নির্ব্বাসিত হয় নাই, 'এখন যাহা 'লখ্নাবতী' বা 'লক্ষ্ণনাবতী', 'দেবকোট' ও 'নদীয়া' উচ্চারিত হয়, তখন সেগুলির উচ্চারণে মুসলমান বিজেতাদের কানে ব-এর ধ্বনি আসিত, তাই তাঁহারা ফারসী و (=w, v) অক্ষর দিয়া লিখিয়াছেন।*

এইরূপ দুই চারিটি কথা হইতে দেখা যাইতেছে যে, এ দেশী শব্দের ফারসী বানান পুরাণ উচ্চারণ ধরিবার জন্য কতকটা সাহায্য করে। এই রকম বিষয়ে যেখানে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা বইয়ের সাহায্যে মীমাংসা হওয়া শক্ত, সেখানে যদি বিদেশী বর্ণমালার সাহায্য পাই, তবে বড় কাজের হয়। ভিন্ন ধরণে তৈরী ফারসী কি আর কোন বিদেশী বর্ণমালার অক্ষরে, বাঙ্গালা শব্দের তখনকার চলিত উচ্চারণ ধরিয়া লেখা রূপ যদি পাই, তাহা হইলে এ সকল সন্দেহের অনেকটা খণ্ডন হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আবার সেই কালে সেই বিদেশী ভাষার অক্ষরগুলির কি ধ্বনি (sound) ছিল, তাহা জানা দরকার। ঈরান দেশের ফারসীতে আজ-কাল 'এ' 'ও', অর্থাৎ যাহাকে 'মজহুল্' উচ্চারণ বলে, তাহা অপ্রচল হইয়া আসিতেছে; তাহার স্থানে 'ঈ' 'উ' ('ম'রূফ্' উচ্চারণ) চলে; 'আ' সাধারণতঃ 'আও', 'আউ' বা 'উ'রূপে উচ্চারিত হয়; ব (w) সর্ব্বত্র v হইয়া গিয়াছে। ফারসী চার পাঁচ শ' বছর আগে কেমন করিয়া পড়া হইত, সে দিকে নজর না রাখিয়া বাঙ্গালা কথার ফারসী রূপ আলোচনা করিলে কোনও ফল হইবে না। মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম মহাশয় যে সকল আরবী (ফারসী) অক্ষরে লেখা বাঙ্গালা পুথির কথা লিখিয়াছেন, সেগুলি যদি খুব পুরাতন হয়, তাহা হইলে সেগুলি বড়ই উপকারে লাগিবে। কিন্তু আরবী লিপির অসম্পূর্ণতা অনেক, ইহাতে স্বরবর্ণ ভাল করিয়া জানাইবার বন্দোবস্ত নাই, অনেক সময়ে স্বরবর্ণের রেওয়াজ থাকেই না, আন্দাজে আন্দাজে বুঝিতে হয়। এ বিষয়ে রোমান অক্ষরগুলি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আমাদের দেশী বর্ণমালার চাইতেও; কারণ, রোমান লিপিতে শব্দের প্রাণ স্বরবর্ণগুলি স্পষ্ট ও পৃথক্ করিয়া লেখা হয়, ব্যঞ্জনবর্ণের পায়ের তলায়, পাশে, মাথায়, গায়ে লুকাইয়া থাকে না। এখন, রোমান অক্ষর ব্যবহার করেন, এমন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও ব্যবসায়ী মার্কো পোলোর সময় হইতে এ দেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এশিয়ার ও অন্যান্য মহাদেশের যেখানে যেখানে তাঁহাদের গতিবিধি হইত, তাঁহারা সেখানকার সম্বন্ধে বই লিখিয়া, নক্সা আঁকিয়া

---

* এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। মুসলমান যুগের বাঙ্গালার ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত থাকার দরুন ইহাঁকে পুরাণ ফার্সী পুথি দেখিতে হইতেছে। ফার্সী বইয়ে যে সকল এ দেশী নাম পাওয়া যায়, সেগুলির যথার্থ আদিম ফার্সী রূপ আমরা পাই কি না, সে বিষয়ে রাখাল বাবু বিশেষ সন্দিহান। পুরাণ ফার্সী 'তোগ্‌রা' ছাঁদে লিখিত হইত, বিশেষতঃ নামগুলি; এবং পুথি নকল করিবার সময় নকলনবীসেরা অনেক সময়ে বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বসিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়টি ধরিলেও, অনেক যে সাহায্য ফার্সী বই হইতে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের উপেক্ষণীয় নহে।

নিজেদের দেশের লোকের জ্ঞান বাড়াইতে চেষ্টা করিতেন। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বইয়ে এবং খ্রীষ্টীয় সতেরর শতে ভারতবর্ষের যে কতকগুলি ম্যাপ্ ইটালী ও হলাণ্ডে ছাপা হইয়াছিল, তাহাতে এ দেশী নাম যাহা পাওয়া যায়, তাহাও আমাদের কাজে আসিবে।* রোমান অক্ষরে লেখা প্রাচীন বাঙ্গালার কোনও বই যদি আমরা পাই এবং সেই বইয়ে যদি বাঙ্গালা উচ্চারণের—বাঙ্গালা বানানের নয়,—একটা মোটামুটি অনুকরণের চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইখানি ঠিক এই প্রকারের; তবে ইহা খুব বেশী পুরাতন নয়। খ্রীষ্টীয় ১৭৩৫ সাল, এখন হইতে ১৮২ এক শ' বিরাশী বছর, মোটামুটি ইহাকে শ' দুই বছরের আগের সময়ের ভাষার নমুনা হিসাবে ধরিতে পারা যায়। বইখানির মুখপত্র নাই; পোর্টুগীস্ ভাষায় একটি ছোট ভূমিকা আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, ভাওয়ালে (Ba-[va]l) লেখা হইয়াছিল। ভাওয়ালের কাছে 'নাগরী'† বলিয়া একটি জায়গার বিষয় উল্লেখ আছে। সুশীল বাবু বইয়ের যে অংশটুকু পত্রিকায় তুলিয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কথা পাওয়া যাইবে। বইখানিতে পোর্টুগীস ভাষায় রচিত একটি গুরু-শিষ্যের আলাপ অর্থাৎ খ্রীষ্টানধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানবিষয়ক প্রশ্নোত্তরমালা ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ আছে। অনুবাদক পাদ্রী আস্সুমসাওঁ ঢাকা অঞ্চলের চলিত ভাষা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার ভাষা পূর্ব্ব-বঙ্গে দুই শ' বৎসর পূর্ব্বে চলিত ভাষার সুন্দর নিদর্শন। উচ্চারণে, ব্যাকরণে, কথার ঢঙে এ ভাষা একেবারে পূর্ব্ববঙ্গের, এবং বইখানি বাঙ্গালা উচ্চারণের আলোচনার পক্ষে সহায়ক বলিয়া অমূল্য।

বাঙ্গালা কথাগুলি পোর্টুগীস রীতি অনুসারে লেখা হইয়াছে। পোর্টুগীস উচ্চারণ ও বানানের নিয়ম ইংরেজী হইতে অনেকটা আলাদা; সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। পোর্টুগালের রাজধানী লিসবনের আধুনিক উচ্চারণ পাইয়াছি; দু শ' বছর আগেকার উচ্চারণটি সব জায়গায় ঠিক কেমন ছিল, জানিতে পারি নাই, তবে একটু আধটু তফাৎ হইলেও মূলে আজকালকার মতই ছিল, ধরিয়া লইতে পারা যায়। এই দু শ' বছরে উচ্চারণ বিষয়ে এক

---

* গ্রীকদের যুগে যখন্ ভারতীয় নাম গ্রীক ও লাটিন লেখকেরা লিখিতেন, তখনকার সেই বিদেশী রূপ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ভারতে তখন চ-বর্গীয় বর্ণগুলির দুই রকম উচ্চারণ ছিল। এ বিষয়ে কতকগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণকার যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় নামের গ্রীক বানানে সে কথা কতকটা সমর্থিত হয়। গ্রীয়ার্সন সাহেবের প্রবন্ধ The Pronunciation of the Prakrit Palatals, JRAS, 1913, ৩৯ পৃষ্ঠা ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ লিখিত প্রবন্ধ—"চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২০, তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† এই 'নাগরী' সম্বন্ধে কলিকাতা, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের রোমান কাথলিক গির্জ্জার পাদ্রী ওয়টর্স্ সাহেব (the Rev. Father L. Wauters, S. J.) আমায় বলিয়াছেন যে, নাগরী ভাওয়ালের ১৭।১৮ মাইল দূরের একটি জায়গা, সেখানে একটি পুরাতন গির্জ্জা আছে ও ঐ স্থান এ দেশে কাথলিক খ্রীষ্টানদের একটি পুরাতন কেন্দ্র ছিল।

ইংরেজী ও ফরাসীর যা কিছু বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইউরোপের অন্য ভাষাগুলি এ বিষয়ে বেশ রক্ষণশীল।

১। a, e, i, o, u—accent বা ঝোঁক দিয়া উচ্চারিত হইলে, যথাক্রমে=আ, এ, ই, ও, উ।

২। a, e, o—মৃদু উচ্চারিত হইলে যথাক্রমে 'আ' (অর্থাৎ ইংরেজী 'her'এর er মত), ই, উ। যেমন chuva=chúva=শু–ভ.া (বৃষ্টি); padre=পাদ্রি (পাদ্রি); vento=ভেন্তু (বাতাস); amamos=আ-মা-মুশ্ (ভালবাসি), amámos=আ–মা-মুশ্ (ভালবাসিয়াছি); desejóso=দি-জি.-ঝো.া–জ়. (ইচ্ছুক)।

৩। ai=আই; ahe (পদান্তস্থ)=আই; ei=এই; eu=এউ; ou=ওউ, উ; oi=ওই; ao (পদান্তস্থিত)=আউ: pão=পাঁউ (রুটী)।

৪। ca, co, cu=কা, কো, কু; ce, ci=সে, সি (s); ç=স (s)।

৫। ch=শ, ষ (লিসবনের ভাষায়)। প্রাচীন উচ্চারণ ছিল 'চ'*, এই উচ্চারণ উত্তর-পোর্টুগালের ত্রাস্-ওশ্-মন্তিশ্ (Tras os-montes) প্রদেশে এখনও প্রচল আছে। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ যখন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' লেখা হইয়াছিল, তখন 'চ' ছিল, কি 'শ' হইয়া গিয়াছিল, জানিতে পারি নাই; তবে বাঙ্গালা 'চ' জানাইবার জন্য chএর যেমন প্রয়োগ দেখা যায়, sও তেমনি পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে তালব্য ও দন্ত্য উচ্চারণ দুইই বোধ হয় তখন চলিত ছিল এবং হয় ত তখনও দন্ত্য ts বা s জাতীয় উচ্চারণ তালব্য 'চ'কে একেবারে অপ্রচলন করিতে পারে নাই। এই সময়ে chএর উচ্চারণ 'চ'ই ছিল ধরিয়া লইতে পারা যায়।

৬। d=দ; f=ফ. (=ফারসী ف)।

৭। ga, go, gu=গ; gue, gui=গে, গি; gua, guo=গ্বা, গ্বো।
ge, gi=ঝে., ঝি.=ফরাসী j, ইংরেজী zh বা ফারসী ژ।

৮। h প্রায় সর্ব্বত্রই অনুচ্চারিত।

৯। j ফরাসীর মত=ঝ, zh,—z নয়। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে', বাঙ্গালা জ=z, ইংরেজীর মত jর ব্যবহার নাই।

১০। বিদেশী শব্দ ভিন্ন অন্যত্র kর ব্যবহার নাই।

১১। l=ল; lh=ল্য, কতকটা ৯এর মত;=স্পেনীয় ll, ইটালীয় gl.

১২। m=ম, যখন পদের আগে বা দুইটি স্বরের মাঝে থাকে। পদান্তস্থিত m=ঁ; bom=বোঁ (ভাল), um=উঁ (এক)।

১৩। n=ন; ইহার প্রয়োগ m এর মত; তবে পদান্তস্থিত n, যখন অনুনাসিক উচ্চারিত হয়, তখন ইহার রূপ ~ হইয়া যায়, ও চন্দ্রবিন্দুর মত এই চিহ্ন স্বরের মাথায়

* F. Diez—Grammaire des Langues romanes, vol. I., পৃঃ ৬৫৮।

বসে। ~ চিহ্নের পোর্টুগীস নাম 'তিল্' (til)। যেমন cão (=cano)=কাউ (কুকুর); Camoẽs (Camoens) কামোইঁশ্ (পোর্টুগালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির নাম)। pão=পাউ (অর্থে রুটী, বাঙ্গালায় পাউরুটী); botão=বোতাউ=বোতাও, বোতাম [ইংরেজী button 'বাট্‌ন্' হইতে বাঙ্গালা শব্দ আসে নাই]। nh=ঞ, স্পেনীয় ñ, ইটালীয় ও ফরাসী gn; senhor=সেঞোর (মহাশয়)।

১৪। p=প।

১৫। q=ক; qua, quo=কুবা, কুবো; que, qui=কে, কি।

১৬। r=র (বাঙ্গালার মত, ইংরেজীর মত ড়-ঘেঁষা র নহে)।

১৭। s=স; দুই স্বরের মধ্যে থাকিলে জ. (z) এর মত উচ্চারিত হয়। পদান্তস্থিত ও অক্ষরের (সিলেব্‌লের) শেষে s 'শ', এবং এই অবস্থায় ঘোষবর্ণ (b, d, g) ও mএর পূর্ব্বে থাকিলে ঝ. (zh) এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন gostos=গোশ্‌তুশ্ (সুখ); esta=এশ্‌তা (আছে); pasmo=পাঝ্.মু (আশ্চর্য্য); dezde=দেঝ্.দি (তৎপর)।

১৮। t=ত (ট নহে); v=ভ., ব (ওঅ); w নাই।

১৯। x=সাধারণতঃ শ; কিন্তু ক্স্, স (s), জ. (z) উচ্চারণও দেখা যায়।

২০। y বিরল, যেখানে মিলে, সেখানে=ই।

২১। z=জ.; কিন্তু luz=লুশ্ (আলো) cruz=ক্রুশ্।

এই বইতে রোমান অক্ষরে উপরে লেখা উচ্চারণ-মত বাঙ্গালা লেখা হইয়াছে। এখনও গোয়াতে ওই রকমের বানানে রোমান হরফে কোঙ্কণী ভাষা লেখে। এই ভাষায় ইহাদের খবরের কাগজ প্রভৃতিও বাহির হয়।

বাঙ্গালা বর্ণমালার অক্ষরগুলি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' এইরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে। এই বানানের নিয়ম বেশ বাঁধা-বাঁধির সঙ্গে সব জায়গায় পালিত হইয়াছে।

স্বরবর্ণ

১। অ। (ক) অ=প্রায় সর্ব্বত্রই o: যেমন debota (দেবতা), proloe (প্রলয়), orth (অর্থ), xotontro (স্বতন্ত্র, 'শতন্ত্র'), odibax (অধিবাস), poromexor (পরমেশ্বর)। ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে ইউরোপে প্রকাশিত বাঙ্গালার ম্যাপে—Sirote (সিরটে=শ্রীহট্ট), Sornagam (স্বর্ণগ্রাম), Cospetir (গজপতি), Gouro (গৌড়), Mog-en (=মগ-দেশ) প্রভৃতি নাম দেখিয়া জানা যায় যে, বাঙ্গালা 'অ' ২৫০ বছর আগেও ইউরোপীয়দের কানে 'o'র মত লাগিত। কিন্তু বাঙ্গালা 'অ'কারের এই oর মত উচ্চারণ আরও পূর্ব্বে ছিল; পুরাতন বাঙ্গালা পুথিতে 'ও'কার 'অ'কারের অদল-বদল দেখা যায়।

. অ কারের 'অ' উচ্চারণ এ দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে এক গোয়ানীজেই দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয়। যেমন গোয়ানীজ sorop=সরপ (সর্প); chicol (চিকল, প্রাকৃতে চিখিল্ল)=পাঁক; udoc=জল, vinot=বিনতি, patoc=পাতক।

(খ) কিন্তু দুই চার জায়গায় 'অ'র প্রতিরূপ aও পাওয়া যায়; এরূপ উদাহরণ কিন্তু খুব বিরল; habilax (অভিলাষ), naroq (নরক), zianta, zianta (জীয়ন্ত), raqhia (রক্ষা), tomara (তোমরা), laxcor (লস্কর)।

(গ) আবার পূর্ব্ববঙ্গসুলভ 'অ'কার স্থানে 'উ'কারের প্রয়োগও দুএক স্থানে পাওয়া যায়; অকার হইতে ওকার, এবং ওকার হইতে উ। xuhor (শুহর=শহর); bidhuba (বিধুবা=বিধবা); puxu (=পশু); munixie (মুনিষিয়ে=মনুষ্যে; 'মুনিস' পশ্চিমবঙ্গে আছে বটে, কিন্তু এখানে এই কথাটি কলিকাতার 'মনিষ্যি'র রূপভেদ); xubhaie xubhai que doea core (সুভায়ে সুভাইকে দয়া করে=সবাই সবাইকে দয়া করে)। এ স্থলে পূর্ব্ববঙ্গের 'মুশয়', বঙ্গের অন্যত্র 'মোশাই, মশাই, মশায়'; বুন্=বহিন্, ব'ন্, বোন্ প্রভৃতি পদ তুলিত হইতে পারে। [সংস্কৃত বক্ষঃ=চলিত বাঙ্গালা 'বুক'; হলদ--হলুদ, আগণি হইতে আগুন, ছাঅনী হইতে ছাউনী, গণ হইতে গুণা প্রভৃতি অনেক কথায় 'অ' স্থানে আধুনিক বাঙ্গালায় 'উ' পাওয়া যায়]। 'ও'কার দ্রষ্টব্য।

(ঘ) দুই চারি স্থলে যুক্তবর্ণের পর বাঙ্গালায় যেখানে অকার উচ্চারিত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা হয় নাই; orth (অর্থ), xingh (সিংহ)।

২। **আ**=a; পদের অন্তে অনেক স্থলে à; bhat (ভাত), capor (কাপড়), noiracar (নৈরাকার, নিরাকার), paibe (পাইবে), taronà (তাড়না), corilà (করিলা), doeà (দয়া), cothà (কথা), buzhilàm (বুঝিলাম)। এই মাত্রা (accent) চিহ্ন দেওয়া à লিখিবার কারণ পোর্টুগীস বানান (২) এর সূত্র পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে।

৩। **ই, ঈ**। (ক) i: booti (=ভক্তি), bettibar (ভেটিবার), xidhi (সিদ্ধি), bari (বাড়ী)। দুই এক জায়গায় কথার শেষে í পাওয়া যায়—deqhí (দেখি) ইত্যাদি।

(খ) e, é; খুব কম। (পোর্টুগীস উচ্চারণ (২) দ্রষ্টব্য)। padre (পাদ্রি), ehate (ইহাতে)।

(গ) tthay (ঠাঁই)—এই শব্দে ই=y।

৪। **উ, ঊ**। (ক)=u: buzhila (বুঝিলা), crux (ক্রুশ), rup (রূপ), nirupon (নিরূপণ), du (দু)।

(খ)=o (পোর্টুগীস উচ্চারণ (২) অনুসারে): tomi (তুমি), xori, chori (চুরি, চোরী?), boicontte (বৈকুণ্ঠে), gopto (গুপ্ত), bhoq (ভুখ), xoibar (শুইবার), xonia (শুনিয়া), boxto (বস্তু), xonilam (শুনিলাম), xondor (সুন্দর; কলিকাতায় ছোট ছেলেরা 'শোন্দোর্' বলে)।

৫। **ঋ**। বাঙ্গালায় অক্ষরটির নাম 'রি' হইলেও ইহার নানা উচ্চারণ আছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' ঋ-স্থানে re, ri, er, ir, or, ro এবং e—এতগুলি পাওয়া যায়। পাদ্রী সাহেব যে বাঙ্গালার উচ্চারণ কালে যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনি লিখিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে

কোনও সন্দেহ নাই। crepa (কৃপা), obretha (অবৃথা=বৃথা), ('ব্রেত' বানানের মত), xrixtti (সৃষ্টি), omerto (অমৃত—কলিকাতার 'অমের্ত্তো' শুনা যায়), birdho (বৃদ্ধ), ghirna (ঘৃণা—ঘির্‌না হইতে ঘিন্না, কলিকাতায় 'ঘেন্না'), mirtica (মৃত্তিকা), porthibi (পৃথিবী), protboqhie ('প্রথক্যে'—পৃথকে ; 'প্রথক্যে' ১৮০০ সালের বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা বাইবেলে আছে) ; tetio (তৃতীয়)। গোয়ানীসে 'ঋ'র জন্য ur, ru ব্যবহার করে ; ইহা মরাঠী উচ্চারণের অনুরূপ—curpa (কৃপা), druxtti (দৃষ্টি)।

৬। এ=e, é ; é (মাত্রা দেওয়া) ব্যবহারের কারণ পোর্টুগীস উচ্চারণ (২) দ্রষ্টব্য। পোর্টুগীসে e=এ, এবং কতকটা 'অ্যা'-ঘেঁষা এ, ঠিক 'অ্যা' নয়—দুইই আছে। বাঙ্গালায় 'এ' কারের তিন প্রকার ধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু এই বইতে কোনও পার্থক্য করিবার চেষ্টা হয় নাই। zeno (যেন), etobar (এতবার), xorirer (শরীরের), cale (কালে), ebong (এবং), ehi (এই), lengra (লেঙ্গড়া)। বাঁকা 'এ'র উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত ভাবে জানিবার উপায় নাই ; তবে বাঁকা এ ছিল ; যেমন beca (বেঁকা=ব্যাঁকা=বাঁকা)। 'খেদাইয়া' লিখিবার জন্য এক স্থানে cadaia লেখা হইয়াছে ; এখানে বোধ হয়, বাঁকা 'এ' a দ্বারা জানান হইয়াছে।

৭। ঐ=oi : boicontte (বৈকুণ্ঠে), noiracar (নৈরাকার), hoilo (হৈল, হইল)।

৮। ও। (ক)=o,ó : ghoxanio (গোসাঞি), xonó (শোনো), golam (গোলাম), tomare (তোমারে) ইত্যাদি।

(খ)=u : 'অ'কার দ্রষ্টব্য ; nuq dia cazuaite (নুক [নখ] দিয়া খাজোয়াইতে) (খাওজাইতে=চুলকাইতে) ; xudhon (শোধন), zut (জ্যোৎ, জ্যোতি), xuag (সোহাগ), muta (মোটা)। ওকার স্থলে 'উ' বাঙ্গালা পুথিতেও পাওয়া যায়।

৯। ঔ=ou : houq (হৌক), choudo (চৌদ্দ) ; choqui (চৌকী—এই শব্দে ঔ=o ; হয় ত তখন 'চোকী' বলিত)।

ব্যঞ্জনবর্ণ

১০। ক। পদের আদিতে ও মধ্যে 'আ'কার, 'ও'কার, 'উ'কারের পূর্ব্বে থাকিলে ক=c ; অন্তে থাকিলে q ; que, qui=কে, কি। k নাই। এক Christ, Christião (ক্রিস্তাঙ, ক্রিস্তান) শব্দে 'ক'এর স্থানে ch এর ব্যবহার ; এটি লাটিন বানানের অনুকরণে। crepa (কৃপা), coina (কন্না, কন্যা), xocol (সকল), tthacur (ঠাকুর), cotha (কথা) ; houq (হৌক্), eq (এক), noroq (নরক), thacuq (থাকুক্) ; queno (কেন), thaquia (থাকিয়া)। ohonqhar (অহঙ্কার) ; buq (বুক), কিন্তু buqhe (বুকে) ; দুই এক স্থলে এইরূপ ক=qh ও দেখা যায় ; 'বুখে' উচ্চারণ হইত কি ? অর্থাৎ বক্ষঃ (বক্‌ষস্) শব্দের প্রাকৃত রূপ (বক্‌খ) তখন পুরাপুরি বাঙ্গা। (বুক) হইয়া যায় নাই কি ? 'ক' স্থানে 'গ' এই এক জায়গায়

মিলে ; pag-porox (পাগ পরশ = পাকস্পর্শ)। পূর্ব্ববঙ্গের 'হগল' (সকল), ও বাঙ্গালা 'ফাগ', 'বগ' তুলনীয়।

১১। খ=qh : zoqhon (যখন), qhoda (খোদা), qhaibar (খাইবার), xeqhane (সেখানে)। দুই এক স্থানে c, q : ooraq (খোরাক), calax (খালাস), cadaia (খেদাইয়া), cazuaite (খাজোয়াইতে, খাওয়াইতে), racoal, raqoal, আবার raqhoal, rahoal (রাখোয়াল, রাখাল শব্দের পুরাণ রূপ); rahoal বানান পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালায় দুই স্বরের মধ্যস্থিত 'ক' বা 'খ'এর 'হ'এর মত উচ্চারণের অনুসারে।

১২। গ=g, কথার আগে ; gu—'এ'কার ও 'ই'কারের আগে, এবং কদাচিৎ gh। guru (গুরু), golam (গোলাম), onugroho (অনুগ্রহ), goroz (গরজ); guelen (গেলেন), amardiguere (আমারদিগেরে), xorgue (স্বর্গে), xongue (সঙ্গে); aghe (আগে), ghoxanio (গোসাঞি)।

১৩। ঘ=gh ; কচিৎ g ; ghuchauq (ঘুচাউক), ghirna (ঘৃণা), ghor (ঘর); gori (ঘড়ি)।

১৪। ঙ—ng ; (ঙ=ঙ্গ); ngh ; ngu ; xingh (সিংহ), angul (আঙ্গুল), gori tauguibar (ঘড়ি টাঙ্গিবার = টাঙ্গাইবার)। ওঅটস্ সাহেবের কাছে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ' বইয়ে christiaõ (= ক্রিস্তান) শব্দটি বাঙ্গালা হরফে 'কৃস্তাঙ' ছাপা দেখিয়াছি। õ=ঁ=ঙ ; পুরাণ বাঙ্গালায় 'ঙ'র উচ্চারণ 'ঁ' (=ঁঅ, ঁঅ) ছিল।

১৫। চ। (ক)=ch : uchit (উচিত), cholo (চল), totacho (তথাচ), ghuchilo (ঘুচিল), prachit (প্রাচিৎ=প্রায়শ্চিত্ত), chinia (চিনিয়া)।

(খ) s : sinio (চিহ্ন, 'চিন্‌'), sair (চার=চারি ; chair ও পাওয়া যায়); xansa (সাঁচা), panse (পাঁচে), setona (চেতনা), sinta (চিন্তা)।

(গ) x (অর্থাৎ 'শ') : দুই এক জায়গায় মাত্র, অতি বিরল। xacri (চাকরী), xori (চুরি), banxilo (বাঁচিল)।

পূর্ব্ববঙ্গে 'চ'-কারের উচ্চারণ ২০০ বছর আগে কি ছিল—তালব্য অর্থাৎ ইংরেজী chএর মত, না দন্ত্য অর্থাৎ ts এর মত, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। দুই উপায়ে 'চ' নির্দ্দেশের চেষ্টা হইতে বুঝা যায় যে, দুই উচ্চারণই ছিল, তবে পোর্টুগীসে chএর উচ্চারণ এই সময়ে কি ছিল, তাহা জানিতে পারিলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইত। s অপেক্ষা ch এর প্রয়োগ বেশী দেখা যায়, আবার একই কথা (যেমন চার) ch, s দুই দিয়াই লেখা পাওয়া যায়। 'চ'র জন্য x বোধ হয় ভুল করিয়া sএর বদলে লেখা হইয়াছিল। ফার্সী چاتگام 'চাতগাম্' (চাটগাঁ), چاند رای 'চান্দ্ রায়' প্রভৃতি বানানে পূর্ব্ববঙ্গের নামে چ অর্থাৎ তালব্য 'চ'ই পাওয়া যায়।

১৬। ছ=s, ss, সর্ব্বত্রই। পশ্চিমবঙ্গেও এই উচ্চারণ পাওয়া যায়, তবে সাধারণ

নহে। হিন্দী শব্দের ষ (s) জানাইবার জন্য পুরাণ বাঙ্গালারও 'ছ' ব্যবহার হইত; 'ঐছন', 'কৈছন', 'আল্‌গোছে' প্রভৃতি পদ দেখিয়া ইহা বুঝা যায়। কিন্তু musalman এই পদের বাঙ্গালা রূপ 'মোছলমান' লেখার ফলে, কলিকাতা অঞ্চলে 'ছ'এর s উচ্চারণ রীতি প্রবল না থাকায়, 'মোচোয়মান্' এইরূপ শুনা যায়, ইহাকে 'সাধু' করিবার চেষ্টায় 'মুষল্‌-মান্'। saoal (ছাওয়াল), saria (ছাড়িয়া), assilo (আছিল), paiassilo (পাইয়াছিল), soee (ছয়ে), asse (আছে), casse (কাছে), bossor (বছর), xoiasso (সহিয়াছ)। কথার আদিতে s, মধ্যে ss।

১৭। চ্ছ=ch, och; icha, iccha (ইচ্ছা)। 'চ্ছ'র দন্ত্য উচ্চারণ কখনও হয় না। শ্রীযুক্ত মদনমোহন চৌধুরী, বি-এল মহাশয় পুরুলিয়া হইতে যে বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত বাঙ্গালা অক্ষরে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে হিন্দী ছ পাছে বাঙ্গালায় s হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে তিনি 'চ্ছ' ছাপাইয়াছেন।

১৮। জ, য=z: zaoa (যাওয়া), zigguiaxa (জিজ্ঞাসা), xurzier zut (সূর্য্যের জুৎ=জ্যোতি), carzio (কার্য্য), axchorzio (আশ্চর্য্য), zorom (জরম=জন্ম)। পোর্টুগীসে 'জ' ছিল না; j র ধ্বনি ছিল zh; এই জন্য কখনও j দিয়া 'জ' জানান হয় নাই। কেবল পোর্টুগীস নাম João (ঝোআউ=যোহন, জন্) বাঙ্গালা অংশে j দিয়া লিখিত হইয়াছে।

১৯। ঝ=zh: buzhan (বুঝান)।

২০। ঞ=খুব কম; ni-, nio দ্বারা জানান হইয়াছে; ghoxanio (গোসাঞি)।

২১। ট=tt, t; বোধ হয়, যেখানে লেখক অনবধান হইয়াছিলেন, সেইখানেই কেবল একটী t লিখিয়াছেন। গোয়ানীজ ভাষায়ও সর্ব্বত্রই ট=tt, তদ্রূপ ড=dd। drixtti (দৃষ্টি), bettibar (ভেটিবার), chattilo (চাটিল), uoxtto (নষ্ট); muta (মোটা), tanguibar (টাঙ্গিবার=টাঙ্গাইবার)।

২২। ঠ=tth; tthacur (ঠাকুর), tthay (ঠাই), utthibar (উঠিবার)। 'ঠ' বেশী পাওয়া যায় না।

২৩। ড=dd; ddaquite (ডাকিতে), ddacait (ডাকাইত), monddob (মণ্ডব, মণ্ডপ)।

২৪। ট পাই নাই; ণ এর বাঙ্গালার বর্ণমালা ছাড়া অন্যত্র অস্তিত্বই নাই। যেখানে বানানে আছে, সেখানে রোমান অক্ষরে n দ্বারা দেখান হইয়াছে। ইউরোপে আজকাল মূর্দ্ধণ্য বর্ণগুলি ফুটকি দেওয়া অক্ষরের সাহায্যে লেখা হয়; ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ, ṣ।

২৫। ত=t: hoite (হৈতে, হইতে), proti (প্রতি), tini (তিনি), hat (হাত); কচিৎ বোধ হয় ভুলক্রমে tt লেখা হইয়াছে।

২৬। থ=th; t; এবং tt: axtha (আস্থা), thaquilen (থাকিলেন), zothartho (যথার্থ), ath (হাথ, হাত); totacho (তথাচ), onat (অনাথ); axtta (আস্থা)।

২৭। দ=d ; dunia (দুনিয়া), drixtti (দৃষ্টি), amardiguer (আমারদিগের) ; কিন্তু xadha phul (সাদা ফুল), monddo (মন্দ) -এইরূপ দুই এক স্থানে dh ও dd লেখা হইয়াছে ; বোধ হয় অনবধানতার জন্য।

২৮। ধ=dh, d : bidhuba (বিধবা), xudhon (শোধন), xudhu (শুধু), moidhe (মধ্যে, মৈদ্ধে), badit (বাধিত), xondhe (সন্দেহ, 'ন্দ এর সঙ্গে 'হ' যোগে—তুং বিভা=বিবাহ), odibax (অধিবাস)।

২৯। দ্ধ=dh ; d ; xidhi (সিদ্ধি), xudha (শুদ্ধা), moidhe (=মদ্ধে, মৈধ্যে)।

৩০। ন=n ; সর্ব্বত্র। Nagori (নাগরী), sinta (চিন্তা), setona (চেতনা)।

৩১। প=p ; proti (প্রতি), zope (জপে) ; কিন্তু ophrad, oprad (অপরাধ), দুইই পাওয়া যায় ; এবং 'মণ্ডপ' স্থলে monddob।

৩২। ফ=ph : nophor (নফর), phol (ফল)। 'ফ'কে f দিয়া কোথাও বানান হয় নাই। আজকাল কিন্তু বাঙ্গালায় ফ (ph) এর f উচ্চারণ খুব শোনা যায়, এবং তাই Fani, Profullo, Fotik প্রভৃতি বানান অনেকে লেখেন। এই বইয়ে কেবল দুই একটী বিদেশী নামে f পাইয়াছি ; যেমন Francisco।

৩৩। ব=b : কচিৎ bh ; bine (বিনে), diba (দিবা), bhanaite (বানাইতে), xorbo (সর্ব্ব), xubhaie (সবাইয়ে—পুরাণ বাঙ্গালায় 'সভে'), bibhao (বিবাহ, 'বিভাও')।

৩৪। ভ=bh ; b ও পাওয়া যায়। bhoq (ভুখ), bhaguio (ভাগ্য), bhalo (ভাল), bhut (ভূত), labh (লাভ), bhozona (ভজনা), bhocti, bocti (ভক্তি), bettibar (ভেটিবার), Baval (ভাওয়াল)। 'ভ'এর জন্য v ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু আজকাল Protiva (প্রতিভা), shova, sova (সভা), Vromor (ভ্রমর), Visma (ভীষ্ম), Shulov (সুলভ) Vandar (ভাণ্ডার) প্রভৃতি বানানের কারণ এই যে, ভাষায় মহাপ্রাণ (aspirate) 'ভ'এর spirant বা উষ্ম উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে ; ভ=bh (যেমন সভা='সব্‌হা')কে আমরা বহু স্থলে (অন্ততঃ দক্ষিণবঙ্গে) ইংরেজীর vএর সঙ্গে একই মনে করি। Government, Viceroy, Victoria প্রভৃতি হিন্দী ও গুজরাতীতে গবর্নমেন্ট, বাইসরায়, বিক্টোরিআ রূপে লেখে ; মরাঠীতে অন্তঃস্থ ব-এ হ-কার যোগ করে ; অর্থাৎ মরাঠীতে ব্হ (wh)=v ; কিন্তু বাঙ্গালায় 'ভ' লেখা হয়। এইরূপ 'ফ'এর f ও 'ভ'এর v উচ্চারণ এ দেশে খুবই সম্প্রতি আসিয়াছে, এবং 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর ছেলেপিলেদের মুখেই বেশী শুনা যায়। অনেকে bh ভাল করিয়া জোর দিয়া বলিতেই পারে না ; একটী ছেলেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইবার সময় 'সুধীভ্যাম্' কিছুতেই ঠিক উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না ; যত বলি—[sud-hib-hyām], সে বলে, [sú-dhiv-væm]—(æ=অ্যা)। বৃদ্ধ লোকেদের মধ্যে কেহ কেহ কিন্তু বাঙ্গালায় যে ভএর v উচ্চারণ আসিয়াছে, তাহা স্বীকার করেন না।

৩৫। ম=m ; poromo nirmol (পরম নির্ম্মল), dhorm (ধর্ম্ম), dibam (দিবাম্)।

৩৬। য়=e ; xomoe (সময়), hoe (হয়, হএ), soee (ছয়্এ, ছয়ে), hoen (হয়েন), doea (দয়া)। আগেকার বাঙ্গালায় প্রকৃতপক্ষে 'য়' [y] ছিল না ; syllable এর শেষে থাকিলে, এ-কারের মতই শুনাইত ; পুরাতন পুথিতে ও ছাপা বইয়ে 'হএ, লএ, হএন, সমএ' পাওয়া যায়। এখন কেবল 'অ' ও 'আ' এবং 'এ' ও 'অ্যা'র পরেই 'য়'-কারের অস্তিত্ব আছে ; যেমন হয়্, আয়্, মায়া, নীচেয়, দেয় ; অন্যত্র যে স্বরকে আশ্রয় করে, সেই স্বরেই লোপ পায়। 'য়ি' 'য়া' = 'ই' 'আ'। বাঙ্গালায় যার [jār] (=বন্ধু), ইআর [iār] হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জার্ম্মান নাম Jacobi (যাকোবি) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভাষার প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই 'ইয়াকোবি' লিখিয়াছেন। 'য়ু' [yu] উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী ছাড়া, অপরের মুখে 'উ'। এই জন্য 'ইওরোপ ইউরোপ,' 'য়ুরোপ' অপেক্ষা খাঁটী বাঙ্গালা বানান।

loya—এই কথাটীতে যে y পাই, তাহা iএর বদলে ব্যবহৃত হইয়াছে ;=loia (লইয়া, লয়্যা)।

৩৭। র=r : rup (রূপ), tor (তোর), ghore (ঘরে)। দুই চারিটী পণ্ডিতী কথায় 'শুদ্ধ উচ্চারণ' করিবার জন্য বাঙ্গালায় যেমন অনাবশ্যক 'র' আসিয়া পড়ে (যেমন 'সাহার্য্য', 'চিন্তার্পিত'), সেইরূপ রোমান বানানেও দুই এক স্থলে 'র'এর আগম আসিয়া গিয়াছে ; যেমন zirbha (জির্ভা=জিহ্বা), zormo, zormilen (জন্ম, জন্মিলেন)· 'জর্ম্ম' রূপটী ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চর্ম্ম প্রভৃতির সাদৃশ্যে ; ধম্ম, কম্ম, চম্ম প্রভৃতি প্রাকৃত রূপের মূল যদি রেফযুক্ত হয়, তাহা হইলে 'জর্ম্ম'রও হইবে না কেন? 'জরম'=জনম, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে ; এই শব্দটি নূতন করিয়া তৈয়ী 'বর্ণচোরা' 'জর্ম্ম' শব্দের বিপ্রকর্ষণে জাত। (কিম্বা 'ন' স্থানে 'র' আসিয়া গিয়াছে ; 'নীলদর্পণের' তোরাপ মণ্ডলের 'কবিতা-নচন' মনে করাইয়া দেয়)।

৩৮। ল=l ; labh (লাভ), xocol (সকল), guelo (গেল)।

৩৯। ব=ওঅ, ওয় ; oa, v ; raqhoal (রাখোয়াল), Baval (ভাওয়াল)।

৪০। শ, ষ, স—তিনটীর উচ্চারণ শ = x ; xocol (সকল), xotro (শত্রু), xidhi (সিদ্ধি), xudha (শুদ্ধা), xex (শেষ)। পোর্টুগীস বানান অনুযায়ী crucer (=ক্রুসের) কথায় ce='সে' পাই। বাঙ্গালায় স্ত, স্থ, স্ন, শ্র স্র স্ব প্রভৃতি স্থানে s উচ্চারণ আসে। কিন্তু সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয় নাই। মাগধী প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই শ ; স্ত, স্থ, স্র সবই শ্ত, শ্থ, শ্র ; হঙ্ক ত স্ত স্থ প্রভৃতির s যুক্ত উচ্চারণ হালের। boxto (বস্তু), axtha (আস্থা), xtob (স্তব), xtan (স্থান), xirzon (সৃজন), xrixtti (সৃষ্টি), xaxtro (শাস্ত্র ; কিন্তু xastor—s দিয়া বানানও এক জায়গায় দেখিয়াছি)।

'চ' এর জন্য ch, s না হইয়া দুই তিন স্থানে যেমন x (শ) পাইয়াছি, সেই প্রকারে 'শ'-এর জন্য x এর বদলে ch লেখাও এক আধ জায়গায় পাইয়াছি ; যেমন tamacha (তামাসা)।

৪১। হ=h ; hoe (হয়), cohila (কহিলা), hate (হাতে), chahix (চাহিস্), taha (তাহা), ohonqhar (অহঙ্কার, অংখারে 'খ' আসে, সেই জন্য বোধ হয় দুই রূপের মধ্যে পড়িয়া 'অহঙ্কার' qh দিয়া)। পোর্টুগীসে h উচ্চারিত হয় না, তাই খালি পোর্টুগীস ধরণে বানান mahia, maiha (মাইয়া=মেয়ে), habilax (অভিলাষ) এ h আসিয়াছে। এইরূপ অনাবশ্যক 'h' দেওয়া বানান গোয়ানীজেও দুই একটী কথায় দেখিয়াছি: haz (হাজ =আজ), hostori (অস্তরী=স্ত্রী)। পূর্ব্ববঙ্গে আবার 'হ'এর উচ্চারণ অতি মৃদু ; অনেক স্থলে লুপ্তও হয় ; সেই কারণে ath (=হাত), anxite (হাঁসিতে, হাসিতে), xuag (সোহাগ) বানানও পাইয়াছি।

৪২। ড়=r,rr ; porrite (পড়িতে), taroua (তাড়না), boro (বড়), bari (বাড়ী), capor, caporr (কাপড়), eria (এড়িয়া)। 'ড়' এখন পূর্ব্ববঙ্গে শুনা যায় না। কিন্তু rr দিয়া ড় লিখিবার চেষ্টায় বুঝা যায় যে, 'ড়' তখন একেবারে সব জায়গায় 'র' হইয়া যায় নাই। 'ড়'এর ধ্বনি বিশেষ কোনও চিহ্ন না দিলে রোমান r অক্ষরের দ্বারা জানাইতে পারা যায় না ; ইংরেজী 'hard', 'arduous' এর rd' ছাড়া ইউরোপীয় কোনও ভাষায় 'ড়'এর কাছাকাছি ধ্বনি নাই।

৪৩। ৎ এর প্রয়োগ পাই নাই। ঁ র জায়গায় n ব্যবহার হইয়াছে : xansa (সাঁচা), panse (পাঁচে)। এই সকল শব্দে n দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গে তখন অনু-নাসিক উচ্চারণ বিরল হয় নাই। ঃ পাই নাই।

৪৪। জ্ঞ=ggui : agguia (আজ্ঞা=আগ্‌গেঅা), zigguiaxa (জিজ্ঞাসা=জিগ্‌-গেয়াসা)। জ্ঞ (=জ্‌ঞ)র পুরাণ উচ্চারণে অনুনাসিক আসিত না ; যেমন চলিত বাঙ্গালায় 'গেয়ান', হিন্দীতে গ্যান ; যজ্ঞ (=যজ্‌ঞ) বাঙ্গালায় মেয়েলী উচ্চারণে 'জোগ্‌গি', কোথাও বা 'জোগ্‌গিঁ'। সংযুক্ত বর্ণ 'জ্ঞ' এক তৎসম শব্দেই পাওয়া যায়, এবং এই 'গেয়া' বা 'গি' উচ্চারণ সাবেক কালের পণ্ডিতী বা 'তৎসম সদৃশ' উচ্চারণ ; আধুনিক শিক্ষিত উচ্চারণেই চন্দ্রবিন্দু আসে, 'গ্যাঁন্' 'জোগ্‌গোঁ' শুনিতে পাওয়া যায়। খাঁটী প্রাকৃত বা বাঙ্গালা (তদ্ভব) পদে জ্ঞ (গঁ, গেঁয়া) আসে না। প্রাকৃতে 'জ্ঞ'র রূপ হইতেছে 'ঞ্‌ঞ' বা 'ণ্ণ' ; বাঙ্গালায় তাহা 'য়' ও 'ন' হইয়া যায়। যেমন—'সজ্ঞানক' (সজ্‌ঞানক)—সঞ্‌ঞানঅ—সয়ানা, সেয়ানা ; অজ্ঞানিক—অণ্ণাণিঅ—আনাড়ী ; রাজ্ঞী—রণ্ণী—রাণী। 'জ্ঞ' যেখানে ভাষায় পাওয়া যায়, তাহা সংস্কৃতের প্রভাবে, এবং হালের সংস্কৃত উচ্চারণের গতি অনুসরণ করিয়া 'গঁ'র ধ্বনি লইয়াছে।

৪৫। য-ফলা=i ; ক্ষ ('খিয়')তে ও বাঙ্গালায় য-ফলা আসে বলিয়া ক্ষ=qhi ; xixio (শিষ্য), munixio (মুনিষ্য, মনুষ্য), punio (পুণ্য) carzio (কার্য্য) ; roqhia (রক্ষা)।

'য'-ফলা বা 'ক্ষ'যুক্ত পদে যে 'য়' বা 'ই' আসে, তাহা, এবং ইকারান্ত অনেক খাঁটী বাঙ্গালা পদের 'ই', পশ্চিম বঙ্গে লুপ্ত হয়, কিন্তু নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী

স্বরধ্বনিকে বদলাইয়া দিয়া জানাইয়া যায়; পূর্ব্ববঙ্গে এই 'ই' লুপ্ত হয় না, কিন্তু স্থান ত্যাগ করিয়া আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বে আসে ও মৃদুভাবে উচ্চারিত হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় এই মৃদু 'ই'-কারকে [ʾ] এবং [ৗ] চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত এই চিহ্ন বাঙ্গালা বর্ণমালার পক্ষে চমৎকার হইয়াছে। যেমন কন্যা—[kanyā=কন্য়া], পশ্চিমের ভাষায় 'কোন্নে', [konné] পূর্ব্বে 'কʾন্না' [koinna]; রাজ্য=রাজ্য়; যথাক্রমে 'রাজ্জি, রাজ্জো', [rājjo] ও 'রৗজ্.জ' [rāizzo]; রাত্রি—রত্তি—রাত্তি 'রাৎ', [rāt], 'রৗৎ' [rait]; হইল—'হোলো', 'হʾল'; মধ্য, মধ্য—'মোদ্ধো' [moddho] 'মʾদ্ধ' [moiddho]; কল্য—কল্লিং (প্রাকৃত); কল্লি—কালি—'কাল' 'কাল্'। অদ্য—অজ্জি—আজ্জি—'আজ্' [āj], 'আৗজ্' [aiz]; রক্ষা—রক্খ্যা—'রোক্খে' [rōkkhe], 'রʾক্খা' [roikkha]; লক্ষ—লক্খ্য—'লোক্খো', 'লʾক্খ'। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'ও পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ বিষয়ে এই বিশেষত্ব পাই। যেমন ooina (কন্যা=কʾন্না), rait (রাত্তি—রৗৎ), moidhe (মধ্যে—মʾদ্ধে), raizzo (রাজ্য—রৗজ্.জ), roiqha (রক্ষা—রʾক্খা), baix bia (বাসি বিয়া), obhaiguia ('অভাগ্যিয়া') প্রভৃতি। এই প্রকার বানানে দেখা যায় যে, দুশ' বছর পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে এই উচ্চারণ বিদ্যমান ছিল।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'এ বানান লইয়া কিছু আলোচনা করা গেল। পাঠকেরা দেখিবেন যে, ইহা হইতে বাঙ্গালা উচ্চারণের ইতিহাস উদ্ধার বিষয়ে আমরা কতটা সাহায্য পাইতে পারি। সমস্ত বইখানি বেশ ভাল করিয়া না পড়িয়া ইহার ভাষা, ব্যাকরণ ও শব্দাবলী (vocabulary) সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, সে জন্য এ বিষয়ে হাত দিব না। তবে দু একটী জিনিষ যাহা চোখে পড়িয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার বিশেষত্বগুলি বানানে দেখিতে পাইলাম। বাক্যের (sentence)এর ঢঙেও 'বাঙ্গাল্যে ভাষা'র অনেক লক্ষণ পাওয়া যায়; যেমন—aixo pola, tomi quetta? (আইস পোলা, তুমি কেটা?), tomi ni axthar nirupon zano? (তুমি নি আস্থার নিরূপণ জান?)। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত শব্দের ও রূপভেদের ব্যবহারও আছে; saoal (ছাওয়াল), mala (মাইয়া=মেয়ে), hoe (=হয়, হ'=হʾ), dibar lagui (দিবার লাগি=দিবার জন্য), xuhor (শুহর=শহর), cazuaite (খাওজাইতে=চুলকাইতে) ইত্যাদি। শব্দরূপে ও ক্রিয়াপদ-সাধনেও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার বিশেষত্ব পাওয়া যায়। প্রথমা বিভক্তিতে 'এ'র ব্যবহার খুব সাধারণ; mahiae punorbar zia utthilo (মাইয়ায়ে পুনর্ব্বার জীয়া উঠিল), saoaler matae proti raite saoaler upore xidhi crux coriassilo (ছাওয়ালের মাতাএ (মায়ে) ছাওয়ালের উপরে প্রতি রাতে সিদ্ধি ক্রুশ করিয়াছিল), xadhue eq crux bhanaia boner moidhe raqhilen (সাধুয়ে এক ক্রুশ বানাইয়া বনের মধ্যে রাখিলেন), ohintit deqhia tahare xtrie zigguiaxilo (চিন্তিত দেখিয়া তাহারে স্ত্রীয়ে জিজ্ঞাসিল)। এই 'এ' প্রত্যয় বাঙ্গালায় এখন সাধারণতঃ আকারান্ত

শব্দের পরে বসে ও 'য়'রূপে লিখিত হয়; যেমন 'ঘোড়ায় ঘাস খায়', 'মায়ে ছেলেকে আদর করে', 'মায়ে ঝীয়ে'। অন্যত্র বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে; অনেক স্থলে সপ্তমী বিভক্তির 'এ' ও 'তে' মিশিয়া গিয়াছে, প্রথমা বিভক্তিতে সপ্তমীর 'তে'ও আসিয়া পড়িয়াছে। (সপ্তমীর 'এ'= অপভ্রংশে অই, হিঁ, প্রাকৃতে অম্মি, অম্‌হি ও সংস্কৃত = স্মিন্)। অসমিয়াতে 'বাবুয়ে'=বাবুতে; অসমিয়ায় এই 'এ' বিভক্তি জোরের সহিত এখনও চলিতেছে। দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'রে' এবং 'কে' দুই ব্যবহৃত হইয়াছে; tomare (তোমারে), bhutere (ভূতেরে), xocolque (সকলকে)। 'রে' ক্রমশঃ অপ্রচল হইয়া পড়িতেছে; কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে খুব পাওয়া যায়, কিন্তু আধুনিক গদ্যের ভাষায় 'কে'র চল বেশী। পঞ্চমী বিভক্তির hoite (হইতে) ও thaquia (থাকিয়া = থেকে) দুইই আছে। ক্রিয়াপদে dibam (দিবাম), buzhibam (বুঝিবাম), zaiba (যাইবা), cohila (কহিলা) corila (করিলা) প্রভৃতি পদও সাধারণ; bo (=ব, উত্তম পুরুষে),—be (বে—মধ্যম ও প্রথম পুরুষে), এবং le (লে—মধ্যম পুরুষে) প্রভৃতি রূপগুলিও আছে। বাঙ্গালা ভাষায় ক্রমবাচক সংখ্যার (ordinal number-এর) চল নাই বলিলেই হয়; হিন্দীতে যেমন পহিলা, দুস্‌রা, তিস্‌রা, চৌথা, বীস্‌বী, তীস্‌রী, একতীস্‌বী প্রভৃতি সংখ্যার চলন আছে, আজকালকার বাঙ্গালায় সেরূপ নাই। প্রতি পদেই বাঙ্গালাকে অসহায় অবস্থায় সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হয়; 'অষ্টচত্বারিংশত্তম, চতুরশীতিতম' প্রভৃতি দাঁত-ভাঙ্গা কথা ব্যবহার না করিলে যেন উপায় নাই। পুরাতন বাঙ্গালায় পহিল, দোয়জ, তেয়জ প্রভৃতি পদের চলন ছিল, এখনও কচিৎ দেখা যায়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। মাসের দিন গুণিতে পয়লা, দোসরা, তেসরা, চৌঠো প্রভৃতি যে পদ ব্যবহার করা হয়, তাহা হিন্দী হইতে লওয়া। এখন এক, দুই, তিন, চার প্রভৃতি সংখ্যায় 'এর' বা 'এ' বিভক্তি যোগ করিয়া খাঁটী বাঙ্গালা ক্রমসংখ্যা গড়িতে পারা যায়; যেমন একের, দুয়ের, বা সাতে, একত্রিশে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' সংস্কৃত সংখ্যার জায়গায় বাঙ্গালা eque (একে) (prothom প্রথম ও পাওয়া যায়), duie (দুয়ে), tine (তিনে) saire (চারে), soee (ছয়ে) প্রভৃতি ক্রমসংখ্যাই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বিষয়টী উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ববঙ্গের দু'চারখানি পুরাতন পুথিতে যেরূপ 'কুমারী' স্থলে 'অকুমারী', 'বৃথা' স্থলে 'অব্রেথা', 'রঙ্গীন' অর্থে 'অরঙ্গা' পদ পাওয়া যায়, এই বইতেও সেই-রূপ ocumari, obretha কথা পাইয়াছি।

বইখানির ভাষা মোটের উপর বেশ সরল, ঝরঝরে বাঙ্গালা; যে যুগে বাঙ্গালায় সহজ গদ্যের বই ছিল না বলিলেই হয়, সে যুগে একজন বিদেশীর হাত দিয়া এমন বাঙ্গালা বাহির হওয়া খুবই বাহাদুরীর কথা। গদ্যের ভাল বা মন্দ কোনও আদর্শ না পাওয়ায় ফিরিঙ্গী-ফিরিঙ্গী ভাব অনেক জায়গায় ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা কানে ততটা লাগে না। পোর্টুগীসের মূলঘেঁসা অনুবাদের চেষ্টায় এরূপ ঘটিয়া থাকিবে; যেমন ami christaõ, poromexorer crepae (আমি ক্রিস্তান, পরমেশ্বরের কৃপায়); পোর্টুগীসে আছে, sou christão, pela

graça de Dios; zeno pitar putro xorgue thaqula axilen prothibite; purux hoilen, coumari Mariar udore; ar abar axiben mohaproloer din bichar corite zianta morar (যেন পিতার পুত্র স্বর্গে-থাকিয়া আসিলেন পৃথিবীতে; পুরুষ হইলেন, অকুমারী মারিয়ার উদরে; আর আবার আসিবেন মহাপ্রলয়ের দিন, বিচার করিতে, জীয়ন্ত মরার)। কতকগুলি কথার মানে বুঝিতে পারি নাই; সেগুলি পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ভাষার কথা হইতে পারে। পোর্টুগীস ভাষার কথাও আছে; espirito santo (এস্পিরিতু সান্তু='পবিত্র আত্মা'), baptismo ('বাপ্তিস্ম')। 'গির্জ্জা' (পোর্টুগীস egreja, লাটীন ecclesia) শব্দের জায়গায় কিন্তু dhormo-ghor (ধর্ম্মঘর) পাইয়াছি। ফারসী কথাও অনেক আছে। এই সকল অপ্রচলিত ও বিদেশী শব্দের তালিকা করিবার মত ভাল করিয়া সমস্ত বইটী আমার পড়া হইয়া উঠে নাই।

গোয়ানীজ ভাষা বাঙ্গালারই মত আর্য্যভাষা ও অনেক সংস্কৃত কথা ছুইয়েতেই পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টার পূর্ব্বে পোর্টুগীসেরা গোয়ায় অনেক কাল ধরিয়া সেই কাজ করিতেছিলেন; গোয়ানীজেও বাইবেল এবং খ্রীষ্টানী উপাসনা-পদ্ধতিরও তর্জ্জমা হইয়াছিল; গোয়ানীজের প্রভাবে যে খ্রীষ্টানী কথার সংস্কৃত রূপ বাঙ্গালায় না আসিয়াছিল, তাহা নহে। যেমন paradise অর্থে boicontto (বৈকুণ্ঠ), গোয়ানীজে bovoimcut; heaven অর্থে বাঙ্গালায় xorgo (স্বর্গ), গোয়ানীজে sorg। এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে গোয়ানীজে একটু দখল চাই। কিন্তু অত করিয়া এই বই পড়িবার দরকার নাই। বাঙ্গালা ভাষার গদ্যের পুরাতন নমুনা ও রোমান অক্ষরে লেখার দরুন বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচনার পক্ষে সাহায্য করে বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষা যাঁহারা চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের নিকট এই বইয়ের আদর হওয়া উচিত। এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হওয়া উচিত; অন্ততঃ ইহার বাঙ্গালা অংশটুকু, রোমান অক্ষরে যেমন আছে, তেমনি ছাপাইতে পারিলে ভাল হয়। সাহিত্য-পরিষদের পরিচালকবর্গ এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখিবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রস্‌পেক্ট পাহাড়ের ভূ-তত্ত্ব

ভূমিকা

প্রস্‌পেক্ট পাহাড় শিমলা সহরের অতি নিকটে অবস্থিত। গত ১৯০৯ ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আমার পক্ষে এই পাহাড় দেখার সুযোগ ঘটিয়াছিল। দুই বার এই পাহাড় দেখিয়া ইহার প্রস্তরসমূহ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইল।

হিমালয়ের যে প্রদেশে এই পাহাড় অবস্থিত, মিঃ মেড্‌লিকট প্রথমে সেই অংশের বর্ণনা প্রকাশ করেন[১]। কিন্তু তাঁহার বর্ণনাতে এই ক্ষুদ্র পাহাড়ের বিশেষ উল্লেখ নাই। অতঃপর মিঃ ওল্ডহাম্ শিমলা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থাননিচয়ের ভূতত্ত্ব প্রকাশ করেন ও এই প্রসঙ্গে এই পাহাড় সম্বন্ধে তাঁহার পরীক্ষার ফল বিবৃত হইয়াছে।[২] তৎপরে এই পাহাড় সম্বন্ধে না হইলেও ইহার নিকটেই অবস্থিত জুতোগ পাহাড় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে।[৩] ডাঃ হেডেন ও বাড়ার্ড হিমালয়ের ভূগোল ও ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তকে মিঃ ওল্ডহাম-প্রণীত মানচিত্রই প্রকাশিত হইয়াছে।[৪]

বর্ণনা

এই পাহাড়ে তিন প্রকারের প্রস্তর পাওয়া যায়। একটি প্রস্তরে করতজের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী; অপরটি গার্ণেট ও সবুজ খনিজবাহী এবং তৃতীয়টি স্ফটিকীনচূর্ণ প্রস্তর। এই তিন প্রকারের প্রস্তরের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

এই পাহাড়ে করতিজিট প্রস্তরের অস্তিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। করতজের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, এরূপ একটি প্রস্তরের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ও সেই প্রস্তরই করতিজিট আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে এই প্রস্তরে শ্লেট প্রস্তরের অনেক গুণ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তর দেখিতে মোটের উপর শ্বেতবর্ণের, কিন্তু ইহাতে লৌহঘটিত পদার্থের দাগ আছে এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতাভ্র কণা বিদ্যমান আছে। প্রস্তরের যে অংশ আবহাওয়ার দিকে আছে, সেই অংশে এইরূপ অভ্রের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই প্রস্তরে করতজের দানা বেশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সমস্ত দানা ছাড়া একাধিক অস্বচ্ছ উপাদানও এই প্রস্তরে আছে। বালুগঞ্জে করতিজিট প্রস্তর আছে, কিন্তু সেই প্রস্তর প্রস্‌পেক্ট পাহাড়ের প্রস্তর হইতে বিভিন্ন। বালুগঞ্জের প্রস্তর পাত্রদেশে সম্মার্জ্জনীর আকৃতিবিশিষ্ট। কিন্তু ইহা সেরূপ নহে।

---

(১) Mem. Geol. Surv. Ind. Vol III.
(২) Rec. Geol Surv. Ind. Vol. xx. pp. 143—153.
(৩) Ibid. vol. xxx. pp. 5-6.
(৪) A Geology and Geography of the Himalayan Mountains and Tibet. Pl xi.

গার্ণিট—হর্ণব্লেণ্ডবাহী প্রস্তর ;—ইতিপূর্ব্বে গার্ণেট ও সবুজ খনিজবাহী প্রস্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই প্রস্তর এই নামে মিঃ ওল্ডহাম দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রস্তর অত্যন্ত ভারী ও ইহার বর্ণ সবুজ। এই প্রস্তরের প্রধান উপাদান গার্ণেট, অগিট ও হর্ণব্লেণ্ড। হর্ণব্লেণ্ড প্রথম হইতেই এই প্রস্তরে বিদ্যমান ছিল না বলিয়া মনে হয় ; ইহা পরে অগিট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকগুলি অগিট হর্ণব্লেণ্ড বা উরালিটে পরিণত হইলেও প্রাথমিক অগিট এই প্রস্তরে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাথমিক অগিট দুই আকারের। কতকগুলি বড় ও কতকগুলি খুব ছোট ছোট এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক অগিট একটি বড় অগিটের দানা ঘেরিয়া আছে। চেহারা দেখিতে অনেকটা মিনে-করার ন্যায়। যে সমস্ত অগিট হর্ণব্লেণ্ডে পরিণত হয় নাই, সেগুলিতে অস্বচ্ছ ধূসর বর্ণের পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত পদার্থ অনেক স্থলে এলোমেলো ভাবে সজ্জিত আছে ও আবার অনেক স্থলে অগিটের সমতলি রেখার সহিত সমান্তরাল ভাবেও অবস্থিত আছে। এই প্রস্তর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, শিমলা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে এইরূপ প্রস্তর এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এই পাহাড়ের উপরে এক মন্দির আছে ও সেই মন্দির এই প্রস্তরের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে।

স্ফটিকিন চূর্ণপ্রস্তর,—এই প্রস্তর এই পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জুতোগ পাহাড় বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ আমার ঘটে নাই ; তবে জুতোগের দক্ষিণ দিক্ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তাতে চলিতে চলিতে এই পাহাড়ের স্ফটিকিন্ চূর্ণপ্রস্তর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই প্রস্তরে দুইটি প্রধান উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়,—কালসিট ও করতক্ষ। প্রসপেক্ট পাহাড়ের চূর্ণ প্রস্তর ও জুতোগের স্ফটিকিন্ চূর্ণ প্রস্তরে বিশেষ প্রভেদ নাই—কিন্তু যেখানে এই চূর্ণপ্রস্তর পূর্ব্ববর্ণিত গার্ণেট হর্ণব্লেণ্ডবাহী প্রস্তরের সংস্রবে আসিয়াছে, সেইখানে এই চূ প্রস্তরের মধ্যে বোলাষ্টোনিট নামক খনিজের দাগ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পাহাড়ের অন্য স্থানে প্রাপ্ত চূর্ণপ্রস্তরে এই খনিজ দেখিতে পাওয়া যায় না।

উপসংহার

এই বক্ষ্যমাণ প্রদেশের যে স্তরসূচী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রসপেক্ট পাহাড়ে প্রাপ্ত গার্ণেট হর্ণব্লেণ্ডবাহী প্রস্তরের বয়সই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প।[৫] এই প্রস্তর সম্বন্ধে মিঃ ওল্ডহাম বলিয়াছেন ;—

It is difficult to account for this rock, it has not yet been examined in detail; but the most probable explanation would be that it is an altered impure volcanic ash; if so, the absence of any similar or related rocks either

(৫) Ibid. vol, xx. p. 18.

on this hill or in a corresponding position at Jutogh is peculiar : the rock may be intrusive but to the naked eye it has not that appearance.(৬)

এই প্রস্তর পরীক্ষা করিয়া আমার যত দূর অনুমান হয়, তাহাতে ইহা কখনই altered impure valcanic ash হইতে পারে না। এই প্রস্তর অনেকটা এক্লোগিটএর ন্যায়—যদিও এই উভয় প্রস্তরের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান আছে। আমার বোধ হয় যে, মিঃ ওল্ডহামের শেষোক্ত অনুমানই ঠিক এবং যখন এই আগ্নেয় প্রস্তর নিম্নদেশ হইতে উর্দ্ধে উঠিতেছিল, তখন চূর্ণপ্রস্তর এই আগ্নেয় প্রস্তরের সংস্পর্শে আসিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ইহারই ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে বোলাষ্টোনিট খনিজের উৎপত্তি হইয়াছে ;—

$$CaCO_3 + SiO_2 = CaSiO_3 + CO_2$$

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, জুতোগেও এইরূপ আগ্নেয় প্রস্তরের উত্থান সম্বন্ধে প্রায় একরূপ স্থির নির্ণয় হইয়াছে ;—

Mr Hayden's observation indicates the probability that in the case of Jutogh at least, there is a central core of igneous rock to whose intrusion the metamorphism of the beds is due.(৭)

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

---

(৬) Ibid. vol. xx, p 148.

(৭) Ibid. vol. xxx, pp 5-6.

তাপসী রওশন আরা

তাপসী রওশন আরার পুণ্যময় জীবনকাহিনী বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই পবিত্রহৃদয়া আবেদার পবিত্র সমাধি-মন্দির (রওজা শরীফ) বঙ্গদেশের ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহাকুমার মধ্যে কাথুলিয়া পরগণার তারাগুণিয়া গ্রামে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কিন্তু ইনি কে এবং কোথা হইতে কি প্রকারে তারাগুণিয়া গ্রামে আসিলেন, নিম্নে তাহাই প্রকাশ করিব।

১২৭৯ খৃষ্টাব্দে মক্কার জমজম্ মহাল্লায় ইঁহার জন্ম হয়। এই বিদুষী মহিলার আসল নাম রওসন আরা, কিন্তু জনসমাজে ইনি রওশন বিবি নামে পরিচিতা। মহাত্মা সৈয়দ করিম উল্লার ঔরসে এবং বিদুষী ও ধর্ম্মশীলা মহিলা মেরূত-উন্-নেসার গর্ভে এই প্রাতঃস্মরণীয়া আবেদা রওশন বিবির জন্ম হইয়াছিল। পুণ্যাত্মা সৈয়দ করিম উল্লার চারিটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম সন্তান, বঙ্গদেশের বিখ্যাত পীর হজরৎ সৈয়দ আব্বাছ আলি ওরফে গোরাচাঁদ শাহ। দ্বিতীয় তাপসী-শ্রেষ্ঠা সৈয়েদা রওশন আরা ওরফে রওশন বিবি। তৃতীয় সন্তান পুণ্যাত্মা সৈয়দ শাহাদৎ আলি এবং চতুর্থ সন্তান সৈয়েদা মেহের আরা। হজরৎ শাহ সৈয়দ আব্বাস আলী ব্যতীত, মহাত্মা সৈয়দ করিম উল্লার অপর তিন সন্তান, রাজর্ষি শাহ জালালের আশীর্ব্বাদে খোদা তায়ালার কৃপায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে পরিচয় আমরা গোরাচাঁদ শাহের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিতে প্রকাশ করিয়াছি।

১২৬৫ খৃষ্টাব্দে হজরৎ শাহ গোরাচাঁদ ওরফে সৈয়দ আব্বাস আলী জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বালাণ্ডা পরগণায় হাড়োয়া নামক গ্রামে, আজিও তাঁহার পবিত্র সমাধি-মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। গোরাচাঁদ শাহের জন্মের ১৪ বৎসর পর, অর্থাৎ ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে এই পুণ্যশীলা, তাপস-কুলশ্রেষ্ঠা বিদুষী তপস্বিনী ও চিরকৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বনকারিণী আবেদা রওশন আরার জন্ম হয়। রওশন আরার জন্মের দুই বৎসর পর, ১২৮১ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ শাহাদাৎ আলীর এবং তাহার দুই বৎসর পরে ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে সৈয়েদা মেহের আরার জন্ম হয়।

রওশন আরার হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মভাব জাগিয়াছিল এবং তিনি ঈশ্বরে ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই খোদা তায়ালার আরাধনা-উপাসনা ও নাম জপ করিতেন এবং কোরাণ শরীফ পাঠ (তলাওয়াৎ) করিতে ভাল-বাসিতেন। সদা সত্য কথা কহিতেন, কখনও—কোন ক্রমেই তিনি মিথ্যা কহিতেন না; মিথ্যাবাদীদিগকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। এমন কি, তিনি বাল্যকালে দুষ্টপ্রকৃতির বালক-বালিকাদিগের সহিত "খেলা-ধূলা" করিতেও ভালবাসিতেন না। ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে, পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার "হাতে খড়ি" হইয়াছিল। বিদ্যাশিক্ষার জন্ত তাঁহাকে যে মক্তবে দেওয়া হইয়াছিল, সেই

মক্তবের শিক্ষক (ওস্তাদ) সর্ব্বদাই বলিতেন,—"কালে এই কন্যা (রওশন আরা) আধ্যাত্মিক সাধনায় অসাধারণ উন্নতি লাভ করিবে।" রওশন আরার পরবর্ত্তী জীবনে, তাঁহার শিক্ষকের (ওস্তাদের) এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

ইসলাম ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে বালক-বালিকাদিগের "হাতেখড়ি" দিয়া প্রথমেই স্বর্গীয় গ্রন্থ কোরাণ শরীফ পাঠ করান হয়। সুতরাং রওশন আরার জন্যও যে এই নিয়ম পালন করা হইয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। ১২৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল তিনি মক্তবে শিক্ষকের (ওস্তাদের) নিকট আরবী-সাহিত্য ও ব্যাকরণাদি পাঠ করিয়াছিলেন। ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্তবে যাওয়া বন্ধ করেন এবং গৃহে বসিয়াই ভাষাতত্ত্ব, অলঙ্কার শাস্ত্র ও দর্শন-শাস্ত্রাদি বিবিধ গ্রন্থাবলী টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা সহ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় ইমনের বিখ্যাত দরবেশ— শাহ আহমদ কবিরের অন্যতম প্রধান শিষ্য রাজর্ষি শাহ হাসানের নিকট তিনি মুরিদ (দীক্ষাগ্রহণ) হয়েন।

বিদুষী রওশন আরা অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। সমস্ত মক্কা নগরে তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার উপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষাও করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও ধর্ম্মের অনুশীলনে তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ থাকার সংবাদ পুষ্প-সৌরভের ন্যায় সমস্ত মক্কা নগরে ছড়াইয়া পড়ায়, মক্কার কোরেশ-বংশের অনেকেই তাঁহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, মহাত্মা করিম উল্লার নিকট পয়গাম (প্রস্তাব) প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ দিকে সৈয়দ করিম উল্লাও ক্রমশঃ কন্যার বয়োবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, মনে মনে উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর একটি সদ্‌বংশজাত, সু-পাত্রের সন্ধানও পাওয়া গেল। কিন্তু ইসলাম শাস্ত্রের বিধানানুসারে, বয়স্থা কন্যার জন্য পাত্র স্থির করা ও বিবাহ দেওয়া, কন্যার বিনানুমতিতে হইতে পারে না; সে কারণ করিম উল্লা উক্ত বিবাহ সম্বন্ধে কন্যার মতামত জানিবার জন্য জনৈক আত্মীয়ার প্রতি ভারার্পণ করিয়াছিলেন।

এক দিন মধ্যাহ্নকালে যখন রওশন আরা তাঁহার উপাসনা-গৃহে বসিয়া, তন্ময়—তদ্গত হইয়া কোরাণ শরীফ তেলাওয়াৎ (পাঠ) করিতেছিলেন, সেই সময় উক্ত বৃদ্ধা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কোরাণ শরীফ তেলাওয়াৎ (পাঠ) শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যথাসময় কোরাণ শরীফ পাঠ শেষ হইলে, রওশন আরা বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আপনি ত এরূপ সময় কখনও আইসেন না, অদ্য অসময়ে আগমন কি জন্য?" উত্তরে বৃদ্ধা, বিহাহ সম্বন্ধীয় সকল কথা আনুপূর্ব্বিক রওশন আরাকে কহিলেন। রওশন আরা বৃদ্ধাকে কহিলেন,—"আমি এক জনকে হৃদয় দান করিয়াছি। যদি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিতে পারেন, তবেই আমি বিবাহ করিব।" ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কাহাকে হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছ, বল; আমরা তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া, তোমায় ঐ শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া দিব।" এ কথা শুনিয়া রওশন আরা কহিলেন—

"পরামারাধ্য খোদা তায়লাকে আমি আমার এ হৃদয় দান করিয়াছি। তিনিই আমার একমাত্র প্রণয়-পাত্র। আপনারা কি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিতে পারিবেন? যদি না পারেন, তবে অপর কাহারও সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন না।"

বৃদ্ধা যথাসময়ে মহাত্মা করিমউল্লাকে এ কথা জানাইলেন এবং তিনি কন্যার এইরূপ মনোভাব জ্ঞাত হইয়া, তাহার মত পরিবর্ত্তনের জন্য, মহর্ষি হাসানের শরণাপন্ন হইলেন। মহর্ষি হাসান আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—"আপনি রওশন আরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিবেন না। কারণ, সে এখন 'মাকামে ফাণা ফিল্লায়' পঁহুছিয়াছে। এখন সে আর রিপুর অধীন নহে। পৃথিবীর কোন ব্যাপারেই এখন আর তাহার আসক্তি নাই।" অগত্যা করিমউল্লা রওশন আরার বিবাহের আশা ত্যাগ করিয়া, পুত্র সাহাদৎ আলী ও কনিষ্ঠা কন্যা মেহের আরার বিবাহ দিলেন। সাহাদৎ আলী ও মেহের আরার বিবাহের কিছু দিন পরে কাল পূর্ণ হওয়ায় করিমউল্লা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী একে একে ইহধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হয়েন। রওশন আরা পিতা-মাতার মৃত্যুতে বড়ই শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিধাতার বিধান যে অখণ্ডনীয়, এ বিধানের নিকট লক্ষ রওশন আরাকেও হারি মানিতে হয়। লক্ষ রওশন আরার সমবেত শক্তিও যে এ বিধানের নিকট অতি তুচ্ছ।

এই সকল ঘটনার পর কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, এক দিন মহর্ষি শাহ হাসান রওশন্ আরার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ তসওক (দর্শন) শাস্ত্র আলোচনার পর কহিলেন,—"খোদাতায়ালার আদেশে আমি শীঘ্রই ভারতবর্ষাভিমুখে রওয়ানা হইব স্থির করিয়াছি। তোমার যদি কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, জানিয়া লইতে পার।" ইহা শুনিয়া রওশন্ আরা কহিলেন,—"হজরৎ কি একাকীই ভারতবর্ষে যাইবেন?" উত্তরে শাহ হাসান কহিলেন,—"না। আমার শিষ্যবর্গের মধ্যেও অনেকেই যাইবেন।" তখন রওশন আরা কহিলেন,—"যদি হজরৎ আদেশ করেন, আমিও সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করি। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সমাধিক্ষেত্র জেয়ারাৎ (দর্শন) করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।" রওশন্ আরার এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, মহর্ষি শাহ হাসান ঈষৎ হাস্যে কহিলেন,—"তোমার ভ্রাতার সমাধি জেয়ারাৎ তোমার ভাগ্যে নাই। তবে তুমি আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাইতে পার, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।" তাঁহাদের এই প্রকার কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, শাহাদাৎ আলী এবং তাঁহার স্ত্রী জিন্নাত-উন্নেসাও ভারতবর্ষে আগমনের ইচ্ছা, শাহ সাহেবের নিকট প্রকাশ করিলেন। মেহের আরা স্বামিসোহাগিনী, সুতরাং তাঁহার প্রবল ইচ্ছা দমন করিতে হইল। যথাসময়ে মহর্ষি শাহ হাসান, স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে ১৭৫ জন শিষ্য সহ ভারতবর্ষাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং ১৩২১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, সম্রাট্ গায়াস্ উদ্দিনের রাজত্বকালে সদলবলে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

সম্রাট্ গায়াসউদ্দিন, মহর্ষি শাহ হাসান এবং তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গকে অতি সম্মানের

সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মহর্ষি শাহ হাসান, শিষ্যবর্গ সহ কিছু দিন দিল্লীতে অবস্থান করার পর, শিষ্যদিগকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করিয়া, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শাহ সাহেব মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত দিল্লীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। দিল্লী নগরে আজিও তাঁহার মকবারা বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের সেই পুণ্যগাথা প্রচার করিতেছে। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, শাহ সাহেব শিষ্যবর্গকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশেও একটি দল প্রেরিত হইয়াছিল। এই দলের সহিত আবেদা রওশন আরা এবং তাঁহার ভ্রাতা শাহাদৎ আলি ও তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। সম্রাট্ গায়াসউদ্দিন্ যখন বিদ্রোহ দমনার্থ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় এই সন্ন্যাসীর দল তাঁহার সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। শিষ্যদিগকে বিদায় দিবার সময় মহর্ষি শাহ হাসান তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। কে কি ভাবে কোথায় অবস্থান করিবে, প্রত্যেককে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সকল শিষ্যের হস্তে এক এক মুষ্টি মৃত্তিকা প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই মৃত্তিকার ঘ্রাণের সহিত, যে যে স্থানের মৃত্তিকার ঘ্রাণ একরূপ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তোমাদের আস্তানা (আশ্রয়) সেই সেই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিও।" কেবল রওশন্ আরাকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন,—"তুমি যে স্থানে দিবাভাগে নক্ষত্র দেখিতে পাইবে, তথায় তোমার আশ্রমের স্থান বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তুমি তথা হইতে স্থানান্তরে যাইও না।"

সন্ন্যাসীর দল বঙ্গদেশে আসিয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমেই তাঁহাদের লোকসংখ্যা কমিতে লাগিল। কারণ, মহর্ষি শাহ হাসান-প্রদত্ত যাঁহার নিকটস্থিত মৃত্তিকার ঘ্রাণের সহিত যে স্থানের মৃত্তিকার ঘ্রাণ একরূপ বলিয়া বুঝা যাইতে লাগিল, তিনি তথায়ই থাকিলেন। কিছু দিন এই ভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর, তাপসী রওশন্ আরা তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে ইচ্ছামতী নদীর উপর দিয়া, দক্ষিণ-ভাটী অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক দিন হঠাৎ দিবা দ্বিপ্রহরের সময় এক স্থানে তাঁহারা কয়েকটি নক্ষত্র (তারা) দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের আর অগ্রসর হওয়া হইল না। দিবাভাগে তারা (নক্ষত্র) দেখা গিয়াছিল বলিয়া, সেই স্থানের নাম "তারাগুনিয়া" হইয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন যে, তারা শব্দ আরবী বা পার্শী শব্দ নহে। আরবী বা পার্শীতে সেতারা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে আজিও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। পূর্ব্বে ঐ স্থানে কোন বস্তি বা জনপদ ছিল না। রওশন্ বিবির শুভাগমনের পর ঐ স্থানে লোকালয় স্থাপিত হয় এবং এখন সে স্থানে (ইচ্ছামতী নদীর পশ্চিম ধারে) তারাগুনিয়া নামক বৃহৎ গ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে। তারাগুনিয়া গ্রামে এখন কয়েক সহস্র হিন্দুমুসলমানের বাস। ঐ স্থানে (তারাগুনিয়া গ্রামে) একটি পুলিশ আউটপোষ্ট স্থাপিত হইয়াছে এবং নিত্য বাজার বসিয়া থাকে। ঐ গ্রামখানি এখন বাদুড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দিবাভাগে একাধিক নক্ষত্র দৃষ্ট হওয়ার পর তাঁহারা তথায় অবস্থান করাই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু নিকটে কোন লোকালয় না থাকায়, তাঁহাদিগকে কয়েক দিন নৌকাতেই অবস্থান করিতে হইয়াছিল। কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বৃক্ষতলে কুঁড়ে ঘর প্রস্তুত করিয়া, তাঁহারা তাহাতেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহাদের আগমন-সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং চারি দিক্ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে লাগিল ও রওশন্ বিবির নিকট হইতে সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইতে লাগিল। আপনাপন মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য, যে আসিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে লাগিল, তিনি তাহাকেই আশীর্ব্বাদ দানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে, নিঃসন্তান সন্তান লাভ করিল, রোগী রোগমুক্ত হইতে লাগিল, নির্দ্ধনের গৃহে ধনাগম হইতে লাগিল। ক্রমে এই ভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া তথায় এক সুদৃশ্য জনপদের সৃষ্টি হইল। সেই জনপদই বর্ত্তমান তারাগুণিয়া। তাঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার ফলে, তারাগুণিয়ার নাগবাবুদিগের বিপুল সম্পত্তি ও জমিদারী লাভ হইয়াছিল; আবার তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া, তাঁহার প্রতি অভক্তি প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদের পতন হইয়াছে। শুনা যায়, তিনি নাকি জমিদার নাগবাবুদিগের পূর্ব্ব-পুরুষকে তিনটি কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—"জমিদারীর কোন প্রজাকে কখনও পীড়ন করিও না। অহঙ্কার ও তমোভাবকে কখনই হৃদয়ে স্থান দিও না। আমার সেবায়েৎদিগের প্রতি কখনও অভক্তি ও অশ্রদ্ধার ভাব প্রদর্শন করিও না। যদি ইহার অন্যথাচরণ কর, অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে।"

কয়েক বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ এক দিন রওশন্ বিবির শরীর জরাক্রান্ত হইল। দুই দিনের জরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসিনী হইয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার সেবা-সুশ্রূষার কোনই ত্রুটি হয় নাই। তাঁহার ভ্রাতা চিকিৎসক আনিবার প্রস্তাব করায়, তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার এ রোগ আরোগ্য হইবে না। আমার মহা-প্রস্থানের জন্য ইহা প্রভুর আহ্বান ইঙ্গিত। তারাগুণিয়া গ্রামে ইচ্ছামতী নদীর পশ্চিম উপকূলে, তাঁহার পবিত্র সমাধি-মন্দির আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সৈয়দ শাহাদাৎ আলির বংশধরেরা আজিও রওশন্ বিবির দরগার সেবায়েৎরূপে তথায় বাস করিতেছেন। বিগত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন ইচ্ছামতী নদীর পশ্চিম উপকূল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, আমরা সেই সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। নদীর পশ্চিম উপকূল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যে দর্গার ভিত্তিপ্রান্ত স্পর্শ করিল। প্রাচীর কাটিয়া গেল; দর্গা যায় যায় হইল। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, বুঝি বা দর্গা আর রক্ষা হয় না। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া মহা চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন।

দর্গার এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া, স্থানীয় জনৈক হিন্দু এক দিন দর্গার সেবায়েৎদিগকে

লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন,—"নেড়ের মাকে বুঝি এবার মা ইচ্ছাময়ী বে-দখল না করিয়া ছাড়িবেন না।" দুর্ব্বল ও নিরীহ সেবায়েৎগণ নীরবে এই বিদ্রূপ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যা আসিল, ক্রমে রাত্রি হইল। পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমান দর্গার পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে, উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা-হৃদয়ে শয্যা গ্রহণ করিলেন—নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে উঠিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, বহু দূর পর্য্যন্ত নদীতে চর পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা আরও দেখিল, দর্গার প্রাচীরগাত্রে সে কাটার চিহ্নমাত্র নাই। যে ব্যক্তি ঐ প্রকার বিদ্রূপ করিয়াছিল, শুনা যায়, সেই রাত্রেই তাহার রক্ত বমন আরম্ভ হইয়াছিল। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া, সকলেই তাহাকে দর্গায় সিন্নি অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ক্রন্দন করিতে করিতে দর্গায় গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং কিছুক্ষণ পরেই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল। তারাগুণিয়া অঞ্চলে অনুসন্ধান করিলে, এরূপ অনেক অলৌকিক ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আবেদা রওশন বিবি স্বর্গবাসিনী হইয়াছিলেন; (ইন্নালিল্লাহ)।

সেই যুগযুগান্তরের পুণ্য-ক্ষেত্রের জমজম্ মহাত্মার ভাগ্যবান্ করিমউল্লার আঙ্গিনাপ্রান্তে স্বর্গের সমস্ত সুষমা ও মর্ত্তের সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয়া যে কয়েকটি নিষ্কলঙ্ক কুসুম-কোরক আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, বাঙ্গালার মাটিতে তাহাদের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। এই হেজাজ-কন্যাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া বঙ্গজননী ধন্যা হইয়াছেন। ত্যাগ ও প্রেমের এই পুণ্য-কাহিনী বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ও বঙ্গ-মহিলাগণের প্রাণে প্রাণে জাগিয়া উঠুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। শক্তিশালী ও কৃতী লেখকগণ ইচ্ছা করিলে, এইরূপ বহু আদর্শের উদ্ধার সাধন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস কেবল হিন্দুর বা কেবল মুসলমানের ইতিহাসের নাম নহে। বাঙ্গালীর ইতিহাস ও বাঙ্গালার ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক সংখ্যক অধিবাসীকে বাদ দিয়া রাখিলে চলিবে না। যাঁহারা মোস্‌লেম্-শত্রুদিগের দ্বারা সংগৃহীত ও কাল্পনিক উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অতিরঞ্জিত ভাবে উপেক্ষার সহিত মুসলমান চরিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, আমি সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতির পক্ষ হইতে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহাদের সেই বিপুল শক্তি অতঃপর তাঁহারা দেশের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করুন।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী

প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে মোগল সেনার অধিনায়ক মহারাজ মানসিংহ শিলা-মরী যশোহরেশ্বরী দেবীকে স্বীয় রাজধানী অম্বরে লইয়া গিয়াছিলেন—শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই পূর্ব্বাপর এই ধারণা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি জয়পুর রাজকীয় দপ্তরে প্রাপ্ত 'বংশাবলী' নামক পুরাতন পুথিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অম্বরের শিলাদেবী যশোহরেশ্বরী নহেন—ইনি বার ভূঁইয়ার অন্যতম কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী আজিও ঈশ্বরপুরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার পুরাতন কালের সেবাইতের বংশধরগণ কর্তৃক সেবিত ও পূজিত হইতেছেন। যশোহরেশ্বরী ব্যতীত প্রতাপাদিত্যের লক্ষ্মীনারায়ণচক্র ও রাজরাজেশ্বরচক্র নামক দুই গৃহদেবতা ছিলেন। কিন্তু এখন বিগ্রহদ্বয়ের একটিও যশোহরে নাই—লক্ষ্মীনারায়ণ খুলনা জিলার মূলঘর গ্রামে এবং রাজরাজেশ্বর ফরিদপুরের কাজুলিয়া গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। বিগ্রহ দুইটি কি সূত্রে, কোন্ সময়ে, কে যশোহর হইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ে কিরূপে বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন, এ স্থলে আমরা সেই কথা বলিবার প্রয়াস পাইব।

সুলতানপুর খড়রিয়ার ভূতপূর্ব্ব জমীদার বৈদ্য রায়চৌধুরী-বংশের স্থাপয়িতা জানকীবল্লভ সরকার খড়রিয়া পরগণার অন্তর্গত মূলঘরের নিকট কোনও চতুষ্পাঠীতে শিক্ষকতা করিতেন। তৎকালে এ অঞ্চলে বহু ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী লোক বাস করিত—ভদ্রলোক খুব কমই ছিলেন। এই খড়রিয়া পরগণা যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল; সুতরাং প্রজাদের অভাব অভিযোগ তাঁহার নিকটই করিতে হইত। এক সময় এ প্রদেশে বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় পরগণার প্রজাবর্গ একযোগে তাহার প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া মহারাজের নিকট আবেদন করিলে মহারাজ এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার ভার রামদাস দেওয়ান নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর উপর অর্পণ করেন। রামদাস পরগণায় উপস্থিত হইয়া, তদন্তে প্রজাগণের আবেদনের বিবরণ যথার্থ জানিয়া, মূলঘর গ্রামে এক বৃহৎ জলাশয় খনন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।* এই স্থানেই জানকীবল্লভের সহিত রামদাসের আলাপ-পরিচয় হয়। এক দিনের আলাপেই দেওয়ান জানকীবল্লভের বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়া জলাশয়-খনন-কার্য্যের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার তাঁহার প্রতি ন্যস্ত করিলেন। জানকীবল্লভের বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আরব্ধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল।

---

* মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খনিত সেই জলাশয় এখনও মূলঘর গ্রামে বর্ত্তমান। কয়েক বৎসর হইল, খুলনা জিলাবোর্ড কর্তৃক সুসংস্কৃত হইয়া ইহা প্রাঞ্জল 'রিজার্ভ ট্যাঙ্ক' রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।—লেখক

জানকীবল্লভের কার্য্যতৎপরতা ও কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া দেওয়ান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আপনি এরূপ কুৎসিত স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন কেন? আমার সহিত রাজধানীতে চলুন। আপনি যেরূপ বিচক্ষণ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ, তাহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আপনি উন্নতি করিতে পারিবেন।" জানকীবল্লভ দেওয়ানের সহিত যশোহরে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় রাজকীয় জরিপী সেরেস্তায় মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কার্য্যদক্ষতা-গুণে কালে প্রধান কানন-গুইর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

কিছু কাল পরে মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন 'কল্পতরু যাগ' আরম্ভ করেন, তখন জানকী-বল্লভের উপর অনেক কার্য্যের ভার ছিল। এ বারও সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন করিয়া তিনি বিশেষ যশোলাভ করেন। মহারাজা জানকীবল্লভের কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কোনও পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলায় জানকীবল্লভ সময় বুঝিয়া সুলতানপুর, খড়রিয়া এবং বেলফুলিয়া প্রভৃতি পরগণার জমীদারী প্রার্থনা করেন। মহারাজও ঐ পরগণাগুলির জমীদারী-সনন্দ সহ 'মজুমদার' উপাধি প্রদান করিয়া জানকীবল্লভকে সম্মানিত করেন। জমীদারী প্রাপ্ত হইয়া, জানকীবল্লভ মূলঘরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া পরগণা শাসন ও সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর দিল্লীর সম্রাটের সহিত যশোহরেশ্বরের যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখন তৎ-কালীন প্রথানুসারে মহারাজ অধীনস্থ জমীদারদিগের নিকট রসদ, সৈন্য ও নৌকা চাহিয়া পাঠাইলেন। রাজাদেশে জানকীবল্লভও নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য, নৌকা ও রসদ লইয়া স্বয়ং যশোহরে উপস্থিত হইলেন। জানকীবল্লভ কেবল যে নৌকা, সৈন্য ও রসদ যোগাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। মোগল-সেনাপতি মানসিংহের সহিত শেষ যুদ্ধের সময় তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রতাপাদিত্যের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন, আর বিজয়ী মোগলবাহিনী 'আল্লা-হো-আকবর' রবে দিক্ প্রকম্পিত করিয়া রাজপুরীতে প্রবেশোদ্যত হইল। জানকীবল্লভ দেখিলেন,—রাজা গিয়াছেন; এখন বুঝি রাজার গৃহ-দেবতাও মুসলমান-হস্তে বিধ্বস্ত ও লাঞ্ছিত হয়েন। তাই তিনি অতি দ্রুত দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রতাপা-দিত্যের প্রতিষ্ঠিত 'লক্ষ্মীনারায়ণ' ও 'রাজরাজেশ্বরচক্র' নামক শালগ্রামশিলা দুইটি আনিয়া একেবারে স্বীয় বাসভূমি মূলঘরে প্রস্থান করিলেন। জানকীবল্লভ বিগ্রহদ্বয়কে তথায় রীতি-মত প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবার ও পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য স্বীয় জমীদারী হইতে কতকটা জমী দেবোত্তর করিয়া দেন। ইহার পরে জানকীবল্লভের মৃত্যু হইলে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে যখন সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায়, তখন স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় গৃহদেবতাদ্বয়ও বিভক্ত হইয়া 'লক্ষ্মীনারায়ণ' দশআনী অংশের ও 'রাজরাজেশ্বর' ছয়আনী অংশের হস্তে আইসেন। কিছু দিন পরে ছয়আনী অংশের প্রধান শাখা মূলঘর হইতে উঠিয়া গিয়া ফরিদপুর জেলার কাজুলিয়া গ্রামে উপনিবিষ্ট হয়েন। মূলঘর হইতে যাইবার সময় ইঁহারা 'রাজরাজেশ্বরকে'

লইয়া গিয়াছিলেন। সেই হইতেই 'রাজরাজেশ্বর' কাস্তুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ এখনও মূলঘর গ্রামে থাকিয়া দশআনী শাখার সরিকগণ কর্ত্তৃক পালাক্রমে পূজিত হইতেছেন। জানকীবল্লভের বংশধরগণ এখন বিত্তচ্যুত হইয়াছেন বটে; কিন্তু এখনও তাঁহারা সেই দেবোত্তরের উপস্বত্বে অতি ভক্তির সহিতই বিগ্রহদ্বয়ের সেবা-পূজা চালাইয়া আসিতেছেন।

জানকীবল্লভের অন্যতম বংশধর শ্রীযুত বসন্তকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের মূলঘরের বাটীতে আমরা লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। বসন্তবাবু যখন লক্ষ্মীনারায়ণ দেখাইয়া আমাদিগকে তাঁহার পূর্ব্বেতিহাস বলিতেছিলেন, তখন আমার মনে হইল, যেন একজন তীর্থের পাণ্ডা অতি গৌরবের সহিত তাঁহার অধিকারভুক্ত তীর্থস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেখাইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। তীর্থস্থান ও তাহার অধিষ্ঠাতৃ-বিগ্রহ দেখিলে যেমন চিত্তশুদ্ধি হয়, সে দিন আমারও সেইরূপ হইয়াছিল। আর মনে হইয়াছিল, যিনি সুশিক্ষাগুণে যুদ্ধক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন, যাঁহার নামে ফিরিঙ্গি, মগ প্রভৃতি জলদস্যুগণ ব্যাধভীত পশু সম দিশাহারা পলায়ন করিয়াছিল—যাঁহার প্রবল প্রতাপে দিল্লীশ্বরের সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, সেই অমিত-তেজা যশোহরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য আজ কোথায়—আর কোথায়ই বা তাঁহার সেই অতি সাধের, অতি গৌরবের পবিত্র গৃহ-দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাজরাজেশ্বর বিগ্রহদ্বয়! সকলই কালের গতি।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন*

এই তাম্রশাসনখানি নবাবিষ্কৃত নহে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং তদবধি বহু দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত ইহার পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যার উদ্যম করিয়াছেন, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Pālas of Bengal" এবং "বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ" নামক গ্রন্থদ্বয় রচনাকালে আমাকে এই তাম্রশাসনখানি পুনর্ব্বার পাঠ করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে যে পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"১৮০৬ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদালের [কোম্পানী বাহাদুরের] কুঠীর প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরবর্ত্তী [সুলতানপুরের অন্তর্গত] আমগাছি নামক একটি পুরাতন ইষ্টকাচ্ছাদিত পরিত্যক্ত স্থানে এক কৃষক মৃত্তিকা খনন করিতে গিয়া, এই তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়া, পুলিশের হস্তে সমর্পণ করায়, ইহা দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাটুল সাহেব কর্ত্তৃক কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল এবং ইহার আবিষ্কার-কাহিনী সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শাসনখানি তদবধি সোসাইটির পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইতেছে।"

"সুবিখ্যাত অধ্যাপক কোল্‌ব্রুক্ এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষর বিলোপের জন্য, তিনি ইহার সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতে অশক্ত হইয়া, একটি আংশিক বিবরণ মাত্রই প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন। সোসাইটির শত-বার্ষিকী বিবরণী প্রকাশিত করিবার সময়, অধ্যাপক হরণ্‌লি আর একবার পাঠোদ্ধার সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাই মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে এই শাসনলিপির পদ্যাংশের পাঠ অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ লিপির পাঠ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।"

"অধ্যাপক কোলব্রুক্ এবং অধ্যাপক হরণলি যত দূর পর্য্যন্ত পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তত দূর ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। বংশবিবৃতি-সূচক শ্লোকাবলীর মধ্যে অনেক শ্লোকই নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] এবং মহীপালদেবের [বাণগড়ে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসন হইতে গৃহীত বলিয়া, এই দুইটি শাসন-লিপির সাহায্যে অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ পদ্যাংশের একটি ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্দ্বারা কাহাকে ভূমি দান করা হইয়াছিল, তাহা নির্ণীত হইতে পারে নাই; "দূতকে"র পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে নাই। অধ্যাপক কোলব্রুক্ ইহাকে "দ্বাদশ সংবৎসরের লিপি" বলিয়া এবং অধ্যাপক

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কিল্‌হর্ণ "দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ সংবৎসরের লিপি" বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন"।১

"গৌড়লেখমালা" সঙ্কলনকালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাম্রশাসনের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া, স্বর্গগত অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ যে অংশের পাঠ উদ্ধার করিয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন, মাত্র সেই অংশের উদ্ধৃত পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন২। আমার অনুরোধে এসিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত জি, এচ., টিপার (G. H. Tipper) তাম্রশাসনখানি চারি বৎসর কাল আমার নিকট রাখিয়াছিলেন। "Pālas of Bengal" প্রকাশকালে এই তাম্রশাসনের ভূমিগ্রহীতার নাম সম্পূর্ণরূপে পড়িতে পারা যায় নাই। তাম্রশাসনখানি আমার হস্তগত হইলে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, তখনও পর্য্যন্ত উহা পরিষ্কৃত হয় নাই, উহার অক্ষরসমূহের মধ্যে মৃত্তিকা ও তাম্রকলঙ্ক প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। তাম্রশাসনের যে স্থানে ভূমিগ্রহীতার নাম ও বংশপরিচয় আছে, পরিষ্কৃত হইলে দেখা গেল যে, ঐ অংশের যে আনুমানিক পাঠ "Pālas of Bengal"৩ গ্রন্থে ও "বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগে"৪ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা মূলানুগত নহে।

তাম্রশাসনখানি পরিষ্কৃত হইলে দেখিতে পাওয়া গেল যে, ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণ-পালের ও বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালের তাম্রশাসনের সাহায্যে স্বর্গীয় অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ, এই তাম্রশাসনের প্রথম বিংশতি পংক্তির যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। তাম্রশাসনের উৎকীর্ণ লিপির অনেকাংশ ক্ষয়ের জন্য অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাল-রাজবংশের যে সমস্ত তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমূহের মধ্যে এই তাম্রশাসনখানির অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। একখানি তাম্রপট্টের উভয় দিকে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাম্রপট্টখানি ১৪$\frac{১}{৮}$" দীর্ঘ ও ১২$\frac{৩}{৪}$" প্রশস্ত। তাম্রপট্টের ঊর্দ্ধ দিকে রাজকীয় মুদ্রা সংলগ্ন আছে। মুদ্রাটি গোলাকার এবং এই বৃত্তের পরিধি উচ্চ, বৃত্তের পার্শ্বে গোলাকার বিন্দুর বৃত্তাকৃতি মালা আছে। বৃত্তের বাহিরে চারি দিকে লতাপত্র আছে এবং ইহার ঊর্দ্ধে একটি ক্ষুদ্র চৈত্য এবং তদুপরি একটি ছত্র আছে। বৃত্তমধ্যে ঊর্দ্ধার্দ্ধে ধর্ম্মচক্র আছে; মধ্যস্থলে একটি চক্র, চক্রের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট এক একটি মৃগ এবং চক্রের নিম্নে "শ্রীবিগ্রহপালদেবঃ" লিখিত আছে। বৃত্তের নিম্নার্দ্ধ লতাপত্রে পরিপূর্ণ। রাজকীয় মুদ্রা ৭$\frac{১}{২}$" দীর্ঘ এবং বৃত্তের ব্যাস ২$\frac{৩}{৪}$"।

এই লিপিতে যে সমস্ত অক্ষর আছে, সেগুলির উচ্চতা $\frac{১}{১৬}$" হইতে $\frac{৩}{১৬}$"। অক্ষরগুলি সাবধানতার সহিত উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বহু কাল ভূগর্ভে অবস্থান হেতু লিপির অনেক স্থল

১। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২১-২২।
২। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৩—২৬।
৩। Pālas of Bengal, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. p. 80.
৪। বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৩৬।

ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। প্রথম বিংশতি পংক্তিতে, আরম্ভে বিংশ হইতে পঞ্চবিংশতি অক্ষর পর্য্যন্ত লিপি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাম্রপট্টের দ্বিতীয় দিকে প্রতি পংক্তিতে শেষের তিন চারিটি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪৮ ও ৪৯ পংক্তির অধিকাংশ একবার লিখিত হইবার পরে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে পূর্ব্বলিখিত অক্ষরগুলি এককালে বিলুপ্ত হয় নাই; সুতরাং সেই অংশ সেই স্থানে দ্বিতীয় বার লিখিত হইলে পূর্ব্বলেখ ও উত্তর-লেখের রেখাসমূহ একত্র মিশ্রিত হওয়ায় লিপির এই অংশের পাঠোদ্ধার অসম্ভব হইয়াছে। আমগাছি লিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা প্রথম মহীপালদেবের বাণগড়-লিপির বর্ণমালা অপেক্ষা সাদৃশ্যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার নিকটতর। স্বরবর্ণের মধ্যে "অ" এবং "আ" সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে "জ" এবং "ত" বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ণ-মালার আকার ধারণ করিয়াছে। এই সময় হইতে উত্তর-পূর্ব্ব-ভারতের বর্ণমালায় "ত" ও "হ"এর প্রভেদ সহজে নির্ণয় করা যায়।

লিপির ভাষা সংস্কৃত, ইহার প্রথম বিংশতি পংক্তিতে পালরাজ-বংশের বংশপরিচয় সম্বন্ধে চতুর্দ্দশটি শ্লোক আছে, তাহাতে প্রথম গোপালদেব হইতে তৃতীয় বিগ্রহপালদেব পর্য্যন্ত কুল-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই চতুর্দ্দশটি শ্লোকের মধ্যে দ্বাদশটি পুরাতন, ইহার প্রথম চারিটি শ্লোক ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে এবং দ্বাদশটি বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। আমগাছি-লিপির চতুর্দ্দশ শ্লোকটিও বাণগড়-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা উক্ত লিপির একাদশ শ্লোক। আমগাছি-লিপির দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোক নূতন।

এই তাম্রশাসন হ (?) রধা (?) ম সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীনয়পালদেবের পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌বিগ্রহপালদেব (তৃতীয়) কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং এতদ্বারা চন্দ্রগ্রহণকালে বিধিবৎ গঙ্গাস্নান করিয়া বিগ্রহপালদেব শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডলে বিষমপুরাংশে দণ্ডত্রহেশ্বর সমেত তিন কাকিনী, দুই উন্মান, দুই দ্রোণ এবং ষট্‌কুল্যপ্রমাণ ভূমি শাণ্ডিল্য-গোত্রজ শাণ্ডিল্যাসিত-দেবলপ্রবর সামবেদের কৌথুমী-শাখাধ্যায়ী হরিসব্রহ্মচারী মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিদ্যাবিদ্ ক্রোড়ঞ্চি ও মৎস্যাবাস হইতে আগত, ছত্রাগামবাসী, বেদান্তবিৎ পদ্মাবনদেবের পৌত্র, মহোপাধ্যায় অর্কদেবের পুত্র, খোদ্ধুল দেবশর্ম্মাকে ভগবান্ বুদ্ধভট্টারকের উদ্দেশে, তাঁহার রাজ্যের দ্বাদশ সংবৎসরে, চৈত্র মাসের নবম দিবসে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের দূতকের নাম অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই মাত্র পড়িতে পারা যায় যে, তিনি একজন মন্ত্রী ছিলেন। পোসলী গ্রামনিবাসী মহীধরদেবের পুত্র, শিল্পী শশিদেব কর্ত্তৃক এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মহীধরদেব বিজয়াদিত্যের পুত্র এবং বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসন তৎকর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

প্রবন্ধের সহিত যে প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল, তাহা কলিকাতা চিত্রশালার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শিল্পী মুন্‌সী ওয়াহিদউদ্দিন্ আহম্মদ কর্ত্তৃক আমার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল।

প্রশস্তি-পাঠ

প্রথম দিক্

১। ওঁ স্বস্তি ॥ [মৈ]ত্রী[ং] কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ

২। [স]ম্যক্ সম্বো[ধিবি]দ্যাসরি [দমলজলক্ষা] লিতাজ্ঞানপ-

৩। -ঙ্কঃ। জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভব[ং] শাশ্বতী[ং]

৪। প্রাপ শান্তি[ং]স শ্রী-মান্-লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ

৫। গোপালদেবঃ ॥(১*) লক্ষ্মী[১]-জন্ম-নিকেতনং সমকরো বোঢু[ং] ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং পক্ষচ্ছেদ-ভয়াদুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃত[া]ং। মর্য্যাদা-পরিপালনৈকনিরতঃ সৌ (শৌ)-র্য্য [া]-

৬। -[লয়োঽস্মাদভূদ্] দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসহাসিমহিমা শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ[২] ॥ (২*) রাম-স্যেব গৃহীতসত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্য-

৭। [মহিমা বাক্‌পা]ল-নামানুজঃ। যঃ শ্রীমান্নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ [॥*] (৩*)[৩] তস্মাদু-

৮। [-পেন্দ্র-চরিতৈর্জ্জগ]তী স্পুনানঃ পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা। ধর্ম্মদ্বিষা[ং] শময়িতা যুধি দেবপালে যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈ(নৈ)ষীৎ[৪] ॥ (৪*) শ্রীমা-

৯। -[ন্ বিগ্র]হপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ। শত্রুবনিতা-প্রসাধনবিলোপি-বিমলা-সিজলধারঃ ॥ (৫*)[৫] দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহবিভ-

১০। -[ক্তান্ গুণান্] শ্রীমন্তং জনয়াম্বভূব তনয়ং নারায়ণং স প্রভুং। যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশ্লিষ্টাংঘ্রি[ ] পীঠোপল[ং] ন্যায়োপাত্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ[৭]।

১১। [স্বৈ]রেব ধর্ম্মাসনং ॥ (৬*)[৮] তোয়াশয়ৈর্জ্জলধিমূলগভীরগর্ভৈর্দেবালয়ৈশ্চ কুল-ভূধর[৯]-তুল্যকক্ষৈঃ। বিখ্যাত-কীর্ত্তিরভবত্তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপাল ই-

১২। -তি ম[ধ্যম]লোকপালঃ ॥ (৭*)[১০] তস্মাৎ পূর্ব্বক্ষিতিধ্রান্নিধিরিব মহসা[ং] রাষ্ট্র-কূটান্বয়েন্দোস্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলের্দ্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যা[ং] প্রসূতঃ [।*] শ্রীমা-

---

১। স্রগ্ধরা। ২। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত। ৩। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

৪। তাম্রশাসনে এই পাঠ আছে, মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক অনুমিত সংশোধন-চিহ্ন মূলে নাই—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৪, পাদটীকা ৪। ৫। বসন্ততিলক।

৬। আর্য্যা। ৭। এই স্থানে ছেদ অনাবশ্যক। ৮। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

৯। "কুলভূধর"। মূলে "কুলভূরর" উৎকীর্ণ আছে। ১০। বসন্ততিলক।

১৩। -[ন্-গোপালদেব]শ্চিরতরমবনেরেকপত্ন্যা ইবৈকো ভর্ত্তাভূন্নৈকরত্নদ্যুতিখচিতচতুঃ-সিন্ধুচিত্রাংশুকায়াঃ ॥১১ (৮*) য[ং] স্বামিন[ং] রাজগুণৈরনূনমাসেবতে চা-

১৪। -[রুতয়াস্তু]রক্তা। উৎসাহমন্ত্রপ্রভুশক্তিলক্ষ্মীঃ পৃথ্বী-[ং] সপত্নীমিব শীলয়ন্ত[ং] ॥ (৯*)১২ তস্মাদভূব সবিতুর্বসুকোটিবর্ষী। কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেব

১৫। -[ঃ।] নেত্রপ্রিয়েণ] বিমলেন কলা[ময়েন যে]নোদিতেন দলিতো ভুবনস্য তাপঃ ॥ (১০*)১৩ হৃতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিকৃত-বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যম্ [।*]

১৬। [নিহিত-চর]ণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি [তস্মা] দভবদবনি-পালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ (॥*)১৪ (১১*) ত্যজন্নোষাসঙ্গ[ং] শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভৃতা[ং] বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ প্রসভ-

১৭। [মুদয়াদ্রে]রিব রবিঃ [।*] হত[ধ্বান্তঃ স্নিগ্ধ]প্রকৃতিরনুরাগৈকবসতিস্ততো ধন্যঃ পুণ্যৈরজনি নয়পালো নরপতিঃ ॥ (১২*)১৫ পীতঃ সজ্জনলেচনৈঃ১৬ স্মররিপোঃ পূজা-

১৮। [নুরক্তঃ স]দা। সংগ্রামে [চতুরোহ]ধিক[ঞ্চ] হরিতঃ কাল[ঃ] কুলে বিদ্বিষাং। চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাশ্রয়ঃ সিতযশ[ঃ] পু[ঞ্জৈ]র্জ্জগদ্রঞ্জয়ন্ শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেবনৃপতি(ঃ)

১৯। [পুণ্যৈর্জ্জনানা]মভূৎ ॥ (১৩*)১৭ [দেশে] প্রাচি প্রচুরপয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনুমলয়োপত্যকাচন্দনেষু। কৃত্বা সান্দ্রৈস্তরুষু জড়তাং শীকরৈর-

২০। [-ভ্রতুল্যাঃ প্রালেয়াদ্রেঃ] কটক[মভজ] ন্যস্য সেনাগজেন্দ্রাঃ ॥ (১৪*)১৮ স খলু ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান নানাবিধনৌবাটকসম্পাদিতসেতুবন্ধনিহিত-

২১। [শৈলশিখরশ্রেণী বিভ্রমাৎ] ॥ নিরতিশয়ঘনঘনাঘনঘটাশ্যামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমারব্ধ-সন্তত-জলদসময়সন্দেহাৎ। উদীচীনানেক-

২২। -নরপতি প্রাভৃ[তি কৃতাপ্রমেয় হ]য়বাহিনী খ[রখুরোৎখাত] ধূলিধূসরিতদিগন্ত-রালাৎ। পরমেশ্বর-সেবা-সমাযাতাশেষজম্বুদ্বীপভূপালানন্ত

২৩। -পাদাতভর[নমদবনেঃ। (হ?)র] ধা (?) ম সমাবাসিত [শ্রী]মজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ। পরমসৌগতো মহারা[জা*]ধিরাজ শ্রীনয়পালদেবপাদানুধ্যাতঃ পরমে-

২৪। -শ্বরঃ [পরমভট্টারকো মহা]রাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ বিগ্রহপালদেবঃ কুশলী। শ্রীপুণ্ড্র-বর্দ্ধনভুক্তৌ কোটীবর্ষবিষয়ান্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রাম-

২৫। মণ্ডল[ান্তঃপাতি স্ব] সম্বদ্ধাবচ্ছিন্নতলোপেত অধুনা হলকলিত ॥ কাকিনীত্রয়ো-ধিকোদমানদ্বয়োপেত১৯।

১১। স্রগ্ধরা। ১২। ইন্দ্রবজ্রা।

১৩। বসন্ততিলক। ১৪। মালিনী।

১৫। শিখরিণী।

১৬। মূলে 'লোচনৈঃ' স্থানে 'লেচনৈঃ' লিখিত আছে।

১৭। শিখরিণী। ১৮। মন্দাক্রান্তা।

১৯। মূলে 'কাকিনীত্রয়োধিকোদ্মানদ্বয়োপেত' স্থানে "কাকিনীত্রয়োধিকোদমানদ্বয়োপেত" উৎকীর্ণ আছে

২৬। স······সীমান্তঃ। দ্রোণদ্বয়সমেত। ষট্ কুল্যপ্রমাণ দণ্ড (?) ত্রহেশ্বরসমেত বিষম-পুরাংশে সমুপগতাশে-

২৭। -ষ-[রাজপুরুষান্ রাজ] রাজন্যক। রাজপুত্র। রাজামাত্য। মহাসান্ধিবিগ্রহিক। মহাক্ষপটলিক। মহাসামন্ত। মহাসেনাপতি। মহাপ্রতীহার।

২৮। দৌ (ঃ সাধসাধনিক। মহা] দণ্ডনায়ক। মহাকুমারামাত্য। রাজস্থানীয়োপরিক দাসাপরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিক। দাণ্ডপাসিক। সৌ—

২৯। -ল্কি [ক] [ক। গৌল্মিক। ক্ষেত্রপ।] প্রান্তপাল। কোট্টপাল। অঙ্গরক্ষ। তদাযুক্ত বিনিযুক্তক। হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক। কিশোরবড়বাগোমহিষাজা-

৩০। -[বিকাধ্যক্ষ দূতপ্রেষণিক। গমা] গমিক। অভিত্বরমাণ। বিষয়পী[১৯]। গ্রামপতি। তরিক। গৌড়। মালব। খস। হূণ। কুলিক। কর্ণাট। লাট। চাট।

৩১। [ভট। সেবকাদীন্। অন্যাংশ্চা] কীর্ত্তিতান্। রাজাপাদোপজীবিন [ঃ*]। প্রতি-বাসিনো। ব্রাহ্মণোত্তরান্। মহত্তমোত্তমকুটুম্বিপুরোগা মেদান্ধ্রচণ্ডালপর্য্যন্তা-

৩২। -[ন্ যথার্হং মানয়তি। বোধয়তি] সমাদিশতি চ। বিদিতমস্তু ভবতা[ং]। যথোপরিলিখিতোয়ং গ্রামঃ। স্বসীমাতৃণযুতি-[গোচ]রপর্য্যন্তঃ সতলঃ সো[দ্দেশঃ]

৩৩। [সাম্রমধুকঃ। সজলস্থলঃ সগর্ত্তো] ষরঃ সদশাপচারঃ সচৌরোদ্ধরণঃ পরিহৃত-সর্ব্বপীড়ঃ। অচাটভট [প্রবেশঃ] অকিঞ্চিদ্প্রগ্রা[হ্যঃ সমস্তভা-]

দ্বিতীয় দিক্

৩৪। -গ ভোগকর হিরণ্যাদিপ্রত্যায়সমেতঃ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েনা-

৩৫। -চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালম্ মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ [চ পুণ্য]

৩৬। -যশোভিবৃদ্ধয়ে ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদিশ্য [শাণ্ডি]-

৩৭। -ল্যসগোত্রায়। শাণ্ডিল্য-অসিত-দৈবলপ্রবরা[য়]

৩৮। -হরিসব্রহ্মচারিণে। সামবেদিনে। কৌথুমীশাখাধ্যায়ি-

৩৯। -নে। মীমাংসাম্যা(ব্যা)করণতর্কবিস্তাবিদে। ক্রোড়ঞ্চিবিনির্গতমৎস্যাবাসবিনির্গ-তায়। ছত্রাগ্রামবাস্তব্যায়। বেদান্তবিৎপদ্মাবনদেবপৈ(পৌ)ত্রায়। মহো-

৪০। পাধ্যায় অর্কদেবপুত্রায়। খোদ্দুলদেবশর্ম্মণে। সোমগ্রহে বিধিবৎ গঙ্গায়াং স্নাত্বা শাসনীকৃত্য প্রদত্তোহস্মাভিঃ। অতো ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্ত[ব্য]-

৪১। ম্ ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ। ভূমের্দানফলগৌরবাৎ। অপহরণেন চ মহানরক-পাতভয়াৎ। দানমিদমনুমোদ্যানুমোদ্যানুপালনীয়ম্ প( )ত(তি)বাসিভি-

৪২। -শ্চ ক্ষেত্রকরৈঃ। আজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ীভূয় যথাকালং সমুচিতভাগভোগকরহিরণ্যাদি-প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি॥ সম(ব)ৎ ১২ চৈত্র দিনে ৯ ভবন্তি

১৯। মূলে "বিষয়পতি" স্থানে "বিষয়পী" লিখিত আছে।

৪৩। চাত্র ধর্মানুশ[ং]সিনঃ শ্লোকাঃ ॥ বহুভি (^২৫) বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফল[ং]॥ ভূমি[ং] যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমি[ং] প্র-

৪৪। -যচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্য[ক]র্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গ-গামিনৌ। [।*] গামেকাং স্বর্ণমেকাঞ্চ ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলং। হরন্নরকমাপ্নোতি যাবদাহূত[সংপ্লবম্]॥ ষষ্টিবর্ষ-

৪৫। সহস্রাণি স্বর্গে মোদ[তি ভূ]মিদঃ॥ (।) আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ॥ স্বদত্তা[ং] পরদত্তা[ং] বা যো হরেত বসুন্ধরাম্। স বি[ষ্ঠায়াং] কৃমি[র্] ভূত্বা পি-

৪৬। -তৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ সর্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রাং (ন্) ভূয়ো ভূয়ঃ প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ। সামান্যোয়ম্ [ধ]র্ম্মসেতুর্ন্‌ পাণা [ং] কালে কালে পাল[নীয়ঃ ক্র]মেণ॥ ই-

৪৭। -তি কমলদলাম্বু-[বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য-জীবিতঞ্চ। সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলো[প্যাঃ॥] সৌসা-

৪৮। -বস্তিমার্য্যাং [দার (?) সং সত্যদ(?) সানিধিঃ ব্রহ্মাণি সুরধামাধনোঃ শ(?)ক্র(?) ণাম্ দণ্ড] ভূভুজাং॥ শ্রীমদ্‌বিগ্রহপালক্ষিতিপতিতিলকো ম্ পি···ঃ। শ্রীবর্দ্ধয় [রাজ য় (?) কী] যাম্-

৪৯। মন্ত্রিণমিহ শাসনে দূতং॥ পোসলীগ্রামনির্য্যাত-মহীধরদেবসূনুনা ইদং শাসন-মুৎকীর্ণং শশিদেবেন সি (শি) ল্পিনা [॥]

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫। মূলে এই অংশ একবার লিখিত হইলে তাহা কাটিয়া সেই অংশের উপরে পুনর্ব্বার যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার আংশিক পাঠমাত্র সম্ভব।

বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য*

আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালা শব্দকোষ† রাঢ় বা পশ্চিম-বঙ্গের প্রদেশ-বিশেষের শব্দকোষ; ইহা সমগ্র বাঙ্গালার শব্দকোষ নহে। কেন না, আমরা এই গ্রন্থে উক্ত দেশ বা প্রদেশের গ্রাম্য এবং কথ্য ভাষার শব্দাদি যে পরিমাণে উদ্ধৃত দেখিতে পাই, পূর্ব্ব বা উত্তর-বঙ্গের সেরূপ দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ এক জনের পক্ষে সমগ্র বঙ্গের শব্দ সংগ্রহ করা একরূপ অসাধ্য। তবে আশা করা যায়, অদূর-ভবিষ্যতে পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের কোনও মনীষী এ বিষয়ে অধ্যাপক যোগেশ বাবুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া সেই সেই দেশের শব্দকোষ সংকলন করিলে, বাঙ্গালা শব্দকোষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

যে সকল শব্দ প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় আগত, শব্দকোষে সেই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত হইতে নির্ণীত হওয়ায় অনেক স্থলে কষ্ট-কল্পনা হইয়াছে। নিম্নে তাহার বিষয় আলোচিত হইতেছে।

(১) "অকম্মা" শব্দ শব্দকোষে গ্রাম্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং গ্রাম্য শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে—"গ্রাম্য, অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষায়।" 'অকম্মা' শব্দ যে কেবল অশিক্ষিতেরাই ব্যবহার করে, ইহা ঠিক নহে। কথা কহিবার ভাষায় শিক্ষিতদিগকেও উহা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। 'কম্ম' শব্দ শিষ্ট প্রাকৃত এবং ইহারই পরিণতিতে 'কাম' শব্দ জাত। সুতরাং কথ্য ভাষায় 'কম্ম' ও 'কাম' উচ্চারণই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, শিক্ষিত লোকেরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না। এ অবস্থায় এই শ্রেণীর শব্দকে "অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষায়" না বলিয়া "কথিত ভাষায়" বলিলেই শোভন হইত।

(২) "অকাজ" শব্দ সংস্কৃত "অকার্য্য" শব্দ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের পরিণতির ধারা আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তু°—ধর্ম্ম—ধরম, কর্ম্ম—করম, ভ্রম—ভরম, প্রীতি—পিরীতি প্রভৃতি। উপরোক্ত নিয়মে "কার্য্য" শব্দের পরিণতিতে 'কারয়' শব্দ উৎপন্ন হওয়া এবং 'জ' স্থানে 'য' হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রাকৃত 'কজ্জ' শব্দ হইতে 'কাজ' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা বলিলে কোন গোলযোগ হয় না। কজ্জ=কাজ, তথা অকজ্জ=অকাজ, ইহা সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে।

(৩) "অতিথ" শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী।" ইহা ঠিক হয় নাই। শ্রীধরস্বামী অতিথি শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"অজ্ঞাতপূর্ব্বগৃহাগতব্যক্তিঃ।" অতিথির লক্ষণে লিখিত হইয়াছে,—

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, এম্‌ এ, বাহাদুর-প্রণীত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গালা শব্দকোষ।

"যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ।
অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"

অমরকোষে—"আগন্তুঃ গৃহাগতঃ।" হেমচন্দ্রে—"অভ্যাগতঃ।" এই সকল প্রমাণে অপরিচিত কোন ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে, তাঁহাকেই অতিথি বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহা জানা গেল। কিন্তু আজকাল পরিচিত কোন ব্যক্তি গৃহে আসিলে তাঁহাকেও 'অতিথ' বলা হয়। তা তিনি সাধু-সন্ন্যাসীই হউন, আর সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ব্যক্তিই হউন। ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী অর্থে অতিথ শব্দের ব্যবহার কোথাও নাই। অতিথ-অভ্যাগত সহচর শব্দ নহে, উহা অতিথি শব্দের এক পর্য্যায়ের শব্দ। সহচর ও এক পর্য্যায়—এই দুইটি শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। সমান অর্থে ব্যবহৃত যে শব্দ, তাহাই এক পর্য্যায়; আর শব্দের পর নিরর্থক যে সব শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাই সহচর।

(৪) "অভরণ" শব্দটি গ্রাম্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন এবং পদাবলী-সাহিত্যে শব্দটির এত অধিক শিষ্ট-প্রয়োগ দেখা যায়, যাহাতে ইহাকে কোনরূপেই গ্রাম্য বলা যায় না। নিম্নে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—

কৈলাস জিনিয়া শিব দেহের বরণ।
প্রতি অঙ্গে শোভিয়াছে নানা অ ভ র ণ॥—গঙ্গামঙ্গল।
ঝলকত অ ভ র ণ চমকিত চন্দন।—শারদামঙ্গল।
আপন কন্যারে নানা অ ভ র ণ দিল।
গন্ধ চন্দন মাল্যে সুবেশ করিল॥—চৈতন্যমঙ্গল, বঙ্গবাসী সং।

সুতরাং 'অভরণ' শব্দটিকে গ্রাম্য বলা আমাদের মতে সমীচীন নহে। হিন্দী ভাষাতেও 'অভরণ' শব্দ আছে।

(৫) "অমিয়" শব্দটির ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে অনেক দেখা যায়। উহার অর্থ অমৃত। অমিয়, ইহার উচ্চারণ-বৈষম্যে অমিয়া—এই শব্দটির প্রয়োগও প্রাচীন সাহিত্যে প্রচুর আছে। প্রাকৃত 'অমিঅ' এবং শেষের স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু অমিআ' শব্দ হইতেই যে উক্ত শব্দ দুইটি আগত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু সংস্কৃত 'অমৃত' শব্দ হইতেই উক্ত শব্দটিকে জাত ঠিক করিয়াছেন এবং 'অমিয়' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'অমিয়া' এইরূপ বলিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, 'অমিয়' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'অমিয়া'—এরূপ বলা ঠিক নহে। রামা, শ্যামা, কেষ্টা প্রভৃতি শব্দ যেরূপ অন্ত্য স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু জাত, প্রাকৃত "অমিঅ" শব্দও সেইরূপ কথ্য বঙ্গভাষার উচ্চারণে অন্ত্য স্বরের বলবৃদ্ধিবশতঃ 'অমিআ' রূপের মধ্য দিয়া 'অমিয়া' আকার পাইয়াছে, ইহাই আমাদের মত।

(৬) "আ" ধাতুর প্রয়োগে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে—"আমি আই," এরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালায় হয় না। কিন্তু আমরা জানি, পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। তবে শিক্ষিত লোকে প্রায়ই এরূপ প্রয়োগে অভ্যস্ত নহেন।

(৭) "আই, আউ" শব্দ দুইটি গ্রাম্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে;—অর্থ আয়ু। 'আই' শব্দটির প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে আছে কি না, আমরা জানি না; কিন্তু 'আউ' শব্দ প্রাচীন শিষ্ট-সাহিত্যে অনেক দেখা যায় এবং শব্দটি প্রাকৃত। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু 'শূন্যপুরাণ' হইতে 'আউ' শব্দের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া উহাকে গ্রাম্য বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, শূন্যপুরাণের বানান-পদ্ধতি প্রাকৃতের নিকটবর্ত্তী বলিয়া, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু উহাকে মূর্খ লোকের লিখিত অশুদ্ধ বানান-বোধে 'আউ' শব্দটিকে গ্রাম্য বলিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ প্রাকৃত ব্যাকরণ এবং বঙ্গভাষার প্রাচীন রূপ আলোচনা করিলে উহাকে অশুদ্ধ বানান বলা যায় না। প্রাচীন সাহিত্য হইতে 'আউ' শব্দের দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল,—

অ া উ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি।—চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন।

নমস্কার কৈলে নাথ বোলে দীর্ঘ অ া উ।—গোরক্ষবিজয়।

এই সকল দেখিয়া 'আউ' শব্দটিকে কোন মতেই গ্রাম্য বলা সমীচীন নহে।

(৮) "আই আই" শব্দ দুইটি সংস্কৃত "অয়ি" সম্বোধন হইতে জাত বলা হইয়াছে এবং "আই মা" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—"অয়ি মাতঃ।" আমরা কিন্তু মনে করি, মাতৃবাচক 'আই' শব্দ হইতেই 'আই মা' এবং 'আই আই' শব্দের জন্ম অনুমান করা সঙ্গত। "অয়ি মাতঃ" এরূপ সম্বোধন কোথাও শোনা যায় না, পক্ষান্তরে "মা জননি" এরূপ সম্বোধন আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। 'মা জননি' সম্বোধনে যেরূপ একার্থক দুইটি শব্দ বর্ত্তমান এবং তাহা শ্রুতিকটু বা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, সেইরূপ 'আই' শব্দের মাতা অর্থ হইলেও তাহার পরে আবার 'মা' শব্দ-সংযোগ করিয়া 'আই মা' সম্বোধন হইতে পারে, ইহা মনে করা অসঙ্গত নয়। বিস্ময়সূচক "আই আই" শব্দের দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতচন্দ্র হইতে শব্দকোষে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

নাকে হাত এয়োগণ বলে অ া ই অ া ই।

কোন একটা বিস্ময়ের বিষয় উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ "ওমা ওমা" বা কেহ কেহ "আই আই" এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহার অর্থ একই মাতৃবাচক বটে। কিন্তু সংস্কৃত 'অয়ি' শব্দ হইতে 'আই' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা স্বীকার করিলে এ স্থলে "আই আই" শব্দের কোন সদর্থ হয় না। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকেরা বিস্ময়ে নাকে হাত দিয়া আই আই অর্থাৎ ও মা ও মা বলিতেছে—এইরূপ অর্থ বেশ সংলগ্ন হইতে পারে; সুতরাং আমাদের মনে হয়, বিস্ময়, নিন্দা, ঘৃণা প্রভৃতি অপরাপর অর্থে যে সব 'আই' শব্দ প্রযুক্ত হয়, মাতৃবাচক 'আই' শব্দ হইতেই তাহার উৎপত্তি অনুমান করা অযুক্ত নহে।

(৯) "আঁখর" শব্দটি সংস্কৃত 'অক্ষর' শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহা না বলিয়া প্রাকৃত "অক্খর" শব্দ হইতে জাত হইয়াছে, এই কথা বলিলে ভাল হয়। কেন না, 'আঁখর' শব্দের 'খ' সংস্কৃত 'অক্ষর' শব্দ হইতে পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রাকৃত হইতে পাওয়া যায়।

(১০) সংস্কৃত 'আকুল' শব্দের পরিণতিতে প্রাকৃত "আউল" শব্দ জাত হইয়াছে,—উহার অর্থ আকীর্ণ অর্থাৎ ছড়ান। প্রাকৃত এই 'আউল' শব্দই বাঙ্গালা ভাষায় "আউল" তথা "আউলা" ধাতুতে পরিণত হইয়াছে। শব্দরত্নাবলী ও অভিধানচিন্তামণি প্রভৃতি সংস্কৃতকোষে আকুল শব্দের উপরোক্ত অর্থই ধৃত হইয়াছে এবং প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় আউল, আউলা ধাতুর প্রচলিত অর্থও এইরূপ বটে। কিন্তু শব্দকোষে আউল ও আউলা ধাতুর অর্থ লিখিত হইয়াছে,—"আউলাই—মোচন করি" এবং ইহার যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই,—"আউলিয়া কবরী, আউলাইল মাথার কেশ।" উদ্ধৃত দুই স্থলে 'আউল' ধাতুর 'আকীর্ণ' ও 'ছড়ান' অর্থ হইতে মোচন বা খোলা—এই গৌণ অর্থ (Secondary meaning) কোন মতে স্বীকার করিয়া লইলেও 'সূতা আউলান, কাপড় আউলান' প্রভৃতি স্থলে 'খোলা' বা 'মোচন করা' অর্থ কোনরূপেই কল্পনা করা যায় না। কোনও শৃঙ্খলা বা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিন্যস্ত জিনিষকে বিপর্য্যস্ত করা অর্থেই আউলা ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত 'আউলিয়া কবরী ও আউলাইল মাথার কেশ' এই দুই স্থলে মোচন অর্থ কোনরূপে মানিয়া লইলেও, এখানে যে 'বিপর্য্যস্ত' অর্থই অধিক সমীচীন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং আউলা ধাতুর কেবল 'মোচন' অর্থ না করিয়া 'আকীর্ণ' ও 'ছড়ান' অর্থও গ্রহণ করা উচিত। আবার 'ব্যাকুল', 'উৎকণ্ঠা' অর্থেও 'আউলা' ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—

"দেখিতে কি সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আ উ লা ই ছে গা ॥"—প-ক-ত, ৭৪৮ পদ।

(১১) সংস্কৃত 'আবর্ত্ত' শব্দ প্রাকৃতে 'আবট্ট' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ব-কারের উচ্চারণ ও-কারে পরিণত হয়, ইহার দৃটান্তের অভাব নাই। যেমন, আবাস—আওয়াস। এইরূপে প্রাকৃত 'আবট্ট' শব্দ 'আওট' রূপ পরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা 'আওটা' ধাতুতে পরিণত হইয়াছে। দুগ্ধ আওটান অর্থে দুধ জ্বালে চড়াইয়া আলোড়িত করা; ইহার অর্থ কখন 'দ্রবীভূত করা' হইতে পারে না। তবে 'ধাতুদ্রব্য আওটান'—ইহাতে দ্রবীভূত অর্থ আসিতে পারে। ধাতু দ্রব্যের উল্লেখ না করিয়া, দুগ্ধ আওটানের দৃষ্টান্তের পূর্ব্বে 'দ্রবীভূত করি' এই কথা বলায় সাধারণ পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণা হইবার সম্ভাবনা। আর 'আওটা' ধাতুর উৎপত্তি সংস্কৃত আবর্ত্তিত শব্দ হইতে না করিয়া প্রাকৃত 'আবট্ট' শব্দ হইতে করাই উচিত।

(১২) "আছ" ধাতু সংস্কৃত অস্ ধাতু হইতে জাত, শব্দকোষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই ধাতুটি খাঁটি প্রাকৃত। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দিলাম,—

পরিফুল্লিঅ কেসু ণআ বণ আ চ্ছ।—প্রাকৃতপৈঙ্গল।

(১৩) প্রাকৃত 'অজ্জ' শব্দ হইতে বাঙ্গালায় আজ, আইজ, আজি ও আজু প্রভৃতি শব্দ জাত হইয়াছে, ইহাই ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত। কিন্তু শব্দকোষে দেখিলাম,—"সং অদ্য—

অইদ—আইদ—আইজ আসিয়াছে, সংপ্রা° অজ্জ হইতে নহে। অজ্জ হইতে আসিলে উচ্চারণ আজ হইত, আজি হইত না।" আমরা এই কথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। "অজ্জ হইতে আসিলে উচ্চারণ আজ হইত," এই কথায় আমরা বুঝিয়াছি যে, বঙ্গভাষায় যে 'আজ' শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই এবং এই জন্য উক্ত 'আজ' শব্দটিও ভ্রমবশতই শব্দকোষে লিখিত হয় নাই। যে নিয়মে 'আজ' শব্দ হইতে 'আজু' উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নিয়মেই আজ শব্দের শেষে ই-কার আগম হইয়া 'আজি' এবং এই ই-কার পৃথক্ উচ্চারিত হইয়া 'আইজ' শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বলা অসঙ্গত নহে। এই সকল বিবেচনা করিয়া এবং 'আজ' শব্দ যখন বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত, তখন প্রাকৃত 'অজ্জ' শব্দ হইতেই উপরোক্ত শব্দ সকল উৎপন্ন, ইহা বলা সঙ্গত।

(১৪) সংস্কৃত অষ্ট শব্দ হইতে 'আঠ' ও 'আট' শব্দের উৎপত্তি না বলিয়া, প্রাকৃত 'অট্ঠ' শব্দ হইতে বলিলেই ভাল হয়। কেন না, 'অষ্ট' শব্দ হইতে অষ্ট=অষট=আষট শব্দ উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

(১৫) অষ্টাদশ শব্দ হইতে বাঙ্গালায় 'আঠার' শব্দের উৎপত্তি হয় নাই। প্রাকৃত 'অট্ঠারহ' শব্দ হইতেই উক্ত শব্দ জাত।

(১৬) "আঁঠি" শব্দ সংস্কৃত 'অস্থি' শব্দ হইতে উৎপন্ন না বলিয়া, প্রাকৃত 'অট্ঠি' শব্দজাত বলাই বিধেয়।

(১৭) "আধ" শব্দটিকে গ্রাম্য বলা চলে না। শিক্ষিত লোকের লিখিবার বা কহিবার ভাষায় যে শব্দের ব্যবহার নাই, তাহাকেই গ্রাম্য বলা যাইতে পারে। যে শব্দ শিক্ষিত লোকে কহিবার ভাষায় ব্যবহার করেন, কিন্তু সাহিত্যে যাহার প্রয়োগ দেখা যায় না, এরূপ শব্দকেও গ্রাম্য বলা ঠিক নহে। পরন্তু যাহার প্রয়োগ কথিত এবং সাহিত্য উভয় ভাষাতেই পাওয়া যায়, সেই শব্দ কোনরূপেই গ্রাম্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। 'আধ' শব্দের ব্যবহার প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্য ও কহিবার ভাষায় এত অধিক যে, ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। আর 'আধ' শব্দ সংস্কৃত অর্দ্ধ শব্দ হইতে জাত নহে—উহা প্রাকৃত 'অদ্ধ'-শব্দজ। সংস্কৃত 'অর্দ্ধ' হইতে 'অরধ' শব্দ হওয়াই সম্ভব। অদ্ধ=অধ=আধ। অদ্ধ শব্দের পরবর্ত্তী 'অধ' রূপ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে; যথা,—

আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ।
অ ধ নদী গেলেঁ পুনি বহে খর বাএ॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

(১৮) "অন্ধল" শব্দটি প্রাকৃত-সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে—অর্থ 'অন্ধ'। 'অন্ধল' শব্দের পরবর্ত্তী রূপ 'আন্ধল' প্রাচীন বাঙ্গালায় পাওয়া যায়; যথা,—

কামে আ ন্ধ ল হআঁ বাট নাহিঁ দেখ॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

ইহার পরবর্ত্তী রূপ 'আঁধল'। যথা—"আঁধলের নড়ি"—কবিকঙ্কণ। 'আঁধল প্রেম পহিলে

নাহি হেরলুঁ।"—প্রাচীন পদ। সুতরাং "আঁধল" শব্দটি প্রাকৃত 'অন্ধল' শব্দের রূপভেদ মাত্র। কিন্তু শব্দকোষে 'অন্ধ' শব্দ হইতে 'আঁধল' শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা হইয়াছে।

(১৯) "আন্ধার" এবং "আঁধার" শব্দ সংস্কৃত 'অন্ধকার' শব্দ অপেক্ষা প্রাকৃত 'অন্ধার' বা 'অন্ধআর' শব্দের খুব নিকটবর্ত্তী। প্রাচীন বাঙ্গালা চর্য্যাপদে ইহারই সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায়;—

নিসিঅ অ ন্ধা রী সুসার চোরা।

(২০) "আপন" শব্দ সংস্কৃত আত্মন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন না বলিয়া প্রাকৃত 'অপ্পণ' শব্দজাত বলাই উচিত বোধ হয়। কারণ, প্রাচীন বাঙ্গালায় 'অপণ' শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা—

অ প ণে রচি রচি ভবনির্ব্বাণা।

মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অ প ণা॥—চর্য্যাপদ।

ইহার পরবর্ত্তী রূপ 'আপণ' আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনে দেখিতে পাই। যথা,—

আ প ণ গৌরব রাধা রাখহ আ প ণে॥

বর্ত্তমান রূপ 'আপন'।

(২১) সংস্কৃত অহং শব্দ হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ আসিয়াছে, ইহা বড় কষ্ট-কল্পনা। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু যদি কতক পরিমাণে সংস্কৃতের পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার মূলে প্রাকৃতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তবে এরূপ গোলযোগ হইত না। 'অহং' অর্থে প্রাকৃতে 'অম্মি', 'হং' এবং 'মম' এই তিন রকম প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা,—

অহমর্থে অম্মি-হং-মমাঃ।—প্রাকৃতসর্ব্বস্ব।

এই 'অম্মি' হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ সহজেই আসিতে পারে।

(২২) "আবার" শব্দের ব্যুৎপত্তিস্থলে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে—"(অপর বার, আর বার=আবার)।" কিন্তু আঅর বার=আর বার=আবার, এইরূপ বলিলেই ভাল হইত। অপর-শব্দজাত এই 'আঅর' শব্দের দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়। যথা,—

আ অ র সন্দেশ লওঁ বাহুর কঙ্কনে।—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

(২৩) যোগেশ বাবুর সিদ্ধান্ত—'আলগ' এবং 'আলগা' শব্দ সংস্কৃত 'অলগ্ন' শব্দ হইতে জাত। বস্তুতঃ উহা প্রাকৃত 'অলগ্‌গ' শব্দ হইতেই উৎপন্ন। 'অলগ্ন' শব্দের পরিণতিতে 'অলগন' তথা 'আলগন' শব্দ উৎপন্ন হওয়াই সম্ভব এবং বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে। হিন্দী ভাষাতেও প্রাকৃতের অনুরূপ 'অলগ' শব্দ আছে।

(২৪) "আলোনা, লোণ, লোনা" প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত 'অলবণ' ও 'লবণ' শব্দ হইতে বাঙ্গালায় আসে নাই। প্রাকৃত-সাহিত্যে 'অলোণ', লোণ' শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। ইহা হইতেই বাঙ্গালায় "আলোনা, লোণ ও লোনা" শব্দ জাত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

(২৫) "আহীর" শব্দটি প্রাকৃত। সংস্কৃত 'আভীর' হইতে বাঙ্গালায় 'আহীর' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বলা অনাবশ্যক।

(২৬) "উকি" শব্দ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"উকি ('ওঠা)... ধ্য, (স° হিক্কা)। হেচকি।" এ সম্বন্ধে আমাদের মত অন্যরূপ। প্রাকৃতে "ওক্কিঅ" বলিয়া একটি শব্দ আছে; উহার অর্থ বান্ত, বমি করা। এই বান্ত এবং 'বান্তকালীন শব্দ' অর্থে 'ওক' শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত। প্রাকৃত 'ওক্কিঅ' শব্দের পরিণতিতে পূর্ব্ববঙ্গে 'ওক' শব্দ যে যে অর্থে প্রচলিত, ওক্কিঅ=ওকি=উকি শব্দও পশ্চিমবঙ্গে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ 'হিক্কা' বা 'হেচকি' নহে, বমি বা বমিকালীন শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে "ওক উঠা" শব্দের অর্থ বমি ওঠা। বঙ্গের সমস্ত জায়গার খবর অবশ্য আমরা জানি না। 'হিক্কা' অর্থে 'উকি' শব্দের ব্যবহার কোথাও থাকিলে উহা যে বান্তকালীন শব্দের ভ্রান্ত সাদৃশ্যে প্রচলিত হইয়া থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(২৭) বাঙ্গালা 'উবাড়' ধাতু প্রাকৃত 'উগ্ঘাড়' ধাতু হইতেই জাত। সংস্কৃত 'উৎঘাটি' ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

(২৮) 'উচ্ছব' শব্দ সংস্কৃত 'উৎসব' শব্দ হইতে আসে নাই এবং উহা গ্রাম্যও নহে। সেতুবন্ধ নামক প্রাকৃত মহাকাব্যে শব্দটি পাওয়া গিয়াছে, ইহা শিষ্টপ্রাকৃত। যথা,—

মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্ ॥—কাব্যাদর্শ।

(২৯) বাঙ্গালা "উঠ" ধাতুর মূলে প্রাকৃত "উট্ঠ" ধাতু বর্ত্তমান। ইহার সহিত সংস্কৃত 'উৎ-স্থা' ধাতু বা 'উত্থান' শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই।

(৩০) "উড়নী" শব্দের মূল প্রাকৃত "ওড্ঢণ"; অর্থ—উত্তরীয়। ইহা হইতেই হিন্দী ওঢ়না, ওঢ়নী; ও° ওঢ়ণা; বাঙ্গালা ওড়না ও উড়নী শব্দ জাত হইয়াছে। সংস্কৃত "(আ)বরণ শব্দ স্বচ্ছন্দে ওরণ, ওড়ণ, ওড়না হইতে পারে" না।

(৩১) "উড়ি" শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা হয় নাই। উহা প্রাকৃত 'উড়িদ' শব্দ হইতে আসিয়াছে।

(৩২) "স° উৎ-লুট, লুঠ বা লুণ্ঠ ধাতু" হইতে বাঙ্গালা 'উলট' ধাতুর জন্ম কল্পনা করিবার আবশ্যক মোটেই নাই। উহা প্রাকৃত "উল্লট্ট" ধাতু হইতে আসাই সহজ। উলট ধাতুর "প্রাচীন রূপ উলুটা" বলা হইয়াছে। ইহার একটি সুপ্রাচীন দৃষ্টান্ত দিলে 'উলুটা' ধাতুর প্রাচীনত্ব বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারিতাম। প্রাচীন এবং পদাবলীসাহিত্যে আমরা এ পর্য্যন্ত 'উলট' ধাতুর প্রয়োগই লক্ষ্য করিয়াছি।

(৩৩) এগার, বার, তের, চৌদ্দ, পনর প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে প্রাকৃত এগারহ, বারহ, তেরহ, চউদ্দহ, পন্নরহ প্রভৃতি শব্দ হইতে জাত। ইহাতে সংস্কৃতের কোন সংস্রবই নাই।

(৩৪) "এবে" শব্দ প্রাকৃত 'এবহিং' শব্দের পরিণতি। উহার অর্থ 'ইদানীং'; 'অদ্যাপি' নহে। যথা—

দাণিং এন্‌হিং এত্তহে এ ব হিং ইদাণীমঃ।—প্রাকৃতলক্ষণ।

মরাঠী এবহাঁ, প্রাচীন বাঙ্গালায় এবেঁ।

(৩৫) "ওথা" শব্দ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"ওথা...ব্য. (স° তত্র)।" এই অর্থ আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হইল না। সংস্কৃতে আমরা যে স্থলে 'তত্র' শব্দ ব্যবহার করি, বাঙ্গালায় সেই স্থলে 'তথা' শব্দের ব্যবহার হয়। সেইরূপ সংস্কৃতে যেখানে 'অমুত্র', 'অমুষ্মিন্' শব্দের প্রয়োগ হইবে, বাঙ্গালায় তথায় 'ওথা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; উহা সংস্কৃত অদস্ শব্দজাত, তদ্‌শব্দজাত নহে।

(৩৬) "কই" শব্দ সংস্কৃত ক, কহি শব্দ হইতে জাত নহে। উহার মূলে প্রাকৃত 'কহিং' শব্দ বর্ত্তমান। চর্য্যাপদে ইহার পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস।

বলা বাহুল্য, এই 'কহিঁ' শব্দ প্রাকৃত 'কহিং' শব্দেরই অনুরূপ এবং কহিঁ=কহি=কই, ইহা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে।

(৩৭) "কড়াই, কড়া" এই শব্দ দুইটি সংস্কৃত 'কটাহ' শব্দ হইতে জাত না বলিয়া, প্রাকৃত "কড়াহ" শব্দজ বলিলে খুব সহজ হইত। মৃচ্ছকটিকে—"লোহকড়াহ।"—১ম অ°।

(৩৮) "কনয়" ও "কনয়া" শব্দ দুইটি প্রাচীন সাহিত্যে সুপরিচিত। প্রাকৃত "কণঅ" শব্দ হইতে বাঙ্গালায় এই শব্দটি আগত হইয়াছে এবং ইহার অবিকৃত রূপও প্রাচীন বাঙ্গালায় বর্ত্তমান। যথা,—

"ক ণ অ া সদৃশ রাধা তোহ্মার গাঅ।"—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

প্রাকৃত 'কণঅ' শব্দের অ-কার য়-কারে[১] এবং ণকার সংস্কৃত 'কনক' শব্দের আদর্শে ন-কারে পরিণত হইয়াই যে 'কনয়, কনয়া' শব্দ জাত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু ইহা স্বীকার না করিয়া, সংস্কৃত 'কনক' শব্দ হইতেই 'কনয়' শব্দের উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালা শব্দকোষ দেখিয়া যাঁহারা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের শব্দগত ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। আর একটি কথা এই যে, 'কনয়' শব্দ আমরা শব্দকোষে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ইহার প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক আছে। এ স্থলে একটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম,—

ক ন য়-খচিত অবলম্বনদণ্ড।—গোবিন্দদাস।

(৩৯) "কমন" শব্দ সম্বন্ধে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে,—"কমনে...ব্য' (স° কিং

১। কোন প্রাকৃত গ্রন্থে 'কণয়' শব্দও পাওয়া গিয়াছে।

স্থানে)। কোথায়।" সংস্কৃত 'কিং স্থান' হইতে 'কমন' শব্দের উৎপত্তি আমাদের অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া ইহার মৌলিক অর্থ যে "কোথায়", এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। "কোন্" এবং "কি" অর্থে প্রাকৃতে "কমণ" শব্দের প্রয়োগ আছে। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও উক্ত অর্থে অবিকল এই শব্দটি পাওয়া যায়। যথা,—

"ইহার মরণ হএ ক ম ণ উপাএ।"—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

সুতরাং "কমণ" শব্দের মৌলিক অর্থে যে "কি" এবং প্রাকৃত "কমণ" শব্দ হইতেই যে ইহা আগত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। 'কোথায়' অর্থেও অধুনা 'কমন' শব্দের ব্যবহার আছে; কিন্তু ইহা ঐ শব্দটির গৌণ অর্থ (Secondary meaning)। কম্‌নে যাও—কোথাও যাও।

(৪০) "ঘুম" শব্দ অপ্রাচীন বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহার বিপরীত প্রমাণ পাইয়াছি। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল,—

ঘু ম ই ন চেবই সপরবিভাগা।—চর্য্যাপদ।
তবে কেহে কাল ঘু ম যাইবোঁ।—কৃষ্ণকীর্ত্তন।
ঘু ম ক আলসে জদি পলটি হোউ পাস।—বিদ্যাপতি।
পালঙ্কে শয়ন ঘু মে অচেতন।— ঐ
আঁখি ঢুলুঢুলু ঘু মে তে আকুল।—চণ্ডীদাস।
লখাই বিপুলা হৈল ঘু মে অচেতন।—পদ্মাপুরাণ, (বংশীদাস)।

ইহা ছাড়া প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যে ইহার আরও অনেক প্রয়োগ আছে।

'ঘুম' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও এ পর্য্যন্ত ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি নাই। কিন্তু চর্য্যাপদে অপরাপর প্রাকৃত রূপের মত ইহার "ঘুমই" রূপ দেখিয়া আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, উক্ত শব্দটি প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় আসিলেও আসিতে পারে। তবে যত দিন না ঐ শব্দটি প্রাকৃত-সাহিত্যে বা কোষগ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে, তত দিন নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যাইবে না।

বাঙ্গালা শব্দকোষের ১ম খণ্ডের খানিকটা মাত্র এ পর্য্যন্ত আমরা দেখিবার অবসর পাইয়াছি। তাহার মধ্যে যে কয়টি বিষয় আমাদের নিকট ভুল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা সে সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। শব্দকোষের এই সামান্য অংশ পাঠ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, সংস্কৃতের দিক্ দিয়া বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন নাই। বঙ্গভাষায় যে সংস্কৃত শব্দ বহু পরিমাণে প্রচলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃতি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী। সুতরাং যে সকল শব্দ প্রাকৃত ভাষা

হইতে আগত বা উৎপন্ন, সে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃতের ভিতর দিয়া করা ঠিক নহে। তা ছাড়া আমরা এত দিন যে সকল শব্দকে খাঁটি সংস্কৃত বলিয়া জানিতাম, এখন দেখিতেছি যে, তাহাদের অনেকগুলিই তৎসম। সময় ও সুযোগ হইলে শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং লিখন-প্রণালী*

বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সাত কোটী, এবং এই সাত কোটী অধিবাসীর সাধারণ নাম বাঙ্গালী। বর্ত্তমান সময়, কয়েকটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সমবায়ে বাঙ্গালী জাতি গঠিত। তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুইটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই প্রধান। আমার বিশ্বাস, কোন্ ধর্ম্মের নামে কোন জাতির নামকরণ হয় নাই। মাতৃভাষা, এবং মাতৃভূমির নামানুসারেই জাতির নামকরণ হইয়া থাকে। যাঁহারা কেবল হিন্দুকে বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, এবং মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান প্রভৃতিকে বাদ দেন, আমার মতে তাঁহারা ভ্রান্ত। কারণ, বঙ্গদেশে 'বাঙ্গালী' নামে কোন ধর্ম্ম নাই। বাঙ্গালার হিন্দু-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের নাম 'আর্য্য-ধর্ম্ম' এবং মুসলমান-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের নাম 'ইসলাম-ধর্ম্ম'। বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ নাম যেমন বাঙ্গালী, সেই প্রকার মান্দ্রাজের হিন্দু-মুসলমান মান্দ্রাজী, গুজরাতের হিন্দু-মুসলমান গুজরাতী, বেহারের হিন্দু-মুসলমান বেহারী, পঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান পাঞ্জাবী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বাঙ্গালার ন্যায় ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশেই হিন্দু-সম্প্রদায় বাস করেন। বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া, হিন্দু-সম্পাদিত সংবাদপত্রাদিতে, কেবল হিন্দুদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করার ফলে, "ক্যাল্‌কেশিয়ান" (কলিকাতাবাসী) মুসলমানেরা হিন্দুমাত্রকেই বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং ক্রমে সুদূর পল্লীগ্রামেও এই সংক্রামকতা প্রবেশ করিতেছে। ইহা যে অমঙ্গলের চিহ্ন, সে কথা বলাই বাহুল্য। ক্রমে হয় ত ইহা এক প্রকাণ্ড বিষ-বৃক্ষের সৃষ্টি করিবে—হিন্দু মুসলমানের মিলনে অন্তরায় ঘটাইবে।

যে সকল মুসলমান, বাঙ্গালা দেশের মুসলমান অধিবাসীদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আরবের মুসলমানদিগকে 'আরবী', পারস্যের মুসলমানদিগকে 'পার্শী' এবং আফ্‌গানের মুসলমানদিগকে 'আফ্‌গানী' বলা হয় কেন? আমাদের এই প্রশ্নের কি কোন সদুত্তর তাঁহারা দিতে পারেন? যে কারণে আরবের, পারস্যের অথবা আফ্‌গানের মুসলমানদিগকে 'আরবী', 'পার্শী' ও 'আফ্‌গানী' বলিয়া উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না, সেই কারণে বাঙ্গালার মুসলমানদিগকেও 'বাঙ্গালী' বলিয়া উল্লেখ করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না কেন?

কিন্তু বঙ্গদেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসিবৃন্দের বাঙ্গালী নাম

---

* যত দিন ইহা অপেক্ষা কোন উত্তম প্রণালী আবিষ্কৃত না হয়, তত দিন বঙ্গসাহিত্যে এই প্রণালীরই প্রচলন বাঞ্ছনীয়।

সার্থক করিতে হইলে, সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগকে 'বাঙ্গালী'র যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ বাঙ্গালা সাহিত্য—তথা বাঙ্গালী সাহিত্যকে এরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহার ফলে, ঐ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব ও শ্লাঘা অনুভব করিতে পারেন।

'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য-সভা। ইহা কেবল হিন্দুরও নহে, এবং কেবল মুসলমানেরও নহে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি বঙ্গভাষাভাষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এখানে সমান অধিকার। এক কথায় ইহাই বলা উচিত যে, এই "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির" বাঙ্গালীমাত্রেরই মহাতীর্থ। মধ্যে মধ্যে এই তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই অবশ্য-কর্ত্তব্য-কার্য্যমধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। এ জাতি সকল প্রকার অত্যাচারই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ, ধর্ম্মের নিন্দা সহ্য করিতে অক্ষম। পরন্তু বাঙ্গালা দেশে ইহাই একমাত্র স্থান, যে স্থানে একে অপরের ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ ও ধর্ম্মের নিন্দা করিতে বিধি অনুসারে অক্ষম। কেবল তাহাই নহে, এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুশাসন মান্য করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রাদির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমাধার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা ও চর্চ্চা করিতে সক্ষম। অতএব এরূপ মহাসুযোগ ত্যাগ করা হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কোনক্রমেই উচিত নহে।

হিন্দুর সংস্কৃত, মুসলমানের আরবী ও পার্শী-উর্দ্দু, এবং খৃষ্টিয়ানের ইংরাজী, ল্যাটীন ও হিব্রু ধর্ম্মভাষা। কিন্তু ঐ সকল ভাষা, এ দেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কথিত ভাষা নহে। এ দেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কথিত ভাষা বাঙ্গালা। সুতরাং ঐ সকল ভাষার লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি যত দিন পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অনূদিত ও বঙ্গাক্ষরে আমূল উদ্ধৃত হইয়া প্রকাশিত না হইবে, তত দিন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও উন্নতি লাভ একপ্রকার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, এবং তত দিন সম্পূর্ণরূপে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিলাভ ঘটিবে না। সুখের বিষয়, হিন্দু-ভ্রাতারা পূর্ব্ব হইতেই এই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থাদির বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আমূল উদ্ধৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং এই কার্য্যে তাঁহারা অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছেন। কিন্তু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানেরা এই কার্য্যে এখনও তত মনোযোগী হয়েন নাই।

খৃষ্টিয়ান ভ্রাতারা, ইংরাজী, ল্যাটিন ও হিব্রুভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তিকা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমার মনে হয়, তাহা যথেষ্ট নহে। মুসলমানেরা, আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় যে সমস্ত পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা অনেক অধিক হইলেও, ঐ সকল গ্রন্থ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় লিখিত নহে বলিয়া, শিক্ষিত হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান ভ্রাতারা তাহার কোনই

খবর রাখেন না, এবং আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদিগের নিকটও তাহার কদর কম। বঙ্গদেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লিখিত ভাষা যে একপ্রকার হওয়া উচিত, বোধ হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। যত দিন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের লিখিতভাষা একপ্রকার না হইবে, তত দিন পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হইবে না,—তত দিন পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবের বৃদ্ধি হইবে না। আবশ্যক হইলে সকল ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার হইতে নূতন নূতন শব্দ গ্রহণ করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে। কেবল সংস্কৃতভাষার শব্দ অথবা কেবল আরবী, পার্শী ভাষার শব্দ বঙ্গভাষার নামে চালাইলে চলিবে না, এবং 'যাহা চলিয়াছে, কেবল তাহাই চালাও' বলিলেও চলিবে না।

বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজে এক দল লোক আছেন, তাঁহারা আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুভাষায় লিখিত ইসলামীয় ধর্ম্মগ্রন্থগুলির বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় (সম্পূর্ণ অথবা আংশিক) অনুবাদ করা বা হওয়া পছন্দ করেন না। তাই তাঁহারা 'মুসলমানী বাঙ্গালার' পক্ষপাতী।* এ দলের যুক্তি এই যে, "মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের ভাষা আরবী, এবং তাঁহাদের দৈনিক ধর্ম্মকার্য্য উপাসনাদি কোরাণের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। পরন্তু আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুভাষার বর্ণমালার মধ্যে এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, যাহার উচ্চারণ অতি কঠিন। পার্শী ও উর্দ্দুভাষার বর্ণমালাগুলি, আরবী ভাষার বর্ণমালার অনুরূপ। তাই আরবী ভাষার শব্দ, পার্শী-উর্দ্দু বর্ণমালার সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোন ব্যাঘাত জন্মে না। মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল পুস্তক রচনা করা হয়, তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আরবী, পার্শী ও উর্দ্দু অক্ষর ব্যবহার করিবার সুযোগ ঘটে। কিন্তু বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার ও তাহার বর্ণমালার সাহায্যে, মুসলমানী ধর্ম্মগ্রন্থাদি অনুবাদ, এবং উদ্ধৃত করিতে হইলে, মূলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। কারণ, আরবী বর্ণমালার মধ্যে এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, যাহার উচ্চারণ বাঙ্গালা বর্ণমালার কোন অক্ষরের দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। আবার উচ্চারণ ঠিক না হইলে অর্থের পার্থক্য উপস্থিত হয়। সুতরাং বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে আরবী, পার্শী ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের মূল ও অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।"

আমার মনে হয়, যদি বাঙ্গালা বর্ণমালার মধ্যে দুই চারিটি অক্ষরের রূপান্তর উপস্থিত করতঃ কয়েকটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে উপরোক্ত দলের আপত্তি খণ্ডন হইতে পারে, এবং পরিষদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আরবী বর্ণমালার দিকে লক্ষ্য করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, মোট ত্রিশটি অক্ষর আরবী বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। পার্শী ও উর্দ্দু বর্ণমালার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; এতদুভয়ের অক্ষরের সংখ্যা প্রত্যেকটিতে ৩৮টি। বাঙ্গালা বর্ণমালার মধ্যে মোট অক্ষরসংখ্যা ৪৬টি। সুধীবৃন্দের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর অক্ষরগুলি পর পর সন্নিবেশিত করিলাম।

* 'মুসলমানী বাঙ্গালা' ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলিতে প্রায় দশ, কি বার আনা রকম শব্দ আরবী ও পার্শী।

আরবী-বর্ণমালা

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه لا ء ي

পার্শী-উর্দ্দূ-বর্ণমালা

ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ ذ ر ڑ ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک
گ ل م ن و ه لا ء ي ے

এইবার আমরা বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার কোন্ কোন্ অক্ষরের সাহায্যে, আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূ বর্ণমালার কোন্ কোন্ অক্ষর লেখা যাইতে পারে, এবং তাহা যথাযথভাবে উচ্চারিত হইবে কি না, নিম্নে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আরবীর 'আলেফ' ও পার্শী-উর্দ্দূর 'আলেফ' বঙ্গভাষার বর্ণমালার 'আ'র সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোন পার্থক্য ঘটিবে না। আরবীর 'বে' ও পার্শী উর্দ্দূর 'বে' বাঙ্গালার 'ব'র সাহায্যে লিখিলে কোনপ্রকার অসুবিধার কারণ নাই। আরবী বর্ণমালার মধ্যে 'পে' ও 'টে' অক্ষর নাই; পার্শী-উর্দ্দূ বর্ণমালায় ঐ দুইটি অক্ষর দেখা যায়। সুতরাং বাঙ্গালার 'প'র সাহায্যে 'পে' ও 'ট'র সাহায্যে 'টে' লিখিলে কোনই ক্ষতি নাই। আরবীর ও পার্শী-উর্দ্দূর 'তে' অক্ষর, বাঙ্গালার 'ত'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'সে' অক্ষর বাঙ্গালার 'স'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হইবে না; সে কারণ আমার মনে হয়, বাঙ্গালার 'স'এর নিম্নে 'স়' ছোট ড্যাস দিয়া একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'জিম' বাঙ্গালার 'জ'র সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোনই ত্রুটি হইবে না। আরবীতে 'চে' অক্ষর নাই, পার্শী-উর্দ্দূতে আছে; সুতরাং উহা বাঙ্গালার 'চ' অক্ষরের সাহায্যে লেখার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'হে' (বড় 'হে') বাঙ্গালার 'হ'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'খে' বাঙ্গালার 'খ'র সাহায্যে লিখিলে ঠিক হয়।

আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'দাল্' বাঙ্গালার 'দ'র সাহায্যে লেখার পদ্ধতি প্রচলন হওয়া উচিত। আরবীতে 'ডাল্' অক্ষর নাই, পার্শী-উর্দ্দূর 'ডাল্' অক্ষর বাঙ্গালার 'ড'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'জাল্' বাঙ্গালার 'জ' দিয়া লেখার ব্যবস্থা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'রে' অক্ষর বাঙ্গালার 'র' অক্ষরের সাহায্যে লেখা হউক। আরবীতে 'ড়ে' অক্ষর নাই। বাঙ্গালার 'ড়' অক্ষরের সাহায্যে পার্শী-উর্দ্দূর 'ড়ে' অক্ষর লিখিলে ঠিক হয়। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'জে' অক্ষর বাঙ্গালার 'জ'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হয় না। সে কারণ 'জ'র নিম্নে একটি বিন্দু 'জ়' দিয়া, একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করতঃ, উক্ত 'জে' অক্ষর লেখার ব্যবস্থা করা হউক। আরবীতে 'ঝে' অক্ষর নাই। পার্শী-উর্দ্দূর 'ঝে' অক্ষর, বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে লিখিতে হইলে, আরও একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন আমার মতে বাঙ্গালা 'জ'

অক্ষরের নিম্নে দুইটি ক্ষুদ্র ড্যাস দিয়া, একটি নূতন অক্ষর-সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'সিন' অক্ষর, বাঙ্গালার 'স' দিয়া লেখা উচিত। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'শিন' বাঙ্গালার 'শ'র সাহায্যে লিখন-পদ্ধতি আছে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'সোয়াদ' বাঙ্গালার 'স'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হইবে না। সে কারণ 'স'র নিম্নে একটি বিন্দু দিয়া "স়" একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'দোওয়াদ' বা 'জোয়াদ' বাঙ্গালার 'দ' বা 'জ' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। কিন্তু যিনি 'দোওয়াদ' উচ্চারণ করিবেন, তাঁহার কোন গোলযোগ না হইলেও, 'জোয়াদ' উচ্চারণ-কারীর পক্ষে বাঙ্গালার 'জ' ব্যবহার ঠিক হইবে না। সে কারণ 'জ'র নিম্নে দুইটি বিন্দু যোগ করিয়া, আর একটি নূতন ( ) অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক।

আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর "তো'এ" অক্ষর বাঙ্গালার 'ত'র সাহায্যে লিখিলে কোন দোষ হয় না। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'জো'এ' লিখিবার জন্য বাঙ্গালার 'জ'র নিম্নে তিনটি বিন্দু দিয়া (জ্) আর একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'আয়েন' বাঙ্গালার 'আ' অক্ষরের নিম্নে একটি বিন্দু (আ়) দিয়া, অপর একটি নূতন অক্ষর সৃষ্টি করতঃ লেখার ব্যবস্থা করা উচিত। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'গায়েন' অক্ষরের জন্য বাঙ্গালার 'গ' অক্ষরের নিম্নে একটি বিন্দু (গ়) দিয়া একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'ফে' অক্ষর বাঙ্গালার 'ফ'র সাহায্যে লেখা যায়। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'ছোট কাফ' বাঙ্গালার 'ক'র সাহায্যে লিখিলে চলিতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'বড় কাফ' অক্ষর লেখার জন্য, বাঙ্গালার 'ক্' অক্ষর ব্যবহার করিলে ঠিক্ হয়। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'লাম', 'মিম', 'নুন' ও 'ওয়াও' অক্ষর বাঙ্গালার 'ল', 'ম', 'ন' ও 'ও' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। কিন্তু 'ওয়াও' কখনও কখনও 'ব'র ন্যায় উচ্চারণ হয়। যখন এই প্রকার ঘটে, তখন বাঙ্গালার শেষ 'ব' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'ছোট হে' বাঙ্গালার 'হ্ব' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর "লা'মালেফ" একমাত্র যুক্ত অক্ষর। সুতরাং এই অক্ষরটি, বাঙ্গালার 'লাম-আলেফ' রূপে লিখিলে ভাল হয়। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'হামজা' ও 'ইয়া' বাঙ্গালার 'হ' ও 'ই' অক্ষরের সাহায্যে লেখা উচিত। হিন্দির ইয়া নামক পার্শী-উর্দ্দুর জীয়া "জ়" অক্ষরের সাহায্যে লিখিলে ভাল হয়।

উল্লিখিত ব্যবস্থানুসারে যদি আরবী ও পার্শী-উর্দ্দু ভাষাকে বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আবশ্যকানুযায়ী উদ্ধৃত করা যায় এবং ঐ ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি আরবী ও পার্শী-উর্দ্দু-ভাষায় লিখিত ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রন্থগুলির বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে না। ভরসা করি, বাঙ্গালার পণ্ডিতমণ্ডলী আমার এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার করিয়া স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

শ্রীনগর*

রাণাঘাটে অবস্থানকালে প্রায়ই শ্রীনগরের কথা শুনিতাম। সরকারী কার্য্য ব্যপদেশে কয়েক বার শ্রীনগর যাইতে হইয়াছিল। প্রথম যখন সেখানে উপস্থিত হই, তখনও বসন্ত ঋতুর অবসান হয় নাই। বর্ষাকালে জঙ্গল সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এ সময়ে এরূপ জঙ্গলপূর্ণ স্থান পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। বাস্তু-ভিটাগুলি কণ্টক-গুল্মে লুপ্তপ্রায়, পথের উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষশাখাগুলি বনজ লতা প্রভৃতির সহিত আবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে স্বাভাবিক তোরণের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবেশ-পথের দক্ষিণ ধারে একটি সুদীর্ঘ পরিখা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন রাজপুরী এই পরিখায় বেষ্টিত ছিল বলিয়া শুনা যায়। পরিখার উভয় পার্শ্ব জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখিলাম, কেবল একটি Kiosque জলটুঙ্গীর কঙ্কাল। ইহারই অপর পার্শ্বে গাজী সাহেবের দর্গা স্থানীয় মুসলমানগণের মধ্যে বিশেষ জাগ্রত স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে অনেকে এখানে মুর্গী জবাই করিয়া "শীর্ণি" দিয়া থাকে। ব্যাঘ্র-ভয় নিবারণার্থও অনেককে গাজী সাহেবের শরণাপন্ন হইতে হয়। স্থানীয় কৃষকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিল যে, গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত জমীদার মহাশয় গাজী সাহেব কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এখানে ব্যাঘ্র শীকার করিতে বিরত হয়েন। তাহারা সরল বিশ্বাসে ইহাই সত্য বলিয়া মনে করে।

গাজী সাহেবের দর্গার উপর তোগ্রা আরবী লিপি-খোদিত একখানি প্রস্তরখণ্ড আছে। বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে কেহই উহা স্থানচ্যুত করে নাই। প্রথমে অত্রস্থ মুসলমান দফাদারের সাহায্যে প্রস্তরখানি উল্টাইয়া দেখিতে পাই যে, উহা কোনও বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠ হইতে সংগৃহীত। গরুড়ের মূর্ত্তি সুন্দররূপে খোদিত রহিয়াছে এবং উহারই শিরোদেশে বিষ্ণুপদের কিয়দংশ এখনও দেখা যাইতেছে। আরবী লিপির একখানি ছাপ উঠাইয়া, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্নতত্ত্ববিশারদ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করি। ছাপ সম্পূর্ণ উঠে নাই বলিয়া তখন লিপিখানির সন্তোষজনক পাঠোদ্ধার হয় নাই। তবে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, এই অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব লিপিখানি প্রাক্-মোগল-যুগের—বঙ্গদেশের কোনও স্বাধীন বাদসাহগণের রাজত্বকালে রক্ষিত। স্থানীয় কিংবদন্তী এইরূপ যে, গাজী সাহেব রাজবাটীর সান্নিধ্যে "আস্তানা" স্থাপন করিয়া লশুন পলাণ্ডু সহযোগে অখাদ্য পাক আরম্ভ করিলে স্থানীয় হিন্দু রাজা তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই নগরটি ধ্বংসাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৺দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বাঙ্গালা ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে দেখিতে পাই যে, নদীয়ার বিখ্যাত সংক্রামক জ্বর বা ম্যালেরিয়ার প্রকোপেই শ্রীনগর

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উৎসন্ন হইয়াছিল। ফকির সন্ন্যাসীর শাপের অপেক্ষা ম্যালেরিয়ার শাপ যে সমধিক ভয়াবহ, তাহা নদীয়াবাসিগণ ভালরূপেই বুঝিয়াছে। নিকটবর্ত্তী পরিখা ও জলাশয় প্রভৃতির অবস্থা পরিদর্শন করিলে ম্যালেরিয়াই এইরূপ ধ্বংসের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। স্থানীয় কোনও প্রাচীন পুথি বা লিপিতে এই জনপদবিধ্বংসী মহামারীর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না; সুতরাং কোন্ বৎসর হইতে শ্রীনগর রাজপরিবারবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অসম্ভব। নগর প্রতিষ্ঠার কাল নির্ণয়ের জন্য আমি প্রথমে আরবী লিপি-খানির উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। বটতলা থানার ইন্সপেক্টর মিঃ এম, হোসেনের সাহায্যে আমি উহার যে আংশিক অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রস্তরফলকটি গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহার রাজত্ব-কালেই উৎকীর্ণ এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্বে উহা কোনও মসজিদে সংলগ্ন ছিল। এক্ষণে নূতন ছাপ আনাইয়া যেটুকু পাঠোদ্ধার হইয়াছে, নিম্নে পাদটীকায় আরবী অক্ষরে তাহা অনুবাদ সহ প্রদত্ত হইল।* ফলকটি যে অন্য কোনও স্থান হইতে আনীত, এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। কারণ, গাজী সাহেবের দরগার নিকট কোনও মস্‌জিদ দেখিতে পাই নাই। কেবল একটি পর্য্যাপ্ত পুষ্প-স্তবক-বিনম্র অশোকতরু স্থানটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিল। নিকটে একটি পাতাল-ঘরের প্রবেশদ্বার দেখিলাম। এ সম্বন্ধে আমাদিগের অনুসন্ধিৎসা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই; কারণ, স্থানটি সর্পাদির আবাস বলিয়া পরিচিত। স্থানীয় লোকেরা বলিল,—রমজানের রোজার সময় গাজী সাহেব এই পাতাল-ঘরে প্রবেশ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ৪০ দিবস ভগবদারাধনায় কালাতিপাত করিতেন। গাজী সাহেবের আবির্ভাব বা তিরোভাব-কাল জানিবার উপায় নাই বটে—কিন্তু শ্রীনগরের প্রাচীনত্ব নিরূপণ দুঃসাধ্য নহে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতং" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা রাঘব "মাদর্ণাখ্যগ্রামে চৈকাং পুরীং চকার" এবং তৎপুত্র রুদ্র রায় "মহুর্ণেতি খ্যাত ইতি গ্রামে পদ্মপুষ্পাণাং বহ্বীঃ শ্রীর্নিবিশ্য শ্রীনগরেতি তস্য সংজ্ঞাং চকার"। উপস্থিত শ্রীনগরে দুইটি মাত্র পুষ্করিণী আছে, তাহার একটিতে এখনও পদ্ম পুষ্প বিকশিত হইয়া থাকে। রাজা রাঘবের পৌত্র রাজা রামচন্দ্রই প্রথমে এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ তৎপূর্ব্বে ইহা নদীয়াধিপতিগণের বিশ্রাম-

---

* قال الله تعالى ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا قال النبي صلى الله عليه وسلم ... ... ابوالمظفر حسين شاه السلطان خلد الله ملكه و سلطانه ... ...

অনুবাদ—পরম শক্তিমান্ ভগবান্ কহিয়াছেন, মস্‌জিদসমূহ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের, ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহারও আরাধনা করিও না। ... ... আমাদিগের ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি—ভগবানের কৃপা তাঁহার প্রতি বর্ষিত হউক ... বলিয়াছেন ... ... আবুল মুজাফর হোসেন শাহ ভগবান্ তাঁহাকে ও তাঁহার দেশ (রাজ্য) ও রাজত্বকে রক্ষা করুন।

নিবাসরূপেই ব্যবহৃত হইত। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থের জর্ম্মণ টীকাকার W. Pertsch ১৮৫২ খৃঃ অব্দের বার্লিন সংস্করণে লিখিয়াছেন যে, রাজা রামচন্দ্র জাহাঙ্গীরের শাসনকর্ত্তা কোনও মুসলমান রাজপুরুষের সাহায্যে পিতৃরাজ্যের কিয়দংশ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনগর অধিকার করেন এবং তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থানে Pertsch-এর অনুবাদ যথাযথ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মূল সংস্কৃতে দেখিতে পাই—"হুগলী-ফৌজদারোঽপি মহাশৌর্য্যাদিনা পরিতোষিতো রামচন্দ্রস্য রামজীবনস্য চ ব্যবসায়ং জাঁহগীরনগরাধিকৃতেন জবনং স্বীয়লিখনেন বিজ্ঞাপ্য তৎস্বাক্ষরাঙ্কিতং রামচন্দ্রস্য রাজ্যাধিকারিত্বসূচকং লিখনমানায্য সমর্পিতরাজ্যং রামচন্দ্রং স্বদেশং প্রস্থাপয়ামাস। ততস্তেন প্রস্থাপিতঃ শ্রীনগরস্থিতরাজধানীমাক্রম্য রাজ্যং শাসিতুং উপচক্রমে।" এই "জাঁহগীরনগরাধিকৃতেন" পংক্তিটি স্মরণ করিয়া "শ্রীনগর" শব্দের টীকায় Pertsch লিখিয়াছেন,—When the (Ram chandra) had obtained from the governor of Jâmhâgira the permission to hold Government over a part of the realm of his father"। ঢাকার পূর্ব্বতন নাম জাহাঙ্গীর নগর; সুতরাং "জাঁহগীরনগরাধিকৃতপ্রধানজবনং" প্রভৃতির দ্বারা ঢাকার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

Pertsch সাহেবের মতে শ্রীনগর হুগলীর উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। বৈদেশিক পণ্ডিতের এরূপ ভ্রম স্বাভাবিক। ৺দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের গ্রন্থে শ্রীনগরের নিকটস্থ গোপালনগর গ্রাম আঢ্য ব্যবসায়িগণের বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। গোপালনগর সেণ্ট্রাল সেক্শান্ ই, বি, এস রেলপথের একটি অনতিক্ষুদ্র ষ্টেশন। এখন যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইলেও পূর্ব্বে ইহা নদীয়া জেলারই অন্তর্গত ছিল। উভয় স্থানের ব্যবধান তিন চারি মাইলের অধিক হইবে না। শ্রীনগরে বঙ্গাক্ষরে খোদিত দুইখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বিদ্বৎসমাজে এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোনও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। এই শিলাখণ্ডদ্বয় পরস্পর সন্নিহিত দুইটি প্রাচীন শিবমন্দিরে সংলগ্ন ছিল। মন্দির দুইটি এখনও বর্ত্তমান। একটিতে এখনও পূজা হইয়া থাকে, অপরটিতে কোনও বিগ্রহাদি নাই। এখন উহা অসংখ্য চর্ম্মচটিকার আবাসস্থান এবং এরূপ জঙ্গলে সমাকীর্ণ যে, উহাতে দিবাভাগেও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু থাকা অসম্ভব নহে। মন্দিরদ্বারে পঁহুছিতে আমাদিগকে দা, কুড়াল প্রভৃতির দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইয়াছিল। মন্দির দুইটি প্রাচীন বঙ্গদেশীয় রীতি অনুসারে নির্ম্মিত। তাৎকালীন স্থপতিগণ বোধ হয়, আমাদিগের সনাতন পর্ণশালার অনুকরণেই মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন। উভয় মন্দিরেই উদ্গত স্তম্ভগুলি (ornamental pilasters) কারুকার্য্য-শোভিত ইষ্টকে বিনির্ম্মিত। অনেকগুলি ইষ্টকে শিব-মন্দিরের চিত্র ও পৌরাণিক মূর্ত্তি প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে; কিন্তু সুখের বিষয়, কোথাও অশ্লীলতার চিহ্নমাত্র নাই। আমরা সাহিত্য-পরিষৎ-চিত্রশালার জন্য যে দুইখানি ইষ্টক আনয়ন করিয়াছি, তাহা পরিত্যক্ত মন্দিরটির ইষ্টকস্তূপ হইতে সংগৃহীত। শুনা যায়, দেবপ্রতিষ্ঠার অল্প কাল পরেই কোনও অনাথা স্ত্রীলোক মন্দি-

রাভ্যন্তরে প্রসব হওয়ায় এখানে আর কখনও পূজার্চ্চনা হয় নাই। এই মন্দিরের শিলা-ফলকটিই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। উহাতে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে মন্দির সংস্থাপনবিষয়ক নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে ;—

"১৫৯৬
শাকে রসগ্রহশরদ্বিজরাজসংখ্যে
সংখ্যাবদম্বুজবিজৃম্ভণভানুবিম্বম্।
শ্রীরাজবল্লভপতী* নিজনির্ম্মিতেস্মি-
ন্নস্তা(স্থা)পয়ৎ পরমবেশ্মনি বিশ্বনাথং॥"

সম্ভবতঃ তক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত শিল্পীর প্রমাদবশতঃ "অস্থাপয়ৎ" স্থানে অস্তাপয়ৎ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় শিলালিপিতে এরূপ রচনা-চাতুর্য্য নাই ; কেবল মাত্র লিখিত আছে,—

"১৫৯৩
শাকে রামাঙ্কবাণেন্দৌ
রাজেন্দুরিহ রাঘবঃ।
রাঘবেশ্বরনামানং
মঠে শিবমতিষ্ঠিপৎ॥"

ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীনগরস্থাপয়িতা রাজা রাঘব প্রায় ২৪৪ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অধুনা-বিলুপ্ত রাজপুরী ও অন্যান্য অট্টালিকাদি সম্ভবতঃ একই সময়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। রাজা রাঘব বোধ হয়, শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি দিঘীনগর বা দিগ্‌নগর† গ্রামে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া সেখানেও একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজা রাঘবই বহু গোপ-অধ্যুষিত রেউই গ্রাম কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। রাঘবের পুত্র রুদ্ররায় অবসর বিনোদনার্থ মধ্যে মধ্যে শ্রীনগরে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা রামচন্দ্রের পূর্ব্বে তথায় রীতিমত রাজধানী সংস্থাপিত হয় নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও বোধ হয়, মধ্যে মধ্যে নৌকাযোগে শ্রীনগরে গমন করিতেন। চূর্ণী নদী হইতে বাচ্‌কুয়ার খাল দিয়া তাৎকালীন নৌকার আড্ডা, নৌকাড়ি বা নোকাড়ি গ্রাম এবং সেখান হইতে মাঝের গ্রামের সন্নিকটস্থ বিল দিয়া শ্রীনগর পর্য্যন্ত জলপথে যাতায়াত চলিত বলিয়া বোধ হয়। ৺কালীময় ঘটকের চরিতাষ্টক গ্রন্থেও এ প্রবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাচ্‌কুয়ার খাল এখন অপ্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী মাত্র।

* বসন্ততিলক ছন্দ, পত্নী লিখিত হইলে পূর্ব্ববর্ণের গুরুত্ব হইবে বলিয়া পতী লিখিত হইয়াছে।

† দিগ্‌নগর রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর লাইট রেলওয়ের একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন। কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় ৫৷৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

আমি "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং" হইতে নদীয়া-রাজগণের যে বংশলতিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—
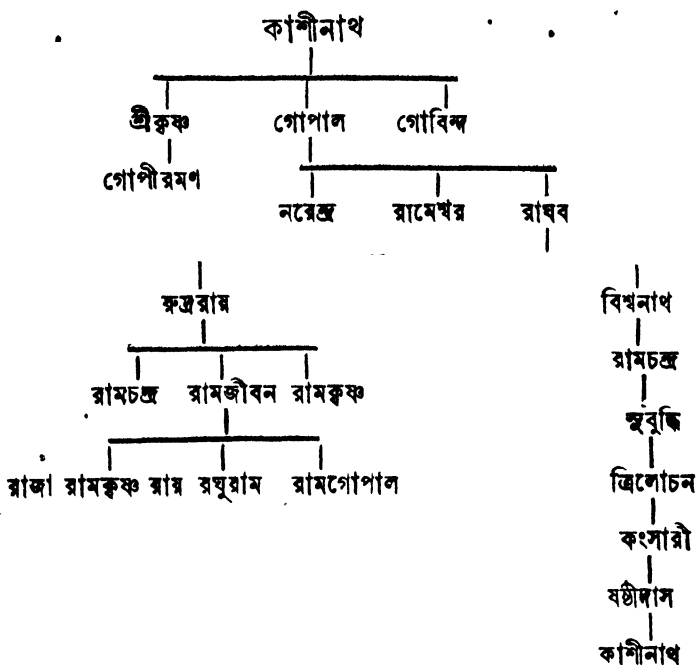
শ্রীনগরের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রাজা রুদ্র ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে আলমগীর বাদসাহের নিকট ফার্ম্মান প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পিতা—শিলালিপি বর্ণিত রাজা রাঘব—মোগল-সম্রাট সাজাহানের সমসাময়িক ছিলেন এবং উক্ত বাদসাহের নিকট হইতে রায়পুর, খারিজুড়ি, আলুইয়া, মূলগড় প্রভৃতি পরগণা প্রাপ্ত হয়েন। রুদ্র ও তাঁহার পৌত্রের রাজত্বকালে শ্রীনগরের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। রাজা গোপাল বা তৎপুত্র রাজা রাঘবের সমসাময়িক, পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক, শিলালিপি-কথিত রাজবল্লভ যে কে ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। পূর্ব্বোক্ত ভগ্ন মন্দিরের পূজারী একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরিত্যক্ত মন্দিরটি "রাজসখা" কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকাশ করেন। রাজার সখাস্থানীয় কোনও অমাত্য বা তৎপত্নী কর্ত্তৃক এরূপ সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে। আমি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মেরুদণ্ড, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের সাহায্যে শিলালিপি দুইটির যে ছাপ লইতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। প্রস্তর-খণ্ড দুইখানি স্থানীয় জমীদারগণের অনুমতিক্রমে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় আমার নিকট শ্রীনগরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তথায় শুভাগমন করেন। ইহার পূর্ব্বে মন্দির-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেও আমি ছাপ লইবার অবসর পাই নাই। শ্রীনগর সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ

অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কথিত আছে যে, রুদ্ররায় তাঁহার রাজপুরীর সন্নিধানে কয়েক লক্ষ টাকা গুপ্তভাবে রাখিয়া দেন এবং ধনাধ্যক্ষকে শপথ করাইয়া লয়েন যে, রাজপরিবারবর্গের বিশেষ বিপদ্ উপস্থিত না হইলে তিনি এই গুপ্তধনের কথা ব্যক্ত করিবেন না। ধনাধ্যক্ষ এই সত্যভঙ্গ করিতে অস্বীকার করায় রুদ্রের কোনও পুত্র—সম্ভবতঃ রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহাকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করেন যে, তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। রুদ্রের পুত্রগণ এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা এই লুক্কায়িত ধন বাহির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই সফলমনোরথ হয়েন নাই। বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহ মহারাজ সতীশচন্দ্রের রাজত্বকালে কোনও এক ব্যক্তি এই গুপ্ত ধনের সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া জনরব হয়, কিন্তু মহারাজা উহাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই। শ্রীনগরের বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সুবৃহৎ গ্রাম-বেষ্টনীর মধ্যে ১২।১৩ ঘরের অধিক লোকের বাস নাই। ২ঘর ব্রাহ্মণ, ২।৩ ঘর শূদ্র ও ৮।৯ ঘর মুসলমান। মুসলমানেরা গাজীর দরগার নিকটেই বাস করে। পূর্ব্বে পটুয়া, কাংস্যকার প্রভৃতি শিল্পিগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পল্লী নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন উহার নিদর্শন মাত্র পাওয়া যায় না। রাত্রিতে বাঘের উপদ্রবে লোকে ঘরের বাহির হইতে সাহসী হয় না। সন্ধ্যার পর গোবৎসাদি ফিরিয়া না আসিলে উহা আর পরদিবস খুঁজিয়া পাইবার ভরসা থাকে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার ডাকাইতের উপদ্রব হওয়ায় জনসংখ্যা আরও হ্রাস হইয়া গিয়াছে। সম্পন্ন গৃহস্থগণ আর কেহই এ স্থানে বাস করেন না। শুনিয়াছি, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীনগরের উন্নতি-কল্পে মাঝেরগ্রাম পর্য্যন্ত আগমন করেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রমুখাৎ গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থার কথা অবগত হইয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হয়েন নাই। রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ পালচৌধুরী জমীদারগণ নদীয়ার মহারাজা বাহাদুরের নিকট এই গ্রাম পত্তনী গ্রহণ করেন। তাঁহাদেরই কোনও আত্মীয় দরপত্তনীদাররূপে এখন শ্রীনগরের দখলীকার আছেন। শুনিতে পাই, মন্দির দুইটি নাকি এখনও মহারাজা বাহাদুরেরই খাসদখলে আছে। এই প্রাচীন কীর্ত্তির সংস্কার হওয়া বড়ই প্রয়োজনীয়। অল্প দিন হইল, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট চাকদহের এইরূপ একটি প্রাচীন মন্দির সংরক্ষিত সৌধরূপে পরিগণিত করিয়া জীর্ণসংস্কারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আপনাদের ধৈর্য্যগুণের আর অধিক পরীক্ষা করা উচিত নহে। শ্রীনগরের শ্রী বহুদিন বিলুপ্ত হইয়াছে। উহার আধুনিক প্রসিদ্ধি অধিবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নহে—কেবল হিংস্র ব্যাঘ্রের আবাসভূমি বলিয়া। Kiplingএর Jungle Bookএর নায়ক মৌগ্লীর পিতৃপরিত্যক্ত গ্রামের বাস্তভিটাগুলির ন্যায় জনহীনপ্রায় শ্রীনগরের বাস্তগুলিও নিবিড় জঙ্গল-সমাবৃত। বোধ হয়, প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের তিক্তাস্বাদ স্মরণ করাইবার জন্যই—

Karela—the wild Karela
grows over them all.

শ্রীগুরুদাস সরকার

দশম স্বতঃসিদ্ধ*

"ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে, আধুনিক জ্যামিতিকারগণ, ইউ-ক্লিডের পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধের সহিত আরও নূতন পাঁচটি যোগ করিয়া, তৎসঙ্গে ৪র্থ ও ৫ম স্বীকার্য্য সম্মিলন পূর্ব্বক স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা দ্বাদশটিতে পরিণত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম নয়টি (ইউক্লিডের পাঁচটি ও আধুনিক চারিটি) "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধেই বিবৃত হইয়াছে। একাদশ ও দ্বাদশ স্বতঃসিদ্ধ ইউক্লিডের স্বীকার্য্য হইতে গৃহীত। সুতরাং ইহারা অপরাপর স্বীকার্য্যের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে বিবৃত হইবে। অবশিষ্ট দশম স্বতঃসিদ্ধটি প্রথম স্বীকার্য্যের সহিত বিশেষরূপে ঘনিষ্ঠভাবে বিধায় উহার অব্যবহিত পরেই সন্নিবেশিত হইল। স্বতঃসিদ্ধটি এই,—

দুইটি সরল রেখা দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টিত হইতে পারে না। রেখা দ্বারা মাত্র তলই পরিবেষ্টিত হইতে পারে। সুতরাং স্থানের পরিবর্ত্তে তল শব্দ ব্যবহার করাই সঙ্গত। তদ-বস্থায় স্বতঃসিদ্ধটি এই হইবে ;—

দুইটি সরল রেখা দ্বারা কোন তলের অংশ পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।

ইউক্লিডের জ্যামিতির একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রতিজ্ঞায় দেখান হইয়াছে যে, দুইটি সম-তল অবচ্ছিন্ন হইলে, তাহাদের অবচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দুর যোজক সরল রেখা উক্ত সমতলদ্বয়ের যে কোনটিতেই অবস্থিতি করিবে। কিন্তু দশম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে উক্ত বিন্দু-দ্বয়ের যোজক সরল রেখার সংখ্যা দুইটি হওয়া অসম্ভব (প্রচলিত সংস্করণ)। অতএব উক্ত অবচ্ছেদ রেখাই সরল রেখা।

এখানে উক্ত রেখাদ্বয় দ্বারা স্থান পরিবেষ্টিত হওয়ার কথা জ্যামিতিতে উল্লিখিত থাকিলেও কার্য্যতঃ তদ্রূপ কোন প্রকারের স্থানের আভাষ পাওয়া যায় না। কারণ, চিত্রে উক্ত দুইটি সমতল ব্যতীত অপর কোন তলই নাই ; অথচ রেখা দ্বারা তল ব্যতীত অপর কোন স্থানও পরিবেষ্টিত হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় এই প্রতিজ্ঞায় দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ কিরূপে সম্ভবে ?

দুইটি রেখা দ্বারা কোন স্থান অর্থাৎ তলাংশ পরিবেষ্টিত হইলে, তাহাদের উভয় প্রান্ত নিশ্চয়ই সংযুক্ত থাকিবে। যে দুইটি রেখা কোন তলাংশ পরিবেষ্টন করে না, তাহারা উভয় প্রান্তে সংযুক্তও হইতে পারে না। পুনশ্চ উক্ত তৃতীয় প্রতিজ্ঞায় দেখিতেছি, যদিও চিত্রস্থিত রেখাদ্বয় দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টন দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপি উহারা উভয় প্রান্তে সংযুক্ত আছে এবং ইহার উপরই নির্ভর করিয়া দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব দুইটি

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বাঁকীপুর, ১০ম অধিবেশনে পঠিত।

সরল রেখার উভয় প্রান্তে সংযোগে অসমর্থতা প্রকাশই দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাহা হইলে স্বতঃসিদ্ধটি এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে ;—

যে কোন দুইটি সরল রেখা উভয় প্রান্তে সংযুক্ত থাকিতে পারে না।

সাধারণতঃ "একটি রেখা তাহার প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে আছে," এইরূপ বলা হয়। অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধটিকে এরূপভাবে লিখা যাইতে পারে ;—

যে কোন দুই বিন্দুর মধ্যে দুইটি সরল রেখা থাকিতে পারে না।

"ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে,—"রেখার প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের যে কোনটিকে আরম্ভ ও সমাপ্তি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।" অতএব স্বতঃসিদ্ধটিকে নিম্নলিখিত-রূপে আরও পরিবর্ত্তিত করা যায় ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত দুইটি সরল রেখা টানা যায় না।

দুইটি টানা না গেলেই পাঁচটি, সাতটি অথবা দশটি টানা যাইবে না। অতএব স্বতঃসিদ্ধটি এই হইবে ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে পারে না।

আমি একটি পাখী দেখিতেছি, মাঝে একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল। আর পাখীটি দেখা গেল না। কারণ, পাখী হইতে যে পথে দৃষ্টি আসিতেছিল, সে পথে বাধা পড়িল। তবেই একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অপর একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত দৃষ্টি আসিবার মাত্র একটি পথ। ইহা দশম স্বতঃসিদ্ধের ব্যবহারিক প্রমাণ। "ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, দৃষ্টিপথ দ্বারাই সরল রেখার জ্ঞানের উৎপত্তি। এখন দেখিতেছি, এক স্থান হইতে অপর স্থান পর্য্যন্ত দৃষ্টির পথ মাত্র একটি। অতএব সরল রেখার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দশম স্বতঃসিদ্ধের অভিজ্ঞতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই স্বতঃসিদ্ধটিকে যে আকারে পরিণত করা হইল, তদ্দ্বারা সরল রেখার ধর্ম্মই প্রকাশ পায়। সরল রেখার জ্ঞানের সঙ্গে এই ধর্ম্মের উপলব্ধি হওয়ায় অর্থাৎ সরল রেখার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া যুক্তি দেওয়ার পূর্ব্বেই দশম স্বতঃ-সিদ্ধের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ নামে কথিত হইয়াছে।

ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্যটি এই ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানা যাইতে পারে।

"এক" শব্দ সাধারণতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা ;—(১) একটি টাকা দেও অর্থাৎ দুই, কি ততোধিক নহে। (২) একটি পথ হইবেই। এখানে দুই, কি ততোধিক পথ হইবে না, এরূপ কথা প্রকাশ করে না। শব্দ মাত্রই এক অর্থে ব্যবহার করা সঙ্গত। এমতাবস্থায় গণিতশাস্ত্রে "এক" শব্দের সংখ্যাবাচক অর্থ রাখাই উচিত। তাহা হইলে প্রথম স্বীকার্য্য অনুসারেই এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে পারে না।

অর্থাৎ প্রথম স্বীকার্য্য দ্বারাই দশম স্বতঃসিদ্ধের কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। অবশ্য আমি গ্রীক-ভাষা জানি না। সুতরাং ইউক্লিড তাঁহার নিজের ভাষায় প্রথম স্বীকার্য্যকে যে আকারে লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ কি এবং তাহাই উক্ত স্বতঃসিদ্ধটি অনুল্লেখ রাখিবার কারণ কি না, তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালায় স্বীকার্য্যটি যে আকারে পাইয়াছি, তাহারই অর্থ করা গেল।

ভাষার জটিলতা দূর করিবার নিমিত্ত এক শব্দের পূর্ব্বে মাত্র শব্দ রাখিয়া দশম স্বতঃসিদ্ধকে অন্তর্নিহিত করতঃ প্রথম স্বীকার্য্যের নিম্নলিখিত আকার প্রদত্ত হইল ;—

"যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত মাত্র একটি সরল রেখা টানা যাইতে পারে।"

ইউক্লিড সরল রেখার এই সংজ্ঞা দিয়াছেন ;—

যে রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকে সরল রেখা বলে।

সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিন্দুগুলিই যখন পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিত, তখন কাজে কাজেই তাহার অংশস্থিত বিন্দুগুলিও, উক্ত সমস্ত বিন্দুর অভ্যন্তরে অবস্থিত কতকগুলি বিন্দু হওয়ায়, পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিত। অতএব সরল রেখার অংশও সরল রেখা।

আমরা "ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে সরল রেখার উক্ত সংজ্ঞাকে সংজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করি নাই। অতএব—

যে কোন সরল রেখার অংশও সরল রেখা

এই একটি অতিরিক্ত অপ্রমাণিত সত্য হইয়া পড়িল।

ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সরল রেখাকে সীমাবদ্ধ আকারে দেখা যায়। কিন্তু বিশ্লেষক জ্যামিতিতে (Analytical Geometry) ইহার আকৃতি অসীম। অর্থাৎ ইউক্লিডের জ্যামিতিতে যাহা সরল রেখা নামে কথিত, বিশ্লেষক জ্যামিতি অনুসারে তাহা সরল রেখার অংশ মাত্র।

ইউক্লিড দ্বিতীয় স্বীকার্য্যে সরল রেখাকে উভয় পার্শ্বে যথেচ্ছা বৃদ্ধি করিবার সমর্থতা স্বীকার করিয়াছেন। এতদবস্থায় আমরা পূর্ব্ব হইতেই একটি অসীম সরল রেখার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, যে সরল রেখা বর্দ্ধিত করিতে হইবে, তাহাকে উক্ত অসীম সরল রেখার অংশ মাত্র ধরিলে দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের কোন আবশ্যকতা থাকে না। অধিকন্তু সরল রেখার সংজ্ঞা অস্বীকার করার দরুণ যে অতিরিক্ত সত্যটি হইয়া পড়িল, তাহাও বাদ দেওয়া চলে।

তাহা হইলে প্রথম স্বীকার্য্যটি এইরূপ দাঁড়াইবে—

যে কোন দুই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি সরল রেখা অতিক্রম করে।

এক্ষণে আর দশম স্বতঃসিদ্ধের স্বাতন্ত্র্য রহিল না। তবে নবগঠিত স্বীকার্য্যের অন্তর্নিহিত

উক্ত স্বতঃসিদ্ধের ভাবপ্রকাশক "দুই বিন্দু দিয়া একাধিক সরল রেখার অতিক্রমণে অসমর্থতা" বিশ্লেষণ করিয়া সরলত্ব ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা অবগত হইতে পারা যায়, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইউক্লিড সরল রেখার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা সংজ্ঞা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ উক্ত সংজ্ঞা দ্বারা প্রমাণেরও কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। প্রমাণ সময়ে বিশেষত্ব উপস্থিত করিতে না পারিলে, "সরল" শব্দ প্রয়োগই নিষ্প্রয়োজন। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে, এরূপ কতকগুলি সত্য জ্যামিতির অঙ্গীভূত আছে যে, উহা সরল রেখার বিশেষত্ব জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত যথাসময়ে প্রমাণ-কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। অবশ্য এতাদৃশ দ্বিবিধ সত্য জ্যামিতির মূলভাগে উল্লিখিতও আছে। ইহারা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য। ইহাদের মধ্যে দশম স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্বীকার্য্যে "সরল রেখা" শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্মধ্যে দশম স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য প্রথম স্বীকার্য্যের অন্তর্নিহিত হইল। অতএব প্রথম ও পঞ্চম স্বীকার্য্যই অবশিষ্ট রহিল। পঞ্চম স্বীকার্য্যে সরল রেখার ধর্ম্ম প্রকাশ করে সত্য, কিন্তু তাহা সমধিক জটিল ভাবাপন্ন এবং পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞায় প্রযোজ্য। কারণ, প্রথম অধ্যায়ের ঊনত্রিংশতি প্রতিজ্ঞা প্রমাণেই পঞ্চম স্বীকার্য্যের প্রথম প্রয়োগ। প্রথম অষ্টাবিংশ প্রতিজ্ঞায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরল রেখার ধর্ম্মপ্রকাশক একমাত্র প্রথম স্বীকার্য্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। (যেহেতু দশম স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য ইহার অন্তর্নিহিত।) এমতাবস্থায় প্রথম স্বীকার্য্যে সরল রেখার সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্ম্ম নিহিত আছে কি না, প্রথমতঃ তাহাই দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞায় পরিণত করিতে হইলে, তাহার আকার এই হইবে;—

কোন দুইটি বিন্দু দিয়া যে জাতীয় মাত্র একটি রেখা অতিক্রম করে, তাহাকে সরল রেখা বলে।

উক্ত সংজ্ঞায় নিম্নলিখিত দুইটি আপত্তি আছে,—
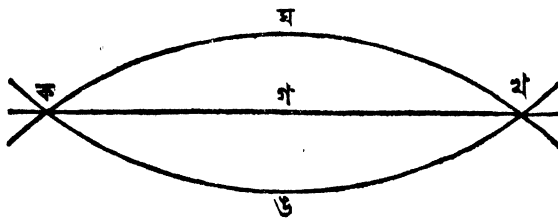
(১) ক ও খ দুই বিন্দু দিয়া গ একটি সরল রেখা এবং ঘ ও ঙ একই জাতীয় অপর দুইটি রেখা অতিক্রম করিয়াছে। এখন ঘ ও ঙ রেখাদ্বয়ে কি সাদৃশ্য থাকায় তাহারা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং গ সরল রেখায় কি বিশেষত্ব থাকায় ঘ, ঙ প্রভৃতি ক ও খ বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত অপর যাবতীয় রেখার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য উৎপন্ন করিয়া সজাতীয়

সমস্ত রেখার সঙ্গে সাদৃশ্য সম্পাদন করে, তাহা অবগত না হইলে, সরল রেখাসমূহকে অপরাপর রেখা হইতে পৃথক্ করিয়া কি প্রকারে একজাতির অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে ?
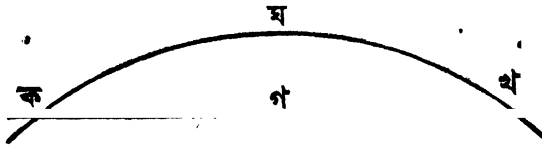
(২) ক ও খ যে কোন দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত গ ও ঘ দুই জাতীয় দুইটি রেখা। গ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা ক ও খ বিন্দু দিয়া অতিক্রম করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় গ রেখা সরল রেখা। কিন্তু গ রেখা সরল রেখা হইলে, ঘ রেখা কেন সরল রেখা হইবে না ? অর্থাৎ গ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা ক ও খ বিন্দু দিয়া অতিক্রম করা অসম্ভব হইলে, ঘ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা কোন না কোন ক ও খ বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবেই, তাহা অবগত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে সত্যটি স্বতঃই উপলব্ধি হয়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি রেখার উৎপত্তির কারণ নহে। অতএব সত্যটি দৃষ্টিশক্তির উপরে নির্ভর করা যায় না।

সাধারণতঃ দ্রব্যের অবস্থিতি দ্বারাই স্থান সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মে। সুতরাং বিভিন্ন স্থানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যঘটিত জ্যামিতিক বা জ্ঞান ও ব্যবহারতঃ দ্রব্যের অবস্থিতিজ্ঞান হইতেই লব্ধ। "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধেও উক্ত হইয়াছে,—"একমাত্র চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধই যাবতীয় সমানতা নিরূপণের ভিত্তি।" পুনরায় সমানতা নিরূপণ ব্যতীত কোন জ্যামিতিক প্রমাণ সম্ভবে না। সুতরাং যাবতীয় জ্যামিতি প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ উপরিপাতনের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব উপরিপাতনরূপ দ্রব্যের অবস্থিতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ("ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ") উপরেই জ্যামিতি-শাস্ত্র স্থাপিত।

ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ প্রতিজ্ঞায় দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রথম প্রয়োগ। পূর্ব্বলিখিত আটাশটি প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞায় সরল রেখার ধর্ম্ম প্রকাশের আবশ্যক, তাহা চতুর্থ প্রতিজ্ঞার সাহায্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণ হইতেই দশম স্বতঃসিদ্ধের সূত্রটি গৃহীত। চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণের মধ্যে আরও দুইটি সত্য অপ্রমাণিত অবস্থায় ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। নিম্নে প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ প্রদত্ত হইল এবং তাহা হইতে উক্ত সত্য দুইটি সঙ্কলিত হইল।

যদি দুই ত্রিভুজের একের দুই বাহু যথাক্রমে অন্যের দুই বাহুর সমান হয় এবং সমান সমান সরল রেখার মধ্যবর্ত্তী কোণদ্বয়ও পরস্পর সমান হয়, তবে একের ভূমি অন্যের ভূমির সমান হইবে এবং একের সমান সমান বাহুর সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ও যথাক্রমে অন্যের সমান সমান বাহুর সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমান হইবে।
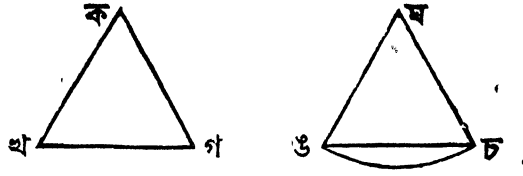
ক খ গ এবং ঘ ঙ চ দুইটি ত্রিভুজ। ইহাদের ক খ ও ক গ বাহুদ্বয় যথাক্রমে ঘ ঙ ও ঙ চ বাহুদ্বয়ের সমান এবং খ ক গ কোণ ঙ ঘ চ কোণের সমান।

খ গ ভূমি ঙ চ ভূমির সমান হইবে এবং অবশিষ্ট কোণদ্বয়ের মধ্যে ক খ গ কোণ ঘ ঙ চ কোণের এবং ক গ খ কোণ ঘ চ ঙ কোণের সমান হইবে।

কারণ, যদি ক খ গ ত্রিভুজকে ঘ ঙ চ ত্রিভুজের উপরে পাতিত করা যায়

এবং ক বিন্দুকে ঘ বিন্দুর উপরে স্থাপিত করা যায়,

এবং ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার উপরে স্থাপিত করা যায়,

তবে খ বিন্দু ঙ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হইবে। কারণ, ক খ, ঘ ঙএর সমান।

পুনরায় ক খ, ঘ ঙ এর সঙ্গে মিলিত হইলে,

ক গ সরল রেখাও ঘ চএর সঙ্গে মিলিত হইবে; কারণ, খ ক গ কোণ ঙ ঘ চ কোণের সমান;

তাহা হইলে গ বিন্দুও চ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হইবে, কারণ, ক গ, ঘ চএর সমান।

কিন্তু খ, ঙএর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে ;

তাহা হইলে খগ ভূমি ঙচ ভূমির সঙ্গে মিলিত হইবে।

[কারণ, যদি খ, ঙএর সঙ্গে এবং গ, চএর সঙ্গে মিলিত হওয়াতেও খ গ ভূমি ঙ চ ভূমির সঙ্গে মিলিত না হয়, তবে দুইটি সরল রেখা একটি স্থান পরিবেষ্টন করে। যাহা অসম্ভব।

সুতরাং খ গ, ঙ চএর সঙ্গে মিলিত হইবে] এবং তাহার সমান হইবে। [৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ

তবে সমগ্র ক খ গ ত্রিভুজ সমগ্র ঘ ঙ চ ত্রিভুজের সঙ্গে মিলিত হইবে

এবং তাহার সমান হইবে।

এবং অবশিষ্ট কোণদ্বয়ও অবশিষ্ট কোণদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হইবে এবং তাহাদের সমান হইবে,

অর্থাৎ ক খ গ, ঘ ঙ চএর

এবং ক গ খ, ঘ চ ঙএর সমান হইবে।

সুতরাং ... ...

ইহাই প্রমাণ করিবার আবশ্যক ছিল।

(১) ক বিন্দুকে ঘ বিন্দুর উপরে পাতিত করিয়া ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার উপরে পাতিত করা হইয়াছে এবং এই উপরিপাতন এরূপভাবে সিদ্ধ হইয়াছে যে, ক খ সরল রেখা ঘ ঙ সরল রেখার সমান হওয়ায় খ বিন্দু ঙ বিন্দুর সঙ্গে মিলিয়া যাইবে। অর্থাৎ উপরিপাতন দ্বারা সরল রেখা দুইটি একই সরল রেখায় পরিণত হইয়াছে। এই উপরিপাতনে সাধারণ জাতীয় দুইটি রেখা না মিলিয়াও থাকিতে পারে। একটি সরল রেখা একটি বৃত্তের সঙ্গে কিছুতেই মিলিত হয় না। একই জাতীয় রেখার মধ্যে একটি লঘুতর বৃত্তের ধনুর সঙ্গে একটি বৃহত্তর বৃত্তের ধনু মিলান অসম্ভব। এমন কি, একই বৃত্তাভাসের (ellipse) একাংশ অপর সকল অংশের সঙ্গে মিলান যায় না। অতএব বলিতে হইবে, সরল রেখাকে এইরূপ ভাবে মিলাইবার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া ইউক্লিড ইহার একটি বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই স্বীকৃতিকে সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করিয়া সরল রেখার অপর একটি ধর্ম্ম পরিষ্কাররূপে দেখাইতেছি।

ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার সঙ্গে মিলাইবার সময় এইরূপে পাতিত করা হইয়াছে যে, ক বিন্দু ঘ বিন্দুর উপর পড়ে। ইহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সূত্রটি পাইতেছি।

একটি সরল রেখার প্রান্ত বিন্দুকে অপর একটি সরল রেখার প্রান্ত বিন্দুতে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সরল রেখাটিকে দ্বিতীয় সরল রেখার উপরে এইরূপ ভাবে রাখা যায় যে, সরল রেখা দুইটি মিলিয়া এক হইয়া যায়।

আমরা সরল রেখাকে অসীম ধরিয়া নিয়া ইউক্লিডের জ্যামিতিতে স্থিত সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে তাহার অংশরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছি। অতএব সূত্রটি এই হইবে,—

যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সরল রেখাটিকে দ্বিতীয় সরল রেখার উপরে এইরূপ ভাবে রাখা যায় যে, সরল রেখা দুইটি মিলিয়া এক হইয়া পড়ে।
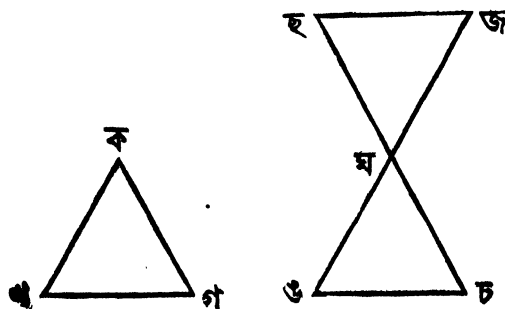
ক খ গ ত্রিভুজকে যে ত্রিভুজের উপর পাতিত করা হইয়াছে, তাহার বাহু ঘ ঙ না হইয়া, ঙ ঘ সরল রেখার বর্দ্ধিতাংশেও থাকিতে পারিত। অর্থাৎ বাহুটি ঘ বিন্দুর উত্তর পার্শ্বেই

থাকিতে পারে। যথা,—ঘ ছ জ ত্রিভুজ। এরূপ অবস্থায় ক বিন্দুকে ঘ বিন্দুর উপর স্থাপিত করিয়া ক খ বাহুকে, ঘ ঙ চ ত্রিভুজের ঘ ঙ বাহু এবং ঘ ছ জ ত্রিভুজের ঘ জ বাহু এই উভয়ের সঙ্গেই মিলান যাইতে পারে। অতএব সূত্রটি এইরূপে পরিবর্তিত হইবে,—

যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বকে অপর সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সরল রেখা দুইটি মিলান যাইতে পারে।

আমরা এই সত্য অনুসারে যে কোন সরল রেখাকে অপর যে কোন সরল রেখার সঙ্গে মিলাইতে পারি। এতদ্দ্বারা অপরাপর রেখা হইতে সরল রেখার বিশেষত্ব নিরূপিত হইলে, ইহা নিশ্চয় যে, অপর কোন রেখা তদ্রূপ মিলাইবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। পুনশ্চ অকৃতকার্য্যতা প্রকাশ পাইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, উক্ত চেষ্টার পরিণামও আমরা অবগত আছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের পর্য্যবেক্ষণের (experience) সাহায্য নিতে হইতেছে।

বিভিন্ন আকারের শলাকা বিভিন্ন প্রকারের রেখারূপে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থানকে বিন্দুরূপে কল্পনা করিয়া দেখিতে পাই,—যে কোন একটি রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি বিন্দুকে অপর যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন করা যায়। পরে বিন্দুদ্বয় উক্তরূপে সংলগ্ন রাখিয়া রেখাদ্বয়ের একটিকে আবর্ত্তনপূর্ব্বক তাহার অন্তর্ভুক্ত যথেষ্ট নিকটবর্ত্তী অপর একটি বিন্দুকে অপর রেখাটির যে কোন পার্শ্বে অপর একটি বিন্দুর উপরে স্থাপন করা যায়। তদবস্থায় রেখাদ্বয়ের উভয়ে সরল হইলে উহারা পরস্পর মিলিয়া যাইবে। যেহেতু দুই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি সরল রেখা অতিক্রম করিতে পারে।

অতএব আমরা উক্ত প্রকারে উল্লিখিত চেষ্টার পরিণাম অবগত হইয়া নিম্নলিখিত সত্যটি পাইতেছি,—

(ক) যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত রেখাকে এরূপভাবে পাতিত করা যায় যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত যথেষ্ট নিকটবর্ত্তী অপর একটি বিন্দু উক্ত অপর রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বস্থিত একটি বিন্দুর উপর স্থাপন করা যায়।

উক্ত রেখাদ্বয়ের উভয়ে সরল রেখা হইলে নবগঠিত প্রথম স্বীকার্য্য অনুসারে তাহারা পরস্পর মিলিয়া এক হইয়া যাইবে। সুতরাং তদ্দ্বারা উক্ত ক সত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সত্যটি প্রমাণিত হইল।

(২) ক খ গ ত্রিভুজকে ঘ ঙ চ ত্রিভুজের উপর এইরূপে পাতিত করা হইয়াছে যে,

ক খ সরল রেখা ঘ ঙ সরল রেখার উপর স্থাপিত হয়, তাহাতে খ ক গ কোণ ঙ ঘ চ কোণের সমান হওয়ায় ক গ সরল রেখা ঘ চ সরল রেখার সঙ্গে মিলিত হইবে।

"ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, আমরা কোণ সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান সমতল হইতে প্রাপ্ত হই। অতএব ক খ গ কোণ ঘ ঙ চ কোণের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় উক্ত ত্রিভুজদ্বয় যে যে সমতলের উপর স্থাপিত, তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়াছে বলিতে হইবে। অধিকন্তু ত্রিভুজের তিন বাহু ও তিন কোণ মিলিয়া যাওয়ায় ত্রিভুজদ্বয় পরস্পর মিলিত হইল, এই কথায় উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছে। অতএব ইহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সত্যটি পাইতেছি।

যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখাকে অপর যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখার উপরে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সমতলকে দ্বিতীয় সমতলের সঙ্গে মিলান যাইতে পারে।
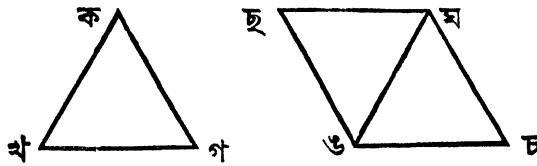
ক খ গ ত্রিভুজটি যে ত্রিভুজের উপর পাতিত করা হইয়াছে, তাহা ঘ ঙ চ ত্রিভুজ না হইয়া ঘ ঙ সরল রেখার অপর পার্শ্বেও থাকিতে পারে। যথা,—ঘ ঙ ছ ত্রিভুজ। এরূপ অবস্থায়ও ত্রিভুজদ্বয় পরস্পর মিলান যাইতে পারে। অতএব সূত্রটি এই দাঁড়াইবে ;—

(খ) যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখাকে অপর যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখার উপরে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত সমতলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পার্শ্বকে অপর সমতলের অন্তর্ভুক্ত সরল রেখাটির যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সমতল দুইটি মিলান যাইতে পারে।

এই সত্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত আলোচনা অনাবশ্যক বোধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে ক্ষান্ত রাখা গেল। প্রসঙ্গানুযায়ী পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করা সম্বন্ধে যে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রথম আপত্তিটি ক সত্য দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে। কারণ, সরল রেখাসমূহ মিলিত করার ক্ষমতায়ই তাহাদের একজাতির অন্তর্ভুক্ত করার বাধা অপনোদিত হইবে।

কিন্তু তাহাতেও দ্বিতীয় আপত্তিটি থাকিয়া যায়। কারণ, ক সত্য অনুসারে অন্তর্ভুক্ত বিন্দুদ্বয় মিলান গেলে, যে যে রেখা মিলিয়া পড়ে, তাহারা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হইলে, তদ্রূপ অপর এক জাতি কেন থাকিতে পারিবে না যে, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটি উক্তরূপ অব-

স্থায় পরস্পর মিলিত হওয়া সম্ভব থাকিলেও তাহারা প্রথম জাতীয় রেখার সঙ্গে নাও মিলিত হইতে পারে।

আমরা নিম্নে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা:প্রমাণ করিয়া এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

সংজ্ঞা

১। যে রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন অংশকে উক্ত রেখার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া যে কোন পার্শ্বে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করা যাইতে পারে, তাহাকে নিয়মিত (Homoeomeric) রেখা বলে।

১ম প্রতিজ্ঞা

যে কোন সরল রেখা নিয়মিত রেখা হইবে।

ক খ গ

ক একটি সরল রেখা, ইহা নিয়মিত রেখা হইবে।

মনে কর, ক সরল রেখার, খ গ যে কোন একটি অংশ।

খ গ অংশের অন্তর্ভুক্ত খ বিন্দুকে ক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে রাখিয়া তাহাকে তদবস্থায় ক সরল রেখার সঙ্গে মিলান যায়। [ক সত্য

অতএব খ গ অংশের অন্তর্ভুক্ত খ বিন্দুকে ক সরল রেখার যে কোন পার্শ্বে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে ক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া অপসারিত করা যাইতে পারে।

অতএব ক একটি নিয়মিত রেখা।

সংজ্ঞা

২। যদি কোন তল এরূপ হয় যে, তাহার যে কোন অংশের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু উক্ত তলে অবস্থিত যে কোন রেখায়ই চালিত হউক, তৎসঙ্গে অংশটিকে উক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াই চালিত করা যায়, তবে উক্ত তলকে নিয়মিত তল বলে।

২য় প্রতিজ্ঞা

যে কোন সমতল নিয়মিত হইবে।
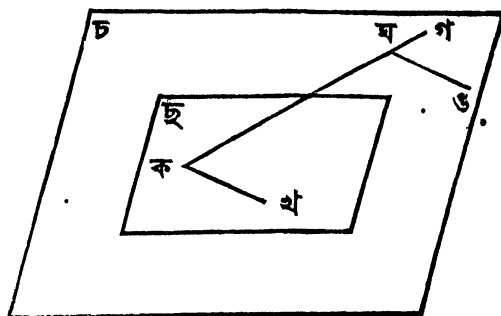
চ একটি সমতল ; ইহা নিয়মিত হইবে।

মনে কর, চ তলের ছ যে কোন একটি অংশ।

মনে কর, ছ তলাংশের অন্তর্ভুক্ত ক খ যে কোন একটি সরল রেখা এবং চ তলের অন্তর্ভুক্ত ক গ যে কোন একটি রেখা।

ক গ রেখায় অন্তর্ভুক্ত ঘ যে কোন বিন্দু হইতে চ সমতলে ক খ সরল রেখার সমান ঘ ঙ একটি সরল রেখা টান।

ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার সঙ্গে এরূপভাবে মিলিত কর, যেন ক বিন্দু ঘ বিন্দুর উপরে পড়ে।

ঘ ঙ সরল রেখা চ তলে অবস্থিত।

অতএব উক্ত পাতিত ক খ সরল রেখাও চ তলে অবস্থিতি করিবে।

ঘ, ক গ সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু।

অতএব ক বিন্দুকে ক গ সরল রেখার উপরে যত ইচ্ছা অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে ক খ সরল রেখাকে চ সমতলে রাখিয়া অপসারিত করা যাইতে পারে।

ক খ সরল রেখা চ সমতলে থাকিয়া অপসারিত হইলে তৎসঙ্গে ছ তলাংশও চ সমতলে থাকিয়া অপসারিত হইতে পারে।

অর্থাৎ ক বিন্দুকে ক গ রেখার উপরে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে চ সমতলে অবস্থিত থাকিয়া ছ তলাংশও অপসারিত হইতে পারে।

অতএব চ সমতল নিয়মিত।

৩য় প্রতিজ্ঞা

যে কোন বৃত্ত নিয়মিত রেখা হইবে।
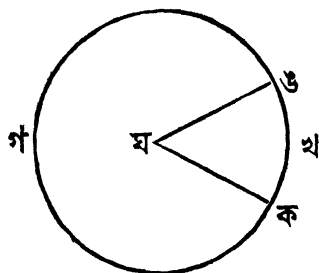
ক খ গ একটি বৃত্ত ; ইহা নিয়মিত হইবে।

মনে কর, ক খ গ বৃত্তের ঘ কেন্দ্র এবং ক খ যে কোন একটি ধনু।

মনে কর, ক খ গ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত ঙ যে কোন একটি বিন্দু. ঘ ও ক এবং ঘ ও ঙ যোগ কর।

ঘ ক সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার সঙ্গে এরূপভাবে মিলিত কর, যেন ঘ বিন্দু ঘ বিন্দুতেই অবস্থিত থাকে।

ঙ, ক খ গ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি বিন্দু।

অতএব ঘ বিন্দু স্থির রাখিয়া ঘ ক সরল রেখাকে যত ইচ্ছা অপসারিত করা যায়।

উক্ত সরল রেখার সঙ্গে ক খ গ বৃত্ত যে সমতলে অবস্থিত, সেই সমতলটি উক্ত সমতলের সঙ্গে মিলিত ভাবেই অপসারিত করা যায়।

তদবস্থায় ঘ ঙ ব্যাসার্দ্ধ হওয়ায় ঙ বিন্দু সর্ব্বদাই বৃত্তের পরিধিতে থাকিবে।

কিন্তু ঙ, ক খ গ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত বিন্দু।

অতএব উক্ত অপসারণে ক খ ধনু সর্ব্বদাই ক খ গ বৃত্তের সঙ্গে মিলিত ভাবে অপসারিত হইবে।

অতএব ক খ গ বৃত্ত একটি নিয়মিত রেখা।

৪র্থ প্রতিজ্ঞা

যে কোন বর্ত্তুল নিয়মিত হইবে।

[প্রমাণ পূর্ব্বানুরূপ।

৫ম প্রতিজ্ঞা

সামতলিক নিয়মিত রেখা মাত্রই হয় সরল রেখা, না হয় বৃত্ত হইবে।
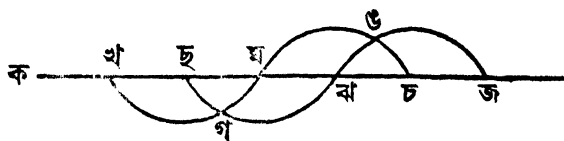
ক একটি সামতলিক নিয়মিত রেখা; ইহা হয় সরল রেখা, না হয় বৃত্ত হইবে।

মনে কর, ক রেখার সঙ্গে খ, ঘ ও চ এই যে কোন তিন বিন্দুতে সংলগ্ন, এরূপ খ গ ঘ ঙ চ যে কোন অপর একটি রেখা।

ক নিয়মিত রেখার খ চ অংশ ক রেখার সঙ্গে মিলিত ভাবে ছ জ অংশ পর্য্যন্ত অপসারিত কর।

উক্ত খ চ অংশের সঙ্গে খ গ ঘ ঙ চ রেখা অপসারিত হইয়া মনে কর, তদবস্থায় ছ গ ঝ ঙ জ রেখায় পরিণত হইল।

মনে কর, তখন ঘ বিন্দু ঝ বিন্দুতে পরিণত হইলে এবং খ গ ঘ ঙ চ রেখা ছ গ ঝ-ঙ জ রেখার সঙ্গে গ ও ঙ বিন্দুতে সংযুক্ত হইল।

অতএব খ গ ঘ ঙ চ রেখার অপসারিত অবস্থায় উৎপন্ন ছ গ ঝ ঙ চ রেখার সঙ্গে গ ও ঙ সাধারণ বিন্দুদ্বয়ে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে এক রেখায় পরিণত হইল না।

অতএব খ গ ঘ ঙ চ রেখা সরল রেখা নয়।

কিন্তু ইহা ক রেখার সঙ্গে খ, ঘ ও চ এই যে কোন তিন বিন্দুতে সংযুক্ত, এরূপ যে কোন রেখা।

অতএব ক ঊর্দ্ধশক্তির (degree) রেখা না হইয়া প্রথম অথবা দ্বিতীয় শক্তির রেখা হইবে।

যদি ক রেখা প্রথম শক্তির রেখা হয়, তবে ইহা সরল রেখা।

যদি ক দ্বিতীয় শক্তির রেখা হয়।

মনে কর, ক রেখার ঘ শীর্ষবিন্দু (vertex)।

ক রেখার সঙ্গে মিলিত ভাবে খ চ অপসারিত হইলে চ শীর্ষবিন্দু তৎসঙ্গে অপসারিত হইবে।

অর্থাৎ ক রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু ক রেখার শীর্ষবিন্দুরূপে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

অতএব ক রেখা বৃত্ত।

৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞা

নিয়মিত তল মাত্রই হয় সমতল, অথবা বর্ত্তুল হইবে।

[প্রমাণ পূর্ব্বরূপ। রেখার স্থলে তল, সরল রেখার স্থলে সমতল এবং বৃত্তের স্থলে বর্ত্তুল ধরিতে হইবে।]

৭ম প্রতিজ্ঞা

বার্ত্তুলিক নিয়মিত রেখা মাত্রই বৃত্ত হইবে।

[প্রমাণ ৫ম প্রতিজ্ঞার ন্যায়। প্রভেদের মধ্যে ক দ্বিতীয় শক্তির তলের অন্তর্ভুক্ত রেখা হওয়ায় ইহা প্রথম শক্তির রেখা হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ ক সরল রেখা হইতে পারে না।]

নিয়মিত রেখা ও নিয়মিত তলের নিয়মিত শব্দ একই অর্থবাচক। তবে রেখায় অন্তর্ভুক্ত পথ মাত্র একটি—উক্ত রেখা। তলের অন্তর্ভুক্ত একই বিন্দু হইতে বিভিন্ন পথ নির্গত হইতে পারে। সুতরাং নিয়মিত তলের সংজ্ঞায় "যে কোন বিন্দু উক্ত তলে অবস্থিত যে কোন রেখায়ই হউক," এই অতিরিক্ত একটি কথা প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা সাধারণতঃ কথায় বলিয়া থাকি,—"ঘটটি যে স্থানে আছে, আসনটি সে স্থানে ছিল।" ঘটি ও আসনের আকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের স্থান অবরোধ করে। একটি যে স্থান অবরোধ করে, অপরটি সে স্থান অথবা তাহার অংশ অবরোধ করিতে পারে না, তবে উভয়ে একই স্থানে ছিল বলিলে, আমরা মাত্র এই বুঝিতে পারি যে, ঘটি যে স্থানে আছে, তাহার অভ্যন্তরে এরূপ একটি স্থান আছে যে, আসনটি যে স্থানে ছিল, উহা সেই স্থানের অভ্যন্তরে অবস্থিত। আমরা উপরোক্ত পরবাক্যচিহ্নের অন্তর্ভুক্ত বাক্য সাধারণতঃ এইরূপ অর্থেই ধরিয়া থাকি। উক্ত অর্থ ধরিয়াই "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে ;—

"একটি দ্রব্য যে কোন একটি স্থানে নেওয়া যাইতে পারে।"

তজ্জন্যই উক্ত প্রবন্ধে বাক্যটি দার্শনিক ভাষায় নিম্নলিখিত আকারে পরিণত হইয়াছে ;—

"যে কোন একটি দ্রব্যের অংশ যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।"

একটি বাক্য দার্শনিক ভাষায় নির্দোষ ভাবে বলা যায় সত্য, কিন্তু কথিত ভাষায় দোষ থাকিলেও কথাটি সহজে আয়ত্ত হয়। সুতরাং উক্ত সত্যটিতে দার্শনিক ভাষায় জটিলতা প্রকাশ পাইলেও কথিত ভাষায় কোন সন্দেহের নিমিত্ত আপত্তির কারণ, অথবা বোধ-সৌকর্য্যার্থে প্রমাণের আবশ্যকতা আদবেই অনুভূত হয় না।

আমরা সত্যটিতে দ্রব্যের অংশ ও স্থানের অংশের স্থলে কণিকা ও বিন্দু শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি। তাহা হইলে সত্যটি এইরূপ হইবে ;—

একটি দ্রব্যকে এরূপ ভাবে চালিত করা যাইতে পারে যে, তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট কণিকা একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে উপস্থিত হয়।

অবশ্য তদবস্থায় কণিকাটি কোন একটি পথে চালিত হইবে এবং কণিকাটি এরূপ ভাবে যে কোন পথেই চালিত হইতে পারে। অতএব সত্যটি এই দাঁড়াইবে ;—

একটি দ্রব্যকে এরূপ ভাবে চালিত করা যাইতে পারে যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি কণিকা যে কোন রেখায় যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত চালিত হয়।

অর্থাৎ দেশ একটি নিয়মিত ঘন।

তবেই দেশের সঙ্গে সমধর্ম্মবিশিষ্ট কোন জাতীয় তল ও রেখাকে যথাক্রমে সমতল ও সরল রেখা নাম দিয়া জ্যামিতিক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং উক্ত ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া যে কোন দ্রব্য যে কোন স্থানে যাইতে সমর্থ হওয়ায়, তৎসাহায্যে উপরিপাতনের প্রয়োগ দ্বারা সমগ্র জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার মূলস্বরূপ ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ও অষ্টম প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে পারা গিয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তুল ও বৃত্তও দেশের সঙ্গে সমধর্ম্মবিশিষ্ট। তবে সমতল ও সরল রেখার এরূপ একটি বিশেষত্ব আছে যে, শুধু ইহারাই জ্যামিতিক শাস্ত্রের আরম্ভে প্রযুক্ত হইবার উপযুক্ত। বর্ত্তুল ও বৃত্তে সেই বিশেষত্ব না পাওয়াতেই তাহার সাহায্যে জ্যামিতি আরম্ভ করা হয় নাই। বিশেষত্বটি এই ;—যে কোন একটি সরল রেখা অপর যে কোন সরল রেখার উপরে, কি যে কোন একটি সমতল অপর যে কোন সমতলের উপরে পাতিত করিয়া পরস্পর মিলান যাইতে পারে। কিন্তু কি বৃত্ত, কি বর্ত্তুল, ইহাদের যে কোন জাতীয় দুইটির পরিমাণ সমান হইলেই তাহারা মিলিত হইবে। পরিমাণ অসমান হইলে তাহাদের মিলান অসম্ভব।

আমরা সরল রেখার যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তিটি এইরূপে উত্থাপিত হইয়াছিল ;—

এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত একজাতীয় একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে না পারিলেও বিভিন্ন জাতির একাধিক সরল রেখা টানার অসম্ভবতা কি থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশায় আমরা নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বৃত্ত হইতে সরল রেখা, এবং বর্ত্তুল হইতে সমতলের উপরোক্ত বিশেষত্ব বিশ্লেষণের উপরেই উক্ত আপত্তির মীমাংসা নির্ভর করে। যেহেতু ইহারা যথাক্রমে সাধারণ জাতি (genus) নিয়মিত রেখা ও নিয়মিত তলকে বিশেষ জাতিতে (species) বিভক্ত করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সরল রেখা সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিশ্লেষক জ্যামিতিতে ইহার আকৃতি অসীম। সমতল উভয় জ্যামিতিতেই সীমাবহির্ভূত। আমাদের জ্ঞান সান্ত। অতএব কি সান্ত, কি অনন্ত, যে কোন পদার্থের যুক্তি আমরা সান্ত পদার্থের সাহায্যেই গ্রহণ করিয়া থাকি। এরূপ অবস্থায় কি সরল রেখা, কি সমতল, উভয়ের সান্ত অংশই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তদবস্থায় সরল রেখা পার্শ্ববর্ত্তী বিন্দুদ্বয় দ্বারা এবং সমতল কতিপয় রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে। কিন্তু বৃত্ত ও বর্ত্তুল তদ্রূপ বিন্দুদ্বয় দ্বারা; কি রেখাসমষ্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। কাজে কাজেই আমরা সরল রেখা ও সমতলের সঙ্গে তুলনা করিবার নিমিত্ত বৃত্ত ও বর্ত্তুলের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে ধনু ও বর্ত্তুলাংশ গ্রহণ করিব। সমতলে সরল রেখা ও ধনু এই উভয় জাতীয় রেখাই টানা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তুলাংশে একমাত্র ধনুই অঙ্কণের যোগ্য।

সমতলস্থিত যে কোন সরল রেখা অপর সরল রেখার সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে মিলান যায়। কিন্তু সমতলস্থিত ধনুগুলির মধ্যে যেগুলি সমান সমান বৃত্তের ধনু, মাত্র তাহারাই মিলিত

হইবে। পুনরায় সরল রেখাগুলি দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলে যে কোন অবস্থাতেই মিলিবে। কিন্তু সমান সমান বৃত্তের ধনুগুলির যে কোন দুইটি মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থাতেই থাকিতে পারে।
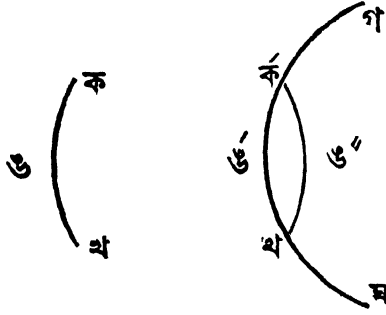
ক খ ও গ ঘ দুইটি সমান সমান বৃত্তের ধনু। ক খ ধনুকে যদি গ ঘ ধনুর উপর এইরূপে পাতিত করা যায় যে, ক ও খ বিন্দুদ্বয় গ ঘ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ক´ ও খ´ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়, তবে ক খ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ঙ বিন্দু গ ঘ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ঙ´ বিন্দুতে পাতিত হইয়া উভয় ধনুকে মিলিত করাইয়া দিতে পারে। পুনশ্চ ঙ বিন্দু গ ঘ ধনুর বহির্ভাগে ঙ´´ বিন্দুতে পতিত হইয়া ক খ ধনুকে ক ঙ´´ খ ধনুরূপে স্বতন্ত্র ভাবেও রাখিতে পারে।

বর্ত্তুলাংশে সরল রেখার অবস্থিতি সম্ভবে না। সমতলের ন্যায় ইহাতেও অসমান বৃত্তের ধনুগুলি মিলান যায় না। সমান সমান বৃত্তের ধনুগুলি সমতলস্থিত বৃত্তের ন্যায় উভয় ভাবেই অবস্থিতি করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তুলাংশ যদি অর্দ্ধবৃত্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়, তবে ইহাতে এরূপ কতকগুলি সমান সমান বৃত্তের ধনু আছে, যাহাদিগকে উক্ত বর্ত্তুলাংশের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলে যে কোন অবস্থায়ই পরস্পর মিলিত হইবে। ইহারা বৃহৎ বৃত্তের (great circle) ধনু দুইটি বৃহৎ বৃত্ত দুই বিন্দুতে সংযুক্ত হইলে উভয় বৃত্তই উক্ত বিন্দুদ্বয়ে সমদ্বিখণ্ডিত হইবে। সুতরাং অর্দ্ধ বর্ত্তুল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বর্ত্তুলাংশে উহাদের দুই বিন্দুতে সংযোগ অসম্ভব।

এই জাতীয় রেখাকে আমরা বর্ত্তুল রেখা নামে অভিহিত করিব। বর্ত্তুল রেখা মাত্রই বর্ত্তুলার্দ্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বর্ত্তুলাংশে অবস্থিতি করিতে পারে। অতএব ইহার পরিমাণ বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। অর্থাৎ বৃহৎ বৃত্তের লঘু (minor) ধনুর নাম বর্ত্তুল রেখা। ইউক্লিড জ্যামিতিক প্রমাণের নিমিত্ত যে পাঁচটি স্বীকার্য্য পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে পঞ্চম স্বীকার্য্যটি প্রথম আটাশটি প্রতিজ্ঞায় প্রযুক্ত হয় নাই। সমতল ও সরল রেখার স্থলে যথাক্রমে বর্ত্তুলাংশ ও বর্ত্তুল রেখা প্রযুক্ত হইলে অপর স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ কয়টিতে কোন ব্যত্যয় উপস্থিত হয় না।

স্বতঃসিদ্ধ কয়টিতে সরল রেখা ও সমতল সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই ইহাদের প্রয়োগের কোন ইতর-বিশেষ থাকিতে পারে না।

সমতলের পরিবর্ত্তে বর্ত্তুলাংশ ধরিয়া লইলে বর্ত্তুলাংশস্থিত বৃত্তের কেন্দ্র উক্ত বর্ত্তুলাংশের উপরেই অবস্থিতি করিবে এবং কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত বর্ত্তুল রেখা উক্ত বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ হইবে। এমতাবস্থায় বর্ত্তুলাংশেও তৃতীয় স্বীকার্য্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

ত্রিকোণমিতি অনুসারে সমতলের উপরে সরল রেখার আবর্ত্তনে কোণ উৎপন্ন হয়। উক্ত রূপে বর্ত্তুলাংশের উপরে বর্ত্তুল রেখাও আবর্ত্তিত হইতে পারে। অতএব বর্ত্তুলাংশে চতুর্থ স্বীকার্য্য প্রয়োগেরও কোন বাধা নাই।

অবশিষ্ট নবগঠিত প্রথম স্বীকার্য্যটি এইরূপ হইবে ;—

যে কোন দুই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি বর্ত্তুল রেখা অতিক্রম করিতে পারে।

মাত্র এই কয়টি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্যের সাহায্যে ইউক্লিডের প্রথম আটাশটি প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শেষ দুইটি প্রতিজ্ঞা সমান্তরাল সরল রেখা নিয়া। সমান্তরাল সরল রেখার জ্ঞান অনন্ত-সাপেক্ষ। অপর ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞায় সমতল ও সরল রেখার স্থলে যথাক্রমে বর্ত্তুলাংশ ও বর্ত্তুল রেখা গ্রহণ করিলে উক্ত স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য কয়টিতে কোনরূপ ব্যত্যয় না হওয়ায়, প্রমাণের পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত হইবে না।

তবে বাহুত্রয় পাদরেখা (quadrant) অপেক্ষা লঘুতর না হইলে ষোড়শ প্রতিজ্ঞার উক্ত ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ অন্তরস্থ দুরবর্ত্তী কোণদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা লঘুতর হইতে পারে না। এরূপ স্থলে বর্ত্তুল রেখার পরিমাণ পাদরেখার অর্দ্ধাংশ অপেক্ষা লঘুতর ধরিয়া নিলেই আপত্তি চুকিয়া যায়।

আমরা দেখাইয়াছি, চতুর্থ প্রতিজ্ঞা প্রমাণে অতিরিক্ত দুইটি সত্যের আবশ্যক। ইহাদিগকে **ক** ও **খ** নামে অভিহিত করা হইয়াছে। **ক** সত্য সাধারণ রেখা সম্বন্ধেই উক্ত। কিন্তু **খ** সত্য বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে তদবস্থায় ত্রিভুজদ্বয়ের ভূমি, ভূমিস্থিত অবশিষ্ট কোণদ্বয় ও ক্ষেত্রফলের সমানতা দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ ত্রিভুজদ্বয়ের একটিকে অপরটির উপরে পাতিত করিতে না পারিলেও এবং তাহারা যে সর্ব্বতোভাবে সমান, ইহা উর্দ্ধতন জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণিত হইলেও প্রতিজ্ঞাটি যে সত্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বর্ত্তুলাংশে উক্ত ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা প্রমাণের একমাত্র যে আপত্তি ছিল, তাহাও অপনোদিত হইল।

পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলি সমান্তরাল নামক এরূপ একপ্রকার যুগ্ম সরল রেখার উপর নির্ভর করে, যাহার প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে বর্ত্তুল রেখায় প্রয়োগ করা যায় না। সমতল ও সরল রেখাকে সান্ত বর্ত্তুল ও বর্ত্তুল রেখার সঙ্গে উক্ত ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা নিয়াই তুলনা করিতে হইবে।*

* আমরা ভবিষ্যতে ইহা দেখাইব যে, বর্ত্তুলাংশে এরূপ কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইতে পারে, যাহারা, বর্ত্তুলের পরিমাণ অনন্তে পরিণত হইলে সমান্তরাল সরল রেখাসংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা হইয়া পড়ে।

এখন দেখা যাইতেছে, বর্ত্তুলের সঙ্গে বর্ত্তুল রেখার যে সম্পর্ক, সমতলের সঙ্গে সরল রেখার সেই সম্পর্ক। পুনরায় সামতলিক জ্যামিতিতে সরল রেখা এবং ঘন জ্যামিতিতে সমতল, উভয়েই প্রথম শক্তির সমীকরণ দ্বারা (equation) প্রকাশিত। অতএব সমতলের সঙ্গে সরল রেখা এবং দেশের সঙ্গে সমতল একই রূপ সম্পর্কান্বিত অর্থাৎ দেশ, সমতল ও বর্ত্তুল, ইহাদের সঙ্গে যথাক্রমে সমতল, সরলরেখা ও বর্ত্তুল রেখার একই রকমের বিশেষ একটি সম্পর্ক আছে। এমতাবস্থায় আমরা উক্ত সম্পর্ক জ্ঞাপনের নিমিত্ত "সম" শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি এবং দেশের সঙ্গে উক্ত সম্পর্ক থাকার নিমিত্ত সমতল নাম হইয়াছে, এরূপ ধরিয়া নিয়া সমতল ও বর্ত্তুলের সঙ্গে সেই সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত সরল রেখা ও বর্ত্তুল রেখার সাধারণ নাম সমরেখা দেওয়া হইল।

"সমরেখা" কোন জাতিবাচক নাম নহে। ইহা দ্বারা নিয়মিত তলের সঙ্গে কোন একটি বিশেষ সম্পর্ক জ্ঞাপিত হয়, এইমাত্র। একটি নিয়মিত তলে অবস্থিত সমরেখা অপর নিয়মিত তলেও থাকিতে পারে এবং তদবস্থায় শেষোক্ত তলের সমরেখা উক্ত রেখা না হইয়া অপর রেখাও হইতে পারে।
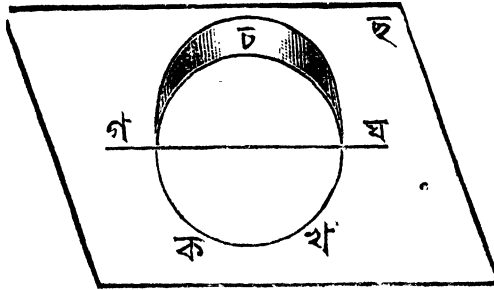
উদাহরণ। ক খ ধনু চ বর্ত্তুল ও ছ সমতল এই উভয় তলেই অবস্থিত। ক খ ধনু চ বর্ত্তুলের বর্ত্তুল রেখা। অতএব ইহা চ বর্ত্তুলের সমরেখা। কিন্তু ক খ ধনু ছ সমতলের সমরেখা নহে। পক্ষান্তরে গ ঘ সরল রেখা ছ সমতলের সমরেখা।

এক্ষণে ক সত্যানুসারে নিয়মিত তলে অবস্থিত যে কোন দুইটি সমরেখা উক্ত তলে রাখিয়া যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই তাহারা পরস্পর মিলিয়া যাইবে এবং উক্ত তলে অবস্থিত অপর কোন রেখা, কি সম, কি অসম, কোন রেখার সঙ্গেই, দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই মিলিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। অতএব সমরেখার সংজ্ঞা এইরূপ হইবে ;—

একই নিয়মিত তলে অবস্থিত যে যে রেখা উক্ত নিয়মিত তলে রাখিয়া যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহার নাম সমরেখা।

অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দু মিলাইতে গেলে, একই অথবা বিভিন্ন সমতলে অবস্থিত যে কোন সমরেখা অপর সমরেখার সঙ্গে পরস্পর মিলিয়া যায়। পুনরায় একই অথবা সমান সমান

বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখাও তদ্রূপ মিলিত হয়। কিন্তু সমতলস্থিত সমরেখা বর্ত্তুলস্থিত সমরেখার সঙ্গে কোন রূপেই মিলিতে পারে না। অপিচ অসমান বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখারও যে কোনরূপ মিলান অসম্ভব।

আমরা যাবতীয় সমতলে অবস্থিত সমরেখাসমূহকে এক জাতিতে এবং সমান সমান বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক এক জাতিতে পরিণত করিলে দেখিতে পাই, যে সমস্ত সমরেখা মিলান যায়, তাহারা একজাতীয় এবং যাহাদিগকে মিলান যায় না, তাহারা ভিন্নজাতীয় সমরেখা হইয়া পড়ে।

এরূপ অবস্থায় যদিও সমরেখাদ্বারা কোন জাতি প্রকাশিত না হউক, তথাপি বিভিন্ন জাতীয় সমরেখার অন্তর্ভুক্ত সরল রেখা একটি বিশেষ জাতি এবং সমান সমান বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত বর্ত্তুল রেখাগুলিও এক একটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে। একই নিয়মিত তলে অবস্থিত দুইটি সমরেখা যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই পরস্পর মিলিয়া যায়। অতএব যে কোন দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া যে কোন নিয়মিত তলে অবস্থিত মাত্র একটি সমরেখা অতিক্রম করে।

দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া সমতল এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহুবিধ পরিমাণবিশিষ্ট বর্ত্তুল অতিক্রম করিতে পারে এবং তদবস্থায় ইহাদের প্রত্যেক নিয়মিত তলে অবস্থিত এক একটি সমরেখা উক্ত বিন্দুদ্বয় দিয়া অতিক্রম করিবে। অর্থাৎ দুইটি বিন্দু দিয়া একজাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করা অসম্ভব হইলেও বিভিন্নজাতীয় বহুবিধ সমরেখা অতিক্রম করিতে পারে।

নবগঠিত প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করা সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, এত ক্ষণে তাহার রহস্যভেদে কৃতকার্য্য হওয়া গেল। স্বীকার্য্যটি সরল রেখার ন্যায় বর্ত্তুল রেখায়ও প্রযোজ্য হইতে পারে। অর্থাৎ ইহা যাবতীয় সমরেখার সাধারণ ধর্ম্ম জ্ঞাপন করে।

২৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করার প্রথম আপত্তিটি ক সত্য দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও দ্বিতীয় আপত্তিটি সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হয় না। সংজ্ঞানুযায়ী সমরেখা বলিয়া যাচাই করিবার নিমিত্ত দুইটি রেখা মিলান ক সত্য দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং দুই বিন্দুতে মিলানে সমরেখাদ্বয় মিলিত হইবার নিমিত্তই দুই বিন্দু দিয়া এক জাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করিতে অসমর্থ। অর্থাৎ ক সত্যের বর্ত্তমানতার গতিকে ১ম স্বীকার্য্যের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশ করিয়া সমরেখার সংজ্ঞা গঠিত হইয়াছে। অথচ উক্ত দ্বিতীয় আপত্তিটিও নিরর্থক সন্দেহ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কারণ, দুই বিন্দু দিয়া বিভিন্নজাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করিতে পারে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিয়মিত তল নিয়াই চর্চ্চা করা গেল। সমরেখা সম্বন্ধে ঘন জ্যামিতির আলোচনা ভবিষ্যতের নিমিত্ত স্থগিত রহিল।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত

নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি*

[হারহা-প্রশস্তি]

এই শিলালিপি যুক্ত-প্রদেশে বড়বাঁকী জেলার অন্তর্গত হারহা গ্রামে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ নগরের প্রাদেশিক চিত্রশালার অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুত হীরানন্দ শাস্ত্রী, এম্. এ মহাশয় সর্ব্বপ্রথম জনৈক লোকের মুখে ইহার সন্ধান অবগত হন। সম্প্রতি যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটরী শ্রীযুত আর্ বার্ণ্ [R. Burn, I. C. S.] মহোদয়ের যত্নে উহা লক্ষ্ণৌ-চিত্রশালায় আনীত হইয়া রক্ষিত হইতেছে। হারহার রাজা শ্রীযুত রঘুরাজ বাহাদুর সিংহ এই লিপিখানি উক্ত চিত্রশালায় সংরক্ষণের জন্য অর্পণ করিয়াছেন[১]। উৎকীর্ণ লিপির একখানি ছাপ উক্ত রাজা বাহাদুর কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে গত বৎসর প্রেরণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোসাইটির এক অধিবেশনে হারহা-লিপির উদ্ধৃত পাঠ বিবৃত করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে 'সরস্বতী' নামক একখানি হিন্দী পত্রিকায় [মাঘ, ১৩২২, পৃঃ ৮৩—৮৬] পণ্ডিত শ্রীযুত হরিরামচন্দ্র দিবেকর এম্ এ, উক্ত লিপির ছাপ ও উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য লিপি সম্বন্ধে পণ্ডিত হীরানন্দের লিখিত এক ইংরাজী প্রবন্ধ 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রেরিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, তাহা উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইবে। বিগত শারদীয় পূজার পূর্ব্বে মদীয় শিক্ষক, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী পরিদর্শক শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় আমাকে বাঙ্গালায় হারহালিপি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন এবং আমার ব্যবহারের জন্য পণ্ডিত হীরানন্দের নিকট হইতে উহার দুইখানি সুন্দর ছাপ আনাইয়া দেন। তদনুসারে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

লক্ষ্ণৌ চিত্রশালার ১৯১৪-১৫ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে শিলাপট্টের আয়তন ও উহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে[২]। এক খণ্ড সুমসৃণ-বালুকা-প্রস্তরের উপরিভাগে অত্যন্ত যত্নসহকারে অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রস্তরখণ্ডের দৈর্ঘ্য ২′ ২½″—ও প্রস্থ ১′ ৪½″। সর্ব্বসমেত দ্বাবিংশতি ছত্রে লিপি সমাপ্ত হইয়াছে। কাল-বশে প্রস্তরের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই, কতিপয়-সংখ্যক অক্ষরের অংশবিশেষ ভগ্ন

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৭ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1916, p. 3 ; Appendix, D. p. 8.

২। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1915, p. 3.

হইয়াছে মাত্র। গুপ্তনরপালগণের সমসাময়িক উত্তর-ভারতীয় লেখমালার যে শ্রেণীর অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই শ্রেণীর অক্ষরে লিপিখানি উৎকীর্ণ। মন্দশোর নগরে আবিষ্কৃত কূপ-প্রশস্তি[১], মহানামের বুদ্ধগয়ালিপি[২], মহারাজ আদিত্যসেনের অফসড়-লিপি[৩], মহাশিবগুপ্তের সিরপুর-লিপি[৪] প্রভৃতির অক্ষরের সহিত হারহা-লিপির অক্ষরের সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। প্রথম হইতে শিল্পীর নামোল্লেখের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই লিপি সংস্কৃত শ্লোকে রচিত। গুপ্তযুগের সংস্কৃত-সাহিত্যে কৃত্রিম-পদবিন্যাস-পদ্ধতি সবিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠে। এই কালের প্রশস্তি-সমূহ ভাষার আড়ম্বর এবং উপমার বাহুল্যহেতু তাদৃশ সরল বা সহজবোধ্য নহে। যাঁহারা সমসাময়িক সংস্কৃত-কাব্যসাহিত্য এবং উৎকীর্ণ প্রশস্তি-সমূহের একত্র অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, উভয় শ্রেণীর রচনাই একই প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। হারহা-লিপি গুপ্ত-নরপালগণের রাজ্যকালে রচিত বলিয়া ইহাও সমসাময়িক যুগের সাধারণ প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। শব্দের আড়ম্বরে ইহার প্রকৃত অর্থ অধিকাংশ স্থলেই অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং নানারূপ উপমার চক্রে পড়িয়া প্রশস্তি-রচয়িতার বক্তব্য সুচারুরূপে ব্যক্ত হয় নাই।

কবির ভাবের দৈন্য ও বর্ণনার বৈচিত্র্যহীনতা স্থানে স্থানে অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। সপ্তম ও দশম শ্লোকের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু ভাব অভিন্ন। উভয় শ্লোকেই, আকাশে সমুত্থিত, হোমাগ্নি-সঞ্জাত 'ধূমজালে' মেঘ বলিয়া ভ্রম হওয়ায় শিখিগণ উন্মত্ত ও মুখর হইয়া উঠিতেছে। অন্য আর একজন প্রশস্তিকারও হোমাগ্নি হইতে অভ্যুত্থিত ধূমরাশিকে মেঘ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন।

যশোধর্ম্মদেবের মন্দশোরে আবিষ্কৃত একখানি প্রশস্তিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়,—

"স্নিগ্ধশ্যামাম্বুদাভৈঃ স্থগিতদিনকৃতো যজ্বনামাজ্যধূমৈ-
রম্ভো মেঘ্যং মঘোনাবধিষু বিদধতা গাঢ়সংপন্নসস্যৈঃ।"

—প্রাচীন-লেখমালা, কাব্যমালা-সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩।

কলির অন্ধকার হইতে পৃথিবীর উদ্ধারের কল্পনা হারহা-প্রশস্তির একাধিক শ্লোকে লক্ষিত হয়। একই ভাবের পুনরুক্তি কবির ভাব-দৈন্যের পরিচায়ক। লিপির কুত্রাপি রচয়িতার বর্ণনার বিশেষত্ব প্রকাশ পায় নাই। তবে উহার কোনও কোনও শ্লোকে চমৎকার ললিত পদ-যোজনার পরিচয় আছে। অনেকাংশে আলোচ্য লিপির রচনা উল্লিখিত মন্দশোর-লিপির রচনার অনুরূপ। প্রশস্তির আরম্ভে মহাদেবের বন্দনা করিয়া উভয় কবিই মুখবন্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়িয়া দিলেও একটি স্থলবিশেষে উভয় প্রশস্তির রচনারীতির সাদৃশ্য

১। Fleet's Gupta Inscriptions, pl. xxii.
২। Ibid. pl. xii.
৩। Ibid. pl. xxviii.
৪। Epigraphia Indica, Vol. xi, pl. (after p. 190)

লক্ষিত হইবে। হারহা-লিপির যে শ্লোকে লিপির তক্ষণাঙ্ক বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকেই বৎসরের কোন্ কালে অর্থাৎ কোন্ ঋতুতে তক্ষণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আছে। মন্দশোর-লিপিতেও ঠিক এই রীতিই অনুসৃত হইয়াছে। হারহা-লিপি বর্ষাকালে উৎকীর্ণ হয়, তাহার আরম্ভ এইরূপ,—'যস্মিন্ কালেহম্বুবাহী নব-গবলরুচঃ প্রাস্ত-কগ্নেন্দ্রচাপাঃ'। মন্দশোরলিপি বসন্তকালে উৎকীর্ণ হয়, তাহার আরম্ভ এইরূপ,—'যস্মিন্ কালে কলমৃদুগিরাং কোকিলানাং প্রলাপাঃ।' দুইটি শ্লোকেরই রচনা এক রকম। আরও কৌতূহলের বিষয় এই, উভয় প্রশস্তিই একই বৎসরে উৎকীর্ণ হয়। হারহা-প্রশস্তি ও মন্দশোর-প্রশস্তির পদযোজনা হইতে আমরা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। এই যুগের সংস্কৃত কাব্যের ভাষা কিরূপ বিশেষত্বহীন, কৃত্রিম ও জটিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পরিচয় হারহা-প্রশস্তির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে।

আলোচ্য লিপির বর্ণবিন্যাস-সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

দুই রকম 'আ'-কার, যথা—'কারণং (১), 'বেধসাং' (১)

" 'উ'-কার, যথা—'হুতভুজি' (৬), 'ত্রিপুরান্তকঃ' (১)

" 'ঊ'-কার, যথা—'ভূতাত্মা' (১), 'সূর্য্যবর্ম্মা' (১৬)

" 'এ'-কার, যথা—'কুলেন' (৮), 'তেন' (১৬)

" 'ও'-কার, যথা—'লোক' (১), 'যোগিনঃ' (১)

" 'ঔ-কার, যথা—'গৌড়ান্' (১৩), 'নৌ' (১৫)

" 'ণ'-কার, যথা—'শিখিগণা' (১০), 'রেণুনা' (১৪)

" 'ব'-কার, যথা—'বলার্ণ্ববাভিগমন' (১৩), 'বারিভার' (১০)

" 'য'-কার, যথা—'বিরতি' (৬), 'যৌবনং' (৮)

লিপিতে 'র্য'-স্থানে 'র'-এ 'য'-ফলা সংযুক্ত হইয়াছে, যথা—'র্যং প্রাপ্য' (৫), 'শৌর্য্যং' (৮)

রেফাক্রান্ত 'ক'-বর্ণের দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে, যথা—দিক্চক্রবালে (৯), 'ক্রতু' (৭)

রেফসংযুক্ত 'ণ'-এরও দ্বিত্ব হইয়াছে, যথা—'উৎকীর্ণ্ণা' (২২), 'বর্ণ্ণাশ্রমাচার' (৫)

অবগ্রহচিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই, যথা—'অর্দ্ধস্থিতযোষিতোপি' (১), 'নৃপোশ্বপতি' (৩)

কাব্যাংশে নগণ্য হইলেও ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া কথিত হইতে পারে। এই প্রশস্তি মৌখরিবর্ম্ম-রাজগণের আধিপত্য-কালের অন্যতম অভিজ্ঞান। ইহার পূর্ব্বে মৌখরিদিগের আর পাঁচখানি খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে;—

(১) জৌনপুরের আতালা মস্জিদে প্রাপ্ত মৌখরি ঈশ্বরবর্ম্মার লিপি[১];

(২) মধ্য-প্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত আশিরগড় নামক স্থানে আবিষ্কৃত শর্ব্ববর্ম্মার উৎকীর্ণ তাম্রমোহর[২];

১। Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 228-30.

২। Ibid. pp. 219-21.

(৩-৪) নাগার্জ্জুনী-গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ অনন্তবর্ম্মার দুইখানি খোদিত লিপি[১] ;
এবং (৫) বরাবর-গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ অনন্তবর্ম্মার একখানি খোদিত লিপি[২]।

এতদ্ভিন্ন দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেববরুণার [দেওবরণার্কের] উৎকীর্ণ লিপি[৩], আদিত্যসেনের অফসড়লিপি[৪] এবং লিচ্ছবিরাজ অংশুবর্ম্মা ও জয়দেবের খোদিত লিপিতে[৫] কোনও কোনও মৌখরি নৃপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গগত স্যর্ আলেক্জণ্ডার কানিংহাম গয়ার সন্নিকটে মৌখরিদিগের এক মৃন্ময় শিলমোহর[৬] আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হর্ষচরিতের বহু স্থলে[৭], মুদ্রারাক্ষসের[৮] কোনও কোনও পুথিতে এবং কাদম্বরীর একটি শ্লোকে[৯] মৌখরিদিগের বা মৌখরি নৃপবিশেষের উল্লেখ আছে। ফৈজাবাদ জেলায় মৌখরিগণের বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[১০]। এই সকল বিক্ষিপ্ত উপাদান-পরম্পরা হইতে মৌখরি-রাজবংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইতে পারে। শর্ব্ববর্ম্মার আশিরগড়-লিপি হইতে[১১] এই বংশের নিম্নলিখিত বংশতালিকা সংগ্রহ করা যায়,—

হরিবর্ম্মা + জয়স্বামিনী
|
আদিত্যবর্ম্মা + হর্ষগুপ্তা
|
ঈশ্বরবর্ম্মা + উপগুপ্তা
|
ঈশানবর্ম্মা + লক্ষ্মীবতী
|
শর্ব্ববর্ম্মা + ?

হারহা-লিপি হইতে এই বংশের একজন নূতন লোকের নাম জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে ; তিনি ঈশানবর্ম্মার পুত্র সূর্য্যবর্ম্মা। আশিরগড়-লিপিতে ঈশানবর্ম্মার পুত্র রাজা শর্ব্ববর্ম্মার নাম আছে। দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেওবরণার্ক লিপিতেও শর্ব্ববর্ম্মার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[১২]। এতদ্ভিন্ন ইঁহার নামাঙ্কিত কতিপয় মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৩]। ঈশানবর্ম্মার রাজ্যকালের লিপিআবিষ্কারের পর এখন অবগত হওয়া যাইতেছে যে, তাঁহার দুই পুত্র ছিল—শর্ব্ববর্ম্মা ও সূর্য্যবর্ম্মা। হারহা-লিপির ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে মৌখরিদিগের

১। Ibid pp. 223-26 ; 226-28.
২। Ibid pp. 221-23.
৩। Ibid p. 216.
৪। Ibid p. 203.
৫। Indian Antiquary, Vol. ix. pp. 171, 178.
৬। Fleet's Gupta Inscriptions, Introduction, p. 14.
৭। *Harsacharita*, Edited and translated by Cowell and Thomas, pp. 122, 123, 124, 173, 194, 233, 238, 246.
৮। *Mudraraksasa*, Bombay Sans, series, Introduction, p. 21.
৯। *Kadambari*, Bombay Sans. series, p, 1.
১০। J. R. A. S. 1906. pp. 843-50.
১১। Fleet's Gupta Inscriptions, p. 220.
১২। Smith, J. A. S. B. 1894, p. 193.
১৩। J. R. A. S. 1906, p. 844.

সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ অভিনব ও কৌতূহলজনক তথ্য পাওয়া গিয়াছে। অন্ধ্রাধিপতিকে সমরে পরাজিত করিয়া এবং 'সমুদ্রাশ্রয়'-স্থিত গৌড়ীয়গণের ['গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্'] রাজ্য জয় করিয়া, তৎপরে ঈশানবর্ম্মা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বেই—অর্থাৎ পিতা ঈশ্বরবর্ম্মার রাজত্বকালেই ঈশানবর্ম্মা এই বিজয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন,—"সমানকর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে" [৩।৪।২১], অর্থাৎ সমানকর্ত্তৃক দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি অন্যতর ক্রিয়ার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ['পূর্ব্বকালে'] হয়, সেই ক্রিয়ার ধাতু ক্ত্বাচ্-প্রত্যয়ান্ত হইয়া থাকে। 'জিত্বা অন্ধ্রাধিপতিং সিংহাসনমধ্যাসিষ্ট'—এখানে সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বে অন্ধ্রাধিপতির পরাজয় নিষ্পন্ন হইয়াছিল, এই অর্থ সূচিত করিবার জন্যই 'জি'-ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় করিয়া 'জিত্বা' পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ 'সমুদ্রাশ্রয়ান্ গৌড়ান্ আয়তিমোচিতস্থলভুবো কৃত্বা সিংহাসনমধ্যাসিষ্ট', এই বাক্যেও সূচিত হইতেছে যে, গৌড়বিজয় পূর্ব্বে এবং সিংহাসনে আরোহণরূপ ক্রিয়া পরে হইয়াছিল। অতএব ঈশ্বরবর্ম্মার জীবিতকালেই অন্ধ্ররাজ ও গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পুত্র মৌখরিকুলের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। গুপ্তরাজত্বকালে প্রাচীন অন্ধ্ররাজ্যের লোপ হইয়াছিল, সুতরাং এখানে 'অন্ধ্রাধিপতি' শব্দে কাহাকে বুঝান হইয়াছে, বলা যায় না। তৎকালে গৌড়রাজ্যই বা কোন্ রাজবংশের শাসনাধীন ছিল, তাহাও স্থির করা অসম্ভব। জৌনপুরে ঈশ্বরবর্ম্মার যে ভগ্ন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে অন্ধ্রগণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ['বিন্ধ্যাদ্রেঃ প্রতিরন্ধ্রমন্ধ্রপতিনা শঙ্কাপরেণাসিতম্'[১]]; কিন্তু লিপির অধিকাংশ ভাগ বিলুপ্ত হওয়ায় তাহাদিগের সম্বন্ধে কি তথ্য খোদিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। বিন্ধ্যগিরির রন্ধ্রে অন্ধ্রাধিপতির সশঙ্ক অবস্থিতির উল্লেখমাত্র হইতে অবশ্য কোনও অনুমান করা সঙ্গত নহে, তথাপি ঈশানবর্ম্মার শিলালিপিতে ঈশ্বরবর্ম্মার রাজত্বকালে সংঘটিত মৌখরিগণকর্ত্তৃক অন্ধ্রদিগের পরাজয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আবিষ্কৃত হওয়ায় সন্দেহ হয়, হয় ত জৌনপুরের ভগ্নপ্রায় শিলাপট্টেও প্রশস্তিকার উক্ত জয়বার্ত্তাই সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। মৌখরিগণকর্ত্তৃক গৌড়বিজয়ও বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তরাপথের রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাস এখনও অনাবিষ্কৃত। গুপ্তবংশের রাজত্বলোপের পূর্ব্বেই যে মৌখরিরাজবংশ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে ঈদৃশ প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিকসমাজে কৌতূহলজনক বলিয়া গণ্য হইবে। গুপ্তরাজগণের সহিত মৌখরিবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, ইহার আভাস অফসড়লিপি হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্য সত্যই যে মৌখরিগণ গুপ্তরাজ্যের কিয়দংশ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, ইহার অবিসম্বাদিপ্রমাণ নবাবিষ্কৃত হারহালিপি হইতেই পাওয়া যাইতেছে। মহাশিবগুপ্ত-বালার্জ্জুনের সিরপুরলিপি হইতে জানা যায়, বর্ম্ম-উপাধিধারী এক রাজবংশ মগধে আধিপত্য করিতেন এবং এই বংশে সূর্য্যবর্ম্মা

১। Fleet's Gupta Inscriptions, p. 230.

নামে একজন নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাশিবগুপ্তের মাতামহ[১]। সিরপুর লিপিতে তারিখ নাই, ইহার অক্ষর আলোচনা করিয়া অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং মহাশিবগুপ্তের মাতামহ সূর্য্যবর্ম্মা খুব সম্ভব খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন[২]। রায়বাহাদুর হীরালাল অনুমান করেন, এই সূর্য্যবর্ম্মার নাম আবিষ্কারে পশ্চিম-মগধের বর্ম্মরাজবংশের অর্থাৎ মৌখরিবর্ম্মবংশের বংশতালিকায় একজন নূতন ব্যক্তির নাম আবিষ্কৃত হইল[৩]। নানা কারণে হারহালিপির সূর্য্যবর্ম্মা ও সিরপুরলিপির সূর্য্যবর্ম্মাকে এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়।

এ যাবৎ মৌখরিদিগের যত খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সবগুলিই তারিখশূন্য। কিন্তু হারহালিপিতে উহার তক্ষণকাল বর্ণিত আছে। ঈশানবর্ম্মার রাজত্ব-কালে, [কোনও প্রচলিত অব্দের] 'একাদশাতিরিক্ত' ষট্‌শত সম্বৎসর অতীত হইলে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে ৬১১ অব্দ পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌ-চিত্রশালার কার্য্যবিবরণীতে লিখিত হইয়াছে—"Taking *atirikta* in the sense of superfluous the other possible meaning will be '589'[৪]." আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব, লিপির তক্ষণকাল ৬১১ অব্দ হওয়া সম্ভব নহে, ৫৮৯ অব্দই হইবে। আলোচ্য লিপির উল্লিখিত অব্দকে বিক্রমাব্দ ধরিতে হইবে। অফসড়লিপি হইতে জানা যায় যে, আদিত্যসেনের পিতা মাধবগুপ্ত স্থাণ্বীশ্বররাজ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন[৫]। ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে, হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে অনুমান ৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন[৬]; সুতরাং মাধবগুপ্ত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ঈশানবর্ম্মা মাধবগুপ্তের প্রপিতামহ তৃতীয় কুমারগুপ্তের সমসাময়িক, ইহা উক্ত লিপি হইতেই জানা যায়[৭]; অতএব ঈশানবর্ম্মা নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক। হারহালিপির তক্ষণাব্দ ৬১১ অথবা ৫৮৯কে বিক্রমাব্দ বলিয়া গণনা করিলে ৫৫৫—৫৬ এবং ৫৩৩—৩৪

১। "নিষ্পঙ্কে মগধাধিপত্যমহতাং জাতঃ কুলে বর্ম্মণাং
পুণ্যাপ্তিঃ কৃতিভিঃ কৃতী কৃতমনঃকম্পঃ সুধাভো[জি]নাম্।
বামাসাদ্য সুতাং হিমাচল ইব শ্রীসূর্য্যবর্ম্মা নৃপঃ
প্রাপ প্রাক্‌পরমেশ্বর-শ্বশুরতা-গর্ব্বানিথর্ব্বং পদম্॥"

—Epigraphia Indica, Vol. xi. p. 191.

২। নারায়ণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭৫৬।

৩। Epigraphia Indica, Vol. xi, p. 185.

৪। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1915, p. 3.

৫। Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 203-4.

৬। V. A. Smith, Early History of India, Third Edition, p. 359.

৭। Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 203-4.

খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ অব্দকে শকাব্দ বা অন্য কোনও পরবর্ত্তী অব্দ বলিয়া গণনা করিলে যথাক্রমে ৬৮৯ এবং ৬৬৭ বা ইহার পরবর্ত্তী কোনও খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ৬৬৭, ৬৮৯ বা ইহার পরবর্ত্তী কোনও বৎসরকে ঈশানবর্ম্মার লিপির তক্ষণকাল বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, তৃতীয় কুমারগুপ্ত স্বীয় প্রপৌত্রের রাজত্বপ্রাপ্তির পর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতএব ৬১১ বা ৫৮৯ সম্বৎসরকে বিক্রমাব্দ না ধরিয়া অন্য কোনও অপেক্ষাকৃত আধুনিক অব্দ বলিয়া গণনা করিলে এইরূপ ঐতিহাসিক বিভ্রাট ঘটিবে সন্দেহ নাই।

ফৈজাবাদ জেলায় ঈশানবর্ম্মার পুত্র শর্ব্ববর্ম্মার কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার কয়েকটিতে মুদ্রাঙ্কণবৎসর গুপ্তাব্দে প্রদত্ত হইয়াছে। বার্ণ্ এই সকল মুদ্রার তারিখের অঙ্কগুলি পাঠ করিয়াছেন। উহার অন্ততঃ একটি ২৩৪ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল[১]। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে বা তাহার পূর্ব্বে শর্ব্ববর্ম্মার পিতা ঈশানবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল। বার্ণের কৃত পাঠোদ্ধার যদি সঙ্গত হয়, তবে ঈশানবর্ম্মার ৫৫৫—৫৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকা অসম্ভব এবং হারহালিপি কখনই উক্ত বৎসরে উৎকীর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং কাজে কাজেই উহা ৫৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল ধরিতে হইবে।

মৌখরিদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে বর্ত্তমান শিলালিপির ৩য় শ্লোকে কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে। এই শ্লোকে মহাভারত-বর্ণিত একটি অবদানের অংশবিশেষ প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত করিয়া কবি বলিয়াছেন, নৃপ অশ্বপতি যমরাজের নিকট হইতে যে শত পুত্র লাভ করেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিবর্গই 'মুখর' নামে প্রসিদ্ধ হন। ইঁহারা ক্ষত্রিয়—'মুখরাঃ ক্ষিতীশাঃ ক্ষতারয়ঃ'। মৌখরিগণের জাতিসম্বন্ধে কিছু দিন পূর্ব্বে স্বর্গগত ডাক্তার ব্লক (Theodore Bloch) যে মত প্রকাশ করেন,[২] তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—"It is evident that southern Magadha * * * must often have changed hands between the scions of the Imperial Gupta family and the Maukhari clan of Rajputs." কিন্তু মৌখরিদিগকে রাজপুত বলিয়া বর্ণনা করিবার পক্ষে বিশেষ কোনও প্রমাণ আছে বলিয়া জানি না। আপাততঃ ইঁহারা ক্ষত্রিয় এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

আলোচ্য প্রশস্তির প্রথম দুই শ্লোকে মহাদেবের স্তুতি করা হইয়াছে। এই বর্ণনায় প্রায় সর্ব্বাংশেই শিবের প্রচলিত মূর্ত্তিকল্পনারীতি অনুসৃত হইয়াছে, কেবল বিশেষত্বের মধ্যে এই যে, তাঁহার পরিধেয় বসন ব্যাঘ্রাজিনের পরিবর্ত্তে সিংহাজিন ['সৈংহীং বসানং ত্বচম্']। তৃতীয় শ্লোকে মৌখরিকুলের উৎপত্তির কথা, এবং চতুর্থ শ্লোক হইতে উনবিংশশ্লোকপর্য্যন্ত মৌখরিনৃপতিগণের নাম, স্ব স্ব কীর্ত্তিকলাপ ও গুণাবলীর বর্ণনা আছে। বিংশ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, একদা ঈশানবর্ম্মার তনয় সূর্য্যবর্ম্মা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মহা-

১। J. R. A. S. 1916, pp. 848-49.

২। Annual Report of the Archæological Survey of India, 1908-9, p. 141.

দেবের একটি প্রাচীন ['আশ্রম'] ও ভগ্ন ['বিশীর্ণম্,'] দেবালয় দেখিতে পান। কুমারের ইচ্ছাক্রমে উহার সংস্কারকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। একবিংশ শ্লোকে শিলালেখের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাজ ঈশানবর্ম্মার জীবিতকালে ৫৮৯ সম্বৎসরে উহার তক্ষণ হয়। দেবালয়ের সংস্কারকার্য্য যে বর্ষাঋতুতে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা দ্বাবিংশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ত্রয়োবিংশ শ্লোক হইতে জানা যায়, কুমারশান্তির পুত্র গর্গরাকট-নিবাসী ['গর্গরাকটবাসিনা'] রবিশান্তি বর্ত্তমান প্রশস্তির রচয়িতা। তৎপরে, সর্ব্বশেষে শিল্পীর নাম। মিহিরবর্ম্মা কর্ত্তৃক এই লেখ উৎকীর্ণ হইয়াছে।

উদ্ধৃত পাঠ

১। লোকাবিষ্কৃতি-সংক্ষয়-স্থিতিকৃতাং যঃ কারণং বেধসাম্ ধ্বস্তধ্বান্তচয়াঃ পরান্তরজসো ধ্যায়ন্তি যং যোগিনঃ [।] যস্যার্দ্ধস্থিতযোষিতোপি হৃদয়ে নাস্থায়ি চেতোভুবা ভূতাত্মা ত্রিপুরান্তকঃ স

২। জয়তি শ্রেয়ঃ-প্রসূতির্ভবঃ (১)[১] ॥ আশোণাং ফণিনঃ ফণোপলরুচা সৈন্ধীং বসানং ত্বচম্ শুভ্রাং লোচনজন্মনা কপিশয়ন্ভাসা কপালাবলিম্ [।] তন্বীং ধ্বান্তনুদং মৃগাকৃতি-ভৃতো বিভ্রৎ কলাং মৌলিনা দিশ্যাদন্ধ

৩। কবিদ্বিষঃ স্ফুরদহি-স্থেয়ঃ পদং বো বপুঃ (২)[২] ॥ সুতশতং লেভে নৃপোশ্বপতি বৈব(বৈব)স্বতাদ্যদ্‌গুণোদিতম্ [।] তৎপ্রসূতা দুরিতবৃত্তি-রুধো মুখরাঃ ক্ষিতীশাঃ ক্ষতারয়ঃ(৩)[৩] ॥ তেষ্বাপে **হরিবর্ম্মণা**বনিভুজা ভূতিভু

৪। বো ভূতয়ে রুদ্ধাশেষদিগন্তরাল-যশসা রুগ্‌ণারিসম্পদ্বিষা [।] সঙ্গ্রামে হুতভুক্-প্রভা-কপিশিতং বক্ত্রং সমীক্ষ্যারিভির্যো ভীতেঃ প্রণতস্ততশ্চ ভুবনে জ্বালামুখাখ্যাং গতঃ (৪)[৪] ॥ লোকস্থিতীনাং স্থিতয়ে স্থি

৫। তস্য মনোরিবাচার-বিবেক-মার্গে [।] অগাহিরে যস্য জগন্তি রম্যাঃ সৎকীর্ত্তয়ঃ কীর্ত্তয়িতব্যনাম্নঃ (৫)[৫] ॥ তস্মাৎ পয়োধেরিব শীতরশ্মি**রাদিত্যবর্ম্মা** নৃপতির্ব্বভূব [।] বর্ণা-শ্রমাচার-বিধি-প্রণীতে র্যং প্রাপ্য

৬। সাফল্যমিয়ায় ধাতা (৬)[৬] ॥ হুতভুজি মথমধ্যাসঙ্গিনি ধ্বান্তনীলম্ বিয়তি পবনজন্ম-ভ্রান্তিবিক্ষেপভূয়ঃ [।] মুখরয়তি সমন্তাদুৎপতদ্ধূমজালম্ শিখিকুলমুরুমেঘাশঙ্কি যস্য

৭। প্রসক্তম্ (৭)[৭] ॥ তেনা**পীশ্বরবর্ম্মণঃ** ক্ষিতিপতেঃ ক্ষত্রপ্রভাবাপ্তয়ে জন্মাকারি কৃতাত্মনঃ ক্রতুগণেঘাহুত-বৃত্রদ্বিষঃ [।] যস্তোৎখাত-কলিস্বভাব-চরিতস্যাচারমার্গং নৃপা যত্নেনাপি যযাতি-

---

১। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ২। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৩। আর্য্যা জাতি।
৪। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৫। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা-সংযুক্ত উপজাতি।
৬। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা-সংযুক্ত উপজাতি। ৭। মালিনী।

৮। তুল্যযশসো নান্যোদ্বহস্তং ক্ষমা (৮)১ ॥ নীত্যা শৌর্য্যং বিশালং সুহৃদমকুঠিনেং (?) নোত্তমেচ্ছাঙ্কুলেন ত্যাগং পাত্রেণ চিত্তপ্রভবমপি হৃদ্যা যৌবনং সংযমেন [।] বাচং সত্যেন চেষ্টাং শ্রুতিপথবিধিনা প্রশ্রয়ে

৯। পোত্তমর্দ্ধিম্ যো বশ্যং৩ নৈব খেদং ব্রজতি কলিময়ধ্বান্তমগ্নেপি লোকে (৯)৪ ॥ যস্তেজ্যাস্বনিশং যথাবিধিহুতজ্যোতির্ভলজ্জন্মনা ধূমেনাঞ্জনভঙ্গ-মেচকরুচা দিক্‌চক্রবালে ততে [।] আম্নাতা নব-

১০। বারিভার-বিনমন্মেঘাবলী প্রাবৃড়িত্যুন্মাদোদ্ধতচেতসঃ শিখিগণা বাচালতামা-যযুঃ (১০)৫ ॥ তস্মাৎ সূর্য্য ইবোদয়াদ্রিশিরসো ধাতুর্ম্মরুত্বানিব ক্ষীরোদাদিব তর্জ্জিতেন্দুকিরণঃ কান্তপ্রভঃ কৌস্তুভঃ [।]

১১। ভূতানামুদপদ্যত স্থিতিকরঃ শ্রেষ্ঠং মহিম্নঃ পদম্ রাজরাজক-মণ্ডলাম্বরশশি-শ্রীশানবর্ম্মা নৃপঃ (১১)৬ ॥ লোকানামুপকারিণারিকুমুদ-ব্যালুপ্তকান্তি-শ্রিয়া মিত্রাম্ভোরুহাগর-দ্যুতিকৃতা ভূরি-

১২। প্রতাপিত্বিষা [।] যেনাচ্ছাদিত-সৎপথং কলিযুগ-ধ্বান্তাবমগ্নঞ্জগৎ সূর্য্যেনেব সমুদ্যতা-কৃতমিদং ভূয়ঃ প্রবৃত্তক্রিয়ম্ (১২)৭ ॥ জিত্বান্ধ্রাধিপতিং সহস্রগণিত-ত্রেধাক্ষরদ্বারণম্ ব্যাবল্গি-যুতাতি-

১৩। সংখ্যতুরগান্ ভঙ্ক্ত্বা রণেষূ(মূ?)লিকাম্ [।] কৃত্বা চায়তিমোচিতস্থলভুবো গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ানধ্যাসিষ্ট নত-ক্ষিতীশচরণঃ সিংহাসনং যো জিতী(১৩)৮ ॥ প্রস্থানেষু বলাগ্রবাজিগমন-ক্ষোভ-স্ফুটদ্ভূতল-

১৪। প্রোদ্ভূত-স্থগিতার্কমণ্ডলরুচা দিগ্ব্যাপিতা রেণুনা [।] যস্যামূঢ়-দিনাদিমধ্যবিরতৌ লোকেন্ধকারীকৃতে ব্যক্তিং নাড়িকয়ৈব যান্তি জয়িনো যামাস্ত্রিযামাস্বিব (১৪)৯ ॥ প্রবিশতী কলিমারুত-ঘট্টিতা

১৫। ক্ষিতিরলক্ষ্য-রসাতলবারিধৌ [।] গুণশতৈরববধ্য সমন্ততঃ স্ফুটিতনৌরিব যেন ধৃতা (বলাদ্ধৃতা) (১৫)১০ ॥ জ্যাঘাত-ব্রণরূঢ়ি-কর্কশভুজ-ব্যাকৃষ্টশার্ঙ্গচ্যুতাস্তানাবাপ্য পত ত্রিণো রণমুখে প্রাণানমুঞ্চ

১৬। ন্ দ্বিষঃ [।] যস্মিন্ শাসতি চ ক্ষিতিং ক্ষিতিপতৌ জাতেব ভূয়স্ত্রয়ী তেন ধ্বস্তকলি-প্রবৃত্তিতিমিরঃ শ্রীসূর্য্যবর্ম্মাজনি (১৬)১১ ॥ যো বালেন্দু-সকান্তি-কৃৎস্নভুবনপ্রেয়ো দধচ্চৌ-বনম শান্তঃ শাস্ত্রবিচারণা-

---

১। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ২। সম্ভবতঃ "অকঠিনেন" পাঠ করিতে হইবে।
৩। সম্ভবতঃ 'যস্যৈব' লিপিকরপ্রমাদে এই আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ৪। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
৫। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৬। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৭। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
৮। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৯। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
১০। পজ্ঝটিকা। ১১। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

১৭। হিতমনাঃ পারম্পলানাঙ্গতঃ [।] লক্ষ্মী-কীর্ত্তি-সরস্বতীপ্রভৃতয়ো যং (যং) স্পর্দ্ধয়ে-বাশ্রিতা লোকে কামিত-কামিভাব-রসিকঃ কান্তাজনো ভূয়সা (১৭)[১] ॥ সদ্বৃত্তেন বলাৎ কলেরবনতং তাবৎ প্রবৃদ্ধাত্মনো বাণৈ

১৮। স্তাবদবস্থিতং স্মৃতিভুবঃ কান্তা-শরীরক্ষতৌ [।] লক্ষ্ম্যা তাবদকাণ্ড-ভঙ্গজ-ভয়ং ত্যক্তম্ পরাপাশ্রয়ম্ যাবন্নাবিরকারি যস্য জনতাকান্তং বপুর্ব্বেধসা (১৮)[২] ॥ লক্ষ্ম্যা (স্মীঃ) শক্রভুবঃ কচগ্রহ-ভয়াবেশ-ভ্রম-

১৯। স্লোচনা যেনাকৃষ্য ভুজেন বিস্ফুরদসি-জ্যোতিঃকণা-সঙ্গিনা [।] কান্তা মন্মথিনেব কামিতবিদা গাঢ়ং নিপীড্যোরসা প্রায়েণান্যমনুষ্য-সংশ্রয়কৃতং ভাবং পরিত্যাজিতা (১৯)[৩] ॥ তেনানতোন্নতিকৃতা

২০। মৃগয়াগতেন দৃষ্ট্বাম্বমন্ধকভিদো ভবনং বিশীর্ণম্ [।] স্বেচ্ছাসমুন্নতমকারি ললামভূমেঃ ক্ষেমেশ্বর-প্রথিতনাম শশাঙ্কশুভ্রম্ (২০)[৪] ॥ একাদশাতিরিক্তেষু ষট্সু শাতিতবিদ্বিষি [।] শতেষু শরদাং

২১। পত্যৌ ভুবঃ শ্রীশানবর্ম্মণি (২১)[৫] ॥ যস্মিন্ কালেম্বুবাহা নব-গবলরুচঃ প্রান্ত-লগ্নেন্দ্রচাপা স্তম্বন্ত্যাশাবিতানং স্ফুরদুরুতড়িতঃ সান্দ্রধীরং কণন্তঃ [।] বাতাশ্চাবান্তি নীপান্ নব-কুসুমচয়ানম্র-মূর্দ্ধ্নো

২২। ধুনানাস্তস্মিন্ মুক্তাম্বুমেঘ-দ্যুতি-ভবনমদো নির্ম্মিতং শূলপাণেঃ (২২)[৬] ॥ কুমারশান্তেঃ পুত্রেণ গর্গরাকট-বাসিনা [।] নৃপানুরাগাৎ পূর্ব্বেয়মকারি রবিশান্তিনা (২৩)[৭] ॥

উৎকীর্ণা মিহিরবর্ম্মণা

অনুবাদ

১। ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী প্রজাপতিগণের [‘বেধসাম্’][৮] উৎপত্তির যিনি কারণ, তমঃশূন্য [‘ধ্বস্তধ্বান্তচয়া’] ও রজোগুণহীন যোগিগণ যাঁহার আরাধনা করেন, অর্দ্ধনারীশ্বর [‘অর্দ্ধস্থিত-যোষিতঃ’] হইলেও যাঁহার হৃদয়ে কন্দর্প অবস্থিত নহেন, জীব-সমূহের যিনি পরমাত্মা [‘ভূতাত্মা’], ত্রিপুর নামক দৈত্যকে যিনি নাশ করিয়াছেন, কল্যাণের প্রসবিতা [‘শ্রেয়ঃ-প্রসূতিঃ’] সেই মহাদেব জয়যুক্ত হউন।

২। যে দেহ সর্পের ফণাস্থিত মণির [‘ফণোপল’[৯]] জ্যোতিঃহেতু মৃদু রক্তাভ [‘আশোণাং’] সিংহাজিনে [‘সৈংহীং ত্বচম্’] সমাবৃত, লোচনজাত দীপ্তিতে যে দেহের

১। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ২। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

৩। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৪। বসন্ততিলক।

৫। অনুষ্টুপ্। ৬। স্রগ্ধরা। ৭। অনুষ্টুপ্।

৮। ‘স্রষ্টা প্রজাপতির্বেধাঃ’—অমর। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ—এই দশ জন প্রজাপতি। ৯। “উপলঃ প্রস্তরে মণৌ”—বিশ্ব।

(দোদুল্যমান) শুভ্র নরকপাল-মালা কপিশাভ হইয়াছে, যাহার শিরোভাগে চন্দ্রের ['মৃগাকৃতি-ভৃতো'] তিমিরনাশিনী ['ধ্বান্তদ্রুহং'] ক্ষীণকলা, মহাদেবের ['অন্ধকবিদ্বিষঃ'] সেই স্ফুরিত সর্পে বেষ্টিত দেহ তোমাদের স্থির আশ্রয় হউক।

৩। অশ্বপতি যমের ['বৈবস্বতাৎ'] নিকট হইতে গুণশালী শতসংখ্যক পুত্র লাভ করেন১। ইঁহাদের বংশ. হইতে পাপাচরিতগণের শাসয়িতা ['দুরিতংবৃত্তিরুধো'] মুখর নামক ক্ষত্রিয়রাজকুলের উৎপত্তি হইয়াছিল।

৪। এই বংশে ধরিত্রীর কল্যাণকল্পে হরিবর্ম্মা নামে অবনীপতি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার যশোরাশির দ্বারা 'অশেষ'-দিঙ্মণ্ডল অবরুদ্ধ হইয়াছিল। অরিকুলের সম্পৎ-রূপ তেজঃ ইনি প্রভাহীন ['রুগ্ণ'] করিয়া দিয়াছিলেন। সংগ্রামস্থলে ইঁহার যজ্ঞাগ্নি-প্রভা সঞ্জাত-কপিশবর্ণ-মুখমণ্ডল-দর্শনেই রিপুগণ ভীতিহেতু (তৎসকাশে) 'প্রণত' হইত বলিয়া ইনি জগতে 'জ্বালামুখ' বা বহ্নিমুখ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৫। যাঁহারা জনসমূহের জন্য জীবন ধারণ করেন ['লোক৩স্থিতীনাং'], তাঁহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত সেই নরপতি মনুর ন্যায় আচার ও বিবেকের মার্গে অবস্থিতি করিতেন। সেই কীর্ত্তনীয়নামা নৃপতির রম্য-সদ্গুণাবলীর কীর্ত্তন ত্রিজগৎ গান করিত।

৬। সমুদ্র [বক্ষঃ] হইতে চন্দ্রের উদয়ের ন্যায় সেই নৃপতি হইতে লোকপাল আদিত্য-বর্ম্মার উদ্ভব হয়। বর্ণাশ্রম ও আচারবিধি-প্রণয়নের সাফল্য ব্রহ্মা ['ধাতা'] ইঁহাকে পাইয়াই লাভ করিয়াছিলেন।

৭। যাঁহার যজ্ঞমধ্যস্থ হোমাগ্নি প্রজ্বালিত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে আকাশে সমুত্থিত, যজ্ঞাগ্নি-সঞ্জাত ['পবন, জন্ম'] অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ['ধ্বান্তনীলম্'৫], ভ্রাম্যমান 'ধূম-জাল' মেঘের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিয়া (?) প্রগাঢ়-মেঘাশঙ্কি-শিখিকুলকে মুখর করিয়া তুলিত।

৮। সেই নরপতি হইতে ক্ষত্রিয়গণের প্রভাবপ্রতিষ্ঠায় কৃতযত্ন ['কৃতাত্মনঃ'] ক্ষিতিপতি ঈশ্বরবর্ম্মা জাত হন। তিনি ক্রতুক্রিয়ায় শতক্রতু ইন্দ্রেরও সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন ['ক্রতুগণেষ্বাহূতবৃত্রদ্বিষঃ'৬]। তিনি কলহ-স্বভাবযুক্ত ['কলিস্বভাবঃ'৭] নরসমূহকে উৎখাত করিয়াছিলেন। অন্যান্য নৃপগণ যত্নসহকারেও তাঁহার আচারমার্গের অনুসরণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

১। মহাভারত, বনপর্ব্ব।

২। "দুরিতং দুষ্কৃতম্"—অমর।

৩। "লোকস্তু ভুবনে জনে"—অমর। লোকানাং স্থিতির্যে তেষাম্।

৪। 'The sacred fire, Theodore Benfey's Sanskrit English Dictionery, p. 534.

৫। "কৃষ্ণে নীলাসিতশ্যামকালশ্যামলমেচকাঃ"—অমর।

৬। আহূতঃ বৃত্রদ্বিট্ যেন সঃ, তস্য। "স্পর্দ্ধায়ামাঙঃ" [পাণিনি—১।৩।৩১]। আঙ্-পূর্ব্বক হ্বে-ধাতু স্পর্দ্ধা করা ['challenge'] অর্থে প্রযুক্ত হয়।

৭। "কলিঃ স্ত্রী কলিকায়াং না শূরাজিকলহে যুগে"—মেদিনী।

৯। তিনি নীতি-পালনের দ্বারা অসামান্য শক্তি, অপরুষ ব্যবহারদ্বারা [অকঠিনেন?] বান্ধব, সৎকুল-জন্মদ্বারা শোভন-ইচ্ছা, সৎপাত্রে বিনিয়োগের দ্বারা ত্যাগ, লজ্জাশীলতার দ্বারা কন্দর্প ['চিত্তপ্রভবম্'], সংযমের দ্বারা যৌবন, সত্যকথনশীলতার দ্বারা বাক্য, বেদ-মার্গানুমোদিত অনুষ্ঠানাদির দ্বারা ['শ্রুতিপথবিধিনা'[১]] কার্য্য এবং বিনয়ের ['প্রশ্রয়েণ'] দ্বারা ঐশ্বর্য্যকে বন্ধন করিয়াছিলেন (?)। এই বিদ্বেষময় ও তামস-[সাগর]-মগ্ন জগতে তিনি কখনও দুঃখ প্রাপ্ত হন নাই।

১০। যাঁহার যজ্ঞসমূহে যথাবিধি দিবানিশি হোমানল প্রজ্বালিত হইত এবং তাহা হইতে উৎপন্ন কজ্জলতরঙ্গের ন্যায় কৃষ্ণ-আভাযুক্ত ['অঞ্জনভঙ্গমেচকরুচা'[২]] ধূমে 'দিক্‌চক্র-বাল' বিতত হইলে, বর্ষাকালে জলভারনত নব মেঘাবলীর উদয় হইল ভাবিয়া উন্মত্ত এবং উদ্ধতচিত্ত ময়ূরবৃন্দ বাচাল হইয়া উঠিত।

১১। (সেই লোকপাল হইতে) উদয়াদ্রি-শির হইতে সমুত্থিত সূর্য্যের ন্যায়, ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূত দেবরাজের ন্যায়, অথবা ক্ষীরোদসাগর হইতে উত্তোলিত 'নিন্দিতেন্দুকিরণ' ['তর্জ্জিতেন্দুকিরণঃ'], 'কান্তপ্রভ' কৌস্তুভমণির ন্যায়, জীবগণের সংরক্ষণকর্ত্তা, মহিমার স্থিরতম আশ্রয়স্থল, রাজাধিরাজগণের অম্বররূপ মণ্ডলের শশী শ্রীঈশানবর্ম্মা নৃপতির জন্ম হয়।

১২। যিনি প্রজাগণের কল্যাণকারী, রিপুরূপ কুমুদের কান্তি ও শ্রী যিনি বিলুপ্ত করিয়াছেন, মিত্রগণের মুখরূপ কমলের যিনি অমৃতময় বিকাশ সম্পন্ন করিয়াছেন ['অগরদ্যুতি-কৃতা'[৩]], সেই প্রভূত-প্রতাপদ্যুতিশালী নরপতি, ধর্ম্মমার্গ হইতে বিচ্যুত, কলিযুগ-তামসাবমগ্ন এবং অভ্যুত্থিতপাপ জগৎকে পুনরায় ধর্ম্মাচরণে প্রবর্ত্তিত ['প্রবৃত্তক্রিয়ম্'] করিয়াছিলেন।

১৩। সমরে অন্ধ্রাধিপতিকে পরাজিত করিয়া তিন সহস্র ['সহস্রগণিতত্রেধা'] মদস্রাবী গজ ও মূলিকানামক[৪] (?) রাষ্ট্র জয় করিয়া ['ভঙ্‌ক্ত্বা'] নিযুতাধিক সামরিক

১। শ্রুতিপথবিধিনা—'শ্রুতি'র অর্থ বেদ। 'বিধি'র অর্থ অনুষ্ঠান। 'কল্পে বিধি ক্রমৌ'—অমর। বিধি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কোলব্রুক্ বলেন, "Practice prescribed by the *Vedas* for the effecting of certain consequences."—*Umara Kosha*, p. 185, note *d*.

২। ভঙ্গ=তরঙ্গ। "ভঙ্গস্তরঙ্গ উর্ম্মির্বা স্ত্রিয়াং বীচিরথোর্ম্মিষু"—অমর। মেচক=কৃষ্ণবর্ণ। "কৃষ্ণস্তু মেচকঃ"—হেমচন্দ্র।

৩। অগর=ন+গর। গর=বিষ। অগর=অমৃত।

৪। অন্ধ্ররাজ শ্রীসাতকর্ণি গোতমিপুত্রের মাতা বলশ্রীর নাসিকগুহালিপিতে 'মূলক'-দেশের উল্লেখ আছে। সাতকর্ণি মূলকদেশ অধিকার করিয়াছিলেন—Epigraphia Indica, Vol. viii, pp. 60, 62. র‍্যাপসন্ বলেন, এই 'মূলক' ও 'মূলিকা' অভিন্ন। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় 'মৌলিক' জাতির নাম পাওয়া যায়। ফ্লিটের মতে ইহা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি জাতি এবং 'মূলিকা' ও 'মৌলিকা' অভিন্ন—Catalogue of Coins of the Andhra Dynasty, p. xxxi; বৃহৎসংহিতা—১৪।৮, ২৩; Indian Antiquary, 1893, p. 186.

অশ্ব ['সংখ্যাতুরগান্'] লাভ করেন এবং ['সমুদ্রাশ্রয়ান্'] সমুদ্রাশ্রয়বিশিষ্ট গৌড়ীয় জনগণকে উত্তরকালে দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করাইয়া সেই বিজয়ী ['জিতী'[১]] নরপতি সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিখিল-ক্ষিতীশমণ্ডলী তাঁহার চরণে অবনত হইয়াছিল।

১৪। যে বিজয়ী নরপতি প্রস্থিত হইলে, সেনারূপ অর্ণবের চাঞ্চল্যজনিত আঘাতে ভূমিতল হইতে উত্থিত, সূর্য্যের তেজোমণ্ডল-রোধকারী ধূলিকণায় দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইত। 'আমূঢ়' অর্থাৎ দিগ্‌বিদিক্‌শূন্য (?) দিবসের আদি ও মধ্যভাগবিরহিত হইলে এবং জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে, যেন একনাড়িকামধ্যে ['নাড়িকয়ৈবং'] (দিবাভাগের) প্রহরসমূহ নিশাকালের প্রহরে পরিণত হইত। (?)

১৫। কলিমারুতচালিতা বসুধা গভীর রসাতলবারিধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তিনিই বিদীর্ণ নৌকার ন্যায় সেই বসুধাকে অসংখ্য গুণদ্বারা সর্ব্বাংশে অববদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়াছিলেন।

১৬। যাঁহার জ্যাঘাতব্রণহেতু-কর্কশবাহু-দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট ধনুঃ হইতে নিক্ষিপ্ত ['ব্যাকৃষ্টশার্ঙ্গচ্যুতানি'] বাণসমূহে আহত হইয়া শত্রুবৃন্দ 'রণমুখে' পক্ষীর ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, এবং যাঁহার ক্ষিতিশাসনকালে পুনরায় যেন বেদত্রয়ের ['ত্রয়ী'] উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই নরপতি হইতে কলিকালোৎপন্ন তিমিরতরঙ্গের নাশয়িতা ['ধ্বস্তকলিপ্রবৃত্তিতিমিরঃ'] শ্রীসূর্য্যবর্ম্মার জন্ম হয়।

১৭। যৌবনশালী, বালশশীর ন্যায় কান্তিযুক্ত, নিখিল ভুবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, শান্ত এবং শাস্ত্রবিচারে আরোপিতচিত্ত ['আহিতমনাঃ'] (সেই কুমার) সর্ব্বকলাবিদ্যায় বিশারদ হইয়াছেন। (ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) লক্ষ্মী, কীর্ত্তি ও সরস্বতী যেন প্রতিযোগিতা করিয়াই তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। এই ভূলোকে, ঈপ্সিত ও কামিজনোচিত রতিভাবের তিনি রসিক ['কামিত-কামিভাবরসিকঃ'[৩]], এবং (সেই হেতুই) সর্ব্বাংশে রতিপতির তুল্য হইতে পারিয়াছেন।

১৮। যাঁহার জনচিত্তবিমোহন ['জনতাকান্তং'] বপুঃ যত দিন না বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তত দিন 'প্রবৃদ্ধ' কলির বলহেতু ধর্ম্ম অবনত হইয়াছিল; রতির দেহক্ষতসম্পাদনে তত দিন কন্দর্পের বাণ নিযুক্ত ছিল, এবং কমলা আকস্মিক পরাজয়জনিত ['অকাণ্ড-ভঙ্গজভয়ং'] ভীতিহেতু পরের অপকৃষ্ট আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

১। জিতী—জিতং জয়ঃ অস্যাস্তীতি জিতী।

২। নাড়িকা—'ক্ষণৈঃ ষড়্ভিশ্চ নাড়িকা'—হেমচন্দ্র। 'Equivalent to 24 minutes'—Colebrooke's *Umura kosha*, p. 313, note *d*.

৩। ভাব—"শৃঙ্গারাদৌ রসস্যাপি কারণে চাত্মরাজনি"—নানার্থার্ণব-সংক্ষেপ, Edited by Ganapati Sastri, p. 119.

১৯। কেশাকর্ষণ-শঙ্কা-জনিত-ত্রাসহেতু বিচলিতলোচনা রতিপ্রতিম অরিকুল-লক্ষ্মীকে তিনি বিস্ফুরিত-অসির জ্যোতিঃকণা-সংযুক্ত ভুজপাশের দ্বারা সমাকর্ষণপূর্ব্বক কামরিৎ মন্মথের ন্যায়, তাঁহার উরঃস্থল প্রগাঢ়ভাবে নিপীড়িত করিয়া অন্যপুরুষাশ্রয়-জনিত শঙ্কা প্রায়শঃ বিদূরিত করিয়াছিলেন।

২০। (সেই রাজতনয়) যিনি পতিতকে উন্নমিত করেন, তিনি (একদা) মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মহাদেবের ['অন্ধকভিদঃ'] এক প্রাচীন ['আশ্রম'] ভগ্ন দেবালয় দেখিয়া, শক্তির আশ্রয়ভূত ['ললামভূমেঃ'] (সেই দেবাদিদেবের) ক্ষেমেশ্বরনামে প্রসিদ্ধ (এবং) 'শশাঙ্কশুভ্র' নিকেতন স্বেচ্ছায় সমুন্নত করিলেন।

২১। (অব্দের) 'একাদশাতিরিক্ত', ষট্‌গুণিত শতসম্বৎসর অতীত হইলে, নিপাতিতারি ['শাতিতবিদ্বিষি'], ভূমিপতি ঈশানবর্ম্মার রাজ্যকালে (এই নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইল)।

২২। যৎকালে আরণ্য মহিষশিশুরূপ-প্রতীয়মান ['নব-গবল[১]রুচঃ'] ঘনবিদ্যুৎ-স্ফুরিত জলধরগণ প্রান্তভাগে ইন্দ্রচাপসংযুক্ত (ইন্দ্রচাপদ্বারা আহত) হইয়া দিগন্ত (দিগন্তরূপ বিতানস্থল) সমাচ্ছন্ন করিয়া ঘন ও মৃদু গর্জ্জন করিতেছিল, এবং নবকুসুম-ভারাবনত্র কদম্বতরুর শীর্ষদেশে পুষ্পরাজি পবনের ঈষৎ-আন্দোলনে বিকম্পিত হইতেছিল, সেই কালে বর্ষণ-নিঃশেষিত মেঘের কান্তির ন্যায় কান্তিযুক্ত, ভগবান্ শূলপাণির এই মন্দির নির্ম্মিত হইল।

২৩। কুমারশান্তির পুত্র গর্গরাকট-বাসী ['গগর্গরাকট-বাসিনা'] রবিশান্তি নৃপানুরাগ-বশতঃ পূর্ব্বে ইহা (এই প্রশস্তি) রচনা করিয়াছিলেন।

মিহিরবর্ম্মকর্তৃক উৎকীর্ণ হইল।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার
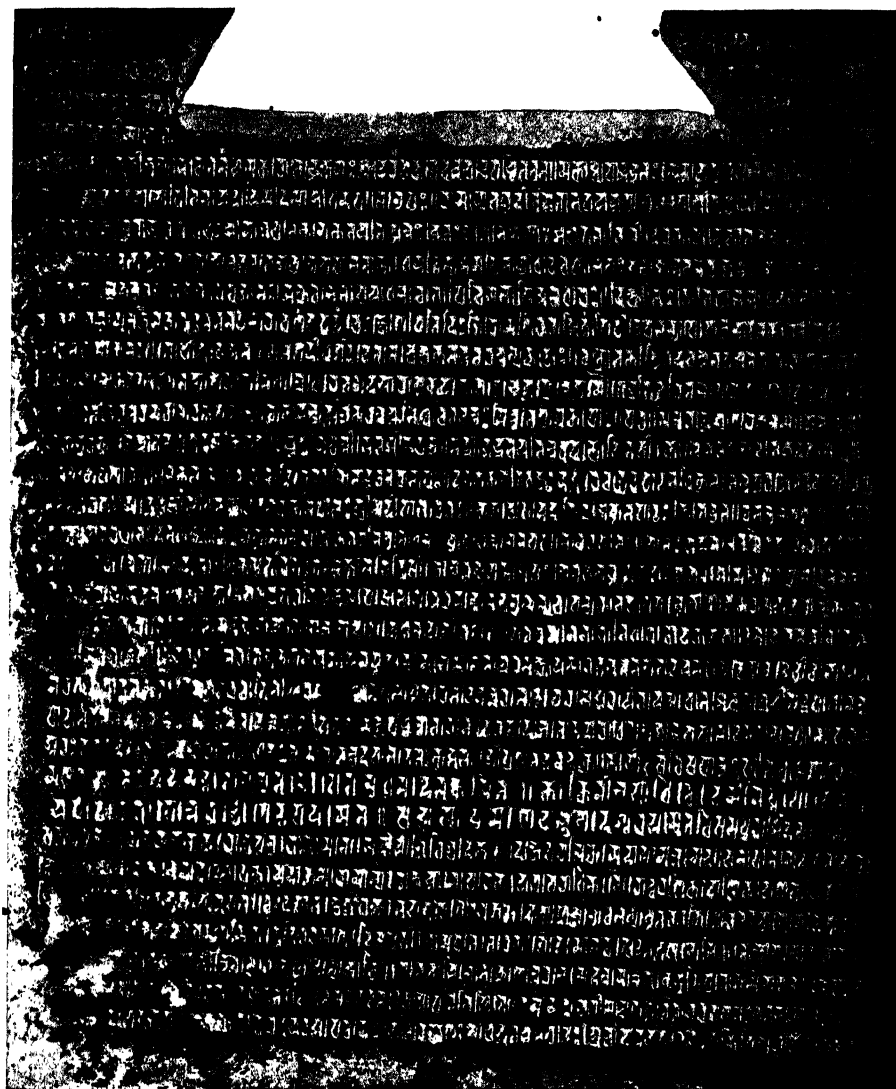
১। গবল—বন্য মহিষ, "......অরণ্যজেঽস্মিন্ গবলঃ"—হেমচন্দ্র।

সূর্য্যবর্মার শিলালিপি

আম্রগাছির তাম্রশাসন, প্রথম দিক

আম্রগাছির তাম্রশাসন, দ্বিতীয় দিক

শ্রীনগরের পরিত্যক্ত মন্দিরের শিলালিপি

শ্রীনগরের রাজা রাঘবের শিবমন্দিরের শিলালিপি
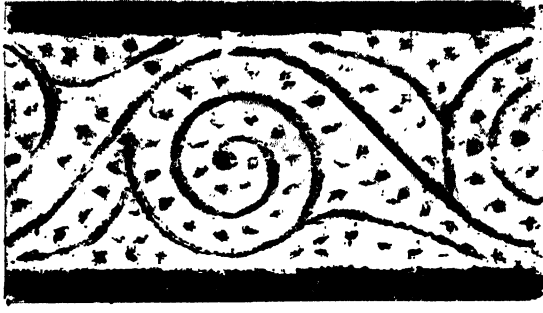
শ্রীনগরের পরিত্যক্ত মন্দিরের কারুকার্য্য খচিত ইষ্টকের প্রতিলিপি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

কার্য্য-বিবরণী

একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৯ই শ্রাবণ, ১৩২২, ২৫শে জুলাই, ১৯১৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥টা।

আলোচ্য বিষয়,—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। একবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ। ৪। ১৩২২ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নিয়োগ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন। ৫। ১৩২২ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ। ৬। সহায়ক-সদস্য-নির্ব্বাচন। ৭। পদক ও পুরস্কার বিতরণ। ৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক ১৩২১ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ পাঠ। ৯। প্রদর্শন—(ক) রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তি। (খ) শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী দাসী মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের ব্যবহৃত গাউন, হুড্, শালের চোগা ও পাগড়ি, দোয়াত প্রভৃতি। (গ) স্বর্গীয় উদয়েন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত শক ও অন্ধ্ররাজগণের এবং মুসলমান বাদশাহগণের ২৬টি মুদ্রা। (ঘ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক নবাবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন। ১০। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১১। শোক-প্রকাশ—(ক) বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস, (খ) ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল্, (গ) অধ্যাপক সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম এ, (ঘ) রাজচন্দ্র চন্দ্র এম্ এ, (ঙ) মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল ও (চ) অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ বি এল্ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ১২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ১৩। বিবিধ।

গত ৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে পরিষদের একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ;—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই (সভাপতি)

" " ডাঃ " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল

" সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল

" নিবারণচন্দ্র ঘটক

শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলী

" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" শুদ্ধানন্দ স্বামী
" রসিকলাল রায়
" নিত্যানন্দ রায়
" চারুচন্দ্র বসু
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" কবিরাজ বসন্তকুমার রায়
" ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ
" বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস
" রমণীমোহন ঘোষ
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" অমূল্যধন রায়
" প্রমথনাথ দত্ত
" ডাঃ আবদুলগফুর সিদ্দিকী
" কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" প্রফুল্লকুমার সরকার
" হরপ্রসাদ মজুমদার
" কুঞ্জবিহারী বসু
" কালীচরণ মিত্র

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার
" সত্যচরণ ধর
" রমেশচন্দ্র মজুমদার
" সুরেশচন্দ্র বসু
" নরেশচন্দ্র সিংহ
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" অনন্তকুমার ঘোষ
" হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত
" পশুপতিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" মন্মথমোহন বসু
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" তারাপদ চট্টোপাধ্যায়
" নিকুঞ্জমোহন কবি-সার্ব্বভৌম
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" শ্যামসুন্দর দত্ত
" রামকমল সিংহ
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
" জগদ্বন্ধু মোদক
" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" সরোজবন্ধু নিয়োগী
" অতুলচন্দ্র মিত্র
" ননীগোপাল রায়
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" বাণীনাথ নন্দী
" শচীন্দ্রসেবক নন্দী
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" বসন্তকুমার রায়
" আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়
" বিজয়কুমার মল্লিক
" জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" উপেন্দ্রনাথ মিত্র
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
" যোগেশচন্দ্র সিংহ
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" ললিতমোহন পাল
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" শ্রীশচন্দ্র সেন
" কৃষ্ণবিহারী দত্ত-চৌধুরী
" কুঞ্জবিহারী দত্ত
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" অক্ষয়কুমার নন্দী
" সত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
" চুণীলাল বসু
" পরশুরাম মিত্র

শ্রীযুক্ত চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
" সহদেব বিশ্বাস
" জীবনধন চক্রবর্ত্তী
" বিপিনবিহারী ঘোষ
" ননীগোপাল মজুমদার
" নরেন্দ্রনাথ দে
" রামহরি ভড়
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" গিরিজাকুমার বসু
" নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত
" জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
" পুলিনবিহারী দত্ত
" অমৃতলাল দত্ত
" রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" পঞ্চানন মিত্র
" গৌরহরি সেন
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" যামিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপ্রভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীপ্রমথলাল সরকার ৫১ শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ বিএ ৩ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন এম্ এ ব্যারিষ্টার, এডিশন্তাল জজ, ছোট আদালত, ১৬ পার্ক-লেন, কলিকাতা।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগগনবিহারী সেন পোষ্ট্যাল ইনস্পেক্টার, ৫৯।৩ ভবানীচরণ দত্তের লেন।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীহরিচরণ মিত্র ৯ গৌরমোহন মুখার্জ্জীর ষ্ট্রীট্।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু ডিরেক্টর সাহেবের অবসরপ্রাপ্ত পার্শন্তাল আসিষ্টাণ্ট, বারাসত।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীবিপিনবিহারী সেনগুপ্ত ৯১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
রায়সাহেব শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	"	শ্রীজয়কালী দত্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল্ উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীআশুতোষ রায় এম্এ, বি এল্, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্, রাঁচী।
"	"	শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীএককড়ি সেন বি এল্ উকীল, রাঁচী।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীরসিকরঞ্জন ঘোষ শিল্প ফ্যাক্টরী, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায় ৭৩ ল্যান্সডাউন রোড।
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	„	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি Calcutta Training Acadamy. ১৩ সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, আরামবাগ, হুগলী।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম্ এ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কণ্ট্রোলার ইণ্ডিয়া ট্রেজারির অফিস, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের বাটী, কুটীঘাটা, বরাহনগর।
শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সান্যাল ম্যানেজার মেসার্স এইচ্ পি মৈত্র এণ্ড কোং, চক্রধরপুর।
„	„	শ্রীকরালীচরণ বিশ্বাস দেওয়ারফিরা এষ্টেট্, চক্রধরপুর।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ ৮৬।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনরেন্দ্রকুমার সেন বি এ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, উয়ারী, ঢাকা।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, ইউনিভারসিটী কলেজের অধ্যাপক, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।
শ্রীদুর্গাদাস রায়	„	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ সেন এম্ এ, বি এল্, উকীল, বহরমপুর।
„	„	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ দত্ত উকীল, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	„	শ্রীচারুচন্দ্র সরকার এম্ এ ৬৭ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
„	„	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ প্রেসিডেন্সী কলেজের ডিমনষ্ট্রেটর, ১৮।১।১ বীডন রো, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন এম্ এস্ সি কায়স্থ পাঠশালার অধ্যাপক, বাদসাহীমুণ্ডী, এলাহাবাদ।
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীকানাইলাল মিত্র, ৩৭ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	রায় শ্রীকৃপানাথ দত্ত বাহাদুর ১২ কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, টালা।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এল্ হাইকোর্টের উকীল, ১৩১।২ বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	পণ্ডিত শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম লক্ষ্মীপাশা এইচ্, ই, স্কুল, লক্ষ্মীপাশা, যশোহর।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদক্ষিণামোহন সেনগুপ্ত ৯১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীশম্ভুনাথ দে ঐ ঐ।
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ইষ্ট এণ্ড হাউস, উয়ারী, ঢাকা।
শ্রীরামহরি ভড়	"	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্, ১৪ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	"	শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ ২৬।৩ স্কটস্ লেন, কলিকাতা।
"	"	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ১৪ সরকার লেন, চোরবাগান।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	ডাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক, কাশীনাথ হাউস, বরাহনগর।
"	"	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচী এম্ এ, ডি এল্, University College, Darbhanga Building, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
ডাঃ শ্রীআব্দুল গফুর	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শ্রীসৈয়দ আকবর সাহেব ভাতশীলা, পোঃ কালীমোহর, ফরিদপুর।
”	”	মৌলবী শ্রীআব্দররহিম খাঁ চৌধুরী মোক্তার, সাতক্ষীরা, খুলনা।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	”	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত, কলিকাতা।
”	”	শ্রীরমেশচন্দ্র ধর বি এ Senior Sanskrit Teacher, C. M. S. School, Garden Reach, ৬৮।৪ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ৺কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের চিত্র প্রতিষ্ঠা-সভার বিশেষ বিবরণ ও দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পড়িয়া শুনাইলে তাহা গৃহীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে পড়িয়া শুনাইলেন। এই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ হইতে জানা গেল, আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদে সকল প্রকার সদস্যের সংখ্যা ২১৪৮ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ২৪ জন সদস্যের ও সদস্য ব্যতীত ১২ জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইয়াছে। এই বর্ষে গ্রন্থশালার গ্রন্থ-সংখ্যা সকল প্রকার বাড়িয়া ৩২৫৭৮ এবং পুথিশালার পুথির সংখ্যা ৩০৯০ হইয়াছে। এই বৎসর চিত্রশালায় অনেক নূতন মূর্ত্তি ও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন মুদ্রাও আসিয়াছে। এই বৎসর সর্ব্বপ্রকারে ৫১৬৯৩৸৵০ আনা জমা হইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকারে ২৭৭৮৩৷৵১১ পাই ব্যয় বাদে বর্ষশেষে ২৩৯১০।৴১ পাই উদ্বৃত্ত আছে। গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ হইতে এ বৎসর চণ্ডীদাসের পদাবলী, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ৩য় খণ্ড, শ্রীভাষ্যের ৫র্থ খণ্ড ও সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম প্রকাশিত হইয়াছে এবং আর তিন চারিখানি গ্রন্থের মূলাংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে, ভূমিকাদি ছাপা হইতেছে। এই বৎসর স্থায়ী তহবিলে লালগোলার রাজা বাহাদুরের দান ১৩০০০৲ হাজার টাকা ও বর্দ্ধমানাধিপতির দান ৫০০০৲ হাজার টাকা একুনে ১৮০০০৲ টাকা বাড়িয়াছে। রমেশ-ভবনের জন্য মহারাজা সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ভূমিদানের ট্রাষ্টডিড (ন্যাসপত্র) রেজিষ্টারী হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর বাঙ্গালায় একটি, বাঙ্গালার বাহিরে দুটি শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। এ বৎসর পরিষৎ হইতে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রসার বৃদ্ধি ও পঠন-পাঠনের এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদে অধ্যাপক-সদস্যের ন্যায় মৌলবী-সদস্য লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বৎসর লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বেদান্তদর্শন সংক্রান্ত প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও ভাষ্যাদি অনুবাদ সহ প্রকাশের জন্য সমস্ত ব্যয়

দিতে স্বীকার করিয়াছেন। লালগোলার রাজা বাহাদুরের প্রদত্ত স্থায়ী তহবিলের ১৩০০০৲ টাকার সুদ হইতে আরও প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ উদ্ধারের পথ আলোচ্য বর্ষে আরও সুগম হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন রাজা বাহাদুর দশ হাজার টাকা ব্যয়ে মুদ্রিত সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমের যাবতীয় স্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন। উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রন্থপ্রকাশ-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের নিয়মিত দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল ও তিনটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুরের) শতবার্ষিক জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান সর্ব্বপ্রধান। কবিবর নবীনচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের চিত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আর দুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গ্রন্থপ্রকাশের সাহায্যার্থ যে ১২০০৲ টাকা বার্ষিক দান পাওয়া যায়, তাহা আলোচ্য বর্ষে বজায় আছে এবং মিউনিসিপ্যালিটি হইতে পুস্তকালয়ের জন্য যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা বাড়িয়া ৫২৫৲ হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের সকল বিভাগেই কাজের উন্নতি হইয়াছে। হেমবাবু এই বলিয়া এই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—গ্রন্থশালায় খরচ-পত্রের মধ্যে এক দফা বেতন খরচ লেখা আছে, আর বেতন শীর্ষকে এক দফা বেতন খরচ লেখা আছে। ব্যাপার কি? শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন—বেতন শীর্ষকে নিয়মিত বেতনগুলিই ধরা হইয়াছে, আর পুস্তকের তালিকাদি করাইতে যে অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হইয়াছে, তাহা গ্রন্থশালার ব্যয়মধ্যে ধরা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ বলিলেন,—উভয় বেতন একত্র লিখিলেই চলিত।

রায় শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—এরূপ আলোচনায় বোধ হয়, আমরা অনধিকারী। কোন্ খরচটা খাতায় কেমন করিয়া লিখিলে ভাল হয়, তাহা বলিয়া দেওয়া আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য। এ বিষয়ে যদি কাহারও কিছু বলিবার থাকে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহার আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলিলেন,—গ্রন্থশালার খরচগুলির বিশেষ বিবরণ দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—গ্রন্থশালার খরচের দপ্তরী, বেতন, পুস্তক-খরিদ ইত্যাদি শীর্ষক দিয়া যে বিবরণ পড়িয়াছি, তাহার অধিক বিশেষ কথা জানাইবার মত কাগজ-পত্র লইয়া আজ আমরা এখানে আসি নাই, কাজেই তাহা বলিতে পারিব না। আর আজ বার্ষিক অধিবেশনে এ সকল বিষয়ের আলোচনার অবসর আছে বলিয়া মনে হয় না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শুভানন্দ স্বামী বলিলেন,—কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার সংক্ষেপে দুই চারি কথা শুনিলাম মাত্র। সমস্ত না শুনিয়া, না জানিয়া, কি গ্রহণের প্রস্তাব শুনিব? যদি জানাইবারই প্রয়োজন ছিল, তবে বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে কার্য্য-বিবরণ ছাপাইয়া সকলকে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আমরা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া আসিয়া মতামত দিতে পারিতাম। লাট সাহেবের আসা উপলক্ষে একটা মস্ত খরচ-পত্রের ব্যাপার শুনিলাম, অথচ তাহার বিন্দুবিসর্গ আমরা জানি না। সদস্যদের সকলকে নিমন্ত্রণ হয় নাই। লাট-বেলাটের দর্শন পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এমন সব স্থানেও যদি তাহার সুযোগ দেওয়া না হয়, তবে আর কিরূপে হইবে? যাহার ফল আমরা পাইলাম না, পাইবার সুযোগ সত্ত্বেও কেহ দিল না, তাহার খরচ আমরা কেমন করিয়া মঞ্জুর করিব? কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কি করিয়াছেন, কেন করিয়াছেন, তাহা এক বৎসরান্তে আমরা একবার শুনিতে পাই, তাহাও যদি পুরা না শুনিয়া মঞ্জুর করিতে হয়, তবে আমাদের শুনাইবার আবশ্যকই বা কি? গাড়ী ভাড়ার একটা মস্ত খরচ শুনিলাম। যদি এ খরচের বিশেষ বিবরণ না জানিতে পারি, তবে স্বভাবতঃই মনে হইবে, এ বিলাসের মঞ্জুর করিব কেন? সেই জন্য বলি, বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ ছাপাইয়া বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে সকলকে বিতরণ করা উচিত, নতুবা না দেখিয়া শুনিয়া কি গ্রহণ করিব?

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলিলেন,—প্রস্তাব যাহা হইল, সে ভাবে কাজ হইবে কিরূপে? প্রথমতঃ কার্য্য-বিবরণ এই বার্ষিক সভায় গৃহীত না হইলে ছাপা হইতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ যদি খসড়া ছাপাইয়া বিলি করিতে হয়, তবে এখন ৪ মাসের মাথায় বার্ষিক অধিবেশন হইতেছে, তখন খসড়া ছাপাইতে দু-এক মাস, তাহা বিলি করিয়া সমালোচনা ও মতামত আনাইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে তাহার মীমাংসা করিয়া ঠিক করিতে এক মাস, পুনরায় সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ছাপাইয়া বিলি করিতে আরও এক মাস—এইরূপে আরও ৫।৬ মাসের ধাক্কায় পড়িবে। ইহার তিন বার ছাপার খরচা ও তিনবার বিলির ডাক-খরচা আছে, সে বোধ হয় হাজার টাকার উপর। অতএব বার্ষিক অধিবেশনের সময় ৯ মাস পরে না করিলে হইবে না।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—যাহাই হউক, বার্ষিক বিবরণ যখন বিচারের জন্য আসিয়াছে, তখন না শুনিয়া বুঝিয়া বিচার করা যায় না। এ জন্য ইহা স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন,—বার্ষিক বিবরণ ছাপাইয়া বার্ষিক অধিবেশনে বিতরণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—লর্ড কারমাইকেল সাহিত্য-পরিষদে আসিয়াছিলেন,—তাঁহার আসার দিন সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই,—তাহার প্রধান কারণ এই, ছোট হলে দুই হাজার লোক নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার মধ্যে লাট সাহেবকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহার যৎপরোনাস্তি কষ্ট ও অসুবিধা হইত। তদ্ভিন্ন যাহাতে ভিড় না হয়, সে জন্য রাজপুরুষ-

গণের বিশেষ অনুরোধ ছিল। তাহার পর তিনি যে জন্ম আসিয়াছিলেন বা যে জন্ম তাঁহাকে আনা হইয়াছিল, মহা ভিড়ের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে সকল দেখান বা সে সকল কাজ করা অসম্ভব হইত। আপনাদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই সকল বুঝিয়া যাহা ভাল, তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার আসায় যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা কিছু অন্যায় হয় নাই। তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদের ছাপা সমস্ত পুস্তক, পত্রিকা উৎকৃষ্ট চামড়ায় বাঁধাইয়া উৎকৃষ্ট কাষ্ঠাধারে সাজাইয়া তাহাতে খোদাই-করা রূপার প্লেটে নাম লিখিয়া উপহার দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গেশ্বরের সম্মানের উপযুক্তরূপে সভাগৃহ সাজাইতেও ব্যয় হইয়াছে। প্রোগ্রাম ছাপাইতেও ব্যয় হইয়াছে, কাজেই কিছুই অন্যায় হয় নাই এবং যে উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তাহাতে অপব্যয়ও হয় নাই। কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি এই সমস্ত খরচ মঞ্জুর করিয়াছেন, আপনাদের কাছে সেই হিসাব অনুমোদনের জন্ম আনা হইয়াছে মাত্র।

গাড়ীভাড়া, লাইব্রেরী প্রভৃতি খরচ সম্বন্ধেও যে আপত্তি হইয়াছে, তাহাও ঐরূপ। বিশেষতঃ এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণে নূতন কিছুই নাই,—বার মাসে পরিষৎ যাহা খরচ-পত্র করিয়াছেন, প্রতি মাসে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন; সভায় অন্য যে সমস্ত কাজ হইয়াছে, প্রতি মাসে মাসিক অধিবেশনে আপনারাই তাহা মঞ্জুর করিয়া আসিয়াছেন। আজ সেই সকল অনুমোদন করা, মঞ্জুর করা কাজের আর খরচ-পত্রের একটা মোট বিবরণ আপনাদের সম্মুখে হাজির করা হইয়াছে মাত্র। আপনারা যাহা মাসে মাসে করিয়া আসিয়াছেন,—আজ সেইগুলা একত্র করিয়া লিখিয়া আপনাদের শুনাইয়া মঞ্জুর করাইয়া লইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে মাত্র। এই বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হেম বাবুর দুই মাস সময় লাগিয়াছে। সমস্ত পড়িতে হইলে ৪।৫ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে। প্রতি বৎসরই, আজ বাইশ বৎসর কাল এই ভাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়া আপনারা বার্ষিক কার্য্যবিবরণ মঞ্জুর করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে ছাপাইয়া কার্য্যবিবরণ বিলি করার যে কি অসুবিধা এবং অনর্থক কত ব্যয়, তাহা আপনারা শুনিয়াছেন। আর সেরূপ নিয়ম এখন আপনাদের নাই। আপনারা যদি সেইরূপ নিয়ম করেন, পরে সে নিয়মে কাজ হইতে পারে। এ বার বোধ হয়, বর্ত্তমান নিয়মেই কাজ হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল বলিলেন,—যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে সমস্ত কার্য্যবিবরণ ছাপাইয়া বিলি করা অসম্ভব, তবে কেবল হিসাবের ফর্দ্দটা ছাপাইয়া বিলি করা যাইতে পারে। অনেক স্থানে তাহাই হয়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলিলেন,—রায় যতীন্দ্রনাথ যে নিয়মের পরিবর্ত্তন করার কথা বলিলেন, তাহা এখনই করা হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বলিলেন,—তাহা করিতে পারা যায় না, নিয়মানুসারে বাধা ঘটে। এই বলিয়া হেমবাবু নিয়ম পড়িয়া শুনাইলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,— সভার ভাব দেখিয়া :এবং আগ্রহ বুঝিয়া

বলিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, অন্ততঃ হিসাবের ফর্দ্দটা বিলি করা হইলে যদি কাহারও কিছু দেখা শুনার দরকার হয়, তিনি বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে দেখিয়া শুনিয়া লইতে পারেন। ইহার জন্য একটা নিয়ম করিতে পারা যায়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,—যদি এখানে এই নিয়ম করার প্রস্তাব করা সম্ভব হয়, তবে হইয়া যাক, আমি বকাবকি করিবার পক্ষে নয়।

হেমবাবু তখন পুনরায় পূর্ব্ব নিয়মের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—আমি প্রস্তাব করিতেছি, অদ্যকার এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হউক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিতেছি যে, আজিকার এই সভার আলোচনার ভাব বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—ভালই হইল, এরূপ মীমাংসাই প্রয়োজন। যে সকল অসঙ্গত প্রস্তাব শুনিলাম, তাহা কোথাও নাই। স্কুলের বা লাইব্রেরীর রিপোর্ট বার্ষিক অধিবেশনে ছাপাইয়া বিলি করা হয় বটে, কিন্তু সেখানে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিই তাহা শেষ মঞ্জুর করিয়া থাকেন, আর তাঁহাদের উপর বিশ্বাস করিয়া বার্ষিক অধিবেশনে রিপোর্ট adopt করা হয়। যে সকল বড় বড় কার্য্যবিবরণ বার্ষিক অধিবেশনে মঞ্জুর হইবার অপেক্ষা রাখে, সেখানে ছাপা হয় না, সংক্ষিপ্ত বিবরণই পড়া হয়, নতুবা কাজ চলে না। যেখানে বড় বড় Report taken as read হয়, সেখানে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহাদের ছাপিয়া দেওয়া রিপোর্টকে এমন অভ্রান্ত বলিয়া লওয়া হয় যে, আর পড়িবার অপেক্ষাও থাকে না। আমরা যদি আজ নূতন কিছু করি, তবে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অবিশ্বাস করা হইবে, অপমান করা হইবে, তাঁহারা একটা যা' তা' আনিয়া আমাদের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন, এমনটা মনে না করাই উচিত। সমিতির উপর যদি এতটুকু অবিশ্বাস থাকে, তবে সমিতির লোক বদল করিয়া ফেলা ভাল।

অতঃপর সভাপতি কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইবে কি না, তাহার জন্য মতামত চাহিলে গ্রহণের বিপক্ষে মাত্র ৪টি ভোট হওয়ায় অধিক ভোট অনুসারে কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি জানাইয়া দিলেন।

তাহার পরে সভাপতি মহাশয় নিজের সম্বোধন পাঠ করিলেন। (পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় ছাপা হইবে) এই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আবিষ্কৃত বৌদ্ধ সহজ-যানের গ্রন্থ-গুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা এবং বাঙ্গালা ভাষার আকার কিরূপ ছিল, তাহার কতকটা আভাস ইহাতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সকল গ্রন্থ হইতে রচনার নমুনা এবং যে যে গ্রন্থকারের যতটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহারও বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। এই সকল কারণে এই প্রবন্ধটিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অজানা অবস্থার অনেক কথা জানা গিয়াছে।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর দ্বাবিংশ বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও কর্ম্মাধ্যক্ষের নামাদি লিখিত হইল।

সভাপতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্।

সমর্থক—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি।

সহকারী সভাপতি—

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল।

২। মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, ডি এল, এল্ এল্ ডি, সি আই ই, সি এস্ আই।

৩। রাজারাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রন য়ণ রায় বাহাদুর।

৪। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত।

সহকারী সম্পাদকগণ—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

২। " ব্যোমকেশ মুস্তফী।

৩। মৃণালকান্তি ঘোষ।

৪। " বাণীনাথ নন্দী।

৫ সুরেন্দ্রনাথ কুমার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকি।

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, পি এইচ ডি।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব নাথ নন্দী।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত চিরসুহৃৎ লাহিড়ী।

ছাত্রাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল।

২। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু।

সমর্থক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাধারণ-নির্ব্বাচনে দ্বাবিংশ বর্ষের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" রওশন আলী চৌধুরী

শ্রীযুক্ত জে এন্ দাশগুপ্ত বি এ
" ডাঃ শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এম এ
" পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
" অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
" হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ
" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ

এবং নিম্নলিখিত চারি জন ব্যক্তি সমস্ত শাখা সভার নির্ব্বাচনে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর)
" নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল (ভাগলপুর)
" দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল)
" সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ (বর্দ্ধমান)

এই ২০ জন সদস্য এবং আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় ব্যতীত অপর সমস্ত কার্য্যাধ্যক্ষকে লইয়া, দ্বাবিংশ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় এত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিষদের কাজের প্রতি তন্ময় হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদকের কাজ চালাইয়া আসিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এই কয় বৎসর তাঁহারই হস্তে কার্য্যালয়ের সকল প্রকার ব্যবস্থা করার ভার ছিল। তিনি সকল দিকে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে কাজ করিয়াছেন। তিনি প্রয়োজন-মত রাত্রি ১২টা/১টা পর্য্যন্ত আফিসে বসিয়া পরিষদের কাজ করিয়া পরিষদের প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ ও অসীম প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। এ জন্য সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার কাছে বিশেষ ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই অনেক সময়ে সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এ জন্য ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। পরিষদের নিয়ম আছে, কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ একই পদে একাদিক্রমে ৫ বৎসরের অধিক কাল থাকিতে পারিবেন না। সেই নিয়মে যদিও হেমবাবু আর এক বৎসরকাল সহকারী সম্পাদক থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় এই বৎসরই আমরা তাঁহাকে ছাড়িতে বাধ্য হইতেছি, এ জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবে সুখের বিষয় এই যে, তিনি এ বৎসর সাধারণ-নির্ব্বাচনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন; সুতরাং তিনি সহকারী সম্পাদক না থাকিলেও, তাঁহার সৎপরামর্শে ও স্নেহে সাহিত্য-পরিষৎ বঞ্চিত হইবেন না। আমাদের ভরসা আছে যে, আগামী বৎসর তাঁহাকে পুনরায় সহকারী সম্পাদকরূপে আমরা পাইব।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহায়ক-সদস্য নিযুক্ত করা হইল,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়
সমর্থক—রায় শ্রীকিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর

১। পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
২। শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
৩। শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ১৩২০ সালের পুরস্কার-প্রবন্ধ রচনার ফলাফল ও পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নামাদি জ্ঞাপন করিলেন,—

	নাম	পুরস্কার		
(১)	শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত	২০৲ মূল্যের পুস্তক		
(২)	" যোগেন্দ্রনাথ ভৌমিক	১৫৲	,,	,,
(৩)	" কালীদয়াল ভট্টাচার্য্য	১৪৲	,,	,,
(৪)	,, রসিকলাল সেন	১২৲	,,	,,
(৫)	,, শশিভূষণ পাল	১০৲	,,	,,
(৬)	,, শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী	৮৲	,,	,,
(৭)	,, দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৲	,,	,,
(৮)	,, মোহিনীমোহন রায়	৫৲	,,	,,
(৯)	,, প্রফুল্লকুমার সরকার	৫৲	,,	,,
(১০)	,, সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়	৫৲	,,	,,
		১০০৲		

ইহাঁরা সকলেই পরিষদের ছাত্র-সভ্য। ছাত্রাধ্যক্ষের নির্দ্দেশানুসারে ইহাঁরা স্ব স্ব রুচি অনুসারে প্রবন্ধ লিখিয়া এই সকল পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহাঁদের ইচ্ছামত বহি ইহাঁদিগকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকে নিজ নিজ পাঠ্য পুস্তক লওয়ায়, তাহাই তাঁহাদিগকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হেমচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির স্বর্ণপদক এ বৎসর "কবিবর হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার সমালোচনা" প্রবন্ধের জন্য দেওয়া হইবে, এরূপ ব্যবস্থা ছিল। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার এই সমালোচনা লিখিয়া এইবার এই স্বর্ণপদক পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট এ বার শিশিরকুমার ঘোষ স্মৃতি-পুরস্কারের নগদ ২৫৲ টাকা পাইয়াছেন।

অতঃপর "১৩২১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" প্রবন্ধ অতি বড় হওয়ায় এবং সভার অন্যান্য কার্য্য বাকী থাকায় স্থির হইল, প্রবন্ধটি আগামী দ্বাবিংশ বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে পড়া হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় দিনাজপুরের রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অনুমতি অনুসারে তাঁহার জমীদারীর মধ্যে প্রাচীন মূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে গিয়া যে যে গ্রামে গিয়াছিলেন এবং যেখান হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন বা যাহা করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার যথাযথ বিবরণ দিলেন। তিনি নিজের সঙ্গে যে কয়টি পাথরের ও ছাঁচে ঢালা ইটের ছবি আনিয়াছিলেন, সেগুলি দেখাইলেন। পাথরের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কার্ত্তিকের জন্ম-দৃশ্যের এক খণ্ড ভগ্নাংশ দিনাজপুর কাটাবাড়ী গ্রামের বুড়া শিবের মন্দিরে পাইয়াছেন। একটি গণেশ ও মন্দিরের কারুকার্য্যের একটু অংশ রাজসাহী সারতা গ্রামের এক মণ্ডপে পাইয়াছেন। ইটের

ছবিগুলি সমস্তই রাজসাহী মহাদেবপুরের এক ক্রোশ উত্তরে জাতাবাড়ীর এক মন্দির-ধ্বংসের মধ্যে পাইয়াছেন। ইহাতে নৌকারোহী রাবণ, গোচারণে কৃষ্ণবলরাম, আর একটি ময়ূরমূর্ত্তি আছে। একটি পদ্ম সারতা গ্রামের গম্ভীরাতলায় পাওয়া গিয়াছে। অন্য সব বৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি রাজা বাহাদুরের কাঞ্চনের কাছারীতে জমা হইতেছে। সেটেলমেণ্টের কাজ চুকিয়া গেলে কর্ম্মচারীরা সেগুলি পাঠাইয়া দিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন যে, ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনের যুগের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁহার কোন স্মৃতি-নিদর্শন আমাদের নাই। শাস্ত্রী মহাশয় স্মৃতিনিদর্শন প্রার্থনা করিয়া তাঁহার পত্নী রাণী ভুবনমোহিনীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তদনুসারে রাণী মহোদয়া রাজা বাহাদুরের নিত্য ব্যবহৃত শালের পাগড়ী, শালের চোগা, ডি এল্ উপাধির গাউন ও হুড, নোট বুক, ডায়েরী ও দোয়াতটি সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। আমার ছাত্র ও স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ. মহাশয়ের যত্নে এইগুলি পাওয়া গিয়াছে। আমি ইঁহাদিগকে সাহিত্য-পরিষদের অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য শকরাজ-মুদ্রা, অন্ধ্র-রাজমুদ্রা, পালরাজমুদ্রা, পাঠান রাজমুদ্রা, মোগল রাজমুদ্রা উপহার দিয়া জানাইলেন,— তাঁহার পিতা ৺উদয়েন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারও এগুলি পরিষদেই দিবার ইচ্ছা ছিল। আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করা হইল। এইগুলি ব্যতীত বিভিন্ন দেশের আধুনিক মুদ্রাও অনেকগুলি আছে, সেগুলিও সাহিত্য-পরিষৎকেই দিব।

সভাপতি মহাশয় এই মুদ্রা দানের জন্য পঞ্চানন বাবুকে ধন্যবাদ জানাইয়া মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে মুদ্রাগুলির পরিচয় দিতে অনুরোধ করিলেন।

রাখালদাস বাবু বলিলেন,—ইহার মধ্যে ইস্লাম্ শাহ সুরীর একটি, দিল্লীর প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা মহম্মদ বন্ সামের একটি, ফিরোজ শাহের একটি, মহম্মদ শাহের একটি এবং আরঙ্গজেবের একটি মুদ্রা আছে, আর শকরাজ নহপানের ৬টি, বিগ্রহপালের একটি, অন্ধ্ররাজাদের ১৩টি আর লাবিন মুদ্রা একটি আছে। নহপানের একটি মুদ্রার উপর গোমতীপুত্র শাতকর্ণীরাজের ছাপ দেওয়া আছে। এইটি কৌতুকজনক এবং দুষ্প্রাপ্য।

ইহার পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লক্ষ্মণ সেনের একখানি নূতন আবিষ্কৃত তাম্রশাসন দেখাইয়া বলিলেন,—এখানি ২৪পরগণা বারুইপুরের নিকট গোবিন্দপুর গ্রামে চারি বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুষ্করিণী

কাটাইতে গিয়া মাটীর মধ্যে পাইয়াছিলেন। এখানি লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-কালের ৩য় বৎসরের দানপত্র। রাজ্যাভিষেককালে বাৎস্তগোত্রীয় ব্যাসশর্ম্মাকে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত গঙ্গাতীরে যে জমি দান করিয়াছিলেন, এখানি সেই জমি দানের দলীল। ইহার উপরে তাঁহার অন্যান্য দানপত্রের ন্যায় সদাশিবমুদ্রা এবং তাঁহার সান্ধি-বিগ্রহিক নারায়ণদত্তের নামই আছে। অমূল্য বাবুই ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় অমূল্য বাবুকে এই নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধারের জন্য ধন্যবাদ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠন-যুগের একতম নেতা ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরের স্মৃতি-নিদর্শন আজ আমরা তাঁহার পত্নীর অনুগ্রহে অনেকগুলি পাইলাম। সেই যুগেরই আরও একজন মহোদয়েরও কোন স্মৃতি-নিদর্শন সংগ্রহ করিতে পারি নাই,—তিনি মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর। আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আজ তাঁহার মধ্যম দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন; তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের একটি প্যারীপ্ল্যাষ্টারের অর্দ্ধমূর্ত্তি দান করিবেন বলিয়া আমায় জানাইয়াছেন। এই দানের জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতাদিগকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ধন্যবাদ করা হইল এবং নূতন সদস্যের নির্ব্বাচন হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
ডাঃ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার	১। অভাগিনী (নাটক)
নাগরীপ্রচারিণী সভা, কাশী	২। পৃথ্বীরাজ রাসৌ (৬১ হইতে ৬৯সর্গ)
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	৩। ঋণ পরিশোধ
	৪। রাজপুত-কাহিনী
	৫। সরল চণ্ডী
	৬। লহর
” আশুতোষ মহলানবীশ	৭। কৈবল্যতত্ত্ব
	৮। রা'সের বা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনী
” পঞ্চানন নিয়োগী	৯। আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন (১ম ভাগ)
	১০। বৈজ্ঞানিক জীবনী
” রঘুনাথ মণ্ডল বি এ	১১। ইমার্সন সন্দর্ভ
” প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২। গো-জীবন
” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৩। রসায়ন-প্রবেশ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৪। সরল পদার্থবিজ্ঞান
	১৫। সরল পদার্থবিদ্যা
	১৬। সহজ পরিমিতি
	১৭। ভূগোলসূত্র
	১৮। কল্যাণমঞ্জুষ বা ন্যায়প্রকাশ
	১৯। টেলিমেকস্
	২০। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
" সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২১। ক্রমেলা
	২২। যৎ কিঞ্চিৎ
	২৩। সাঁজের বাতী
" দেবালয়-সম্পাদক	২৪। নবযুগের সাধনা
	২৫। ঐ
" বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা বেদান্তভূষণ	২৬। আত্মবোধ
" কেশবচন্দ্র গুপ্ত	২৭। কনক-রেখা
" রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক	২৮। সত্যনারায়ণের পাঁচালী
" নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	২৯। সঙ্গীত-শিক্ষা (১ম ভাগ)
	৩০। ক্লিওপেট্রা
	৩১। জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি
	৩২। সমাজচিত্র
" উদয়চাঁদ রায়	৩৩। কবি-জীবন
	৩৪। প্রাণের হিসাব (১ম ও ২য় খণ্ড)
" নবকৃষ্ণ ঘোষ	৩৫। তর্পণ
" চারুচন্দ্র বসু	৩৬। অশোক-অনুশাসন
" হরিদাস হালদার	৩৭। গোবর-গণেশের গবেষণা
" রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক	৩৮। আহ্নিক আচারতত্ত্বাবশিষ্টম্
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	৩৯। নানান্ বিধি
" কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত	৪০। পুরাণ কথা
Supdt. Govt. Printing, India.	(41) Archæological Survey of India, annual Report. 1911-12.
Chief Inspector of Explosives in India.	(42) Sixteenth annual Report of the Chif Inspector of Explosives in India, for the year ending 31st March 1915.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Officer in charge Bengal sectt Book-Depot.	(43)	Statistical Returns with a brief Note of the Registration Department in Bengal 1914.
Director, Geological Survey of India, 27, Chowringhee Road.	(44)	Records of the Geological Survey of India, vol. XLV. Part 2, 1915.
Asst. Secretary of the Government of Punjab, P. W. D.	(45)	Annual Archæological Progress Report, Northern circle, 1914.
Cambridge University	(46)	Le museon tonce I no 1.
Sj. Ramendra Sundar Trivedi	(47)	Public meeting on the Civil Service Question held at the Town Hall of Calcutta 1879.
do.	(48)	Hindu Idolatry.
Supdt. Govt. Press, Madras	(49)	A Descriptive catalogue of the Sanskrit Mss. in the Govt. oriental, Mss. Library, Madras, Vol. 19
Officer in charge Bengal Sectt. Book-Depot.	(50)	Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal for the years 1912, 1913 & 1914.
do.	(51)	Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency, for 1914.
Supdt. Govt. Printing, India	(52)	Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills. April 1915.
Registrar University of Calcutta	(53)	Calcutta University Calendar, Part II. 1914.
Sj. Ramendra Sundar Trivedi	(54)	A vocabulary of the Japanese & Aryan Languages hypothetically compared by Kinza Hirai.

উপহারপ্রাপ্ত পুথি

উপহারদাতা	পুথির নাম
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১। অধ্যাত্ম রামায়ণ (সম্পূর্ণ)
	২। বর্ষক্রিয়াকৌমুদী (অসম্পূর্ণ)
	৩। নিরুত্তর তন্ত্র (খণ্ডিত)
	৪। উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র (অসম্পূর্ণ)

উপহারদাতা	পুথির নাম
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫। মহাবংশাবলী (অসম্পূর্ণ)
	৬। অমরকোষ (খণ্ডিত)
	৭। উদ্বাহতত্ত্ব (সম্পূর্ণ)
	৮। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব (অসম্পূর্ণ)
	৯। শুদ্ধিতত্ত্ব (খণ্ডিত)
	১০। তিথিতত্ত্ব „
	১১। সুপদ্ম ব্যাকরণ (সম্পূর্ণ)
	১২। „ „ „
	১৩। হরিবংশ (খণ্ডিত)
	১৪। „ „
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী	১৫। তন্ত্রসার „
	১৬। „ „
	১৭। গঙ্গাজল (স্মৃতিসংগ্রহ, সম্পূর্ণ)
	১৮। স্মার্ত্ত ব্যবস্থার্ণব „
	১৯। উদ্বাহতত্ত্ব (খণ্ডিত)
	২০। শ্রাদ্ধতত্ত্ব (সম্পূর্ণ)
	২১। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব „
	২২। জ্যোতিস্তত্ত্ব „
	২৩। তিথিতত্ত্ব „
	২৪। হাস্যার্ণব কাব্য „
	২৫। ভট্টিকাব্য (খণ্ডিত)
	২৬। একাক্ষরাভিধান (সম্পূর্ণ)
	২৭। অমরকোষ (অসম্পূর্ণ)
	২৮। „ (সম্পূর্ণ)
	২৯। „ (খণ্ডিত)
	৩০। ভক্তিরত্নাবলী (সম্পূর্ণ)
	৩১। শ্রীমদ্ভাগবত (খণ্ডিত)
	৩২। দুর্গাপূজাপদ্ধতি „
	৩৩। মহাভারত, বিরাটপর্ব্ব „
	৩৪। মণি-কঞ্জিকা (২য়, অসম্পূর্ণ)
	৩৫। রসমঞ্জরী (খণ্ডিত)

উপহারদাতা	পুথির নাম
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী	৩৬। সামুদ্রিক লক্ষণ (সম্পূর্ণ)
	৩৭। আনন্দলহরী „
	৩৮। ভক্তিরত্নাবলী (অসম্পূর্ণ)
	৩৯। শান্তিশতক (সম্পূর্ণ)
	৪০। শিবপূজা-বিধি „
	৪১। কাতন্ত্রবৃত্তি „
	৪২। প্রয়োগরত্নমালা প্রকরণ
	৪৩। প্রয়োগরত্নমালা
	৪৪। প্রয়োগরত্নমালা (সমাসবিন্যাস, সম্পূর্ণ)
	৪৫। „ (কারক কি) „
	৪৬। „ „
	৪৭। „ (তদ্ধিত প্রকরণ)
	৪৮। „ (আখ্যাত)
	৪৯। „ ভাষা-বৃত্তি (১ম ২য় অঃ)
	৫০। „ (৩য় ৪র্থ অঃ)
	৫১। „ (৫ম ৬ষ্ঠ অঃ)
	৫২। „ (৭ম ৮ম অঃ)
	৫৩। সূর্য্যের ব্রতকথা (খণ্ডিত)
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	৫৪। দণ্ডিপর্ব্ব „
	৫৫। মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব) „
	৫৬। „ আশ্চর্য্যপর্ব্ব (আশ্রমিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ)
	৫৭। „ (ভীষ্মপর্ব্ব) „
	৫৮। „ (বনপর্ব্ব, খণ্ডিত)
	৫৯। „ (নারীপর্ব্ব, সম্পূর্ণ)
	৬০। „ (সভাপর্ব্ব) „
	৬১। „ (অশ্বমেধপর্ব্ব, খণ্ডিত)
	৬২। „ (আদিপর্ব্ব) „
	৬৩। „ (অশ্বমেধপর্ব্ব) „
	৬৪। „ (সভাপর্ব্ব, সম্পূর্ণ)
	৬৫। রতিশাস্ত্র („)

উপহারদাতা	পুথির নাম
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	৬৬। চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য খণ্ড, খণ্ডিত)
	৬৭। " (অন্ত্য খণ্ড, ")
	৬৮। মহাভারত (আশ্চর্য্যপর্ব্ব, আশ্রমিকপর্ব্ব)
	৬৯। রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)
	৭০। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব (খণ্ডিত)
	৭১। " মুষলপর্ব্ব "
	৭২। " স্ত্রীপর্ব্ব "
	৭৩। " বিরাটপর্ব্ব "
	৭৪। " উদ্যোগপর্ব্ব (সম্পূর্ণ)
	৭৫। " বিরাটপর্ব্ব "
	৭৬। " দ্রোণপর্ব্ব "
	৭৭। " সৌপ্তিকপর্ব্ব "
	৭৮। রুক্মিণীহরণ (মাধব-চরিত)
	৭৯। চৈতন্ত-সংহিতা
	৮০। স্মরণমঙ্গল পদাবলী (খণ্ডিত)
	৮১। প্রাচীন পদ (সম্পূর্ণ)
	৮২। কুম্ভকর্ণের রায়বার "

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, আজ বার্ষিক অধিবেশনের আনন্দের মধ্যেও আমাদিগকে কয়েকটি শোক-সংবাদ প্রকাশ করিতে হইতেছে। তন্মধ্যে সুকবি, হুগলীর জজ ৺বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্ মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে সাধারণের নিকট হইতে আমরা একটি সভা আহ্বানের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি, তাঁহার বিয়োগে শোকপ্রকাশের ব্যবস্থা সেই বিশেষ অধিবেশনে হইবে। অপর কয়েক জনের মধ্যে এলাহাবাদের ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল-মৃত্যু বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইয়াছে। তিনি অল্প বয়সে বিদ্যায় ও কৃতিত্বে যশস্বী হইয়াছিলেন। গৌড়পাদ ও নারায়ণের সাংখ্যদর্শনের যে টীকা আছে, তাহার ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমপ্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে স্বনামধন্য অতি যশস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শ্বশুর ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ এক জন সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন, ব্রজমোহন কলেজ, মেট্রোপলিটান কলেজ ও রিপন কলেজে তিনি অধ্যাপকতা করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। ৺রাজচন্দ্র চন্দ্র কলিকাতার সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ ছিল, তিনি স্বব্যবসায়ে যশস্বী ছিলেন। তাঁহার গুপ্ত দান ছিল। তাঁহার দানের কথা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু তাঁহার কাছে অনেকেই

উপকৃত হইতেন। তিনি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ৺মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতবাজারের সহকারী সম্পাদক হইয়া বেশ যশোলাভ করিয়াছিলেন, নানা মাসিক পত্রে লিখিতেন। ইঁহারা সকলেই অল্প বয়সে অকালে পরলোকে গিয়াছেন। এক সঙ্গে এতগুলি কৃতবিদ্য, কৃতী, যশস্বী যুবকের জন্ত আজ আমাদের শোক করিতে হইতেছে। ৺অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ৺শঙ্করঘোষের বংশধর ছিলেন, তিনি ছোট আদালতে ওকালতী করিতেন ও সাহিত্য-পরিষদের বহু পুরাতন সদস্ত ছিলেন। ইঁহার কিছু দিন পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু আমরা সম্প্রতি সংবাদ পাইয়াছি মাত্র। যাহা হউক, এই সকল ব্যক্তির শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান হউক। অতঃপর সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে শ্রাবণ ১৩২২, ৮ই আগষ্ট ১৯১৫, রবিবার, ৬৷৷০টা।

সভাপতি—কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ (সহকারী সভাপতি)

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। পরিষদের সহকারী সভাপতির সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব (২১ ও ৫৭ সংখ্যক নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য)। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ,—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২১ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিবরণ" ও (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয়ের "শিলিমপুরের খোদিত লিপি" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ, (খ) যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ ও (গ) কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু
রায় সাহেব „ দীনেশচন্দ্র সেন বিএ
ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ নিখিলনাথ রায়
„ রসময় লাহা
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ বোধিসত্ত্ব সেন
„ অমৃতলাল বসু
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস
„ মনোমোহন বসু

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ
„ অঘোরনাথ ঘোষ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ সত্যচরণ পাল
„ রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
„ সুরেশচন্দ্র বসু
„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ কৃষ্ণনাথ সেন
„ যতীন্দ্রমোহন মিত্র
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ ডাঃ যতীন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত এম্ এস্ সি	শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ
শুদ্ধানন্দ স্বামী	„ সূর্য্যকুমার পাল
শান্তনুচরণ বিশ্বাস	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
নিত্যানন্দ রায়	„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
পণ্ডিত কস্তুরী ব্রহ্মচারী	„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
ললিতমোহন পাল	„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ
যতীন্দ্রমোহন রায়	„ দেবকুমার রায় চৌধুরী
রামহরি ভড়	„ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিএল্
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম্‌এ, বিএল্
গিরিশচন্দ্র দত্ত	„ জে, এন্ দাশ গুপ্ত বিএ (অক্সন)
ননীগোপাল সরকার	„ অমৃতলাল বসু
গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ	„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌এ
বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	„ ভূতনাথ ঘোষ এম্‌এ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহঃ সম্পাদকগণ।

সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল। তাহার পর পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল এবং নূতন সদস্য নির্ব্বাচন করা হইল। নিম্নে উপহারদাতাদিগের নাম, উপহারের বিবরণ এবং প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম সহ নূতন সদস্যগণের নামাদি লিখিত হইল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীবসন্তকুমার রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযাদবানন্দ বসাক বি এ, ৫৯ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীকালীচরণ মিত্র		শ্রীমহাদেব সেন ৯৪।১ মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত ১৮১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এন্, গুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীকিরণশঙ্কর রায় বি এ (অক্‌সন্) ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা ৭৮।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীননীগোপাল রায়	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ১০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমরেশচন্দ্র সিকদার C/o. St. Clear Marry & Co. ৫।১ রয়াল এক্সচেঞ্জ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীনীলমণি গঙ্গোপাধ্যায় বি এ হিন্দু স্কুলের শিক্ষক। ৬৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১। তত্ত্বসংহিতা
„ আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবীশ	২। টিয়া না কি
„ গণপতি সরকার	৩। ঋতুসংহার
	৪। পুষ্পবাণবিলাসং
„ সুখেন্দ্রলাল মিত্র	৫। প্রভাত-কমল
	৬। মহৎ জীবন (১ম খণ্ড)
	৭। ভারত উপন্যাস
	৮। আদিশূর ও বল্লাল সেন
	৯। চিতোর-চাতকিনী
	১০। মেঘনাদ বধ নাটক
	১১। ধর্ম্মসমন্বয়, (১ম ভাগ)
	১২। নৈশ-কামিনী কাব্য
	১৩। চোর না সাধু
	১৪। দত্তকমীমাংসা
	১৫। রূপকরত্নং

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Officer-in-Charge, Bengal Sect.	16.	Report on the Maritime Trade of Bengal, 1914—15.
	17.	Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies.
V. S. Dalal Esq. B. A	18.	History of India from the Earliest Times, Vol 1.
Supdt, Govt. Printing, India	19.	Annual Report of the Archæological Survey of India, pt. I, 1912-13.

উপহারদাতা

Smithsonian Institution, Washington. (through the Agent for Govt. Consignments, Bombay)

উপহৃত পুস্তক

20.	List of Publications of the Smithsonian Institution.			41.	Do	Pt. I for	1886
21.	Smithsonian Miscl. Collections	Vol. 45 Parts	3 4.	42.	Do	Pt. I for	1887
22.	Do	Vol 47, Part	1	43.	Do	"	1888
23.	Do	"	2	44.	Do	"	1889
24.	Do	"	3	45.	Do	"	1890
25.	Do	"	4	46.	Smith. Miscl. Collections		1913
26.	Smithsonian Miscl Collections	Vol 48, Part	1	47.	Smithsonian Contributions to Knowledge	Vol 27, no 3.	
27.	Do	"	2	48.	Do	Vol	30
28.	Do	"	3	49.	Do	"	31
29.	Do	"	4	50.	Do	"	32
30.	Do	Vol 50, Part	1	51.	Do	"	33
31.	Do	"	2	52.	Do	" Part of	34
32.	Do	"	3	53.	Do	" Pt. of 34 Record of Atmospheric Nucleation	
33.	Do	"	4	54.	Do	" Pt. of Vol. 35 The young of the Craytishes.	
34.	Do	Vol 52, Part	1	55.	Do	" Part of Vol. 35 The Apodons Holothurians	
35.	Do	"	2	56.	Do	" Pt. of 34. Glaciers of the Canadian Rookies and Selkirks.	
36.	Do	"	3	57.	Do	" no. 884. The Internal work of the wind.	
37.	Do	"	4				
38.	Smithsonian Report for		1883				
39.	Do	"	1884				
40.	Do	Pt. I up to July	1885				

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

58. Smith. Miscl. Collections no. 801
Experiments in Aerodynamics.

59. Do " no. 353
Tables & Results of the Precipitation in Rain and Snow in the U.S.

60. Do " no. 443
Results of Meteorological Observations made at Providence.

61. Do " no. 1309
Experiments with Ionized air.

62. Do " no. 980
On the Densities of Oxygen and Hydrogen and on the ratio of their atomic weights.

63. Do " 989
The Composision of Expired Air and its effects upon animal life.

64. Do " no. 1033
Argon, a new constituent of the atmosphere

65. Do " no. 1034
Atomospheric actinometry.

66. Do Pt. of Vol. 29
A Determination of the ratio of the Specific heats, constant pressure and at constant Volume for air. etc.

67. Do The structure of the Nucleus.

68. On the Absorption and Emission of air and its ingredients for light of wave lengths

উপহৃত পুস্তক

69. Smithsonian Miscl. Collections Vol. I.
70. Do " " " 9
71. Do Diptera of North America Pt. 4
72. Do Vol. 10
73. Do " 11
74. Do " 13
(W. S. National Museum)
75. Smith. Miscl. Collections Vol. 14
76. Do " Do 15
77. Do " Do 16
78. Do " Do 17
79. Do " Do 18
80. Do " Do 19
81. Do " Do 20
82. Do " Do 21
83. Do " Do 22
84. Do " Do 23
85. Do " Do 24
86. Do " Do 25
87. Do " Do 27
88. Do " Do 29
89. Do " Do 30
90. Do " Do 31
91. Do " Do 32
92. Do " Do 33
93. Mountain Observatories in America and Europe.
(M. C. 1035)
94. Bibliography of the Platinum Group
95. Index to the Literature of the Spectroscope.

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

96. Bibliography of Chemistry of Manganese 1785—1900.
97. Phylogeny of Fusus.
98. Bibliography of Chemistry, 1492-1879—See. 8.
99. Do „ 1st Supplement.
100. Do „ 1492 to 1902— 2nd Supplement.
101. Index to the Literature of Thorium.
102. „ „ Thaliam (1861 to 1896)
103. Researches in Helminthology and Parasitology.
104. Researches on attainment of very low temperatures Pt. I
105. Index to the Litrature of Gallium 1874 1903.
106. Do of Indium 1863 to 1903.
107. Do of Germanium 1886-1903.
108. Simthsonian Exploration in Alaska in 1904.
109. Report on the Crustacea collected by the North Pacific Expedition 1853-56.
110. Researches on the attainment of low temperatures Pt. II.
111. Index to Cambrian Geology and Paleontology Pt. I.
112. Cambrian Geology & Paleontology no. I.
113. The Mechanics of the Earth's Atmosphere.
114. The Taxonomy of the Muscoidean Flies.

উপহৃত পুস্তক

115. The development of the American Alligotor.
116. Smith. Explorations in Alaska in 1907.
117. Cambrian Geology and Paleontology no. 2.
118. Do „ 3.
119. Do „ 4.
120. Do „ 5.
121. Do „ 6.
122. Do „ 7.
123. Samua Pierpont Langley Memorial Meeting.
124. The Constants of Nature Pt. V. (atomic weights)
125. A new rodent of the genus Saccostomus.
126. Five new rodents from British East Africa.
127. A new sable antelope.
128. A new species of Hippopotamus
129. Development of the Brain of American alligator.
130. Landmarks of Botanical History Pt. I Prior to 1562 A. D.
131. Smith. Miscl. Collection. 1929 Vol 56 no I.
Do 1930 „ 2
Do 1931 „ 3
132. Do 1933 „ 4
133. Do 1935 „ 5
134. Do 1936 „ 6
135. Do 1937 „ 7
136. Do 1941 „ 8

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

137.	Smith Miscl. Collection,	1942	Vol 56 no	9
138.	Do	1945	„	10
139.	Do	1946	„	11
140.	Do	1947	„	12
141.	Do	1988	„	13
142.	Do	2003	„	14
143.	Do	2004	,,	15
144.	Do	2005	,,	16
145.	Do	2006	,,	17
146.	Do	2007	,,	18
147.	Do	2008	,,	19
148.	Do	2010	,,	20
149.	Do	2015	,,	21
150.	Do	2053	,,	22
151.	Do	2054	,,	23
152.	Do	2055	,,	24
153.	Do	2056	,,	25
154.	Do	2062	,,	26
155.	Do	2058	,,	27
156.	Do	2059	,,	28
157.	Do	2064	,,	29
158.	Do	2066	,,	30
159.	Do	2067	,,	31
160.	Do	2068	,,	32
161.	Do	2069	,,	33
162.	Do	2070	,,	34
163.	Do	2072	,,	35
164	Do	2073	,,	36
165.	Do	2074	,,	37
166.	Cambrian Geology and Paleontology II.		Vol 57 no	I.
167.	Do	„	,,	2
168.	Do	„	,,	2
169.	Do	„	,,	3
170.	Cambrian Geology and Paleontology II.		Vol 57 no	4
171.	Do	„	,,	5
172.	Do	,,	,,	6
173.	Do	,,	,,	7
174.	Do	,,	,,	8
175.	Do	,,	,,	9
176.	Do	,,	,,	10
177.	Do	,,	,,	11
178.	Do	,,	,,	13
179.	Index to Cambrian Geology and Paleontology Vol. 57—			
180.	Smith. M. C.	1987	Vol 58. no	2
181.	Do ,,	2077	59	2
182.	Do ,,	2078	,,	3
183.	Do ,,	2079	,,	4
184.	Do ,,	2080	,,	5
185.	Do ,,	2081	,,	6
186.	Do ,,	2082	,,	7
187.	Do ,,	2083	,,	8
188.	Do ,,	2085	,,	9
189.	Do ,,	2086	,,	10
190.	Do ,,	2087	,,	11
191.	Do ,,	2088	,,	12
192.	Do ,,	2090	,,	13
193.	Do ,,	2092	,,	14
194.	Do ,,	2093	,,	15
195.	Do ,,	2094	,,	16
196.	Do ,,	2133	,,	17
197.	Do ,,	2134	,,	18
198.	Do ,,	2139	,,	20
199.	Do ,,	2141	60	1
200.	Do ,,	2142	,,	2
201.	Do ..	2143	..	3

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

202.	Smith. Miscl. Collection,	2144	Vol 60 no.	4
203.	Do	,, 2145	,,	5
204.	Do	,, 2146	,,	6
205.	Do	,, 2147	,,	7
206.	Do	,, 2148	,,	8
207.	Do	,, 2149	,,	9
208.	Do	,, 2150	,,	10
209.	Do	,, 2151	,,	11
210.	Do	,, 2152	,,	12
211.	Do	,, 2153	,,	13
212.	Do	,, 2157	,,	14
213.	Do	,, 2158	,,	15
214.	Do	,, 2159	,,	16
215.	Do	,, 2163	,,	17
216.	Do	,, 2164	,,	18
217.	Do	,, 2165	,,	19
218.	Do	,, 2166	,,	20
219.	Do	,, 2167	,,	21
220.	Do	,, 2168	,,	22
221.	Do	,, 2170	,,	23
222.	Do	,, 2171	,,	24
223.	Do	,, 2173	,,	26
224.	Do	,, 2174	,,	27
225.	Do	,, 2175	,,	28
226.	Do	,, 2180	Vol 61 no	1
227.	Do	,, 2181	,,	2
228.	Do	,, 2182	,,	3
229.	Do	,, 2183	,,	4
230.	Do	,, 2184	,,	5
231.	Do	,, 2229	,,	6
232.	Do	,, 2231	,,	7
233.	Do	,, 2232	,,	8
234.	Do	,, 2236	,,	9
235.	Do	,, 2237	,,	10

উপহৃত পুস্তক

236.	Smith. Miscl. Collection,	2238	Vol 61 no	11
237.	Do	,, 2239	,,	12
238.	Do	,, 2240	,,	13
239.	Do	,, 2241	,,	14
240.	Do	,, 2242	,,	15
241.	Do	,, 2243	,,	16
242.	Do	,, 2245	,,	17
243.	Do	,, 2248	,,	19
244.	Do	,, 2251	,,	20
245.	Do	,, 2252	,,	21
246.	Do	,, 2255	,,	22
247.	Do	,, 2258	,,	23
248.	Do	,, 2259	,,	24
249.	Do	,, 2260	,,	25
250.	Do	,, 2227	Vol 62 no	I
251.	Do	,, 2253	,,	2
252.	Do	,, 2273	,,	3
253.	Do	,, 2254	Vol 63 no.	I
254.	Do	,, 2261	,,	2
255.	Do	,, 2262	,,	3
256.	Do	,, 2264	,,	4
257.	Do	,, 2266	,,	5
258.	Do	,, 2272	,,	7
259.	Do	,, 2275	,,	8
260.	Do	,, 2315	,,	9
261.	Do	,, 2316	,,	10
262.	Do	,, 2269	,,	6
263.	(Smithsonian Physical Tables) Do	,, 2263	Vol 64 no	I
264.	Cambrian Geology & Paleontology		Vol. 64 no	II
265.	Do Paleontology		III no	2
266.	Do	,, 2319	Vol 65 no	1

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Smithsonian Institution	267. Do ,, 1087 A catalogue of Earthquakes on the Pacific Coast.
	268. Methods for determination of Organic matter in air.
	269. Air and Life.
	270. The atmosphere in relation to human life and health.
	271. The air of towns.
	272. Equipment and Work of an Airo-Physical Observatory.
	পুথি
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী	১। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য খণ্ড, সম্পূর্ণ
	২। মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব্ব, খণ্ডিত
	৩। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী ,,
,, মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর	৪। পদামৃত সমুদ্র—শেষ নাই
,, পুলিনবিহারী দত্ত	৫। উপাসনাতত্ত্বনিরূপণ—সম্পূর্ণ
	৬। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড, সম্পূর্ণ
	৭। স্মরণমঙ্গল ,,
	৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ,,
	৯। ভ্রমরগীতা ,,

সভার অন্য কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রাণাঘাট কৃত্তিবাস-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সুকবি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে জানাইলেন যে,—বহু পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ হইতেই ফুলিয়া গ্রামে কবি কৃত্তিবাসের ভিটায় কৃত্তিবাসের স্মৃতি-রক্ষার্থ চেষ্টা হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার ভিটার কতকটা অংশ কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর আজ কয়েক বৎসর হইতে রাণাঘাটে একটি সমিতি হইয়াছে। এই সমিতি কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষার্থ আজ কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়া ২২৭৭/১১ পাই টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন এবং আরও ৪৫০৲ টাকার আশ্বাস পাইয়াছেন। জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সকলেই এ কার্য্যে যত্ন লইতেছেন। স্থির হইয়াছে—(১) কবি কৃত্তিবাসের "দোলমঞ্চ" নামে যে মাটির ঢিপিটা আছে, তাহা আর না ধসিয়া যায়, এমন করিয়া বেড়া দিয়া রক্ষা করা হইবে, আর তাহার নিকট একটা পাথরের থাম বসাইয়া তাহাতে স্মৃতিফলক লাগাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার জন্য ১৫০০৲ আন্দাজ ব্যয় করা হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার ইহার নক্সার

রেজিষ্টারেট করিয়া দিবেন। (২) নিকটবর্ত্তী বয়ড়া গ্রামের মধ্যইংরাজী স্কুলটি কৃত্তিবাসের ভিটায় আনিয়া বসাইয়া তাহার "কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল স্কুল" নাম করা হইবে। আশা আছে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এই স্কুল চালাইবার কতকটা ভার লইবেন। ইহার একটা পাকা বাড়ী করিয়া দিতে হইবে। স্মৃতিসমিতি তাহার জন্য ৬০০৲ টাকা দিবেন, আর বাকী টাকা স্থানীয় লোকেরা দিবেন। স্কুলটা হইলে দোলমঞ্চের ঢিপিটা থাকিবে ভাল। ইহার কাছে কৃত্তিবাসের নামে একটা কূয়া কাটান হইয়াছে, তাহাও স্কুল হইলে, ভাল থাকিবে। কবি কৃত্তিবাসের নাম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র। সর্ব্বত্র চাঁদা উঠিলে বহু টাকা হইবে, আশা করা যায়। তাহার জন্য কলিকাতাতেও সভা ডাকিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহাতে যদি আশানুরূপ টাকা পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই টাকা দিয়া কৃত্তিবাসের নামে পদক ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গত দোলপূর্ণিমায় ডাঃ রবীন্দ্রনাথ গিয়া ভিত্তি স্থাপন করিবেন, এরূপ কথা ছিল, কিন্তু যোগাযোগ হইল না। এক্ষণে আগামী ৩রা অক্টোবর তারিখে মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কার্য্য সমাধা করিবেন, ঠিক হইয়াছে। যাঁহারা সেই উৎসব-সভায় যোগ দিবেন, তাঁহারা ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাণাঘাটে পত্র লিখিলে যান-বাহনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ সাহিত্য-পরিষদেই পাইবেন। রাণাঘাট হইতে ফুলিয়া যাতায়াতে ১৪ মাইল; পূর্ব্ব হইতে ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা না করিলে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিলেন যে, যখন সাহিত্য-পরিষদের সহস্রাধিক সদস্য ছিল, তখন সহকারী সভাপতির সংখ্যা ৪ জন করা হইয়াছিল, এখন সদস্য-সংখ্যা দুই সহস্রাধিক; এ জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নানা বিষয়ে বিচার করিয়া অবস্থা বিবেচনায় স্থির করিয়াছেন যে, এখন ইহার সহকারী সভাপতির সংখ্যা ৪ হইতে ৮ করা আবশ্যক। অতএব আমি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিতেছি যে, সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির সংখ্যা ৪ হইতে বাড়াইয়া ৮ জন করা হউক এবং সে জন্য সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলীর ২৭ ও ৫৭ সংখ্যক নিয়মাবলীতে যে যে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, তাহা করা হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় ইহা সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—যখন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া ইহা কর্ত্তব্য এবং আবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখন আর আমাদের এ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। এই প্রস্তাব গৃহীত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "১৩২১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অমূল্য বাবুর প্রবন্ধটিতে জ্ঞাতব্য বহু কথা আছে। তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া, যেরূপ বিচার করিয়া মুদ্রিত পুস্তকাদির

ও সাময়িক সাহিত্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ন্যায় পণ্ডিতের উপযুক্ত। বিশেষতঃ প্রতি বৎসর এই কার্য্য করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অন্যের পক্ষে দুর্লভ। প্রবন্ধটি শুনিতে আপাততঃ নীরস হইলেও প্রবন্ধের উপাদেয়তা এবং উপকারিতা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আজ আমাদের আরও একটি প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয় আজ উপস্থিত নাই, তাঁহার প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পড়িবেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন,—বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল থানার অন্তর্গত সিলিমপুর বলিগ্রাম গ্রামে একটি দীঘীর ধারে একটি প্রাচীন থাম পড়িয়া আছে শুনিয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি হইতে আমরা তাহা আনিতে যাই। সেই থামটিতে একটা লেখ আছে, ওয়েষ্ট মেকট সাহেব সেটা দেখিয়া তাহা ছাপাইয়া গিয়াছেন। সেই সময়েই আর একখানি শিলালিপির সন্ধান পাই। সিলিমপুর হইতে অধ্যাপক বসাক সেখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং তাহার পাঠ উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমার ইহা সমস্ত পড়া নাই। আমি শ্লোকগুলি পড়িয়া ব্যাখ্যা করিয়া আপনাদিগকে মোট কথাটা শুনাইয়া দিব। বিচার-বিতর্ক ও মীমাংসা প্রবন্ধ ছাপা হইলে আপনারা দেখিয়া লইবেন। কাল কষ্টিপাথরে লেখখানি খোদা। পাথরখানিও উৎকৃষ্ট জাতের এবং অক্ষরগুলি সুন্দর এবং বড় যত্ন করিয়া খোদা। পালিসও খুব ভাল। ভরদ্বাজ গোত্রের প্রহাস নামে কোন ব্রাহ্মণ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই লেখ লাগাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে জয়পাল নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। পুণ্ড্রদেশে শ্রাবস্তী নগরে এই ব্রাহ্মণবংশের আকরস্থান, বালগ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। শিল্পী এই লিপি খোদাই করিয়া শেষে নিজে একটি শ্লিষ্ট শ্লোক রচনা করিয়া ইহাতে খুদিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার এই খোদাই কার্য্যের প্রতি কতটা যত্ন, কতটা প্রীতি, তাহা জানা যায়। এই সকল কথার পর তিনি প্রবন্ধ হইতে লেখখানির শ্লোকমালা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—অধ্যাপক বসাক মহাশয় যখন অনুপস্থিত, তখন ইহার কোন সমালোচনা হওয়া ঠিক নহে। তবে দেখা যাইতেছে যে, ইহা হইতে আদিশূরের সময়ে ব্রাহ্মণাগমন প্রস্তাব সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রের উপাখ্যান ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় রাখাল বাবুর এই কথা লইয়া বহু আলোচনা করিলে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক যখন উপস্থিত নাই এবং প্রবন্ধেও যখন এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিচার সম্পূর্ণ নাই, তখন এ সম্বন্ধে আলোচনা এখন স্থগিত থাকাই উচিত।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি মহাশয়

বলিলেন,—দেশের সমস্ত সাহিত্যিক সভাসমিতি, এমন কি, এসিয়াটিক সোসাইটী ধরিয়াও আমাদের সাহিত্য-পরিষদের প্রয়োজনীয়তা বড় কম নহে। গত বার্ষিক অধিবেশনে এইখানে একখানি নূতন তাম্রশাসনের বিষয় শুনিয়া গিয়াছি। আবার ১৫ দিন পরে আজ আরও একখানি শিলালিপির কথা শুনিতেছি। সাহিত্যের সকল দিক্ ধরিয়া বিবেচনা করিলে সাহিত্য-পরিষৎকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক বসাক যদিও আসেন নাই, কিন্তু অক্ষয় বাবু আমাদের সে অভাব বুঝিতে দিলেন না। তিনি ইতিহাস আলোচনার জন্য আসিয়া একটা উদ্দীপনা জাগাইয়া দিলেন। মতভেদ থাকিবেই, না থাকিলে আলোচনাই হয় না। তথাপি তিনি যে একটা নূতন উদ্দীপনা জাগাইলেন, এই জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। প্রবন্ধ-লেখক এই শিলালেখ আবিষ্কার জন্য ধন্যবাদার্হ। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি আজ আমাদের সভাপতি। তিনি আমাদের সহকারী সভাপতি হইলেও তাঁহাকে সর্ব্বদা পাই না। তাঁহাকে আজ ধন্যবাদ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে বরদা বাবুর কথাও বলিতেছি। তিনি আমার বন্ধু ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি মনোহর ছিল, আবৃত্তির কৌশল মুগ্ধকর ছিল। আমি তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অধ্যাপক বসাক এই আবিষ্কার, পাঠোদ্ধার ও প্রবন্ধের জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ। অক্ষয় বাবু আজ ইহা পড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কৃতিত্ব সম্বন্ধে সম্প্রতি নূতন সম্বাদ এই, তাঁহারা গুপ্তযুগের একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ঐ শিলালেখ ব্যতীত আরও পাঁচখানি তাম্রশাসন পাইয়াছেন। তাহার মধ্যে গুপ্তযুগের তাম্রশাসনও আছে। গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্ত্তি আরও পাওয়া গিয়াছে কি না, জানি না; রাখাল বাবু বলিতে পারেন। রাখাল বাবু বলিলেন,—গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্ত্তি আরও অনেক পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের মৃত সদস্য মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ মহাশয় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় হুগলীর মোক্তার ছিলেন ও "নবদ্বীপমহিমা" নামে নবদ্বীপের ইতিহাস-কথা লিখিয়া গিয়াছেন। যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় একজন উকীল ছিলেন। ইহাঁদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা যাইতেছে। 'যথারীতি ইহাঁদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান হইবে।"

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহঃ সম্পাদক।	সভাপতি।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে শ্রাবণ ১৩২৩, ৮ আগষ্ট ১৯১৫, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

সভাপতি—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ

সুকবি ও সুপ্রসিদ্ধ জেলাজজ বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস মহাশয়ের অকাল-মরণে শোক-প্রকাশের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয়ের সমর্থনে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতি হন।

সভাপতি দীনেশ বাবু আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ যে মহাত্মার অকালমরণে শোকপ্রকাশের জন্য আমরা একত্র হইয়াছি, তিনি আমার হিতৈষী, বন্ধু ও পরম শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার শোকসভায় আমায় সভাপতির আসন দিয়া আপনারা আমায় অত্যন্ত সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমি দুই চারি কথা লিখিয়া আনিয়াছি, তাহা পড়িয়া দিলেই আমার যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা বলা হইবে। ইহা শোক-সভা, এখানে বেশী কিছু বলা কাহারও দরকার হয় না। নীরবেই শোকের কাজ বেশী হইয়া যায়, কাজেই সভাপতিরূপে আমি অল্প কথা বলিলেও তাহা অশোভন হইবে না। অতঃপর দীনেশ বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পড়িলেন ;—

"সম্ভবতঃ ইংরাজী ১৮৯২ সালে বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সেটলমেণ্ট আফিসার হইয়া কুমিল্লা যান। তখন আমি ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার। আমরা একটা সাহিত্যিক ক্লাব খুলি, বরদা বাবু তাহার প্রেসিডেণ্ট হন। এই সময়ে তাঁহার অবসরের অনেকগুলি কবিতা রচনা হয়। আমি সাহিত্যিক ক্লাবের সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত আমার প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হইত। বিদেশে বাস করার সময় বরদা বাবু সাহেবী চাল-চলনে থাকিতেন, কড়া হাকিম বলিয়া লোকে তাঁহাকে ভয় করিত। সবজজ ডেপুটিরাও তাঁহার সঙ্গে খুব ঘেঁসিতে পারিতেন না ; তিনি তাঁহাদের নিকট সাহেব সিভিলিয়ানদের মত পূর্ণ সম্ভ্রম আদায় করিয়া লইতেন—ইহাতে জোর জবরদস্তী কিছু ছিল না, তাঁহার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা ও কার্য্যপ্রণালীতে সহজশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। সাহেবদের সঙ্গেও তাঁহার ব্যবহার তুল্যরূপই ছিল, তাঁহারাও মিষ্টার মিত্রকে শ্রদ্ধা করিতেন ; কারণ, তাঁহার মত ইংরেজী লিখিতে, নিজের মত বজায় রাখিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে সাহেবেরাও অনেক সময় পারিতেন না। অনেক বড় বড় সাহেবের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু বরদা বাবু নিজে যৎপরোনাস্তি ভাল

মানুষ হইলেও বাধ্য হইয়া বিবাদে প্রবিষ্ট হইলে, প্রতিপক্ষ তাঁহার তেজ দেখিয়া হটিতেন, মিষ্টার মিত্র এ বিষয়ে নাছোড়বান্দা ছিলেন। যাঁহারা মফঃস্বলে তাঁহাকে জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বরদা বাবু পুরুষসিংহ—সকলকে নিজের তেজস্বিতা দ্বারা চমৎকৃত করিয়া নির্ভীকভাবে কর্ত্তব্য করিতেন। অগাধ পাণ্ডিত্যবলে তিনি অনায়াসে শিক্ষিত সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেন। কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য, কি বর্ত্তমান সামাজিক তত্ত্ব, যে সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতেন, তাহাতে তিনি এতটা আবেগ, এতটা পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদৃষ্টির অবতারণা করিতেন যে, অধিকাংশ স্থলে তিনিই বক্তা হইতেন, অনেক বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি চুপ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেন এবং তাহা হইতে অনেক উপদেশ ও জ্ঞান লাভ করিতেন।

তিনি কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এম্ এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া এবং ষ্টাটুটিয়ারি সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু সুবর্ণ-পদক বক্ষে ঝুলাইয়া ও রাজকার্য্যের নেতা হইয়া তিনি লোকশ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন নাই, তিনি যেখানে দু দণ্ড কথা কহিতেন, সেইখানে লোকে বুঝিত যে, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়; যখন লেখনী চালনা করিতেন, তখন সেই লেখনীর ক্ষিপ্রকারিতা ও তেজস্বিতা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের প্রতি সম্মানের ত্রুটি না দেখাইয়াও বিবেকানুমোদিত পথে চলিতে তিনি একবারও দ্বিধা বোধ করিতেন না, ফলাফলের ভার ভগবানের উপর রাখিয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট আলোপথে গন্তব্য স্থির করিতেন—যাঁহারা তাঁহার সেই নির্ভীকতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা দেখিতেন, তাঁহারা বুঝিতেন, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়। এই শ্রেষ্ঠত্বের তিলক তাঁহার ললাটে বিধাতা নিজ হস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন; তিনি যেখানে যাইতেন, সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর আগে পড়িত, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—'এ লোকটি কে?' বস্তুতঃ পরিচয় দেওয়ার যোগ্য মহৎ ব্যক্তি তিনি ছিলেন। আজ, হে বন্ধু, তোমার উন্নত বপু, তোমার প্রতিভাদীপ্ত গৌরবর্ণ মুখ, তিল-ফুল-সুন্দর নাসিকা ও পদ্মচক্ষু আমার মনে পড়িতেছে, সেই মুখোচ্চারিত ভাগীরথী-প্রবাহ তুল্য কত পুণ্য কাব্য-কাহিনী আজ স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে।

বরদা বাবুর কাব্য আপনারা পড়িয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশে কবিতা লিখিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা আপনাদের অনেকে তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন, কবিতার সেরূপ মধুর ও তেজস্বী আবৃত্তি আমি আর শুনি নাই। বোধ হয়—এ জীবনে আর শুনিব না। জীবনের ভাবী ও বর্ত্তমানে এই এক মহা রসধারার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল। বরদা বাবুর কতকগুলি শেষ কবিতায় বঙ্গভাষার নূতন সম্পদ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় বাঙ্গালায় একটা ওজস্বিতার স্রোত আনিয়াছেন, বরদা বাবুর শেষ কবিতাগুলি মিত্রাক্ষরে রচিত হইয়া যে গুরুগাম্ভীর্য্য ও ওজস্বিতার প্রস্রবণ বহাইয়া

দিয়াছে—তাহা শুনিয়া মনে হয় যে, বাঙ্গালা কবিরা শুধু লবঙ্গলতার মত কোমলকান্ত পদ-রচয়িতা নহেন, তাঁহারা কেবল ঠুংরী বা একতালায় হাতযশঃ লইয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আসেন নাই, ধ্রুপদ ও মধ্যমানেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। আপনাদের কেহ কেহ সেই সকল কবিতা তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন,—আমি যখন তাহা শুনিতাম, তখন মনে হইত, হিমালয় পর্ব্বত গভীর নিস্বনে কথা কহিতেছে, কিম্বা মহাসাগর বাতান্দোলিত হইয়া মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই বাণী প্রকৃতই পিণাকপাণির বদনোচ্চারিত ওংকারের ন্যায় ভৈরব রবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত।

বরদা বাবু বেশী লেখেন নাই; যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই এখনও পুস্তকাকারে ছাপা হয় নাই। আপনারা তাহার ছাপার ব্যবস্থা করিতে পারেন,—তাঁহার পুত্রগণ আপনাদের উৎসাহ ও আগ্রহের নিদর্শন পাইলে উদ্যোগী হইবেন, সন্দেহ নাই।

মানুষের দুই দিক্ আছে, একটা তাহার মস্তিষ্কের পরিচায়ক, অপরটা তাহার হৃদয়ের গুণজ্ঞাপক। বরদা বাবুর ন্যায় সহৃদয় লোক এ সংসারে অনেক নাই। তিনি পরের দুঃখ দেখিলে গলিয়া যাইতেন; কেহ নিজের দুঃখের কথা জানাইলে তিনি তাহার বিপদ্ নিজে কাঁধে করিয়া লইতেন। যখন আমি উৎকট মস্তিষ্করোগে আক্রান্ত হইয়া একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া ৬।৭ বৎসর শয্যাগত অবস্থায় ছিলাম, তখন প্রধানতঃ বরদা বাবুর সহায়তাতেই আমি গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলাম; আমার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহের প্রায় সমস্ত টাকা বরদা বাবুই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর আমার নিদারুণ অর্থকষ্টের সময় উড়িষ্যা হইতে তিনি প্রায় ৩।৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন,—বিপৎকালে আমি তাঁহারই মধ্যে আমার প্রতি ভগবৎকৃপার সত্তা অনুভব করিয়াছিলাম; শুধু আমি নহি, অনেক সাহিত্যিক তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। আমার বন্ধু কবিবর শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি এল এখন উচ্চপদস্থ, কিন্তু এক সময়ে অর্থকষ্টে পড়িয়া বরদা বাবুর দ্বারা তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

লেখকমাত্রেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। তিনি নিজে সাহিত্যিক ছিলেন এবং সাহিত্যিকগণের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। সাহিত্যালোচনায় রত হইলে তিনি অনেক সময় আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। আপনারা অনেকেই এ সম্বন্ধে জানেন।

আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি, বরদা বাবু বিদেশে সাহেবী চালচলনে থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়টি প্রকৃত হিন্দুর ছিল। শারদীয় পূজার আরতির সময় তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি,—নগ্নপদে, জোড়হস্তে, পূজকের ভাবে সাশ্রুনেত্রে ভগবতীর মুখের দিকে বদ্ধলক্ষ্য হইয়া থাকিতেন, এই সময় তিনি কত ভক্তির কথা, কত ধর্ম্মের কথা অপূর্ব্ব আনন্দ-সহকারে বলিতেন; যে শুনিত, সেই মুগ্ধ হইত। প্রবাস অর্থাৎ চাকুরীস্থল হইতে যখন তিনি গৃহে ফিরিতেন, তখন সাহেবী ঘুচিয়া ভট্টাচার্য্যের ভাব দেখা যাইত; নেকটাই, কোট, ওয়েষ্টকোট ও হ্যাট পোর্টমেণ্টের অঙ্কশায়িত হইত,—শার্ট ও চটিজুতা পরিয়া তিনি বাঙ্গালী

হইতেন,—দেবপূজার সময়ে তাঁহার ভক্তির ভাবের কথা আমি বলিয়াছি। কিন্তু কাষ্ঠ, পাষাণ ও মৃত্তিকার দেবতা অপেক্ষাও প্রকৃত দেবতা তাঁহার ছিল, সে রক্তমাংসের দেবতা। বেণীবাবুর নিকট বরদা বাবুকে আপনারা হয় ত অনেকেই অনেক বার দেখিয়াছেন। সে দৃশ্যের তুলনা নাই। পিতা স্বর্গ, পিতা মোক্ষ—এ কেবল কেতাবতী গৎ নহে, এই ভাব তাঁহার মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রৌঢ়বয়স্ক বিচারপতি পিতার নিকট চিরকাল একটি বালকের মত ছিলেন, পিতার প্রতি কথা সম্ভ্রমের সহিত শুনিয়া তাঁহার চরণোপান্তে বসিয়া থাকিতেন; কখন বেণীবাবুকে পুস্তক পড়িয়া শুনাইতেন, কখনও তাঁহার মুখে পূর্ব্বকাহিনী শুনিয়া নানা প্রশ্ন করিতেন। বেণীবাবুর একটু অসুখ হইলে তাঁহার ভাবনায় ঘুম হইত না। যে কয়েক দিন গৃহে থাকিতেন, অধিকাংশ সময় পিতার কাছে বসিয়া কাটাইতেন। পিতার গুণকাহিনী কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। আমি তখন বেণী বাবুর গুণের অপেক্ষা বরদা বাবুর পিতৃবাৎসল্যের কথা বেশী ভাবিতাম। দুই তিন বৎসর হইল, বেণী বাবু ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন; তদবধি বরদা বাবুর অসুখ। তাঁহার মৃত্যুর কতক দিন পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন আমি বলিয়াছিলাম—"বেণীবাবুর মৃত্যুর পর হইতেই আপনি নানা পীড়াতে কষ্ট পাইতেছেন, আপনি কি পিতৃশোকে বেশী বিহ্বল হইয়াছিলেন?" এই প্রশ্ন করিয়া বুঝিলাম, বড় অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছি। কারণ, দেখিলাম, বরদা বাবু কোন উত্তর করিলেন না, তাঁহার দুইটি বিশাল চক্ষু অশ্রুতে পুরিয়া গেল ও গণ্ড বহিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বরদা বাবু বাক্যে ও ব্যবহারে সংযত ছিলেন। পিতৃশোক সেই সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়াছিল। তাঁহার পীড়ার পক্ষে ইহা অনিষ্টকর বুঝিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অন্য কথা পাড়িলাম এবং তাঁহার মন বিষয়ান্তরে ধাবিত করাইতে চেষ্টা করিলাম।

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি শীঘ্র সারিয়া উঠিবেন। তিনি নিজের রোগ উৎকট বলিয়া কখনই মনে করেন নাই। মৃত্যুর ২।৩ মাস পূর্ব্বে এক দিন আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া ভীত হইয়াছিলাম। তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ উজ্জ্বল মুখশ্রী তখন একবারে গিয়াছে, মুখখানি অনেকটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বেণীবাবুর মত হইয়া গিয়াছিল। পিতা পুত্রে যে মুখের এতটা সাদৃশ্য, তাহা সেই দিন আমি প্রথম উপলব্ধি করিলাম। বেণীবাবু নবতি বর্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বরদা বাবু মৃত্যুকালে বোধ হয়, ৫৩।৫৪ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন।

বড় আশা ছিল, হাইকোর্টের জজ হইবেন। কুমারটুলিতে বাড়ী করিয়া তিনি কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন—নিজ বাড়ীতে থাকিয়া কাজ করিয়া এই ঋণ শোধ করিবেন, এই ভরসা ছিল। কিন্তু অবশেষে যখন তিনি হাইকোর্টের জজের পদের জন্য নির্ব্বাচিত হইলেন—তখন উচ্চতর বিচারালয় হইতে তাঁহার নামে সমন পৌঁছিয়াছিল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত—সর্ব্ব ঋতুতে যাহার গতিবিধি—যাহার আহ্বান অনিবার্য্য এবং অলঙ্ঘ্য, সেই কাল তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। আমাদের শোক-সভা করিয়া কিরূপে বুঝাইব, আমাদের কতটা ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের কবিতা-রাজ্যের কোকিল নীরব হইয়াছে, দয়ার প্রস্রবণ শুকাইয়াছে, সাহেস

ও ভরসার মহীরুহ ভাঙ্গিয়াছে, পিতৃমাতৃ-বাৎসল্যের কুসুমিতা লতা ছিন্ন হইয়াছে ও ভক্তির ক্ষেত্র ঊষর হইয়াছে।

যখন তিনি বীরভূমের জজ ছিলেন, তখন চণ্ডীদাসের স্মৃতিমন্দির রচনার জন্ত তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন; এই জন্ত তিনি ৫০০০০৲ টাকা উঠাইবেন—সংকল্প করিয়া অনেক বড় বড় সাহিত্যিককে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে একটা চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ করিবার কথা ছিল। তিনি জীবিত থাকিলে এই কার্য্য শেষ করিয়া যাইতেন। আজ চণ্ডীদাসের স্মৃতিচিহ্নের পার্শ্বে আমরা বরদাকবির স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিতে প্রস্তাব করিব কি? কবির স্মৃতিচিহ্ন কবিতা; মন্দিরের প্রস্তর ধসিয়া যায়—তাহার চূড়া বজ্রাহত হইয়া বিনষ্ট হয়,—কিন্তু দুর্দ্দান্ত কাল কবিতার একটি অক্ষরও মুছিতে পারে না,—কবির প্রতি সম্মান যে দেখায়, সেই কবির অমরত্বের অংশী হয়, কবি নিজ সাধনায় অমর। নবদ্বীপের কত রাজা রাজমুকুট রাখিয়া শ্মশানে গিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র নিজের অমরত্বের ভাগ কৃষ্ণচন্দ্রকে দিয়া গিয়াছেন;—আমরা আজ কবির স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইয়া সাহিত্য-পরিষৎ-গৃহকে তীর্থে পরিণত করিব, এই চেষ্টা হউক,—তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিব, এই অহঙ্কার যেন না হয়।"

ইহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের লিখিত কবির একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পড়িয়া শুনাইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থাপন করিলেন;—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্যকার এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া বঙ্গ-জননীর প্রিয় সন্তান, মাতৃভাষানুরাগী, সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।" পরে বলিলেন,—সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয় আমার বন্ধু, স্বজাতি ও কুটুম্ব ছিলেন। তাঁহার স্তায় সহৃদয় মহাপুরুষ অল্পই দেখা যায়। সভাপতি মহাশয়ের প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে বরদা বাবুর সদ্‌গুণের বহু পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার মত লোক আর একটি শীঘ্র পাইব না। যখন তাঁহাকে আমাদের মধ্যে আমাদের মত করিয়া পাইব বলিয়া ভরসা করিয়াছিলাম, যখন তিনি রাজকার্য্যে অবসর পাইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে একত্র আসিয়া কাজে নামিবেন, বলিয়াছিলেন, সেই সময়েই কাল তাঁহাকে কাড়িয়া লইল! তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন; যা ধরিতেন, তা না করিয়া ছাড়িতেন না। বাঁচিলে জয়দেব-চণ্ডীদাসের পাটে সংস্কার ও স্মৃতিরক্ষা হইতই হইত। তাঁহার ওজস্বী রচনা, ওজস্বী কবিতা, গুরুগম্ভীর ঝঙ্কার এখনও আমাদের কানে বাজিতেছে। তাঁহার আবৃত্তির একটা স্বতন্ত্র প্রথা ছিল, তাঁহার নিজের মুখে তাঁহার নিজের কবিতার আবৃত্তি যে একবার শুনিয়াছে, সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। আমাদের দুরদৃষ্ট, তাই এমন লোক অকালে চলিয়া গেল। তাঁহার সাহিত্যের কাজের পরিচয় যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াছেন, তাঁহার স্বজাতিপ্রীতির কথা একটু বলিব। তিনি কায়স্থ-সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার যত্নে বহরমপুরে, বীরভূমে

করিস্থ-সভা হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনের সময় তাঁহার কার্য্যশক্তির অদ্ভুত খেলা দেখিয়াছি; সকল বিষয়ের তদারক, সর্ব্বত্র উপস্থিতি, সর্ব্ববিষয়ের সংবাদ রাখা, সকলের আদর অভ্যর্থনার সমান যত্ন দেখান তাঁহার মত আর কেহ পারিত কি না, সন্দেহ। তিনি সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য ছিলেন, তাঁহার জন্য আজ আমরা বিশেষ শোকসন্তপ্ত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন;—"সুকবি বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্ মহাশয়ের স্মৃতিনিদর্শনস্বরূপ তাঁহার তৈলচিত্র সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হউক।" এ প্রস্তাবের জন্য বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ বরদা বাবুর সুন্দর তৈলচিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, আপনারা অনুমতি দিলেই উহা এখানে রাখা হইবে। বরদা বাবুর সহিত একবার দার্জ্জিলিঙ্গে আমার আলাপ হয়, সেই অবধি তাঁহার বন্ধুতালাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। অনেকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, হইতেছে, আরও হইবে। বায়স্কোপের ছবির মত কত পরিচিত মূর্ত্তি স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠে, আবার মিলাইয়া যায়। বরদা বাবুর সঙ্গে যাহার একবার আলাপ হইয়াছে, সে কিন্তু কোন দিন আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। তাঁর অমায়িকতা, তাঁর আত্ম-নির্ভরতা, তাঁর প্রতিভা আমায় তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল। এ শক্তি সকলের থাকে না। তাঁর চরিত্র যেমন উদার, তেমনি নিষ্কলঙ্ক ছিল। আজকালকার কবিতার ভাব প্রায়ই অস্ফুট; যেগুলি বুঝা যায়, সেগুলি প্রেম-বিরহের কথায় তরল ও মন্থর। বরদা বাবুর কবিতার তেমন তারল্য ও মৃদুতা ছিল না। তাঁহার কোন কবিতা ভাবের দৈন্যে মন্থর নহে। তেজস্বিতা তাঁহার কবিতার প্রাণ। বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বাঙ্গালার তিন জন তেজস্বী কবিই রোগশয্যা গ্রহণ করেন, আর সেই শয্যাই তাঁহাদের শেষ শয্যা হয়। মাইকেল মধু, হেম, দ্বিজেন্দ্র—সকলেরই এই দশা হইয়াছিল। বরদা বাবু এই শ্রেণীর শেষ কবি বলিলেই হয়। তাঁহারও সেই দশা হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়, ব্যোমকেশ বাবু, নগেন্দ্র বাবু—সকলেই তাঁহার বহু গুণের কথা জানাইয়াছেন, কার্য্যশক্তির কথা জানাইয়াছেন। আমি আজ তাঁহার শোক-সভায় আমার দুটা শ্রদ্ধার কথা নিবেদন করিতে পাইয়া সম্মানিত—গৌরবান্বিত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—সভাপতি দীনেশ বাবুর বাড়ীতেই বরদা বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাহার পর তিনি যখন বহরমপুরে মুরশিদাবাদের জজ, তখন ডাঃ রামদাস সেনের লাইব্রেরীতে তাঁহার সহিত সর্ব্বদা দেখা হইত। সেখানে নিত্যই সাহিত্যের আলোচনা হইত। কেবল সাহিত্য নহে, স্বদেশ, স্বসমাজ, স্বজাতি সম্বন্ধেও তিনি উৎসাহের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন। দীনেশ বাবু বিদেশে তাঁহার সাহেবিয়ানার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মুরশিদাবাদে আদালতে ভিন্ন আর কোথাও

সাহেবিয়ানা দেখি নাই। সেখানে তাঁহার অমায়িকতা এত ফুটিয়াছিল যে, প্রীতিশ্রদ্ধার অভিভূত হইয়া বহরমপুরবাসীরা তাঁহার ছবি রাখিয়াছেন। বহরমপুরে কায়স্থ-সভার তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই সময় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি থাকিতে পায়েন নাই; সবজজ দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় তাঁহার স্বজাতিপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার অভিভাষণ পড়িয়াছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি বরদা বাবুর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও দৃঢ় ভক্তি ছিল।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—ফরিদপুরে বরদা বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। তখন হইতেই হেম বাবুর উপর, তাঁহার কবিতার উপর অটল শ্রদ্ধা দেখিয়াছিলাম। তাঁহার বৃত্রসংহার মুখস্থ ছিল। বরদা বাবুর ন্যায় সহৃদয় কবির প্রতি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। দীনেশ বাবুর প্রবন্ধে বরদা বাবুর সদাশয়তার কথায় আমার একটু উল্লেখ করিয়াছেন,—তা না তুলিলেই হইত। আধুনিক কবির সঙ্গে তাঁহার তুলনাই হয় না—পার্থক্যের কথাটা না তুলিলেই ভাল হয়। তাঁহার বহু কবিতা—উৎকৃষ্ট কবিতা আমরা শুনিয়াছি,—সেগুলি ছাপা হয় নাই, লেখা পড়িয়া আছে; সেগুলি ছাপা হইলে কবি-হিসাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা শত গুণ বাড়িবে। তাঁহার সাহেবিয়ানা প্রথম জীবনে কিছু কিছু ছিল বৈ কি। এ বয়সেও কাজের দায়ে বাধ্য হইয়া কিছু কিছু রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ভিতরটা একবারে বাঙ্গালী ছিল। হেমবাবুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এতটা গভীর ছিল যে, একখানি পুস্তকের নাম তিনি "হৈমী" রাখিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন। নগেন বাবু ঠিকই বলিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় একটা লোক আমরা আর শীঘ্র পাইব না।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন,—আমি এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। শোকের ভাষা অব্যক্ত; কিন্তু আমাদের মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে হইবে, তাই দুটা কথা বলিতে হইবে। বরদা বাবুর সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্র থাকায় হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার বিয়োগে আমি ভ্রাতৃবিয়োগের শোক পাইয়াছি। তাঁহার এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, বহু লোক তাঁহার কাছে ঘনিষ্ঠ না হইয়া থকিতে পারিত না। তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে, তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে, এমন ক্ষমতা কাহারও ছিল না। তাঁহার চরিত্র এমন মধুর, এত নিষ্কলঙ্ক ছিল যে, লোকে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চারি দিকে সমবেত হইত। তাঁহার ভদ্রতার আকর্ষণ, আত্মীয়তার আকর্ষণ, অতি কর্কশ ব্যক্তিকেও টানিয়া আনিত। তাঁহার এই আন্তরিকতা তাঁহার কবিতাতেও ষোল আনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে ভাবের উৎস পরিপূর্ণ ছিল। যে অল্প সংখ্যক কবিতা তাঁহার ছাপা হইয়াছে, তাহাতেই সে উৎস উথলিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, কাছারীর কাজের পর পরিশ্রান্ত অবস্থায়ও তিনি সাহিত্য-বন্ধুদের পাইলে, সাহিত্যের আলোচনায় বিনা বিরক্তিতে, বিনা অবসাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেন। সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দেওয়া তাঁহার প্রীতিকর ছিল। উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি একপ্রকার উপযাচক হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে গিয়া, সেই উৎসবে

যোগ দিয়া, স্বভাব-সুলভ আত্মীয়তা দেখাইয়া লোকদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্যাপারে উৎসাহ দিবার জন্য মেডেল দিয়া আসিয়াছিলেন। শাস্ত্রে কথা আছে,—মরণের পর যাহার নাম লোকে যত দিন করিবে, তার তত দিন স্বর্গলাভ হয়। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আমাদের কবি-বন্ধুর নিশ্চয়ই সেই স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল তাঁহাকে তাহা ভোগ করিতে হইবে। বাঙ্গালার কবির—প্রাচীন ধরণের কবির কবিতা আলোচিত আরও হবে। সেই আলোচনাতে বরদা বাবুর কবিতা কেমন স্থান পাইতে পারে, তাহা বলিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু যখন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণেতা স্বয়ং দীনেশ বাবুই আজ আমাদের সভাপতি, তখন তিনিই সে কথা বলিয়া দিবার বেশী উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা ত অল্প কথা। এখানা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, পোকায় কাটিতে পারে, ছিঁড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু তিনি তাঁহার চরিত্রের যে চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, ভাষায়, হৃদয়ের যে চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, কবিতায় যে ভাবের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা কাল আর কীটে নষ্ট করিতে পারিবে না। যাক্, আজ তাঁহার শোক-সভার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুসম্পন্ন হইল। হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আর তাঁহার সম্বন্ধে আমার প্রীতি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার সুযোগ পাওয়াতে আমি আজ আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—"স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের চিত্রখানি সাহিত্য-পরিষদে উপহার দেওয়ায় তাঁহার পুত্রগণ এবং তাঁহার নিকট আত্মীয় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষ মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানান যাইতেছে।" বোধিসত্ত্ব বাবু বলিলেন,—এই মূল্যবান্ ছবিখানি লাভ করায় সাহিত্য-পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানান ব্যতীত আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—মৃত মহাত্মার পুত্রেরা এই ছবিখানি উপহার দিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহারাই বদান্যতা ও সহৃদয়তা-গুণে সাহিত্য-পরিষদের একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পূর্ণ সম্পন্ন করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের নিকট আমরা একান্ত কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে আর একটা অনুরোধ করিতেছি,—তাঁহারা যেমন সাহিত্য-পরিষদে তাঁহাদের পিতার স্মৃতিস্থাপনে সাহায্য করিয়া পুত্রোচিত কার্য্য করিলেন, সেইরূপ তাঁহাদের পিতার যে সকল রচনা আজিও ছাপা হয় নাই বা যেগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছাপা হইয়াছে, সেগুলি পুস্তকাকারে ছাপিয়া বাহির করুন। ইহাই হইল তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য,—পিতৃকীর্ত্তি, পিতৃরচনা রক্ষা করাই তাঁহাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। আশা করি, এ অনুরোধ তাঁহারা রক্ষা করিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় কবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ, তাঁহার শোক-সভায় আমি আমার শ্রদ্ধা-প্রীতি নিবেদন

করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কিছু বলিতাম, এখন সভাপতি মহাশয়ও অনুরোধ করিলেন। আমি গয়ায় বরদা বাবুর সহিত পরিচিত হই। তাঁহার সহিত আমার বিশিষ্ট বন্ধুতা হইয়াছিল। এতই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, অনেক সময়ে আমরা একত্র এক বিছানায় শুইয়া কাটাইয়াছি। গয়ায় তখন ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ছিলেন। প্রত্যহ বরদা বাবুরই বাসায় সাহিত্যের একটা বৈঠক বসিত। এই বৈঠকে আমি তাঁহার হৃদয়জাত গুণজাতের এত পরিচয় পাইয়াছি যে, মোহিত হইয়াছি। দেশবাৎসল্য তাঁহার প্রতি কথায় ফুটিয়া উঠিত। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল—আপনারা বোধ হয়, জানেন না—নিজের রচনার আবৃত্তি করিতে গিয়াই ভাবের মোহে মারা গিয়াছেন,—"আমার দেশ" গান গয়ায় শিখাইতে গিয়া তিনি প্রথম এক দিন অজ্ঞান হইয়া পড়েন, দ্বিতীয় দিন ঐ গানের জন্যই কৈলাস ডাক্তারের বাড়ীতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন, তৃতীয় দিন ঝামাপুকুরে রাম মিত্রের বাড়ীতে অজ্ঞান হন, তার পর নিজ বাড়ীতে মাথায় রক্ত উঠিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন—সেই শেষ। এই গান যখন গয়ায় হইত, বরদা বাবু আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। সুকবি রসময় লাহা এখানে উপস্থিত আছেন,—তিনি বরদা বাবুর অনেক কথা জানেন। তিনি তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বরদা বাবুর আবৃত্তিগুণ অতি মধুর এবং এত ওজস্বিতাপূর্ণ ছিল যে, শুনিলে রোমাঞ্চ হইয়া উঠিত।

শ্রীযুক্ত রসময় লাহা বলিলেন,—সভাপতি মহাশয় বরদা বাবু সম্বন্ধে আমায় কিছু বলিতে বলায় আমি বড় বিপদে পড়িলাম। আমি তাঁহার সহিত এত ঘনিষ্ঠ ছিলাম,—তাঁহার এত কাছে ছিলাম যে, আজিও আমি তাঁহার মৃত্যুর কথা সম্পূর্ণরূপে ভাবিয়াই উঠিতে পারি না। যদি আমি আর সকলের মত একটু দূরে থাকিতাম, হয় ত দু কথা বলিতে পারিতাম। তিনি আমায় এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না,—আমায় ক্ষমা করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে স্বর্গীয় বরদা বাবুর ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত বি এ মহাশয় বরদা বাবুর রচিত "জগদ্ধাত্রী" কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। অমর বাবু বরদা বাবুর অনুকরণে, তেমনি ওজস্বিতার সঙ্গে, উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন। সভাস্থ সকলেই সেই আবৃত্তি-কৌশলে প্রীত হইলেন। অমর বাবু জানাইলেন, বরদা বাবু প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ইহা নিজে আবৃত্তি করিতেন এবং বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার সময় আরতির পরে তাঁহারা উভয়ে ইহা আবৃত্তি করিতেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, বরদা বাবুর পুত্রগণ-প্রদত্ত এই ছবিখানি সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

৺কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে

১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই (সভাপতি)
শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল
মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি
কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর
রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
„ মতিলাল ঘোষ
„ কিশোরীলাল সরকার এম এ, বি এল
রায় „ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এম এ
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ
„ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ
„ পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
„ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ
„ প্রবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ মন্মথনাথ রায়
„ প্রমথনাথ মিত্র
„ যোগেন্দ্রলাল সিংহ
„ শ্যামাচরণ পাল
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
„ আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ
„ রামচন্দ্র ভট্ট

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার
„ সনাতন মহান্তি
„ রাধিকামোহন সিংহ
„ হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ মণীন্দ্রনাথ লাহিড়ী
„ কৃষ্ণধন দে
„ কৃষ্ণলাল সেন গুপ্ত
„ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী
„ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ অমরেন্দ্রনারায়ণ বসু
„ নকুলেশ্বর রায়
„ সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ অনুকূলচন্দ্র সেনগুপ্ত
„ নরেন্দ্রনাথ সরকার
„ মৃণালকান্তি দত্ত
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ যতীশচন্দ্র সিংহ
„ বামাচরণ মজুমদার

শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ	শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
„ হরিদাস বসাক	„ ডাঃ ভুবনমোহন গাঙ্গুলী
„ প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	„ হেমচন্দ্র মিত্র
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	„ প্রফুল্লকুমার বসু
„ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি	„ নটবর দাস
„ পান্নালাল মল্লিক	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
„ কিশোরীবল্লভ সাহা	„ নগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার
„ গৌরগোপাল কুণ্ডু	„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ রসিকলাল দে	„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ ব্রজগোপাল ঘোষাল	„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
„ সত্যচরণ চন্দ্র	„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ নন্দলাল ঘোষ	„ রামকমল সিংহ
„ বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ হৃষীকেশ ঘোষ	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ অতুলচন্দ্র দে	„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ রমণীরঞ্জন গুহ রায়	„ সূর্য্যকুমার পাল
„ পঞ্চানন বসু	„ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্—সম্পাদক।

„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
} সহঃ সম্পাদকগণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর, শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়-বিরচিত একটি গীত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গীত হয়।

অতঃপর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন উঠিয়া বলিলেন যে, এ সভা শোকসভা নয়। ভক্তের আবির্ভাবের দিবস আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয়। সুতরাং গোলোকগত কেদারনাথের জন্মদিনের সভা—আনন্দ প্রকাশের সভা।

অতঃপর তিনি স্বরচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন,—

"দত্তাম্ববায়-জলধেরবদাত কীর্ত্তিঃ
কেদারনাথ নিধিরুত্থিতবান্ হরিত্বং।

কায়স্থকৌস্তভধিয়া স্বপদে নিবেশ্য
দত্তাপহারক ইতি স্বয়মপি বাদম্ ॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে তিনি বলেন যে, দত্তবংশরূপ সমুদ্র হইতে ভগবান্, কেদারনাথ-রূপ নিধিটিকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কৌস্তভমণি শোভা পাইতেছে, তাই তিনি এই কায়স্থ-কৌস্তভটিকে স্বীয় চরণে রক্ষা করিলেন। এরূপ করিয়া তিনি "দত্তাপহারক" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন দত্তবংশজাত কেদারনাথকে অপহরণ করার জন্যও তাঁহাকে "দত্তাপ-হারক" আখ্যা দান করা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যাখ্যার পর তিনি বলেন যে—"সকল ব্যক্তিই মায়ায় মোহিত হয়—মায়াকে মুগ্ধ করিতে কেহ পারে না। কিন্তু ভক্ত কেদারনাথের জন্ত আজ মায়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। যেহেতু—"মায়াপুর" তাঁহার জন্মস্থান।

এই বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় "ভক্তি-বিনোদজীবনী" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় পুরীধাম হইতে প্রেরিত একখানি পত্র পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

অনন্তর স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ;—কেদারনাথ ভক্ত ছিলেন—ভক্তচূড়ামণি ছিলেন এবং সাহিত্য-সেবী ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-সেবাও একরূপ ভগবৎ-সেবাই ছিল। কেদারনাথ ভক্ত এবং জ্ঞানী এ দুই ছিলেন। আমার মনে হয়, ভক্তই জগতে বড়। আবার ভক্ত যদি জ্ঞানী হন্ তো তিনি সকলের চেয়ে বড় হন্। কেদারনাথ এই দুই ভাবেই বড় ছিলেন। জ্ঞান এবং ভক্তি—পরস্পর বিরোধী নহে। গোড়ায় এ দুইটি পৃথক্ নয়—কিয়দ্দূর গেলে জ্ঞান থামিয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে পারে না। জ্ঞান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বিচরণ করে। অনন্তে মিশিতে হইলে ভক্তির সহায়তা চাই। যেখানে অপূর্ণ সসীম জীব, পূর্ণ অসীমে মিশিতে চায়,—জ্ঞান সেখানে পথহারা হইয়া পড়ে। সেখানে পৌঁছিতে হইলে বিশ্বাস ও ভক্তিমার্গ ভিন্ন উপায় নাই। আমাদের শেষ গন্তব্য স্থানে যেতে গেলে, ভক্তিমাত্রই সম্বল। কেদারনাথ এই পথের পথিক ছিলেন। সুতরাং তাঁর পদানুসরণ করা সকলের কর্ত্তব্য। ভক্তির আর এক প্রাধান্য আছে। জ্ঞান যে সকল নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করে, ভক্তি দ্বারা তাহা সংশোধিত না হইলে, পতনের ভয় থাকে। কারণ, শুষ্ক জ্ঞানে মনে দম্ভ আসে। জগতে ভক্তি ধন্য, ভক্তও ধন্য, আর ভক্তিবিনোদ কেদারনাথের গুণানুকীর্ত্তন ক'রে—আমরাও আজ ধন্য।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এইরূপ,—ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ ভগবৎকৃপাশীর্ব্বাদ-প্রেরিত ব্যক্তি ছিলেন। ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে টাঙ্গাইলে তাহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গিয়াছিলেন। তখন দেখেছিলাম, শিক্ষিত কেদারনাথ—ভিখারী বৈরাগার

মত মালা তিলক ধারণ ক'রে, এজলাসে বসিয়া আছেন। কাছারী বন্ধ হইবার পর তাঁহার সহিত আমার "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ" সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সে সময়ে তিনি কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, "এখানে কাহারও মুখে হরিনাম শুনিতে পাই না, আপনি যদি এখানে নিরক্ষর লোকদিগের মধ্যে নাম প্রচার করেন তো বড়ই কৃপা করা হয়।"

শিশিরকুমার ও কেদারনাথ কেবল পণ্ডিতের জন্য বিশুদ্ধ ভক্তির শিক্ষা প্রচার করেন নাই—দেশের মধ্যে যারা অবহেলিত, অনাদৃত ও উপেক্ষিত, তাদের উন্নত করবার জন্ম তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। সেই শিক্ষা, সেই দীক্ষা দিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু। মেদিনীপুরে আচার ও ধর্ম্মবিহীন লোকদিগকে ভক্ত কেদারনাথ যেরূপভাবে সদাচারী ও মালাতিলকধারী করিয়াছেন, তাহা দেখিলে প্রকৃতই আনন্দ হয়। মহাত্মা শিশিরকুমারও এই ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই দুই মহাপ্রাণের উদ্দেশে বার বার জয়োচ্চারণ করিয়া আমরা আজ ধন্য হইলাম।

অনন্তর কাসিমবাজারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর যাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ ;—পূজ্যপাদ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সহিত আমার বহু দিন পূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সহিত যখন আলাপ করিতাম, তিনি যখন উপদেশ দিতেন, তখন আমি তাহাতে এমন মুগ্ধ হইতাম যে, তাহা এখন ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন মনে হইত, পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত কেদারনাথের হৃদয়ে আমাদের সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব কি করিয়া স্থান পাইল ? পাশ্চাত্য শিক্ষায় যখন আমাদের জীবনের স্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, তখন কেদারনাথের হৃদয়ে এ কি ভাব ? তখন আমার মনে হইত, পূজ্যপাদ শিশিরবাবু যেমন বঙ্গদেশে ধর্ম্মের নব স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ মহাশয়ও সেই ভাবে দেশের উপকার সাধন করিতে পারিবেন। ক্রমশঃ যখন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল, তখন বুঝিলাম, তিনি এ যুগের মানুষ নন্, দেবতার মত—অপার্থিব জীব। তিনি এ জগতে পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা পাঠ করিলে নূতন জীবন লাভ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই জন্য তাঁর অভাব প্রত্যহ প্রতি ক্ষণে বোধ করি। আজ এই সভায় উপস্থিত হ'য়ে তাঁহার সেই সৌম্য মূর্ত্তি মনে হইতেছে—আর মনে হইতেছে, যেন তিনি আমাদের সমক্ষে তাঁর হৃদয়ের ভাব-ভক্তিমাখা উপদেশগুলি এনে দিচ্ছেন। তাঁর মত লোক বঙ্গদেশে জন্মানতে দেশ পবিত্র হইয়াছে। তাঁহার উপদেশ স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হউক। এই উপদেশ অনুসারে যদি আমরা আমাদের কর্ত্তব্যের পথ নির্ণয় করি, তবে, পরম সুখী হইব।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ ;—আমি শ্রীভগবানের পরেই আমার দাদা শিশিরবাবুকে ভক্তি করি। আর আমার দাদা কেদার বাবুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। কেদার বাবুর সহিত আমার আলাপ বহু দিনের। তিনি ও আমার দাদা যখন ভক্তিকথা আলোচনা করিতেন, তাহা শ্রবণ করিয়া

আমার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইত। আমার এ সৌভাগ্য হইয়াছিল বলিয়া আমাকে কৃতার্থ মনে করি। কারণ, ইহাঁরা সাধারণ ভক্ত ছিলেন না। ইহাঁরা ভক্তির উপর প্রেম-রাজ্যে বিচরণ করিতেন—যে গুপ্ত রাজ্য সাধারণের অগোচর। দাদা ও কেদারনাথের এই ভাগ্য হয়েছিল—আর তাই তাঁদের দর্শন করে আমি আমাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতাম। ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর এখন বৈকুণ্ঠে বাস করিতেছেন, ইহা স্মরণে যেমন আনন্দ—তাঁর মত রত্ন-হারা হয়ে পক্ষান্তরে আবার তেমনি শোক জেগে উঠে। তবে একটু বলি, যদি আমরা তাঁর উপদেশে চলি, তাঁর শিক্ষা অনুসরণ ক'রে জীবন চালিত করিতে পারি, তবে আমরাও কৃতকৃতার্থ হইব।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ ;— তিনি আমার স্বজাতি ও কুটুম্ব ছিলেন—প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহার সহিত আমার সংস্রব। সে হিসাবে এ সভায় তাঁর স্তুতিবাদ করা আমার পক্ষে বেশী কথা নয়। কিন্তু আমি সে জন্য এ সভায় আসি নাই—কর্ত্তব্য-বোধে—তাঁর প্রতি আমার যে ভক্তি ছিল—তাহারই আকর্ষণে আসিয়াছি। কেদারনাথ যে-সে ধরণের ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন না—তিনি একনিষ্ঠ—অর্থাৎ যাকে "sincere" বলে—তিনি সেইরূপ প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। আমাদের কর্ত্তব্য, তাঁর উদ্দেশে ভক্তির উপহার দেওয়া। তাঁর স্বর্গগত চরণে ভক্তির অঞ্জলি দান করা আমাদের উচিত।

অনন্তর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে—স্বরূপগঞ্জে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। নবদ্বীপেও গিয়া তাঁর নাম প্রত্যেকের মুখে শুনিতে পাই। তার একটা কারণও তখন ছিল। তিনি "মায়াপুর" নামক স্থান শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান নির্ণয় করিয়া "মায়াপুর" নাম দিয়াছিলেন। ইহাতে ঘরে ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গের নূতন জন্মস্থান আবিষ্কারক বলিয়া নবদ্বীপে তখন তাঁর খ্যাতি হয়। স্বরূপগঞ্জে অবস্থানকালে নাম প্রচারের দ্বারা তিনি ঐ স্থানটিকে যেন শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি মুখে যাহা বলিতেন, মনে যাহা বিশ্বাস করিতেন, অনুষ্ঠানে ও ব্যবহারে তিনি তাই ছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল সরকার এম এ, বি এল মহাশয় সংক্ষেপে যাহা বলেন, তাহা এইরূপ,—"মানবের আত্মাই প্রধান—শরীর কিছুই নয়। যাঁরা আত্মানন্দ, তাঁরা সকল অবস্থাতেই সে আনন্দ ভোগ করেন। স্বর্গীয় কেদারনাথকেও সেই ভাবে থাকিতে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, দারুণ রোগের সময়ও তিনি আত্মানন্দে বিভোর হইয়া আছেন—তাঁর দেহ রুগ্ন; কিন্তু তাঁর মুখ দেখে আনন্দভাবের প্রবাহ যে ভিতরে বহিতেছে, তা তখনও বোধ হইত। তাঁর জপেও সেই আনন্দের বিকাশ তার মুখে ফুটিয়া উঠিত।

অনন্তর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি এল মহাশয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার পর অবশেষে সভাপতি মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—"গোলোকগত শ্রীল কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রেম ও ভক্তির কথা আপনারা সকলে নানারূপ শুনিলেন। আমি সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না। তবে

তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ায় তাঁহার জীবনের যে কার্য্য দেখিয়াছি, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। আর আমার মনে হয়, এইরূপ স্মৃতি-সভায় মহাত্মার জীবনী-কথা আলোচিত হওয়াই উচিত। আমার বিশ্বাস, ভক্ত নির্ভীক ও তেজস্বী হয়েন। গোলোকগত কেদারনাথের জীবনী হইতে তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। সে ঘটনা বরিশালে ঘটিয়াছিল। বারাসতে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর ক্যাভিণ্ডিস সাহেবের জন্য যে বাটী তৈয়ার হইয়াছিল, কেদারনাথ যখন ঐ স্থানে বদলী হয়েন, তখন তাঁহাকে ঐ বাটীতে রাখিবার বন্দোবস্ত হয়। সে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ অবধি ঐ বাড়ীতে কোন হিন্দু বাস করেন নাই—সাহেবদিগের জন্যই উহা নির্দ্দিষ্ট থাকিত। কিন্তু কেদারনাথকে যখন ঐ বাটীতে বাস করিতে হইবে, ইহা স্থির হইল, তখন তিনি উহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, বাটীর উপর হইতে নীচের তলা সর্ব্বত্র গোবর-জল দিয়া ধুইয়া লন্। ভাবুন, ১৮৮২ সালে, যখন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় দেশীয় আচারকে কুসংস্কার মাত্র বলিয়া মনে করিতেছিলেন, তখন কেদারনাথের এই সদাচার পালন সামান্য হৃদয়-বলের পরিচায়ক নহে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি, একটি মকদ্দমা সম্পর্কীয়। কেদারনাথ, কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত আসামীর বিচার করিতেছেন। আসামীর বিরুদ্ধে রাশি রাশি প্রমাণ আনা হইয়াছে, কোন ক্রমে তাহার অব্যাহতির আশা নাই; কেদারনাথ রায় লিখিবার উপক্রম করিতেছেন। তখন একজন প্রবীণ মোক্তার আদালতগৃহে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে—হুজুর, আজ আমার মনে দারুণ আক্ষেপ হইতেছে। আমি জানি, সুবিচারক ও জ্ঞানী বলিয়া, আপনার খ্যাতি আছে, কিন্তু আজ একজন নিরপরাধীর দণ্ড হইতেছে দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ পাইতেছি। এই বলিয়া মোক্তার কাঁদিয়া ফেলিলেন। হৃদয়বান্ কেদারনাথ তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আজ এখনই ঘটনাস্থলে যাইতে হইবে।" কিন্তু ঘটনাস্থল আদালত হইতে বহু দূরে অবস্থিত, অথচ কোন যান-বাহনের সুবিধা নাই, জানিয়াও তিনি পদব্রজে তথায় যাইতে উদ্যত হইলেন। অনেকে নিষেধ করিলেন; কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ না শুনিয়া পদব্রজে তথায় চলিলেন। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। তথায় গিয়া দেখা গেল যে, আসামীর বিরুদ্ধে যে স্থান, যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে—তৎসমস্তই মিথ্যা। কেদারনাথ ইহা অবগত হইয়া আসামীকে অব্যাহতি দান করেন। ভক্তের হৃদয় এইরূপ নির্ভীক ও তেজস্বী হইয়া থাকে। এই জন্যই ভক্ত প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু নারায়ণ শ্রবণে বিরত করিতে পারে নাই।"

সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা শেষ করিয়া কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রতিকৃতির বস্ত্রোন্মোচিত করিলেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোস্বামী কর্ত্তৃক মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন হইলে, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী
সভাপতি।

স্থগিত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৯শে ভাদ্র ১৩২১, ৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি (ক) সদস্যনির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। গত মাসিক অধিবেশনে পরিপর্ত্তিত নিয়মানুসারে চারি জন নূতন সহকারী সভাপতি নিয়োগ জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব এবং সহকারী সভাপতি সংক্রান্ত ২৮ ও ৫৭ নিয়মের প্রয়োজনীয় অংশ সকল পরিবর্ত্তন জন্য কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির প্রস্তাব। ৪। বার্ষিক কার্য্যবিবরণীর খসড়া এবং আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমস্ত সদস্যের নিকট বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে প্রেরণ জন্য রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাব সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির মন্তব্য। ৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র। ৬। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক নবাবিষ্কৃত শুভাকর দেবের তাম্রশাসন। ৭। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "ষড়্দর্শন," (খ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের "কয়েকটি প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত" নামক প্রবন্ধ। ৮। শোকপ্রকাশ,—রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুরের পরলোকগমনে। ৯। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল
" হেমচন্দ্র সরকার এম এ
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
" চারুচন্দ্র বসু
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" পুলিনবিহারী দত্ত
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" অমৃতগোপাল বসু
" বামাচরণ মজুমদার
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল
" ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" মন্মথনাথ রায়

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু
„ নিত্যানন্দ রায়
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ
„ মণিমোহন মিত্র

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহঃ সম্পাদকগণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় গত প্রথম মাসিক অধিবেশনের ও প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

২ (ক) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বসু, ৫২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ দুর্গাপুস্তকালয়-সম্পাদক, হলদিয়া, ঢাকা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ৪৮ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
„	„	শ্রীআশুতোষ ধর ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ, বি এ হেড্‌মাষ্টার, সিঙ্গুর, মহামায়া ইনষ্টিটিউশন, সিঙ্গুর, হুগলী।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম্ এ রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ১৬ হরিশ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় ক্ষেত্রমোহন বসু বাহাদুর বি এ ৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ এ মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের অধ্যাপক, ৫৯ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস জেলাস্কুলের সহকারী শিক্ষক, মালদহ।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	„	ডাঃ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এল্ এম্ এস্ ৩৫।২ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	„	সেখ শ্রীআবদুর জব্বার পশ্চাশী, চাপারকোণা, ময়মনসিংহ।
শ্রীগিরিজাকুমার ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীকালীসহায় বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ বেলতলা রোড, ভবানীপুর।
„	„	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে ৬২ সাউথ রোড, ইটালি।
শ্রীসৈয়দআলী আখতার	„	মৌলবি সিরাজউল ইসলাম এম্ এ ৬১।১ সি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত	„	শ্রীঅমৃতলাল মল্লিক ২ সিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুথি ও পুস্তকের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল,—

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র মিত্র	১।	মেঘদূত
	২।	অবসর
„ যুধিষ্ঠিরনাথ উকীল	৩।	শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ
„ মহেন্দ্রনাথ মল্লিক	৪।	সঙ্গীত-সুধাকর (১ম খণ্ড)
„ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ	৫।	আমার সংসার-জীবন
„ হরিদাস ঘোষ	৬।	ভাব-মাধব (১ম খণ্ড)
„ অমৃতলাল সেনগুপ্ত	৭।	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধনা ও উপদেশ
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	৮।	সমাজ-সংস্কার ও সত্যপীর-ব্রতকথা
„ তারকনাথ ভট্টাচার্য্য	৯।	অর্দ্ধকালী
„ নবকৃষ্ণ ঘোষ বি এ	১০।	ইলিয়াডের গল্প
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১১।	গৌড়ে সুবর্ণবণিক্

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১২। চুপীর দেওয়ান মহাশয়
	১৩। পদার্থ-বিদ্যা
„ পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৪। পরলোকতত্ত্ব
„ সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫। কর্ণাট-কুমার
„ কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স	১৬। ফুলঝুরি
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত	১৭। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১ম ও ২য় খণ্ড)
	১৮। চৈতন্যশিক্ষামৃত
	১৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মাধব ভাষ্য)
	২০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (রসিকরঞ্জন ভাষ্য)
	২১। শ্রীমদাম্নায়সূত্রং
	২২। শ্রীকৃষ্ণবিজয়
	২৩। বিষ্ণুসহস্র নাম
	২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
	২৫। ঈশোপনিষদ্
	২৬। চৈতন্যোপনিষদ্
	২৭। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা
	২৮। তত্ত্বমুক্তাবলী
	২৯। প্রেমপ্রদীপ
	৩০। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী
	৩১। শ্রীমদুপদেশামৃতং
	৩২। কল্যাণ-কল্পতরু
	৩৩। দত্তবংশমালা
	৩৪। সজ্জনতোষণী (২য় খণ্ড ও ৪র্থ হইতে ১৭শ খণ্ড)
	৩৫। শ্রীপদ্মপুরাণং (সৃষ্টি, ভূমি ও স্বর্গখণ্ড)
	৩৬। ঐ (পাতাল ও উত্তরখণ্ড)
	৩৭। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং
শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র মিত্র	(1) Meeting of the Witangemot
	(2) The English Influence on Bengali Literature.
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(3) Journal of the Asiatic Society, no. 37 March, 1835.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(4) Do Journal A.S.B. Feb. 1847
	(5) Do " March "
	(6) Do " April "
	(6) Do " May "
	(7) Do " Decr. "
	(9) Do " no. 3 1858
	(10) Do " 1 1861
	(11) Do " 2 1862
	(12) Do " 1&3 1863
	(13) Do " 1&2 1864
	(14) Do " 3&4 1866
	(15) Do " 1&2 1868
	(16) Proceedings Do 1865
	(17) South Indian Inscription Vol 3
Officer in Charge Bengal Sect. Book Depot.	(18) Report on the Workings of Hospitals for 1914.
	(19) Annual Reports on the Police Adminstration of Calcutta and its Suburbs for 1914.
Cambridge University	(20) Reports of the Cambridge University Library Syndicate 1914.
Supdt. Govt. Printing India	(21) Statistical Abstract for British India, Vol I.
	(22) Cottton Spinning and Weaving in Indian Mills, June 1915.
	(23) Hookworms Disease.
শ্রীযুক্ত পঞ্চাননকিঙ্কর রায়চৌধুরী	(24) In Memoriam—Sarada Ch. Mahapatra Vol I.
Supdt. Govt. Press, Allahabad	(25) List of Sanskrit and Hindi Mss. Sanskrit College, Benares, 1913-15.
	(26) List of Sanskrit, Jain & Hindi Mss. in the Sanskrit College, Benares, 1914-15.
Registrar, University of Calcutta.	(27) Calcutta UniversityMinutes, Pt. 6, 1914.
	(28) Do " " " 7, 1914.
Supdt. Govt, Printing Burma	(29) Reports of the Supdt. Archaeological Survey, Burma, 1915.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত	(30) Sri Sri Gourangaleela Smarana-mangala-Stotram.
	(31) The Pariade or Adventures of Porus.
	পুথি
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। নামহীন সহজিয়া পুথি—দ্বিজ ব্রহ্ম হরিদাস

৩। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মুখপাত্রস্বরূপে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় পরিষদের নিয়মাবলীর ২৮ ও ৫১ ধারার সহকারী সভাপতির নির্ব্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অংশ সকল পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উক্ত সমিতির প্রস্তাব সভাস্থলে উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। বহু আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যবর্গ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইল যে, পরিষদের নিয়মাবলীর ২৮ ধারার ১৬ জন স্থলে ২০ জন এবং নিয়মাবলীর ৫১ ধারার ৪ জন স্থলে ৮ জন ও দুই জন স্থলে ৪ জন হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলী অনুযায়ী নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হউন—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

২। মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর কে সি এস আই, কে সি আই ই, আই ও এম্।

৩। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর।

৪। মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই সি এস্।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে, কোন্ নিয়মানুসারে এইরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইল। সম্পাদক মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে, ৩০ ধারা অনুসারে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আপনা হইতেই সহকারী সভাপতি নিয়োগ বা নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন, কিন্তু এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া উক্ত সমিতি সাধারণ সভাস্থলে তাঁহাদের মন্তব্য উপস্থাপিত করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সাধারণ সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইল।

৪। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার পূর্ব্বে সকল সদস্যের নিকট উহা প্রেরণ জন্য রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাব সম্বন্ধে ২য় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নলিখিত মন্তব্য পঠিত হইল,—

"স্থির হইল যে, কেবলমাত্র আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে

উপস্থাপিত করিবার পূর্ব্বে সকল সদস্যের মতামত গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট পাঠান হইবে। কিন্তু এই মন্তব্য সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং সাধারণ সভার নিয়োগানুসারে কার্য্য করিতে হইবে।"

বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল, স্থায়ী তহবিল, গৃহনির্ম্মাণ তহবিল ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার অন্ততঃ ১০ দিন পূর্ব্বে সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত ৺বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় ৺বিপ্রদাস বাবুর বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চার পরিচয় দিলেন ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অপরেশ বাবু যে এই চিত্র পরিষদে উপহার দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন।

৬। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "শুভাকরদেবের তাম্রশাসন"-প্রদর্শন পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল।

৭। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "ষড়্দর্শন" ও শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের "কয়েকটি প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৮। তৎপরে সভাপতি মহাশয় পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ করিলেন,—

(ক) ৺রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর বি এ, সি আই ই
(খ) ৺গোপালচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্
(গ) ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (পায়রাডাঙ্গা, নেওয়াশী, রঙ্গপুর)
(ঘ) ৺রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য (আরামবাগ)
(ঙ) ৺আবদর রহিম খাঁ চৌধুরী

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল যে, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মৃত ব্যক্তিগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র প্রেরিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মার — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ — সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৬শে ভাদ্র ১৩২২, ১২ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়,—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি ;—(ক) সদস্য নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধপাঠ ;—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের "সাতবাহন-রাজবংশ" নামক প্রবন্ধ। ৪। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার
শ্রীযুক্ত গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
„ গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল
„ কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ গিরিশচন্দ্র দত্ত
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ আশুতোষ মহলানবীশ
„ আনন্দনাথ রায়
„ প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ
„ নিত্যানন্দ রায়
„ শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী
„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ বসন্তকুমার রায়
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ
„ অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য
„ ভোলানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
„ খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ মনোজকুমার বসু
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ রজনীকান্ত বক্সী
„ রামচন্দ্র শাস্ত্রী
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ মন্মথনাথ রায়
„ গোপীকান্ত ভড়
„ বিশ্বনাথ সেন
„ নগেন্দ্রনাথ বরা
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য　　শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়　　" ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহঃ সম্পাদকগণ

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। (ক) নিম্নলিখিত মহাশয়গণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র সরকার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	কুমার শ্রীরাধিকাভূষণ রায় ১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী	শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, বি এল্ ৪০ সীতারাম রোড।
"	"	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম এস্ সি ৭৮।১ হ্যারিসন রোড।
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র বসু এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীজীবনমোহন বসু বি এস সি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীরসিকলাল দত্ত এম্ এস সি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীকরুণাময় খাস্তগীর এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এস্ সি রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, আসানসোল।
"	"	শ্রীজানকীপ্রসাদ আইচ সাবরেজিষ্ট্রার, আসানসোল।
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু বি এ সাবডেপুটী কলেক্টার, আসানসোল।
"	"	শ্রীজানকীনাথ পাল পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, আসানসোল।
"	"	শ্রীযুধিষ্ঠির গঁড়াই আসানসোল।
"	"	মৌলবী মহাম্মদ সহিদুল্লাহ এম এ, বি.এল উকীল, বসীরহাট, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীহিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, লাভপুর, বীরভূম।
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমন্মথনাথ বসু এম্ এ, বার-এট্-ল ৫০ গোয়ালটুলী রোড।
রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র সিংহ ৬৯ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীকিরণচন্দ্র রায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ২৭।১ নিবেদিতা লেন, বাগবাজার।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীঅমরনাথ মল্লিক এম এস সি, বি এল, ৬৬ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীনলিনচন্দ্র মিত্র ৪।১ গোপাল বিশ্বাস লেন।

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১। ঠাকুর-মা'র ঝুলি
" হেমেন্দ্রকুমার রায়গুপ্ত	২। পসরা
" কুলদারঞ্জন ব্রহ্মচারী	৩। শ্রীশ্রীসদ্গুরু-সঙ্গ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Supdt. of Archæological Survey, Frontier Circle	(4) Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1914-15.
Officer in charge, Bengal Sect. Book Depot	(5) Report on the Administration of the Sectt. Deptt. in Bengal, for 1914-15.
Asiatic Society of Bengal	(6) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol V, No 3.

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় অনুপস্থিত থাকায় এবং তাঁহার প্রবন্ধ সম্পাদকের হস্তগত না হওয়ায় উহা পঠিত হইল না এবং উক্ত প্রবন্ধপাঠ আগামী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল। কেন প্রবন্ধ আসিল না, তাহার অনুসন্ধান হইবে—সভাপতি মহাশয় এ আশা দিলেন।

৪। গত অধিবেশন হইতে স্থগিত শুভাকর দেবের তাম্রশাসন প্রদর্শন সম্বন্ধে সভাস্থ সকলের মত গ্রহণ করা হইল। অধিকাংশের মত হইলে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত তাম্রশাসন প্রদর্শিত হইল। রাখাল বাবু তাম্রশাসনখানির অংশ-বিশেষের পাঠ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি এখনও এই তাম্রশাসন বিষয়ে গবেষণা শেষ করিতে পারেন নাই; উহার অক্ষরতত্ত্বাদি বিশেষরূপে আলোচনা না করিয়া উহার সময় সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে প্রস্তুত নহেন। এই তাম্রশাসনোক্ত দাতা "সৌগত' ও "তথাগত" শুভাকর দেব। উক্ত বিশেষণদ্বয়ের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দাতা বৌদ্ধ ছিলেন এবং গৃহীতা চাতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ। স্থান তোশলি। কিন্তু এই শাসনোক্ত তোশলি এবং অশোকানুশাসনের তোশলি একই কি না—তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিলেন যে, এই শাসন এবং এই শ্রেণীর শাসন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না এবং আপনার মত সমর্থন করিবার জন্য আত্মতত্ত্ববিবেক বা বৌদ্ধাধিকার নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ ব্যাখ্যা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ভিক্ষু এবং আরণ্যকদিগের মধ্যে যাহা কিছু প্রভেদ ছিল; গৃহীদিগের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু বলিয়া বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না। কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবু আত্মতত্ত্ববিবেকের অংশবিশেষ যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, উহার ব্যাখা সেরূপ হইবে না এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহার সাধারণকর্ত্তৃক গৃহীত ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন। বৌদ্ধাধিকার হইতে উদ্ধৃতাংশে বৌদ্ধ হিন্দুর মধ্যে যে কোন প্রভেদ ছিল না, তৎসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রকটিত হয় নাই।

সভাপতিকে ধন্যবাদপূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৬ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবর, রবিবার, অপরাহ্ন ৫।৹ টা

আলোচ্য-বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য (ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন;—(ক) শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মিত্র-জায়া মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত কতকগুলি প্রাচীন পুথি, প্রদর্শক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, (খ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত একটি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "সাতবাহন-রাজ-বংশ", (খ) শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয়ের "মুর্শিদাবাদের কয়েকটী প্রাচীন লিপি", (গ) শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব মহাশয়ের "পার্সেণ্টের (1 Percent) প্রতিশব্দ" ও (ঘ) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ মহাশয়ের "গিজোর সভ্যতার ইতিহাসের উপক্রমণিকার প্রথম অধ্যায়।" ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) যতীশচন্দ্র সমাজপতি, (খ) গোবিন্দপ্রসন্ন রায়, (গ) হেমন্তকুমার কর ও (ঘ) হরেকৃষ্ণ চন্দ্র মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ (সভাপতি)

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ

" " ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
" মন্মথমোহন বসু এম এ
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ
" সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র বসু
" পঞ্চানন মিত্র এম এ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকমল সিংহ
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" বামাচরণ মজুমদার
" অমৃতগোপাল বসু
" হেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু	শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিভূষণ সরকার
„ গিরিশচন্দ্র দত্ত	„ সুরেন্দ্রনাথ সরকার
„ অমৃতলাল দত্ত	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	„ সূর্য্যকুমার পাল
„ মন্মথনাথ শীল	„ ভোলানাথ কোঁচ
„ শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়	„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ অবিনাশচন্দ্র মিত্র	

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল (সম্পাদক)

„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহকারী সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২২ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীহেমেন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম্ এ, এম আর এ এস, ২৩৷২ কানাইলাল ধর লেন।
শ্রীযদুনাথ দে	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীউমাপদ বসু এম এ, বি এল বাসী, রাজনগর, দ্বারবঙ্গ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীযাদবচন্দ্র দাস ভুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।
		ডাঃ শ্রীকিরণেন্দু ঘোষ ডি পি এচ (লণ্ডন), ডি টি এম (লিভারপুল), কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, রোনিও মেডিকেল হল।
শ্রীরসিকলাল রায়	শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীবেণীমাধব দাস এম্ এ সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৮।১ কালীঘাট রোড।
"	"	শ্রীকালিদাস নাগ জুলোজিক্যাল গার্ডেনার।
"	"	শ্রীমন্মথনাথ বসু বি এ, এম্ ও (কেম্ব্রিজ), বার-এট-ল, ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রফেসার ৫০ গোয়ালটুলী রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র উত্তর চাত্‌রা, গোবরডাঙ্গা পোঃ, '২৪ পরগনা'।
"	"	শ্রীভূতনাথ প্রধান শামটা, যশোহর।

২। (খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুথি ও পুস্তকের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ হালদার	১। শ্রীহরিনামামৃত
	২। শ্রীধ্রুব ও প্রহ্লাদ-চরিতামৃত
	৩। কাঙ্গালের কৃপালাভ
" প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য	৪। ক্লিওপেট্রা
" করালীচরণ চক্রবর্ত্তী	৫। ধর্ম্মতত্ত্ব-বারিধি
	৬। অম্বিকাচরণের তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ ও জীবনী
" সুধাংশুকুমার সেন	৭। বাকলা
" অমরেশ সিক্‌দার	৮। অল্পবিস্তর
" নগেন্দ্রনাথ বসু	৯। বর্দ্ধমানের ইতিকথা
	১০। ঐ
" বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১। দেবী ও দানবী
" সুরেন্দ্রনাথ দাস	১২। দময়ন্তী
" প্রভাতচন্দ্র দোবে	১৩। দারজিলিং
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৪। চুম্বক বিজ্ঞান
	১৫। বঙ্গে জ্যোতিষ-মানমন্দির
	১৬। আমিষের প্রসার (২য় খণ্ড)
	১৭। পরিব্রাজকসূক্তমালা

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৮।	উপবাস
Registrar, Calcutta University	(19)	Calcutta University Calendar Pt 8—1915.
Do	(20)	„ „ Regulations 1914.
Do	(21)	„ „ Minutes Pt. 7—1913.
Librarian, Presidency College	(22)	Catalogue of Books in the Presidency College Library Pt. I.
	(23)	Do Do Pt. II.
Director, G. S. India	(24)	Records of the Geological Survey of India Vol. 46. August 1915.
Secy. to the Govt. of India in the Dept, of Rev. & Agriculture,	(25)	Report of the Committee on Co-Operation in India 1915.
Bengal Secbt. Book Depot.	(26)	53rd Report of the Govt. Cinchona Plantations in Bengal 1914—15.
Smithsonian Institution, Washington.	(27)	Smithsonian Miscl. Collections Vol 65. no. 2. The Development of the lungs of the alligator.
Do	(8)	Do Vol 65. no. 5. The Microspectroscope in Mineralogy.
Do	(29)	Do Vol 65. no. 7.
Supdt. Govt. Printing, India	(30)	Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills. July 15.
Surveyor Genl. of India	(31)	Genl. Report of the Survey of India, 1913—14.
Supdt. Govt. Printing, India	(32)	Report of the Chief Inspr. of Mines in India for 1914.
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(33)	Religion of love or hundred aphorism of Sandilya.
	(34)	Nature in the Poetry of Milton.
	(35)	Milton's Sonnets.

শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মহোদয়া কর্ত্তৃক উপহৃত পুথি—

১। নারায়ণোপনিষৎ

২। কারকাদিবিচার

৩। মহাভারত (সভাপর্ব্ব)

৪। পঞ্চপক্ষিশকুনটীকা

৫। শ্রাদ্ধতত্ত্ব
৬। মণিকর্ণিকা
৭। তত্ত্বচিন্তামণি
৮। দায়াধিকারক্রমসংগ্রহ
৯। শক্তিসঙ্গম তন্ত্র
১০। মাতৃকাজগন্মঙ্গল কবচ
১১। বগলামুখীকবচ
১২। বীজগণিত
১৩। তুলাদানপ্রয়োগ
১৪। অথর্ব্ব-শিরোপনিষদ্দীপিকা
১৫। ভক্তিরসায়নে ভক্তিবিশেষলক্ষণ
১৬। নিরূঢ়পশুবন্ধঃ
১৭। বৃহজ্জাবালোপনিষৎ
১৮। মহাভারত (সভাপর্ব্ব)
১৯। নারায়ণোপনিষৎ
২০। দুর্গাসহস্রনাম
২১। কৃষ্ণসহস্রনাম
২২। রসগঙ্গাধর
২৩। পাতঞ্জলযোগভাষ্য
২৪। রামসহস্রনাম
২৫। গণপতিসহস্রনাম
২৬। রাক্ষস কাব্য
২৭। উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ
২৮। পুষ্পসূত্র
২৯। বজ্রসূচ্যোপনিষৎ
৩০। নারায়ণীয়-উপনিষদ্ভাষ্য
৩১। ষট্চক্রপ্রপঞ্চ
৩২। ষট্চক্রবিবরণ
৩৩। গুরুগীতাস্তোত্র
৩৪। অমরকোষ
৩৫। কুব্জিকাতন্ত্র
৩৬। কাশীখণ্ড
৩৭। রামতাপনীয়োপনিষৎ
৩৮। পরামর্শকাটী
উপদেশমুমাটি
কেবমুমাটি
সিদ্ধান্তলক্ষণ
৩৯। অত্রিসংহিতা
৪০। কুলশাস্ত্র
৪১। সাহিবংশের তালিকা
বৃহজ্জাবালোপনিষৎ
জীবন্মুক্তোপনিষৎ
শিক্ষাজ্যোতিষনিঘণ্টু
বলভদ্রসহস্রনাম
বৃহদ্দেবতা
অনুমানটীকা
বাক্যপদীয়
শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ
উদ্বাহ-তত্ত্ব
বিপ্রভক্তি-চন্দ্রিকা
ঐ ঐ
জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব
৪২। Black Yajur Veda

৩। প্রদর্শন—শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মহোদয়া প্রদত্ত পুথিগুলি প্রদর্শনকালে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—এই পুথিগুলি বহু মূল্যবান্ এবং এইগুলি স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল ও তাঁহারই ভবনে এগুলি এ যাবৎ রক্ষিত ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মহোদয়া কর্তৃক পুথিগুলি পরিষদে উপহার-স্বরূপ প্রদত্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের ব্যবহৃত পরিচ্ছদাদি,

আরও কতকগুলি দ্রব্য শ্রীযুক্তা রাণীকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। এই দানের জন্ত তাঁহাকে পরিষদের আন্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করা হউক। তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই পুঁথিগুলি তাঁহার নামে পৃথক্ ভাবে সংরক্ষিত হউক। সভাপতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত মুদ্রা প্রদর্শিত হইল।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার "সাতবাহন-রাজবংশ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইবার পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে—কিছু কাল পূর্ব্বে আমি এই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে চাওয়ায় সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদক মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে, এই প্রবন্ধটি পাঠের জন্ত আমার বাটীতে পাঠান যাইতে পারে না, তবে পরিষৎ মন্দিরে আসিয়া আমি এই প্রবন্ধ পড়িতে পারি। তদনুসারে আমি এক দিন পরিষৎ মন্দিরে আসি, কিন্তু প্রবন্ধ হস্তগত না হওয়ায় আমাকে দুই দিন পরে আসিতে বলা হয়—তদনুসারে আমি পুনরায় যাই, কিন্তু আমাকে প্রবন্ধ দেখান হয় নাই। এই সম্পর্কে সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, তিনি রমেশ বাবুকে এ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। কারণ, প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে কাহাকেও উহা পাঠ করিতে দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার সহকারী সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেন যে, তিনি রমেশ বাবুকে ঐরূপ বলিয়াছিলেন এবং তিনি যত দূর জানেন, তাহাতে এইরূপ প্রবন্ধ পাঠ করিতে দেওয়া রীতি-বিরুদ্ধ নহে। তৎপরে রমেশ বাবু সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানান যে, প্রবন্ধগুলি পরিষদের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে সভার অধিবেশনের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা উচিত নহে। এই বিষয়ে নানা বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, প্রবন্ধগুলি এখন হইতে হস্তগত হইবার পূর্ব্বে পাঠের জন্ত বিজ্ঞাপিত হইবে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার "সাতবাহন-রাজবংশ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "সাতবাহন-রাজবংশ" প্রবন্ধোক্ত কাল সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিলেন।

রমেশ বাবু বিস্তৃতভাবে প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—অন্ধ্রগণের তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট গোল রহিয়াছে। প্রবন্ধ-পাঠক হাতীগুফার শিলালিপিতে যে তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন, সম্প্রতি লুডার সাহেব তাহা স্বীকার করেন নাই। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু যে মত প্রকাশ করিলেন, তাহা পি, সি, মুখার্জ্জি বহু দিন হইল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহই সে মত গ্রহণ করেন নাই। ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক ধরিলে পুষ্যমিত্রের তারিখের গোল হয়, সমস্ত ভারতের ইতিহাস পরিবর্ত্তন করিতে হয়, সুতরাং ৩৭২খৃঃ পূর্ব্ব হইতে পারে না। রুদ্রদামার গির্ণার লিপির পাঠও এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন আর ৭২ খৃঃ অব্দ স্বীকৃত নহে। রুদ্রপিতামহ(?) প্রায় ১৩০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

নহপান ৪৬ হইতে ১২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। গোতমীপুত্র ১২৪ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাণ্ডারকর দেখাইয়াছেন, শালিবাহন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, এক রাজবংশের নাম। অন্ধ্ররাজ হাল-সপ্তশতী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। অন্ধ্রভৃত্য ও অন্ধ্র—ছুইটী আলাহিদা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু গোতমীপুত্র উপাধি এক বংশের, অপর বংশের নহে; তাহার প্রমাণ নাই। সিমুকের নাম সাতকর্ণীর সময়ের লিপিতে পাওয়া যায় মাত্র, সুতরাং ঐ নাম হইতেও প্রকৃত কাল নির্ণয় চলে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন যে, নগেন্দ্র বাবু পুরাণের উপর যত অধিক মাত্রায় নির্ভর করিয়াছেন, ততটা করা যায় না। পুরাণের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুই নাই। মৌর্য্যবংশের বংশলতা প্রদান করিতে গিয়া পুরাণকারগণ যেরূপ গোলে পাড়িয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায় যে, পুরাণকে ইতিহাস আখ্যা দেওয়া যায় না। নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে, Sandracottus ও অশোক এক ব্যক্তি; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ অশোকের লেখমালা। তিনি তাঁহার অনুশাসনবিশেষে নিজেকে আন্তিকোণ, মক ও তোরময়ের সমসাময়িক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন প্রতীচ্যের কালতত্ত্বের সহিত প্রাচীন প্রাচ্যের কালতত্ত্বের সম্বন্ধ-নির্ণয় একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন যদি আবার নূতন উপপত্তি লইয়া নগেন্দ্র বাবু প্রাচীন ইতিহাসক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতীচ্যের কালতত্ত্ব সংশোধন করিয়া এবং তাহার সহিত তাঁহার নূতন তত্ত্ব খাপ খাওয়াইতে হইবে। যত দিন না তিনি তাহা করিতে পারেন, তত দিন তাঁহার এই নূতন আবিষ্কার ঐতিহাসিক জগতে গৃহীত হইবে না। আর এক কথা, তিনি যে নহপানকে যত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাহা কোনও প্রকারে হইতে পারে না। কারণ, গ্রীক aspirated H বা ꠵ অক্ষরের ব্যবহার নহপানের মুদ্রায় দেখা যায়। এই সকল মুদ্রায় এই aspirated H বা ꠵ অক্ষরের ব্যবহার ধরিয়া বিচার করিতে গেলে নহপানের তারিখ অনেক পরে আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবুর কথা টিঁকে না।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বলিলেন যে, Sir Wiliam Jonesএর লেখায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, Sandracottus ভিন্ন ব্যক্তি। পি, সি, মুখার্জ্জি প্রথমে লেখেন যে, অশোকই চন্দ্রগুপ্ত বা Sandracottus. ইতিহাস ও পুরাণ বা জনশ্রুতি সমান ভাবে গ্রহণ করা উচিত নহে। Sandracottus এবং অশোক এক ব্যক্তি নহে, ইহা সময়ান্তরে সপ্রমাণ করিতে পারি। সিমুক অন্ধ্ররাজগণের স্থাপিত নহে, ২২০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—অন্ধ্ররাজগণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা কোথাও হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস সঙ্কলন ও শিলালিপি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা মিলাইয়া অন্ধ্ররাজগণের ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে ডাঃ Sewell স্বীয় Antiquities of Madras নামক গ্রন্থেও অন্ধ্ররাজগণ সম্বন্ধে অনেক কথা

বলিয়াছেন। কিন্তু পুরাণে অন্ধ্রুরাজ সম্বন্ধে যত নাম পাওয়া যায়, অন্য কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। পৌরাণিক নামের সহিত শিলালিপির কোন কোন নামের যখন ঐক্য আছে, তখন পুরাণোক্ত বিবরণকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। শিলালিপির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া পুরাণকে যতটুকু দাঁড় করিতে পারা যায়, তাহা করিতে হইবে। শিলালিপি দ্বারা অন্ধ্রুরাজগণের উৎপত্তি ও অবসান নির্ণয় করা সুকঠিন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্রুরাজগণের অবসান হয় নাই। অমরাবতী স্তূপও অন্ধ্রুরাজত্বকালে খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। মহাকবি হালপ্রণীত সত্তসই গ্রন্থ মহারাষ্ট্র প্রাকৃতে লিখিত। হালের অপর নাম সাতবাহন। অনেকে মনে করেন, তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্রুরাজবংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পালি মহাবংশের গণনা অনুসারে অশোক খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অশোকের সময়ের উৎকীর্ণ ও মেগাস্থিনিসের Sandra Kottas প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করিলে অশোককে খৃঃ পূঃ শতাব্দীর পূর্ব্বে লওয়া যায় না। নগেন্দ্র বাবু "অশোক খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক" এই কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, তাঁহার আন্তরিক কথা নহে। তিনি উহা Seriously behave করেন না। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শিলালিপি ও সমসাময়িক ঘটনা মিলাইয়া লইবার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত। পুরাণের মতগুলি অন্য প্রমাণনিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া লওয়া উচিত নহে। অন্ধ্রুরাজবংশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ ভাবে বাঞ্ছনীয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার যুক্তির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

"যে সকল আধুনিক মত লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষ আলোচনা করিলেন, তাহা মতবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের দেশীয় মত অর্থাৎ হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ মতের অনুবর্ত্তী না হইয়াই আলেকসান্দারের সমসাময়িক Sander katlasকে একমাত্র নামসাদৃশ্যে মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই মতবাদ আলোচনার বিষয়। যখন হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ, এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যেই শাক্যবুদ্ধ, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক প্রিয়দর্শীর আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য নাই, তখন দেশীয় মত উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য মতবাদের অনুসরণ করা সমীচীন নহে। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণের মতে ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। এ দিকে জৈন শাস্ত্রানুসারে ৫২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মহাবীর স্বামীর মোক্ষ হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, শাক্যবুদ্ধ ও শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর সমসাময়িক। সিংহলের মহাবংশের মতে বুদ্ধ-নির্ব্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের অভিষেক এবং জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রও প্রাচীন প্রমাণ অনুসারে লিখিয়া গিয়াছেন যে, মহাবীর স্বামীর মোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে প্রথম মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক। বলা বাহুল্য, উক্ত প্রাচীন প্রমাণ অনুসারে অশোক প্রিয়দর্শীই আলেকসান্দারের সমসাময়িক হইতেছেন। প্রাচীন

শিলালিপি ও তাম্রশাসন আলোচনা করিলে পিতামহ ও পৌত্রের একই নামের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্তবংশ, অন্ধ্রবংশ ও চালুক্যবংশ প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশ আলোচনা করিলেই পাইবেন। সেইরূপ গ্রীক গ্রন্থকারগণ অশোক প্রিয়দর্শীর পৈতামহিক নামেই তাঁহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, মেগাস্থানিস তাঁহার অপর নাম palim 'leothrus বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিরুদ্ধ পক্ষের আপত্তি, অশোক প্রিয়দর্শীর অনুশাসনে যে কয় জন যবন-নৃপতির উল্লেখ আছে, তাঁহারা সকলেই আলেক্‌সান্দারের বহু পরবর্ত্তী। কিন্তু আমি আমার বিশ্বকোষে প্রিয়দর্শী শব্দে গ্রীক ইতিহাসের সাহায্যেই প্রমাণ করিয়াছি, ৩২৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৮৭ খৃষ্ট পূর্ব্ব মধ্যেই অর্থাৎ দেশীয় প্রমাণ-নির্দ্দিষ্ট অশোকের সময়েই অশোকানুশাসনে বর্ণিত পঞ্চ যবন-নৃপতি বিদ্যমান ছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রয়োজন হইলে আমি সাহিত্য-পরিষদে সবিশেষ আলোচনা করিয়া আমার পক্ষ সমর্থনে প্রস্তুত আছি। মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হইতেই মৌর্য্যাব্দ আরম্ভ। হাতিগুম্ফার জৈনরাজ খারবেলের শিলালিপিতে ১৬৫ মৌর্য্যাব্দের অঙ্ক দেখিয়া আসিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ লিপিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজিও ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ১৬৫ মৌর্য্যাব্দ স্থির করিয়াছিলেন। কালপ্রভাবে কয়েক বর্ষের বর্ষাতিশয্যে ঐ অঙ্ক কিছু ক্ষয় হইয়াছে। এ জন্য লুডার সাহেবের নব পাঠে ঐ অঙ্ক স্থান পায় নাই। এই হাতিগুফার লিপির সাহায্যেই আমরা অন্ধ্রনৃপতি শাতকর্ণির প্রকৃত কালনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছি। পাশ্চাত্য মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অন্ধ্রনৃপতিগণের মুদ্রার সাহায্যে যে রাজবংশমালা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত পুরাণ-বর্ণিত অন্ধ্র-রাজবংশের তালিকার অমিল নাই। সকল মুদ্রার প্রকৃত পাঠ উদ্ধার হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বিশেষতঃ মুদ্রার সাহায্যে অন্ধ্র-রাজবংশের ধারাবাহিক তালিকা ঠিক হওয়া অসম্ভব। এ কারণ পুরাণের তালিকাই প্রামাণিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক বিবরণীর সাহায্যেই যে মহাপুরাণ-সমূহের প্রাচীন রাজবংশের তালিকা ও রাজ্যকাল-তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা আর এখন অস্বীকার করা যায় না। এখন এ দেশের নবীন ঐতিহাসিকগণ পুরাণের উপর ততটা আস্থাবান্ না হইলেও প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ পুরাণ-প্রমাণ বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এত দিন সাধারণের বিশ্বাস ছিল, অন্ধ্ররাজবংশ ও অন্ধ্রভৃত্যবংশ এক ও অভিন্ন। আমি পুরাণ-প্রমাণে বিশেষ করিয়া আমার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, অন্ধ্ররাজবংশ ও অন্ধ্রভৃত্য-বংশ এক নহে।

অবশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন,—যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা, আজকার প্রবন্ধ ও আলোচনা সেই উদ্দেশ্যের প্রধান সহায়ক বলিয়া মনে করি। আগেকার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সকলকে Gentelman করা অর্থাৎ নানা বিষয়ে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ দ্বারা কতকটা বহুদর্শী করিয়া তোলা। এখনকার উদ্দেশ্য কেবল পণ্ডিত বা Expert তৈয়ারী করা। এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ নিজের সীমার বাহিরে যাইতে চান না। সুতরাং বাহিরের আলোচনায় তাঁহারা ততটা আস্থাবান্ নহেন। সুতরাং উভয় শ্রেণীর মধ্যে

যে সামান্ত মতভেদ ঘটিবে, তাহা স্বাভাবিক। আমি ও নগেন বাবু সেই আগেকার ক্লাসের লোক। সব দিক্ হইতেই সত্য সংগ্রহ করা উচিত। পুরাণের বিষয়টি, ভূত ঐতিহাসিক নামগুলি বা ঘটনা অগ্রাহ্য নহে; তবে যে ভাবে এখন সচরাচর পুরাণ ছাপান হইতেছে, সেই সকল ভ্রম প্রমাদযুক্ত সংস্করণের উপর বিশ্বাস করা যায় না। বহু প্রাচীন পুথি মিলাইয়া উপযুক্ত ভাবে এডিট্ করিতে হইবে। মোটের উপর Properly edit হইলে পুরাণকে Contemporary record বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পুরাণের প্রাচীন পুথি এখনও নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। পার্জিটার সাহেব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, পুরাণগুলি Contemporary। এখন তিনি বেদ হইতে ঐতিহাসিক উপাদান বাহির করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রাচীন পুরাণের পুথিগুলি মিলাইয়া দেখিলে সকলগুলির মূল এক এবং একতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে ৫৪৩ হইতে ৬৬ বৎসর বাদ দিয়া খৃষ্টের ৪৭৭ বর্ষ পূর্ব্বে বুদ্ধনির্ব্বাণ ধরিয়া লইয়াছেন। এখন আবার কাণ্টনের Dotted record অনুযায়ী এক পক্ষ ৪৮৬ ও আর এক পক্ষ ৪৮৩ বর্ষ বলিতেছেন। সুতরাং বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ সম্বন্ধে এখনও পাশ্চাত্যেরা একমত নহেন। নহপান সম্বন্ধে দুই দলের মত মিলিবে না। আমি ও বন্ধু জৈসবাল উভয়ে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, নহপানকে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্ব্বেই লইতে হইবে। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হিসাবে বলিতেছি, আজ আমাদের কিছু কাজ হইয়াছে; তজ্জন্ত আপনাকে ধন্ত মনে করিতেছি। এইরূপ আলোচনায় পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে এবং আমরাও আলোচনার ফলে অনেক নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিব।

(খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম এ মহাশয়ের "মুর্শিদাবাদের কয়েকটি প্রাচীন লিপি" নামক প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব মহাশয়ের "পাসেণ্টের প্রতিশব্দ" নামক প্রবন্ধ-দ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। শোকপ্রকাশ—(ক) যতীশচন্দ্র সমাজপতি, (খ) গোবিন্দপ্রসন্ন রায়, (গ) হেমন্তকুমার কর ও (ঘ) হরেকৃষ্ণ চন্দ্র মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩২২, ১২ই ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি;—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত সোনার পুথি, (খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক নেপাল হইতে সংগৃহীত বাঙ্গালা পুথি এবং (গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ কর্ত্তৃক নালন্দায় প্রাপ্ত রাজ্যপালের এবং উদ্দণ্ডপুরে প্রাপ্ত নারায়ণপালের খোদিত লিপি। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "রাজ্যপালের ও নারায়ণপালের তাম্রশাসন"। ৫। শোকপ্রকাশ—কুমার বরদিন্দুনারায়ণ রায়, জানকীনাথ গুপ্ত এম এ, বি এল্, শিবনাথ গুপ্ত বি এ, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, বিহারীলাল পাল বি এল্ এবং ত্রৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ (সভাপতি)

„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ

„ „ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ
মোহাম্মদ রওশান আলী চৌধুরী
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ
„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম এ, বি এল
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
„ কেদারনাথ মজুমদার
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম, এ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ এম এ, বি এল
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
„ রথীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ দামোদরদাস বর্ম্মন্
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ
„ ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ, পি এচ ডি
„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ মন্মথমোহন বসু এম এ
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ
„ গোলোকেন্দ্রনাথ দে

শ্রীযুক্ত রামহরি ভড় বি এল
" বীমাচরণ মজুমদার
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" কুমার অধিক্রম মজুমদার
" মন্মথনাথ ঘোষ এম এ
" মহেন্দ্রনাথ সরকার
" কুমার পরীক্রম মজুমদার
" কেদারনাথ ভারতী
" অম্বিকাচরণ বসু
" মনোমোহন চক্রবর্ত্তী
" মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
" কেশবলাল রায় চৌধুরী
" বসন্তকুমার রায় এম এ
" কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মন্মথনাথ রায়
" গোপীকান্ত ভড়
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন
" দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" জীবনধন চক্রবর্ত্তী
" পুলিনবিহারী দত্ত
" হৃষীকেশ লাহিড়ী
" ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
" মহেশচন্দ্র সেন
" যোগীন্দ্র প্রসাদ মৈত্র
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" অমৃতলাল বসু
" রামকমল সিংহ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল (সম্পাদক)
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদক।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লিখিত হয় নাই বলিয়া উহা পঠিত হইল না।

২। (ক) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত বি এল কালনা, বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীদিবানাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল কালনা, বর্দ্ধমান।
শ্রীধনকৃষ্ণ ঢোল	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅক্ষয়কুমার গোস্বামী শ্রীরামপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী বড়িশা পোঃ, ২৪ পরগণা।
শ্রীভূপতিনাথ দাস	শ্রীরামকমল সিংহ	খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আওলাত হাসান রাজার দেউড়ী, ঢাকা।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	মিঃ জে, এম, মিত্র হাইকোর্টের উকীল ৮ হরিপাল লেন, কলিকাতা।
মুন্সী আব্দুল করিম	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকালীপদ সরকার এম্ এ এসিষ্ট্যান্ট ইন্স্পেক্টার অব্ স্কুল, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	মিঃ এ, কে, গুপ্ত বি এ আসিষ্ট্যান্ট ট্রাফিক্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ইণ্ডিয়া ষ্টেট রেলওয়ে, ২ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ, ডায়মণ্ড হারবার।
মুন্সী আব্দুল করিম	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন গুপ্ত গুচিয়া, এম্ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বড়মা পোঃ, চট্টগ্রাম।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১২০ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় সীতানাথ রোড।
		শ্রীসুরেশচন্দ্র ধর আশুতোষ লাইব্রেরী ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পাল এম এ, বি এল লেকচারার ইন্ বোটানি, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব্ সায়েন্স, বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালরাজ রায়	"	শ্রীশ্যামাপদ রায় রাজপুর তেঘরী পোঃ, মুরশিদাবাদ।
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ জমিদার, ১০৯ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল তেলেনিপাড়া, হুগলী।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তীপাড়া, বারাসত, চন্দননগর।
শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকেশবলাল রায় চৌধুরী উকীল, যশোহর।
শ্রীবামাচরণ মজুমদার	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমোহিনীমোহন সাহা মার্চ্চেণ্ট, ২৪ নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা।
কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য গয়ড়া, বেনাপোল, যশোহর।
"	"	শ্রীকৃষ্ণধন প্রধান কন্যাদহ, বেনাপোল, যশোহর।

২। (খ) অতঃপর নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১। বন-কুসুম
" কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম এ	২। ক্লিওপেট্রা
	৩। পাষাণী
" বিশ্বেশ্বর দাস	৪। কার্ত্তিক-চরিত্ত
" ডাঃ অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫। গোপতত্ত্বকৌমুদী
" সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	৬। অঞ্জলি
" নিত্যানন্দ গোস্বামী	৭। মঙ্গল-নির্ঘোষ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
ম্যানেজার—সংস্কৃত প্রেস-ডিপজিটরী	৮। বাসবদত্তা
	৯। রসতরঙ্গিণী
শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর	১০। ক'নে মা
„ অবনীকুমার রায়	১১। মাহিম্ন-বিবৃতি
„ হৃষীকেশ মিত্র	১২। সই-মা
	১৩। ছোট বউ
„ মোক্ষদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী	১৪। সদ্‌গোপকুলীনসংহিতা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
১৫। আত্মতত্ত্বদর্শন	২৪। আত্মবোধ
১৬। সঙ্গীত-কুসুম	২৫। অপচয় ও উন্নতি
১৭। অমিয়-সঙ্গীত	২৬। বেদান্তসার (সটীক)
১৮। প্রেমতত্ত্বগীতাবলী	২৭। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যম্
১৯। সাধনগীতি	২৮। বিবেক-চূড়ামণি
২০। আহ্নিকতত্ত্বমালা	২৯। সংকীর্ত্তন
২১। ছায়া বা বিষাদ-গীতি	৩০। ওঁ সার নিত্যক্রিয়া
২২। মানসিক বা শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ	৩১। বৈরাগ্যশতক
২৩। জ্ঞানরত্নাঙ্কুর	৩২। শান্তিশতক

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়	৩৩। প্রাকৃতিকী
	৩৪। বৈজ্ঞানিকী
	৩৫। গ্রহ-নক্ষত্র

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
৩৬। বনফুল	৪২। মানস-কুসুম
৩৭। প্রথম প্রয়াস	৪৩। সুধা-বিষময়
৩৮। অবলা কি অ-বলা	৪৪। কবিতা-কদম্ব
৩৯। প্রণয়-পাগল	৪৫। খৃষ্টীশ-সঙ্গীত
৪০। বিশ্বেশ্বর-বিলাপ	৪৬। নিষ্ফল তরু
৪১। কবিতাকল্পলতা (১ম ভাগ)	৪৭। কবিতাহার

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

উপহৃত পুস্তক

৪৮। জাতীয় সম্মিলনী-সঙ্গীত
৪৯। হরধনুর্ভঙ্গ
৫০। সাক্ষাৎ দর্পণ নাটক
৫১। একেই কি বলে সভ্যতা ?
৫২। প্রেমপাশ নাটক
৫৩। জামাইষষ্ঠী
৫৪। পরী
৫৫। রুষ-তুর্কযুদ্ধ
৫৬। ভারতসীমান্তে রুষ, (১ম ভাগ)
৫৭। চিন্তা-রহস্য
৫৮। বাঙ্গালীর মুণ্ড
৫৯। আদর্শ-নারী
৬০। কাণ্ডার কুসুম বা হরিদাসের মৃত্যুশয্যা
৬১। শাস্তি-রহস্য
৬২। মডেল ভ্রাতা, (৩ম ভাগ)
৬৩। রজনীচন্দ্র উপাখ্যান
৬৪। ধর্ম্মচিন্তা (১ম খণ্ড)
৬৫। মাতৃভক্তিতরঙ্গিণী

উপহৃত পুস্তক

৬৬। কুসুমাঞ্জলি
৬৭। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা
৬৮। এখন আসি ?
৬৯। স্বর্ণরেণু
৭০। কথোপকথন-রহস্য
৭১। বিদ্যুম্মালিনী (২য় খণ্ড)
৭২। সাত্ত্বিক সঙ্গীত
৭৩। সঙ্গীতহার
৭৪। প্রলাপ
৭৫। বসন্তনির্ণয়
৭৬। ঋতুবিলাস
৭৭। অচলবাসিনী
৭৮। ভগ্নীবিলাপ
৭৯। বামনভিক্ষা
৮০। কবিতানন্দলহরী
৮১। বিদগ্ধমুখমণ্ডনং
৮২। যোগসাধন (১ম সংখ্যা)
৮৩। ঐ (২য় সংখ্যা)

উপহারদাতা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

" রবিদত্ত

" পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য

উপহৃত পুস্তক

৮৪। নিভৃত-বিলাপ
৮৫। ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
৮৬। জাতীয় মহাসমিতি
৮৭। কন্যাদায়
৮৮। আচার্য্যের উপদেশ (২য় খণ্ড)
৮৯। কৈশোরক
৯০। উপনিষদাবলী
৯১। যোগাম্বুধি
৯২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৯৩। অধ্যাত্ম-গীতা
„ ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু	৯৪। ম্যালেরিয়া ও হোমিওপ্যাথি মতে তাহার প্রতিকার

উপহারদাতা—শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
৯৫। ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল-রহস্য	১০৮। শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলরহস্য
৯৬। সাধন-সোপান	১০৯। শ্রীগুরুগীতা
৯৭। দৈবীমীমাংসা দর্শন	১১০। শাস্ত্রসোপান
৯৮। কন্যাশিক্ষা-সোপান	১১১। ধর্ম্মসোপান
৯৯। সদাচার-সোপান	১১২। ধর্ম্মপ্রচারসোপান
১০০। শ্রীসত্যার্থবিবেক (১ম খণ্ড)	১১৩। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম
১০১। কল্কিপুরাণ	১১৪। গীতাবলী (১ম ভাগ)
১০২। যোগদর্শনং	১১৫। নবীন দৃষ্টিমে প্রবীণ ভারত
১০৩। ভক্তিদর্শন	১১৬। রাজশিক্ষা-সোপান
১০৪। নিগমাগমচন্দ্রিকা, (১ম ভাগ)	১১৭। সাধনসোপান
১০৫। „ „ (২য় ভাগ)	১১৮। সদাচারসোপান
১০৬। „ „ (৫ম ভাগ)	১১৯। হিন্দি রত্নাকর (১ম ভাগ, ১ম—৪র্থ সংখ্যা)
১০৭। „ „ (৬ষ্ঠ ভাগ)	

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Secy. to Govt. of India Rev. & Agricult.	120. Quinquennial Review of Forest Administration in British India for 1909—10 to 1913—14.
Director Genl. of Observatories	121. Report on the Administration of the Meteorological Deptt. in 1914—15.
Officer in charge, B. S. Book Depot	122. Annual Report of the Veterinary College, Bengal for 1914—15.
Supdt. Govt. Press, Madras	123. Report on Sanitation in Bengal for 1914.
	124. Annual Returns of Vaccination in Bengal for 1914—15.
	125. Report on the Police Administration in Bengal Presidency for 1914.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Press, Madras.	126.	Annual Report of the Archæological Deptt, Southern Circle, Madras for 1914—15.
	127.	Epigraphical Report, Madras, for 1914—15.
Director, Geological Survey of India	128.	Records of the Geological Survey of India, Vol. 45. pt. 3.
Smithsonian Institution, Washington.	129.	List of Publications of the Bureau of American Ethnology.
	130.	Dictionary of the Choctaw Language.
	131.	Smithsonian Miscl. Collections. Vol. 65. No. 8.
	132.	Do Vol. 65. No. 4.
	133.	Do " No. 6.
Superintendent Govt. Printing, India	134.	Review of the Trades of India in 1914—15.
W. D. Westervelt Esq.	135.	Legends of old Honolulu.
Supdt. Govt. Printing, India	136.	Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills in Sept. 1915.
শ্রীযুক্ত রবিদত্ত	137.	Echoes from East & West.
	138.	Sakuntala and her Keepsake.
	139.	Poems, Pictures and Songs.
	140.	Prosody & Rhetoric.
	141.	Stories in Blank Verse.
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	142.	The Vegetarianism.
	143.	The Treatment of the British Indians in Transval.

৩। (ক) অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু তাঁহার প্রদত্ত সোনার পুথি প্রদর্শন করিলেন। তিনি এই পুথির উপকরণাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

(খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সংগৃহীত পুথিগুলি প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই পুথিগুলিতে রণজিৎমল্লের ভণিতা রহিয়াছে। পুথিগুলিকে নাটক বলে, কিন্তু ইহা আমাদের জ্ঞাত নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত নাটক নহে। ইহাতে অনেকগুলি গানের সমাবেশ আছে। পুথিগুলি নেওয়ারী অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষায় লেখা। তিনি আরও বলিলেন যে, এই শ্রেণীর পুথির নিদর্শন বোধ হয় এই প্রথম।

(গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল মহাশয়ের প্রেরিত ও পরিষদে রক্ষিত একটি ধাতুমূর্ত্তি ও এই ধাতুমূর্ত্তির পশ্চাতের লিপি প্রদর্শন করিলেন। মূর্ত্তিটি পালবংশীয় নারায়ণপালদেবের ৫৪ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপরে রাখালবাবু—বিহার নগরের নিকট বড়গাঁও গ্রামে একটি জৈনমন্দিরে শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটি স্তম্ভের গাত্রে খোদিত শিলালিপির পাঠ প্রদর্শন করেন। এই লিপিটি রাজ্যপালের ২৪ রাজ্যাঙ্কে খোদিত হইয়াছিল।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় পূর্ব্বপ্রদর্শিত নারায়ণপাল ও রাজ্যপালের নূতন খোদিতলিপি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৫। পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল এবং প্রস্তাবিত হইল যে, ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাত করা হইবে।

১। কুমার বরদিন্দুনারায়ণ রায়। ২। জানকীনাথ গুপ্ত এম এ, বি এল। ৩। শিবনাথ গুপ্ত বি এ। ৪। অম্বিকাচরণ গুপ্ত। ৫। বিহারীলাল পাল ও ৬। ত্রৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—৩রা পৌষ ১৩২২ সাল, ১৯শে ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি ;—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রাচীন পুথির আলোকচিত্র, (খ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি ইষ্টক। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্ মহাশয়ের "প্রস্পেক্ট পাহাড়ের ভূতত্ত্ব", (খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয়ের "টাঙ্গুরের ইতিবৃত্ত"। ৫। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ (সভাপতি)

" " ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" বিধুভূষণ সেনগুপ্ত
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" বসন্তকুমার ঘোষাল
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" মন্মথনাথ মিত্র
" অকিঞ্চন দাস
" যতীন্দ্রনাথ ঘোষ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ
" রমেশচন্দ্র বসু বি এ
" রামকমল সিংহ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" মন্মথনাথ রায়
" হৃষীকেশ মিত্র
" তারকনাথ রায়
" পুলিনবিহারী দত্ত
" ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ
" শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
" কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লেখা শেষ হয় নাই বলিয়া উহা পঠিত হইবে না।

২। (ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	পণ্ডিত শ্রীকৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব গবর্মেণ্ট জ্যোতির্ব্বিদ্, ২৩ গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ ১২২।৩এ আপার সার্কুলার রোড।
"	"	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ Personal Asst. to the Director General of Agriculture. ১২২।৫এ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীননীগোপাল মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৩।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট (Top Flat)।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীচারুচন্দ্র বসু	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র এম্ এ
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ বসু
"	"	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ৬৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীসুকুমার পাকড়াশী ১৬ হরিপালের লেন।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪২ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	শ্রীজীবনধন চক্রবর্ত্তী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় ১৯ নূরমহম্মদ সরকার লেন।
শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীমৌলানা মহম্মদ আকরাম খাঁ মোহাম্মদী-সম্পাদক, ৩৯ আপার সার্কুলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীকান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৫।২ সীতানাথ রোড।
		শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এম্ এ ২৯ সি, যুগীপাড়া লেন।
		শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৯ মলঙ্গা লেন।
		শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সেন বি এল্ ৫৯।১ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট।
		ডাঃ শ্রীঅমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি, এম্ বি, ৮৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
		শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায় ৫৬।১ আপার সার্কুলার রোড।
		শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাল ১৬ নন্দনবাগান লেন।
		শ্রীবামাপদ বসু ২৯ বৃন্দাবন মল্লিক লেন।
শ্রীরামকমল সিংহ		শ্রীতারকনাথ রায় ৬৭।৮ বলরাম-দের ষ্ট্রীট।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	লেপ্টন্যাণ্ট শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন গুপ্ত

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১। চাটনী
	২। বঙ্গদর্শন—৬ষ্ঠ, ১২৮৪ (খণ্ডিত)
	৩। বালবোধ জৈনধর্ম্ম (১ম ভাগ)
	৪। A dictionary of the Bengali Language with Bengali Synonyms and an English interpretation. (খণ্ডিত)
Superintendent Govt. Printing, India.	৫। Indian Education in 1913-14

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Officer-in charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৬।	Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal, 1914-15.
	৭।	Report on the Administration of the Excise Dept. in the Presidency of Bengal for 1914-15.
Secretary, Asiatic Society of Bengal.	৮।	Memoirs of the Asiatic Society of Bengal for 1914-15.

৩। (ক) তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রাচীন পুথির এক এক পৃষ্ঠার আলোকচিত্র প্রদর্শন করিলেন,—

(ক) অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—প্রথম মহীপালের ৫ম বর্ষে নকল, ১৪৬৪ খৃঃ

(খ) প্রজ্ঞাপারমিতা—গোবিন্দপালের ৪র্থ বর্ষে নকল (Asiatic Societyর পুথি)

(গ) অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—গোবিন্দপালের ১৮শ বর্ষে নকল (ঐ)

(ঘ) অমরকোষ—গোবিন্দপালের ১৪শ বর্ষে নকল (ঐ)

(ঙ) পঞ্চকার— " ৩৮শ " " (Cambridge University Library)

(চ) পঞ্চরক্ষ—ন্যায়পালের ১৪শ " " ১৬৮৮ খৃঃ (ঐ)

(ছ) গুহ্যাবলীবিবৃতি—গোবিন্দপালের ৩৭শ বর্ষে নকল (ঐ)

(জ) যোগরত্নমালা— " ৩৯শ " " (ঐ)

(ঝ) (১) প্রজ্ঞাপারমিতা—মহীপালের ৬ষ্ঠ " " (Asiatic Society of Bengal)

(২) ঐ হরিবর্ম্মার ১৯শ " "

(ঞ) ঐ রামপালের ১৫শ " " (Bodleian Library)

(খ) তৎপরে পরিষদের ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয় তিন খণ্ড কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক প্রদর্শন করিলেন। প্রফুল্ল বাবু বলিলেন যে, নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের ১৪ মাইল দূরে বাগআঁচড়ায় চাঁদরায়ের ঢিপিতে ১ম ইট পাওয়া গিয়াছে। এই ঢিপির উপর এক শিবমন্দির আছে, তাহাতে নক্সা-করা ও মূর্ত্তিযুক্ত ইষ্টক আছে। ২য় ইষ্টকখানি কাটগড়ার পশ্চিমে একটি ৬ হাত উচ্চ ঢিপিতে পাওয়া গিয়াছে। ঢিপির উত্তরে কলিঙ্গের বিল ও পূর্ব্বে গড়খাই। ৩য় ইটখানি মহারাজপুর ও কাটগড়ার অঞ্চলে কাটগড়ার ঢিপির উপর পাওয়া গিয়াছে। মহারাজপুরে পূর্ব্বে একজন রাজা ছিলেন।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় "প্রস্পেক্ট (Prospect) পাহাড়ের ভূতত্ত্ব" নামে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "টেঙ্গুরের ইতিবৃত্ত" নামক

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৪।১৫টি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। অদ্যকার প্রবন্ধটি তাহার ভূমিকা। অদ্যকার প্রবন্ধের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

তেঙ্গ্যুর সম্বন্ধে আমি ক্রমান্বয়ে ১০।১৫টি প্রবন্ধ পাঠ করিব। আজ তেঙ্গ্যুরের পূর্ব্বাভাষমাত্র উপস্থাপিত করিব। কেঙ্গ্যুর ও তেঙ্গ্যুর দুইখানি তিব্বতীয় ভাষার বিশ্বকোষ। কেঙ্গ্যুর শব্দের অর্থ বুদ্ধবচন এবং তেঙ্গ্যুর শব্দের অর্থ শাস্ত্র। কেঙ্গ্যুর কথাটী ব, ক, লুপ্ত অকার, পুনশ্চ লুপ্ত অকার, গ, য, উ, র—এই কয়টী অক্ষরের সমবায়ে (*bkah-hgyur*) উৎপন্ন হইয়াছে। কা (*hkah*) শব্দের অর্থ আজ্ঞা ও গ্যুর (*hgyur*) শব্দের অর্থ অনুবাদ। কা ও গ্যুর এই দুইয়ের একত্র উচ্চারণ লাসা নগরীতে কাঙ্গ্যুর, খামরাজ্য ও মঙ্গোলিয়ায় কাঞ্জুর, এইরূপ হইয়া থাকে। কাঙ্গ্যুর শব্দের অর্থ আজ্ঞার অনুবাদ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহের তিব্বতীয় অনুবাদ। আর তেঙ্গ্যুর শব্দ ব, স, ত, ন, লুপ্ত অকার, গ, য, উ, র—এই সকল অক্ষরের সমন্বয়ে (*bstan-hgyur*) উৎপন্ন হইয়াছে। তেন্ (*bstan*) শব্দের অর্থ উপদেশ ও গ্যুর (*hgyur*) শব্দের অর্থ অনুবাদ। তেঙ্গ্যুর শব্দের প্রকৃত অর্থ উপদেশসমূহের অনুবাদ অর্থাৎ বুদ্ধবচনের যে সকল ভাষ্য বা ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছিল, তাহার অনুবাদ। এক কথায় বলিতে গেলে বুদ্ধবাক্যের টীকার নাম তেঙ্গ্যুর। যদিও তেঙ্গ্যুরে সন্নিবিষ্ট কোন কোন গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধবাক্যের টীকা নহে, তথাপি ঐ সকল গ্রন্থ বুদ্ধবাক্য বুঝিবার সহায়স্বরূপ বলিয়া তেঙ্গ্যুরে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ তাৎপর্য্য ধরিয়া রামায়ণের কিয়দংশ, মহাভারতের কিয়দংশ, সমগ্র মেঘদূত, বহু টীকাসমন্বিত পাণিনি ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমন্বিত চন্দ্রব্যাকরণ, বহু টীকাসমন্বিত কলাপ ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমন্বিত সারস্বত ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমন্বিত দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, বহু টীকাসমন্বিত ছন্দোরত্নাকর, বহু টীকাযুক্ত বিবিধ আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ ও বিবিধ জ্যোতিষ গ্রন্থ, অন্যান্য বহু দর্শন ও কাব্যগ্রন্থ তেঙ্গ্যুরের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

তেঙ্গ্যুর গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তিব্বতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তিব্বত দেশ সংস্কৃত গ্রন্থে হিমবৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদোক্ত উত্তরকুরু এই হিমবৎ দেশের অন্তর্গত ছিল। খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীতে চীনগ্রন্থে তিব্বতের লোকসমূহ কিয়াঙ্ জাতি নামে অভিহিত হইয়াছে। কিয়াঙ্ জাতি যাযাবর ও মেষপালক। উহাদের মধ্যে প্রায় ১৫০ প্রকারের শ্রেণী ছিল। উহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত, কিন্তু এক স্থানে বহু দিন থাকিত না। এক্ষণে সভ্যতার বিস্তার হওয়ায় উচ্চ শ্রেণীর তিব্বতীয়গণ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া বহু দিন এক স্থানে বাস করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সাধারণ তিব্বতীয়গণ এখনও যাযাবরত্ব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিরাত জাতি ও সাধারণ তিব্বতীয়গণ নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে চাহে না। আমি দার্জ্জিলিঙে যখন গবর্ণমেণ্ট প্রেসের অংশবিশেষের (Tibetan Section) অধ্যক্ষ ছিলাম, সেই সময়ে কয়েকটী তিব্বতীয় ও কিরাত-বালক ঐ প্রেসে কাজ করিত। উহারা যথাসময়ে আগমন বা প্রতিগমন অথবা

নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্য্যবিশেষ সম্পন্ন করায় কিছুতেই সম্মত হইত না। অথচ তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দিলে দুই ঘণ্টাকাল মধ্যে যে পরিমাণে ও যেমন সুন্দরভাবে কার্য্য করিত, বাঁধাবাঁধি করিয়া সমস্ত দিন খাটাইলেও সেই পরিমাণ কার্য্য হইত না। চাকরি যাইবার ভয় তাহাদের একেবারেই নাই। আমি দুই একবার তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম,—যদি তোমরা নিয়মমত না আইস, তাহা হইলে তোমাদিগকে রাখা হইবে না। তাহারা ক্ষণকাল কাজ করিবার পর বলিল—মহাশয়, আমরা কি এখনই চলিয়া যাইব? আমি বলিলাম—যাও। দুই ঘণ্টা পরে দেখিতে পাইলাম, তাহারা বাজারে কুলির কার্য্য করিতেছে। দৈনিক ।০ (চারি আনা) উপার্জ্জন হইলেই তাহারা আর কোন কর্ম্ম করিতে চাহে না। দেশীয় মদ্য ও রুটী কিনিয়া মনের সুখে গান ধরিয়া কোন স্থানে বসিয়া থাকে অথবা পরিচিত লোকের সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়া সময় কাটায়।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিব্বতদেশে সর্ব্বপ্রথম রাজতন্ত্র-প্রণালীর শাসন আরম্ভ হয়। "ঞ-ঠি চন্-পো (স্কন্ধাসনবীর) নামক জনৈক ভারতবাসী খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিব্বতে গমন করিয়া তথায় শাসন করিতে থাকেন। ইনি লিচ্ছবিবংশসম্ভূত। পালিভাষায় লিচ্ছবি শব্দ ও সংস্কৃতে নিচ্ছিবি শব্দ একই। মনুর মতে নিচ্ছিবিগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে আমি Indian Antiquary নামক পত্রিকায় "Persian affinities of the Lichhavis" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, এই লিচ্ছবিগণ পারসিকবংশসম্ভূত। তিব্বতের প্রথম রাজা ভারতবাসী হইলেও পরম্পরাক্রমে তিনি পারস্যবংশসম্ভূত। তিব্বতদেশে অতি প্রাচীন কালে যে Bon ধর্ম্ম প্রচারিত ছিল, উহা পারস্য দেশ হইতে আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ কনিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার করিবার পর তিব্বতদেশ হইতে অনেক লোক ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলন করেন। তাঁহাদের অনেকেই সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। উহাদের মধ্যে কতিপয়ের জীবনচরিত ও পুস্তক চীনভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে "হ্লা—থো—থো—রি" নামক রাজার রাজত্বকালে স্বর্গ হইতে "Zamatog" (কারণ্ডব্যূহ) নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রাজসিংহাসনের উপর নিপতিত হয়। এই গ্রন্থে ওঁ মণিপদ্মে হুঁ নামক ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যার উপদেশ আছে। ঐ গ্রন্থ রাজা অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দেন এবং অদ্যাপি উহার প্রতিদিন পূজা হইয়া থাকে। "নাম্—রি—স্রোঙ্—চেন্" নামক রাজার রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশ হইতে গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা তিব্বতে প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ে লেখনপ্রণালী প্রচলিত ছিল কি না, বলা কঠিন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে "স্রোঙ্—চেন্—গম্—পো" নামক রাজার রাজত্বকালে তিব্বত দেশে ভারতবর্ষীয় লেখনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে লাসা (Lhasa) রাজধানীর প্রতিষ্ঠা হয়। রাজা স্বয়ং নেপালরাজ-দুহিতা ও চীনসম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার এই দুই

পত্নীর সহযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতদেশে বহুলপ্রচার লাভ করে। রাজা স্রোঙ্-চেন্-গম্-পো স্বীয় পুরোহিতকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। এই পুরোহিতের নাম থোন্-মি-সম্ভোট। তিনি অনুমান ৬৪০ খৃষ্টাব্দে মগধ দেশে আসিয়া লিপিকর নামক একজন ব্রাহ্মণ ও দেববিদ্যা-সিংহ নামক একজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র বহুকাল অধ্যয়ন করেন। তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া রাজার আদেশে অনেক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রণালীতে তিব্বতীয় সাহিত্য গঠন করেন। তাঁহার প্রণীত সুম্-তাগ্ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। ইহার পর তিব্বতীয় দেশে যে সকল রাজার আবির্ভাব হয়, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষ ও চীনদেশ হইতে বহু গ্রন্থ আনিয়া তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাল্-পা-চেন নামক রাজার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ হইতে বহু পণ্ডিত আহূত হইয়া তিব্বতে গমন করেন। তাঁহাদের সহযোগিতায় সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। ভারতবর্ষে তৎকালে যত বৌদ্ধ গ্রন্থ, তাহা সমস্ত ও অনেক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাল্‌পাচেন্ স্বীয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক নিহত হইলে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভা ক্ষীণ হয়। কিন্তু কিছু কাল পরে আবার বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিক্রমনীপুর নামক স্থানে মহাপণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতিশের আবির্ভাব হয়। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের তিরোভাব ঘটে। তিনি যখন বিহারের বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ১০০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তিব্বত দেশে আহূত হন। তথায় তিনি ১৩ বৎসর অবস্থান করেন। তিব্বতের লেথাঙ্ নামক নগরে ১০৫২ খৃষ্টাব্দে অতিশের মৃত্যু হয়। তাঁহার অপর নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি তিব্বতে যাইয়া বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিরচন ও অনুবাদ করেন। ইতিপূর্ব্বে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে পদ্মসম্ভব নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত লাহোর হইতে তিব্বতে গমন করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করেন। তাঁহার কৃত বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তিব্বতের বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্ম পদ্মসম্ভবের প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার শ্যালক শান্তিরক্ষিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তন্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি যশোর। তিনিও তিব্বতে যাইয়া তত্রত্য রাজাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেন। তাঁহারই পরামর্শে তিব্বতের রাজা ঠি-সোঙ্-দে-চেন ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ম্মাণ করেন। উহার নাম সাম্-ইএ (অচিন্ত্য বিহার)। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে কালচক্র তন্ত্র তিব্বতে প্রবেশ করে। ১১২৫ খৃষ্টাব্দে শাক্যশ্রী পণ্ডিত কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ অধ্যক্ষ। বিক্রম-শিলা বিহার বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে শাক্যশ্রী পণ্ডিত ১২০২ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গমন করিয়া বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে কুব্লাই খাঁ তিব্বত অধিকার করেন। তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা এ স্থলে বর্ণিত হইবে না। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ

তিব্বতে রচিত বা অনুবাদিত হয়, ঐ সকল গ্রন্থ একত্র সংগ্রহ করিয়া বুতোন্ নামক পণ্ডিত দুইখানি বিশ্বকোষ সঙ্কলন করেন। তাহারই একখানির নাম তেঙ্গ্যুর। সঙ্কলনকর্ত্তা বুতোন্ স্বয়ং অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তিব্বতের পশ্চিম বিভাগে শালু নামক বিহারে জীবন যাপন করেন। অনুমান ১৩০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে তেঙ্গ্যুর রচিত হইবার পর উহাতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় নাই। উহাতে প্রক্ষিপ্ত-দোষ একেবারেই নাই। কেঙ্গ্যুরে ১০০ খণ্ড পুস্তক ও এক খণ্ড Index আছে। তেঙ্গ্যুরে ২২৫ খণ্ড পুস্তক ও এক খণ্ড Index আছে। তেঙ্গ্যুরের প্রত্যেক খণ্ড পুস্তকে অনুমান ১০ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। অতএব কেবল তেঙ্গ্যুরে ন্যূনাধিক ২২৫০ খানি ভারতীয় গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। উহার অনেক গ্রন্থের মূল সংস্কৃত এখন ভারতে বিদ্যমান নাই। কিন্তু অনুবাদ তিব্বতে রহিয়াছে। যথা—দিঙ্নাগের প্রমাণসমুচ্চয়, রবিগুপ্তের আর্য্যাশতক ইত্যাদি।

পৃথিবীতে এখনও তেঙ্গ্যুর গ্রন্থের বহুল প্রচার হয় নাই। প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে হজসন সাহেব নেপাল হইতে কেঙ্গ্যুর গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তেঙ্গ্যুর পাওয়া যায় নাই। এমন কি, ৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি কোন কোন বিষয় অন্বেষণ করিবার জন্য তেঙ্গ্যুর দেখিতে চাই, তখন আমাকে উহার জন্য ৫০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া সিকিমের পেমিয়াংচি ও কোডাঙ নামক বিহারে বহু কষ্টে সিকিম-রাজের সহায়তা ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশ লইয়া যাইতে হইয়াছিল। তিব্বতীয়গণ কেঙ্গ্যুর বা তেঙ্গ্যুর বিক্রয় করিবার কথা তখন মনেও ভাবেন নাই। কিন্তু কালের কি পরিবর্ত্তন। গত ৭ বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ৪ খানি তেঙ্গ্যুর আসিয়াছে। আমি তিন সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া স্বয়ং একখানি কিনিয়াছি। সাহিত্য-পরিষৎ, ইউনিভার্সিটী ও এসিয়াটিক সোসাইটীতে আর তিনখানি আছে।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে তাঁহার সারবান্ প্রবন্ধ-পাঠের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে টেঙ্গ্যুর সম্বন্ধে নানা মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণন করার জন্য ধন্যবাদ দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

৫। অতঃপর পরিষদের দুই জন প্রাচীন ও হিতৈষী সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় শোকপ্রকাশ করিলেন ও তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। দেবেন্দ্রবাবুর পরলোকগমনে মিথিলায় বাঙ্গালীর আধিপত্যের শেষ হইয়াছে। তিনি হাতোয়ার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৪শে পৌষ, ১৩২২, ৯ই জানুয়ারী ১৯১৬,

রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি ;—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক বিজয়সেনের তাম্রশাসনের চিত্র। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ ;—(ক) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয়ের "বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান", (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" এবং (গ) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি"। ৫। পরিষদের পুরাতন ৩১শ নিয়মের ২০ স্থানে ২৫, ১৬ স্থানে ২০, ৪ স্থানে ৫ এবং 'ষোড়শ' স্থলে 'বিংশ' এইরূপ লেখা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৬। শোকপ্রকাশ—মৌলবী আবদুল মোয়াযেদ খাঁ এম্ এ মহাশয়ের পরলোকগমনে।

উপস্থিতি—

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এসসি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ
" রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
" রায় বাহাদুর চুনিলাল বসু এম্ বি
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বিএ
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ (ব্যারিষ্টার)
" অমৃতগোপাল বসু
" প্রবোধচন্দ্র সেন এম্ এ
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই
" নির্ম্মলচন্দ্র সেন (ব্যারিষ্টার)
" নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্
" সতীশচন্দ্র দত্ত
" সর্ব্বেশ্বর পালচৌধুরী
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" চারুচন্দ্র বসু
" হেমেন্দ্রনাথ সেন
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
" মহেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত
„ সতীশচন্দ্র ঘোষ
„ ক্ষেত্রনাথ রায়
„ ব্রজেন্দ্রকুমার রায়
„ এইচ নরসিংহ শাস্ত্রী
„ টি শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার
„ সত্যানন্দ বসু
„ শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়
„ দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
„ যোগেশচন্দ্র সরকার
„ খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ রামহরি ভড় বি এল্
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
„ সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ
„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ সত্যেন্দ্রনাথ সরকার
„ আশুতোষ দত্ত গুপ্ত
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ শরচ্চন্দ্র গুহ
„ সিতেশচন্দ্র বসু
„ গোবিন্দগোপাল ঘোষ
„ শশিভূষণ সিংহ
„ মন্মথকুমার রায়
„ যতীন্দ্রনাথ পাল
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ রামকমল সিংহ
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ বাণীনাথ নন্দী
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহকারী সম্পাদকগণ।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু এম্ আর এ এস মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এসসি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। (ক) ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনের ও ৺কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(খ) কয়েকটি মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লিখিত হইয়া প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া পড়া হইল না।

২। (ক) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় জমিদার, সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত বি এল্, উকীল, কালনা, বর্দ্ধমান।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন গবর্মেণ্ট হাই-স্কুলের শিক্ষক, ভোলা, বরিশাল।
„	„	শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ঢাকা।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল্ মুন্সেফ, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস মেদিনীপুর, সাহিত্য-সমাজের সহঃ সম্পাদক।
শ্রীহরিনারায়ণ ঘোষ	„	শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল্ উকীল, পুরুলিয়া।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু ৬৭ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরমানাথ রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
„	„	শ্রীগুরুপ্রসন্ন রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
„	„	শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
„	„	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
„	„	শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, জমিদার, বুলবুলপুর, মুচিয়া, মালদহ।
„	„	শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ ১ উল্টাডাঙ্গা রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন-গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়, মোক্তার, ভোলা, বরিশাল।
শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ২ ক্যান্টনমেণ্ট রোড, লক্ষ্ণৌ।
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত	"	শ্রীসর্ব্বেশ্বর পাল-চৌধুরী জমিদার, রাণাঘাট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	লেপ্টেনাণ্ট সতীন্দ্রনাথ সুর এ বি
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় উখরা, টোপসী পোঃ, রাণীগঞ্জ।
"	"	শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বসু জেমুয়া, মেজিয়া পোঃ, বাঁকুড়া।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশশিভূষণ রায় সিজাবাদ, মালদহ।
"	"	শ্রীকুঞ্জবিহারী রায় সিজাবাদ, মালদহ।

২। (খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত	১। জগত রহস্য
" সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়	২। রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন-চরিত
	৩। শ্রীশ্রীমেহার-মাহাত্ম্য
	৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণকালী পদাবলী
" অতুলচন্দ্র মিত্র	৫। প্রবাস-প্রসূন
" যতীন্দ্রমোহন রায়	৬। ঢাকার ইতিহাস (২য় খণ্ড)
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়	৭। সর্পাঘাত ও বিষ-চিকিৎসা
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.	৮। Report on the Administration of the Excise Dept. in the Presidency of Bengal for 1914-15.
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৯। Modern Review Vol 3. 1908
	১০। " Vol 4. 1908
	১১। " Vol 7. 1910

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১২। Modern Review Vol 14 1913
	১৩। " Vol 15 1914
ঐ	১৪। " Vol 16 1914
Librarian, Indian Association for the Cultivation of Science	১৫। Bulletin No 1 to 13. Indian Association for the Cultivation of Science.
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot	১৬। Report on Inland Emigration for June 1915.
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল মিত্র	১৭। National Magazine Vol 24, 1912
Supdt, Govt. Printing	১৮। Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills—October—1915.
খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসান	১৯। Old Dacca

৩। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বিজয়সেনের তাম্রশাসনের চিত্র প্রদর্শন করেন। এই প্রদর্শন উপলক্ষে রাখালবাবু বলিলেন যে, এই তাম্রশাসনটি সেন-রাজবংশের প্রথম তাম্রশাসন—ইহাই ইহার বিশেষত্ব। ইহা ২৪ পরগণা বারাকপুরে E. Shu-Macher নামক একজন জর্ম্মান বণিক্ প্রাপ্ত হন। মেসার্স সেন ক্রেয়ার মরের আফিসের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই তাম্রশাসনের সংবাদ দেন।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় কর্ত্তৃক "বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধ-পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাইলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু আদিশূরের কাল সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন মতের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেবল এইরূপ Destructive সমালোচনা করিলে চলিবে না, Constructive sideও দেখাইতে হইবে। আদিশূর কোন্ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি তাঁহার মত প্রকাশ করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র অন্যান্য মতের ভুল দেখাইয়াছেন।

অতঃপর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুনিলাল বসু এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় বলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু কেবলমাত্র Destructive সমালোচনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, আদিশূর সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর লোক। তিনি আদিশূর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি একদেশদর্শিতা দেখান নাই।

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ, ব্যারিষ্টার মহাশয় বলেন যে, আদিশূরের কাল নির্ণয় করা প্রবন্ধ-লেখকের উদ্দেশ্য নহে—সত্য আবিষ্কার করিতে হইলে কি প্রণালীতে ইতি-

হাস রচনা করিতে হইবে, তাহাই তিনি বিবৃত করিয়াছেন। ইউরোপে বাস্তিক সত্য আবিষ্কারের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অর্থাৎ Higher criticism ব্যাখ্যা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আদিশূরের প্রসঙ্গ তিনি উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন যে, রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ destructive criticism, এ কথা অনেকাংশে সত্য। Higher criticism মাত্রেই প্রায়শঃ destructive criticism ; কারণ, ইহা প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের ধ্বংস করে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া বেদোক্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ না করিলেই ভাল করিতেন। কারণ, বেদে "ইতিহাস" শব্দের বহুপ্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করি। কুলশাস্ত্র ও তাম্রশাসন—এই উভয়ের প্রতিই Higher criticism প্রযোজ্য। শিলালিপি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, রাখাল বাবুরা কেবল মাত্র ইহার অক্ষরের দিকই দৃষ্টি করেন, কিন্তু সঙ্গত ব্যাখ্যার দিক্ একবারেই দৃষ্টি করেন না। ব্যাকরণের দোষ হউক, অলঙ্কারের দোষ হউক, তথাপি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাঁহারা এমন অর্থ করেন, যাহা কোন সংস্কৃতনবীশ প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধের নাম "বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান"। কিন্তু তিনি কেবল মাত্র মহাভারত ও কুলশাস্ত্র লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। এই হিসাবে তাঁহার প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ। আমরা আশা করি যে, তিনি বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান আলোচনা করিয়া আর একটি প্রবন্ধ লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধ-লেখকের মতে মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কিন্তু ব্যষ্টিভাবে মহাভারতের মূল্য না থাকিলেও সমষ্টিভাবে মহাভারতের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অগ্নিপুরাণে স্থাপত্য-শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। এই সকল বাদ দিয়া কেবল মাত্র ভবদেব ভট্টের প্রশস্তিকে ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লইলে ইতিহাসের অমর্য্যাদা করা হয়। ইতিহাসের এই সঙ্কীর্ণ অর্থ আমি কোন মতেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের একটি মাসিক অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, ইতিহাস-লেখকগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার এক শ্রেণীর লোক মহাভারত প্রভৃতিও মানেন, আবার প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতিও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। অপর শ্রেণীর লোক কেবল মাত্র মুদ্রা, শিলালিপিতেই আস্থাবান্। তাঁহারা পুরাণ, মহাভারত, কুলশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রাহ্য করেন না। অন্য

রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ শুনিয়া আশা করি, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় শেষোক্ত পক্ষ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। কারণ, ইঁহারা পুরাণ ও কুলশাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করেন না। পরন্তু ইহাদিগকেও ঐতিহাসিক উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন যে, অনেক স্থলে শিলালিপিও কাব্যবিশেষ, সুতরাং তাহার সকল কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু শিলালিপির সকল কথা কেহ বিশ্বাস করেন না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু বলিয়াছেন যে, মহাভারতকে ইতিহাসরূপে না ধরিয়া প্রবন্ধলেখক ইতিহাসের মর্য্যাদার হানি করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক কি অর্থে ইতিহাস শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তিনি প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলেন যে, রামায়ণ, মহাভারত হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাদিগকে Fairy tales প্রভৃতি বলিয়া উড়াইয়া দিলে হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলেন যে, বর্ত্তমান যুগে ইতিহাসের উপাদানগুলিকে dissect করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ বাহির করা হয়। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধেও আমাদিগকে সেই পথ অবলম্বন করিতে হইতেছে। এইরূপ বিশ্লেষণের যুগে অনেক বিপদ্ আছে। প্রথমে সকলেই জানিতেন যে, পুরাণ শাস্ত্রগুলি সকলই সত্য, কিন্তু পরে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উহাদের মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য আছে এবং সেই জন্যই সেইগুলি সর্ব্বস্থানে গ্রহণীয় নহে। শিলালিপিগুলি সম্বন্ধেও আমরা একবারে বিশ্বাস করি না—একটির দ্বারা আর একটি সপ্রমাণ হইলে তবে সেটি গ্রহণীয় হয়।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, জনৈক ভদ্রলোক বলিয়াছেন যে, মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলে হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগে। সাহিত্য-পরিষৎ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকলেরই। সকলেই এখানে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, আজকাল ইতিহাস-সেবকগণ যে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন, তাহা এক হিসাবে বাঞ্ছনীয়। এইরূপে দলাদলি না থাকিলে আজকার প্রবন্ধ ও আলোচনা, এই উভয় হইতেই আমরা বঞ্চিত হইতাম। আর দুই দল থাকিলেই একে অন্যের ভুল দেখাইতে পারেন। তাহাতে বাহিরের লোকের পক্ষে তথ্য নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। দুই পক্ষের তর্ক দ্বারা ক্রমশই সত্য আবিষ্কার হইবে।

সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিলেন যে, আমার প্রবন্ধের যে সকল সমালোচনা হইয়াছে, আমার বন্ধুবর্গই তাহাদের উত্তর দিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু অনুরোধ করিয়াছেন যে, ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান সম্বন্ধে আমি প্রবন্ধ লিখি। কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। কারণ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে তাহা বলিয়াছেন এবং অন্যান্য অনেক স্থলেই তাহার আলোচনা আছে। অমূল্য বাবুর আপত্তি

সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, বেদে ইতিহাস শব্দের নানারূপ অর্থ থাকিতে পারে। কিন্তু পরবর্তী যুগের ইতিহাসের সংজ্ঞা বুঝিতে হইলে পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য বৈদিক কালে ইতিহাস বলিতে কি বুঝাইত, তাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

রাত্রি অধিক হওয়ায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি" নামক প্রবন্ধদ্বয়ের পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। সাহিত্য-পরিষদের পুরাতন ৩১শ নিয়মের "২০" স্থলে ২৫, ১৬ স্থানে ২৪,৪ স্থানে ৫ এবং ষোড়শ স্থানে বিংশ এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬। শোকপ্রকাশ—(ক) মৌলবী আবদুল মোয়ায়েদ খাঁ এম্ এ মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হইল। তিনি সাহিত্যসেবক এবং সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। (খ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ, অভিনেতা ও নাটক-লেখক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাট্য-সমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁর জন্য আমরা সকলেই দুঃখিত। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ও পূর্ব্বোক্ত মুসলমান সদস্য মহাশয়ের পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক। সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—১৬ই মাঘ, ১৩২২, ৩০শে জানুয়ারী ১৯১৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয় ;—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি ;—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের প্রদত্ত তিনটি সুবর্ণমুদ্রা, (খ) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয় কর্ত্তৃক বৃন্দাবতার রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ পুথি। ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মাহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ", (খ) শ্রীযুক্ত ননী-গোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি", (গ) ও (ঘ) শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার সেন মহাশয়ের "রামশর্ম্মার বচন" ও "গ্রাম্য কবি কুময়ে গুরু মহাশয়" নামক প্রবন্ধ। ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র ও (খ) জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৬ বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ
" প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম এ
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন এম এ, বি এল
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল
" শিশিরকুমার মৈত্র এম এ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" কালিদাস মল্লিক এম এ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" অসীমকৃষ্ণ দেব
" সুরেন্দ্রনাথ বল
" ললিতমোহন সিংহ
" রামেশ্বর সেন
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" উপেন্দ্রনাথ দে
" যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
" অসিতকৃষ্ণ ঘোষ
" মণিমোহন মিত্র
" শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" রামকমল সিংহ
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
" গৌরহরি সেন

শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার রায়	শ্রীযুক্ত পান্নালাল জৈন
„ সুধীরচন্দ্র ঘোষ	„ নন্দকিশোর জৈন
„ সত্যকুমার রায়	„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী
„ রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ উপেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সাতকড়ি সাহা	„ ভোলানাথ কোঁচ
„ কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব	„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ লালজী	

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ বাণীনাথ নন্দী
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিবশতঃ পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে কার্য্য কতক দূর অগ্রসর হইলে মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরি	শ্রীরামকমল সিংহ	মিঃ এন কে দত্ত ড্রিল মাষ্টার, টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট; নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।
„	„	শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী দি ইউনিয়ন ট্রেডিং কোম্পানী। ঐ ঐ।
„	„	ইউ, সি, ভদ্র হেড মাষ্টার, টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট। ঐ ঐ।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস চাটাই মহল, কাণপুর।
„	„	শ্রীশ্রীশচন্দ্র মিত্র সিভিল লাইনস্‌, কাণপুর।
„	„	এম্‌, সি, সিংহ, বি এ, এম এস সি গুরুকুল কাছারী, বিজনৌর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	কুমার শ্রীমন্মথনাথ দেব বাহাদুর "রাজবাটী", বালেশ্বর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	”	মিঃ জে সি ব্যানার্জ্জি ১০ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীকামাখ্যাপ্রসন্ন রায় বি এ কিশোরগঞ্জ এইচ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ ৬০।১ ডি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল ৩৮ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র বি এ মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী।
”	”	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বুক ডিপার্টমেণ্ট, গ্রাহাম কোং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী হরিঘোষের ষ্ট্রীট।

তৎপরে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত গুপ্ত	১। আদর্শ-বণিক্ বটকৃষ্ণ পাল
	২। শ্রীমন্ত সওদাগর
	৩। দোলপূজার পাঁচালী
	৪। শনির পাঁচালী
” কবিরাজ নিশিকান্ত বৈদ্যশাস্ত্রী	৫। রোগবিজ্ঞানম্
” মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্ম্মণ	৬। বালমালতত্ত্ব বা দ্বিতীয় বর্ণ (১ম ভাগ)
” মহেশচন্দ্র পাল	৭। ছোট গিন্নী

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল	৮। বেহদ্দ বেহায়া
	৯। মানহানি
„ পি এন দত্ত	১০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বৈশ্যকাণ্ড, ১ম ভাগ)
	১১। বাল্মীকির রামায়ণ
	১২। কবিকঙ্কণচণ্ডী
	১৩। শ্রীপদ্মপুরাণ
	১৪। মনসার ভাসান
	১৫। আদর্শ-বণিক্ বটকৃষ্ণ পাল
	১৬। বরণডালা
	১৭। সমাজ-সমস্যা
	১৮। গন্ধ-বণিক্ (১ম ভাগ, ১৩২২)
	১৯। গিরিশ-গীতাবলী
	২০। ইন্দু
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১। "ক"কাকের অংঙ্কার
„ মহেন্দ্রনাথ দাস	২২। মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের ২য় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ
	২৩। ঐ ঐ
„ সিতেশচন্দ্র সান্যাল	২৪। আত্মদর্শন
„ বনওয়ারীলাল গোস্বামী	২৫। কীর্ত্তনানন্দ
	২৬। ঐ
স্বামী সারদানন্দ	২৭। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ (পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন)
	২৮। ঐ (সাধকভাব)
	২৯। ঐ (গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ)
	৩০। ঐ (ঐ, উত্তরার্দ্ধ)
	৩১। স্বামিশিষ্য-সংবাদ (পূর্ব্বকাণ্ড)
	৩২। ঐ (উত্তরকাণ্ড)
	৩৩। ভারতে শক্তিপূজা
Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩৪। Catalogue of Mss. in the Bishop's College Library, Calcutta.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩৫। Motor Car Guide for Calcutta.
	৩৬। Calcutta Motor Car Hand-Book.
	৩৭। Police Rules for the Regulation of Traffic in Calcutta.
	৩৮। Annual Report of the Archeological Survey of India, Eastern Circle for 1914-15.

পুথি

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর রায় বি এ	৩৯। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
	৪০। অষ্টাদশ পদাবলী

৩। (ক) তৎপরে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের প্রদত্ত তিনটি মুসলমানী আমলের সুবর্ণমুদ্রা প্রদর্শিত হইল। মুদ্রা তিনটির পাঠোদ্ধার হয় নাই।

(খ) তৎপরে বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ পুথি প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেন। কিছু দিন হইল, পুথিখানি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দুই শত বর্ষ পূর্ব্বেও আমাদের রাঢ়দেশে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় বাস করিতেন। তাঁহাদের নেতা বা দলপতি ছিল, তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম মানিতেন—পঞ্চশক্তি মানিতেন। বুদ্ধরূপী দারুব্রহ্মই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান উপাস্ত ছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, ম্লেচ্ছ-নিধন ও বিমল ধর্ম্ম-স্থাপন করিবার জন্ম বুদ্ধদেব অবতার হইবেন। তন্মধ্যে রামায়ণ-রচয়িতা রামানন্দ ঘোষ একজন। তাঁহার উদ্দেশ্য তাঁহার আদিকাণ্ডে ১৩৪।১৩৫ পাতে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে,—

রামানন্দ কহে জার ধর্ম্মনিষ্ঠা হয়।
নিজ প্রাণ ছাড়ে তবু ধর্ম্ম না ছাড়য় ॥
সর্ব্ব-ধর্ম্ম মোর মহাকালী আজ্ঞা দান।
কৃপা করি বিশ্বেশ্বরী কর বলবান্ ॥
কালী বাম হৈলে আর কুল নাহি পাই।
কালীকৃপা হইলে নিগমগম্য পাই ॥
ডঙ্কা দিব জগমাঝে কালী যদি করি।
কালা হয়্যা প্রকাশিব ভুবন ভিতরি ॥
বিমল বৈষ্ণবী পূজা জগতে টুটাইব।
পাপ কলি ক্ষিতি হৈতে দূর করি দিব ॥

রাধা কালী লক্ষ্মী বাণী গঙ্গা গুণবতী।
পঞ্চশক্তি প্রকাশ করিব এই ক্ষিতি॥
দান যশ পৌরুষের সীমা করি জাব।
এই ঘটে আর অন্য মূর্ত্তি প্রকাশিব॥
জজাব ত্রেতায় ধর্ম্ম কলির ভিতরে।
এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে॥
জবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একছত্রে রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব॥

রামায়ণ পুথি—১৩৪ পাতা।

কবি রামানন্দ আরও প্রকাশ করিয়াছেন,—

রামানন্দ কহে ভাই সংসারের লোক।
বৌদ্ধ ভাষা শুনিয়া ঘুচায় দুঃখ শোক॥
সর্ব্বশক্তি মত আর ইচ্ছা কালিকার।
কলি যুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার॥
কলিতে জাগ্রত হৈতে ত্রিলোকজননী।
শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে আনিলা জননী॥

পুথির ৮৫।১ পৃষ্ঠা।

এই রামায়ণে অনেক কথা আছে, যাহা অপর কোথাও নাই। এই রামায়ণের উপর একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু ও রামেন্দ্র বাবু এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষদে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ পূর্ব্বে কখনও পঠিত বা আলোচিত হয় নাই। লেখকের আলোচ্য বিষয় "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নাম পাইবার যোগ্য কি না, এ সকল বিষয়ে পণ্ডিতেরা নানা আলোচনা করিয়াছেন। যোগেন্দ্রবাবু নূতন পথে চলিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় এত দুরূহ যে, আমি প্রবন্ধ শ্রবণমাত্রে ইহার বিচার-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে পারিয়াছি, তাহা অকপটে বলিতে পারি না। ইহার বিচার-প্রণালীতে কোন ফাঁক আছে কি না, হঠাৎ বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। অদ্য পরিষদে উপস্থিত পণ্ডিতেরাও তাহা বলিতে সাহস করিবেন না। প্রবন্ধটি যত্নপূর্ব্বক পাঠ না করিলে কোনরূপ মত প্রকাশ সম্ভব হইবে না। তবে প্রবন্ধের গুরুত্ব সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে চাই। ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ—'যে যে বস্তু কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান'। এই সমানতার অর্থ কি? দুইটি সরলরেখাকে কখন্ সমান বলিব? একটার উপর আর একটা চাপাইয়া Superpose করিয়া দুইটা সরল

রেখার সমানতা নিরূপিত হয়। ইউক্লিড তাহাই ধরিয়াছেন। কিন্তু সরলরেখা কোন বস্তু নহে—তাহাকে সরাইয়া অন্যত্র লওয়া চলে না। একটা গজকাঠি সমান চলে, এই গজকাঠি এক সরলরেখায় রাখিয়া পরে অন্য সরলরেখায় লওয়া চলে। কিন্তু এই অপসারণ হইলে যদি গজকাঠির দৈর্ঘ্য বিস্তৃত হইয়া যায়, স্থানান্তরিত করিবামাত্র যদি উহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণান্তর হয়, তাহা ধরিবার কোন উপায় নাই। আর একটি উপায় আছে,—কোন দ্রব্য সমান uniform বেগে চলিতেছে। প্রথম সরলরেখা অতিক্রমে যে কাল লাগে, দ্বিতীয় সরলরেখা অতিক্রমে সেই কাল লাগিলে দুই সরলরেখাকে সমান বলা যায়। কিন্তু উভয় স্থলে কাল সামান্য নিরূপণ কিরূপে হইবে? তেমন ঘড়ী কোথায়? পৃথিবীর একবার আবর্ত্তনে যে কাল, আর একবার আবর্ত্তনে সেই কাল ধরিয়া লইয়া ঘড়ী তৈয়ারী হয়। ধরা হয়, পৃথিবীর বেগ uniform। কিন্তু পৃথিবীই যে uniform বেগে চলিতেছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? উহা ধরিতে গেলে arguing in a circle ঘটে। যোগেন্দ্র বাবু তাহা দেখাইয়াছেন। পৃথিবীর ও গ্রহগণের আবর্ত্তনে uniform ধরিয়া জ্যোতিষিক গণনা চলিতেছে—তাহাতে গণিত ফল ও প্রত্যক্ষ ফল মিলিতেছে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এই অনুমানের logical ভিত্তি কাঁচা। ফলে আমাদের spaceকে আমরা সর্ব্বত্র সমাকার বা homogeneous ধরিয়া লইয়া ইউক্লিডের শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। উহার logical basis কতকটা হয়, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। ইউক্লিডের যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা সমান শব্দের সংজ্ঞা মাত্র। এই সকল প্রশ্ন সাধারণ বিদ্যার্থীর মনে উদিত হয় না। যোগেন্দ্রবাবুর মনে উদয় হইয়াছে—তিনি গোড়া ধরিয়া টান দিয়াছেন,—এই জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি যে নূতন পথ দেখাইয়াছেন, তাহা বিচারসহ হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। উহা ভবিষ্যতে সুধীগণের বিবেচ্য। এই অতি দুরূহ তত্ত্বের আলোচনায় তিনি যে সাহিত্য-পরিষৎকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় প্রধানতঃ দুইটী বিষয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমটি হইতেছে এই যে, ইউক্লিড যেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার সকলগুলি স্বতঃসিদ্ধ কি না, এ বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে এবং ইহার ফলে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ পর্য্যায়চ্যুত হইয়া পড়ে। স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা সম্বন্ধেও তর্ক উপস্থিত হয় এবং দ্বাদশটি স্বতঃসিদ্ধ স্থলে দুইটি, কি তিনটি স্বতঃসিদ্ধ মানিলেই চলিতে পারে। যোগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের বিশেষত্ব কিন্তু এখানে নহে। স্বতঃসিদ্ধের সম্বন্ধে এরূপ আলোচনা পূর্ব্বে অনেক হইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধে আর একটি বিষয়ের যে অবতারণা যোগেন্দ্রবাবু করিয়াছেন, ইহাতে তিনি বিশেষ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। সে বিষয়টি হইতেছে এই,—স্বতঃসিদ্ধের আলোচনা করিতে গেলেই special equalityর কথা আসিয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন উঠে, কখন দুইটি spaceকে সমান বলা যাইতে পারে? যদি বলি যে, যে দুই স্থান একই দ্রব্য অধিকার করিতে পারে, সে দুই

স্থান সমান, তাহা হইলেও এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিরূপে জানা যাইবে যে, একই দ্রব্য এক স্থান হইতে আর এক স্থানে স্থানান্তরিত হইবার সময় তাহার আয়তনের হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই হয় না? সুতরাং একই দ্রব্যের দ্বারা অধিকৃত হইলেও দুই স্থান সমান, ইহা বলা যায় না। সেইরূপ uniform motionএর দিক্ হইতে যদি equal spaceএর এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যায় যে, একই দ্রব্য সমান বেগে একই সময়ে যে দুই স্থান অতিক্রম করে, সে দুই স্থান সমান, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, কিরূপে জানা গেল যে, একটি দ্রব্য সমান বেগে চলিতেছে? বাস্তবিক একটি দ্রব্য সমান বেগে চলিতেছে কি না, ইহা জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, সে দ্রব্য একই সময়ে সমান স্থান অতিক্রম করে কি না। এইরূপে যোগেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, সকল প্রকার equalityই spacial equalityর উপর নির্ভর করে। এখন প্রশ্ন উঠে, তবে special equality জানা যাইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে যোগেন্দ্রবাবু একটি অভিনব theory খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিন্দু dimensionless নহে, বিন্দুর অতি সূক্ষ্ম dimension আছে। সুতরাং বিন্দুর finite সমষ্টিতে finite space পাওয়া যায়। সমস্ত spaceই তাঁহার মতে point cluster মাত্র। দুইটা space সমান, যদি তাহাতে সমানসংখ্যক বিন্দু থাকে। ইহা পদার্থবিদ্যার Ion theoryর analogyতে কল্পিত। এরূপ theory টেঁকিবে কি না, বলা যায় না। তবে ইহা যে একটি অত্যন্ত অভিনব theory এবং ইহার বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর বাবু ও শ্রীমান্ শিশিরকুমারের অতিরিক্ত কিছু বক্তব্য নাই। প্রবন্ধে লেখকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে এবং আমাদের চিন্তা করিবার বিষয় আছে। পঠিত প্রবন্ধ সমস্ত আমার অধিগম্য হয় নাই। ছাপায় পড়িতে পাইলে হয় ত হইবে। আমি প্রত্যক্ষবাদী হইয়া ক্ষেত্রতত্ত্ব বুঝিতে চাই। দেশজ্ঞান কিরূপে হয়, তাহা দর্শনে বিচার্য্য। ক্ষেত্রতত্ত্বের বিন্দু (point) নিয়ত স্থান, কিন্তু অপরিমাণ। অতএব "দেশজ্ঞান আর কিছু নহে, বিন্দুর সমষ্টিমাত্র" বলিলে দার্শনিক কূটতর্কের (metaphysical subtlety) মধ্যে পড়িতে হয়। প্রবন্ধ ছাপা হইলে কথাটা বুঝিতে পারা যাইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, যোগেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিতেছেন। আশা করি, তাঁহার আলোচনার ফল পরিষৎকে জানাইবেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্-এ ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল মহাশয়দ্বয় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

৪। (খ) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

৪। (গ ও ঘ) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়ের "রামশর্ম্মার বচন ও গ্রাম্য কবি কুমরে শুক্ল মহাশয়" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। শোকপ্রকাশ—(ক) নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র ও (খ) জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

আলোচ্য বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন ও (খ) পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি," (খ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ-কবিচিন্তামণি মহাশয়ের 'সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব" ও (গ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয়ের "শালিগ্রাম" নামক প্রবন্ধ। ৪। বিবিধ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" মনোমোহন চক্রবর্ত্তী
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ
" অমৃতগোপাল বসু
" রামেশ্বর সেন
" ক্ষেত্রনাথ বসু
" অমৃতলাল দত্ত
" মথুরানাথ মজুমদার

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" শচীন্দ্রসেবক নন্দী
" ভোলানাথ কোঁচ
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" গোলাম দরবেশ দের্দ্দার
" অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইলেন ও উক্ত প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ৫ম হইতে সপ্তম অবধি মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। কেবল ৪র্থ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লিখিত না হওয়ায় উহা পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল।

২। (ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথোচিত প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক,	সমর্থক	সদস্য
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	রাজকুমার শ্রীজগদীশচন্দ্র দেব বি এ মেদিনীপুর।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	ঐ	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন ২৭ মথুর সেন গার্ডেন লেন।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	ডাঃ শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম বি ৪৪।১ গ্রে ষ্ট্রীট।

(খ) নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	১। সমসাময়িক ভারত, (১ম কল্প, প্রাচীন ভারত, ১ম খণ্ড)
	২। ঐ (১ম কল্প, ২য় খণ্ড, প্রাচীন ভারত, দ্বিতীয় খণ্ড)
	৩। ঐ (৮ম খণ্ড, চৈনিক পরিব্রাজ, ১ম খণ্ড)
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪। গয়াকাহিনী
শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী	৫। হিন্দুসমাজের বিরাট মূর্ত্তি সন্দর্শন
রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর	৬। মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ
	৭। মোদমঞ্জুষা
শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮। জগতের সভ্যতার ইতিহাস (সূচনা)

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক	৯। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ভূমির রাজস্ব-বিষয়ক নীতি
	১০। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না
	১১। বিষ্ণুপুরাণং (শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা সহ, ১ম খণ্ড)
	১২। ঐ ঐ (২য় খণ্ড)
	১৩। দোঁহাবলী—তুলসীদাসী (হিন্দী)
	১৪। তত্ত্বদর্শী, (৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা)
	১৫। ঐ ৪র্থ ভাগ, ৫ম (হিন্দী)
	১৬। ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ, ৭ম („)
শ্রীযুক্ত যদুনাথ দে তত্ত্বনিধি	১৭। নাস্তিক ও জাপানী যোগী
Officer in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.	১৮। Report on Wards attached and Trust Estates in Bengal for 1914-15.
Secy. Asiatic Society.	১৯। Memoris of Asiatic Society of Bengal, Vol IV, No. 2.
Registrar, Calcutta University.	২০। Calcutta University Calendar pt. I, 1915.
	২১। Calcutta U. Minutes pt. I. 1915
	২২। Do Do pt. II „
	২৩। Do Do pt. III „
শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক	২৪। The Genl. Stamp Act, No. 180-1869.
	২৫। Report of the 14th Indian National Congress 1901.
	২৬। The Indian Tax Act, 12 of 1841.
	২৭। Resolution on the Indian Income Tax Act, 1871.
	২৮। The St. John Ambulance Association in India.
	২৯। Light on the Path.

৪। (ক) তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "স্নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়

সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক বলেন যে, নেহ শব্দ খাঁটি প্রাকৃত। সংস্কৃতে যেখানে স্নেহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, প্রাকৃতে সেই স্থলে ণেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাকৃত ভাষা হইতেই এই শব্দ পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান প্রাকৃতের অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা প্রধানতঃ প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। সাতবাহন-বিরচিত গাথাসপ্তশতী নামক প্রাকৃত গ্রন্থে লালসা অর্থে লেহলা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পদাবলীতে ব্যবহৃত "লেহ ও নেহা" শব্দ এই লেহলা শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং পদাবলীর দুই এক স্থলে সেই শব্দ লেহলা অর্থাৎ লালসা বা আকাঙ্ক্ষা অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। অতএব "লেহ", "লেহলা", "নেহ" ও "ণেহ" শব্দের মূলে প্রাকৃত এবং উক্ত ভাষায় ব্যবহৃত 'ণেহ', 'নেহ' ও লেহলা শব্দত্রয় হইতে যে পদাবলী-সাহিত্যের 'লেহ', 'লেহা' ও নেহ শব্দের উৎপত্তি, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে কেহ কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করায় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার "সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক বলিলেন যে, সুশ্রুতসংহিতায় বৈদিক ধর্ম্মের অনুশাসনই দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধধর্ম্মের গন্ধ অনুভূত হয় না। প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে এ সম্বন্ধে সভাস্থ কেহ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।

সভাপতির নির্দেশ মত "শালিগ্রাম" নামক তৃতীয় প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবাবু মুর্শিদাবাদ লাইনে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন এবং নদীয়া জেলার শালিগ্রামে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, শালিগ্রাম সম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার — শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—১৫ই ফাল্গুন, ১৩২২, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৬,

রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন,—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস মহাশয় কর্ত্তৃক স্কেলেরিট নামক খনিজ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি", (খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়ের "রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোক-প্রকাশ,—(ক) লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বি এল ও (খ) যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ
„ ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
„ গৌরহরি সেন
„ অতুলচন্দ্র সেন
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ রামেশ্বর সেন
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ আমোদমোহন সাহা
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
„ শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী
„ হৃষীকেশ মিত্র
„ যোগজীবন মিত্র
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহকারী সম্পাদকগণ।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল্	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল্ উকীল, পুরুলিয়া।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীনাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ ক্ষত্রিয়-বান্ধব সম্পাদক, মেদিনীপুর।
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দত্ত		শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী উকীল, পটীয়া, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীঅন্নদাচরণ সেনগুপ্ত সুচিয়া রামকৃষ্ণ মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার, সুচিয়া, বড়মা পোঃ, চট্টগ্রাম।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮।৩ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। নিম্নলিখিত পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ	১। ফেৎকারিণী-তন্ত্র (ভৈরবাচার্য্য)
	২। নিরুত্তর-তন্ত্র
	৩। ভূতডামর (বীজাভিধান সমেত)
	৪। হস্তামলক (হস্তামলকাচার্য্য)
	৫। কাতন্ত্রবৃত্তি—আখ্যাত (দুর্গাসিংহ)
	৬। স্মৃতিতত্ত্ব (রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য)
	৭। ইতিহাসসমুচ্চয়
	৮। শৃঙ্গারতিলক (মহাকবি কালিদাস)
	৯। একাক্ষরকোষ (পুরুষোত্তম)
	১০। পদাঙ্কদূতটীকা
	১১। নানার্থ-ধ্বনিমঞ্জরী (পদ্মসিংহ)
	১২। ললিতাবলী (দিগম্বর ভট্ট)
	১৩। জাতিমালা (পরাসর-পদ্ধতি)
	১৪। তন্ত্রের পুথি (সংগ্রহ)
	১৫। নিগমকল্পক্রম

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়	১।	রাসপঞ্চাধ্যায় ও উদ্ধবদূত গ্রন্থ (খণ্ডিত)
	২।	ভারতবর্ষের ইতিহাস
	৩।	ভূগোল-বিবরণ
	৪।	ঐ (২য় ভাগ)
	৫।	পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী (দাশরথি)
	৬।	বিদ্যাসুন্দর
	৭।	দণ্ডবিধির আইন (১৮৬০ সালের ৪৫ আইন)
	৮।	জমিদারী-দর্পণ
শ্রীযুক্ত রাইমোহন বরাট	৯।	শ্রীশ্রীশীতলাভক্তি
স্বামী যোগানন্দ	১০।	তত্ত্বপ্রকাশিকা বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র নাগ	১১।	লীলাম্বুধি
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন	১২।	বিদ্যাসাগর
	১৩।	প্রবাদমালা, বঙ্গদেশীয় বিবিধ জ্ঞানপ্রদ ব্যবহারমূলক, (১ম ভাগ)
	১৪।	প্রবাদমালা, (২য় ভাগ)
	১৫।	ভূদেবনির্ব্বাণম্
	১৬।	সরলামরকোষঃ (১ম কাণ্ডং)
	১৭।	চাণক্যশ্লোকঃ
শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৮।	একতারা
	১৯।	বীথি
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্ম প্রহরাজ	২০।	দুর্গোৎসব-তরঙ্গিণী
শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	২১।	A Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal, Vol II.
	২২।	Search for Sanskrit Manuscripts.
Supdt. Govt. Printing, India.	২৩।	Annual Report of the Board of Scientific Advice for India for 1914-15.
	২৪।	Cotton Spinning and Weaving in India.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Printing, India.	২৫।	Report of the Agricultural Research Institute and College, Pusa, for 1914-15.
Secretary to the Govt. of India, Revenue Department.	২৬।	Notification and Order relating to the war in force in Bengal.
	২৭।	Report of the Agricultural Department, Bengal, for the year ending June 1915.
Secy. Govt. of Bombay, General Deptt.	২৮।	Progress Report of the Agricultural Survey of India, Western Circle.
	২৯।	Report of the London Advisory Committee for Indian Students in the United Kingdom.
Smithsonian Institution, America.	৩০।	Annual Report of the Smithsonian Institution for 1914.
	৩১।	Smithsonian Miscellaneous Collection Vol 65. No. 3. Do „ No. 10.

৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস মহাশয় কর্ত্তৃক স্কেলেরিট নামক খনিজ পদার্থের প্রদর্শন স্থগিত রহিল।

৫। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের মতামত জানিতে চাহিলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় প্রবন্ধে উদ্ধৃত কোন মন্তব্য সম্বন্ধে একটি ভ্রমের বিষয় উল্লেখ করেন। স্থির হইল যে, এই ভ্রমের বিষয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে জানাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার "রেশমশিল্পের পারিভাষিক শব্দ" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। এই প্রবন্ধ পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় কর্ত্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হইলে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৬। (ক) লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বি এল্ ও (খ) যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে শোকপ্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরিত হইবে, স্থির হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২১ মাঘ ১৩২২, ৫ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতা বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ অমৃতলাল দত্ত
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ শরৎলাল বিশ্বাস বি এ
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
„ কবিরাজ মথুরানাথ মজুমদার
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ
„ বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ শ্রীমানী
„ রজনীকান্ত রায়
„ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ
„ রামকমল সিংহ
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
„ বাণীনাথ নন্দী } সহঃ সম্পাদক
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার }

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতাবিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। এই অধিবেশনে উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় অনুবাদ-লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

স্বর্গীয় মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—১৩ই শ্রাবণ, ২৯শে জুলাই, শনিবার, ৬ ঘটিকা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, (সভাপতি)
সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল, পি এইচ ডি
মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, কে, টি বাহাদুর
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
„ শেষপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ গগনচন্দ্র রায়
„ চিরসুহৃৎ লাহিড়ী
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
„ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এফ সি এস
„ মাননীয় রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্ এ
„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ
„ রমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ নিখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
„ পান্নালাল মল্লিক
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ সত্যচরণ বসু এম্ এ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
„ তারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ, বি এ
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ কালিকানন্দ ঠাকুর
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার
„ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ চারুচন্দ্র বসু
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ
„ ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
„ জীবনধন চক্রবর্ত্তী
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ শ্যামলাল মল্লিক

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু
„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্
„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
„ মহাদেব সেন
„ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ শান্তিসাধন বিশ্বাস
„ যতীন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী
„ নিত্যানন্দ রায়
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র
„ যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
„ শরৎকুমার ঘোষাল
„ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
„ বসন্তকুমার ঘোষাল

শ্রীযুক্ত নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত
„ শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী
„ নগেন্দ্রনাথ রায়
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ রামকমল সিংহ
„ কমুদবন্ধু দাসগুপ্ত
„ বসন্তকুমার রায়
„ প্রদ্যোতকুমার রুদ্র
„ ননীলাল বসাক
„ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহঃ সম্পাদকগণ

সভাপতি মহাশয় কোন বিশেষ অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহানুভূতিসূচক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ
মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
রায় ললিতমোহন সিংহ, রায় বাহাদুর
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বি এ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত (সহঃ সম্পাদক)

সভারম্ভে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত গান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হয়।

কি জানি আজি সে কোথা
মূরতি-প্রতিষ্ঠা যার।
শত গুণে জাগে শুধু
শত-গুণ-স্মৃতি তার॥
উচ্চ তার শির, উচ্চ তার জ্ঞান,
উচ্চ তার মান, উচ্চ তার প্রাণ,
নম্র পল্লবিত তরুর সমান,
তাই সাধ তারে শুধু দেখিবার।
মর্ত্ত্য মূর্ত্তি আর পাইব কোথায়,
রেখে শত কীর্ত্তি-বিভূতি হেথায়
সে যে গেছে চ'লে দূরে অমরায়,
তাই সাধ হেথা মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠায়।
গৌরব কি তার মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠায়,
গৌরব তাদেরি যারা দিতে চায়,
আদর্শে দেখায়ে গুণ-গরিমায়
মূর্ত্তি-লক্ষ্যে শত পথ সাধনায়।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামাচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয় মহারাজ-রচিত নিম্নলিখিত ছুইটি শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন ;—

(১)

ন পূজাং ন মন্ত্রং ন বা যাগযজ্ঞং, ন জানে প্রয়োগং ন বা যোগসিদ্ধিম্।
ত্বদীয়ং পদাব্জং মদেকাবলম্বং, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে ॥১॥
গতং যৌবনঞ্চাতিভোগাভিলাষৈরিদানীং জরা হ্যাগতা দেহমধ্যে।
ন পশ্যামি মাতঃ পরিত্রাণহেতুং, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে ॥২॥
শরীরং তথা মে মনোজ্ঞা ন বুদ্ধিঃ, সমস্তং প্রদত্তং তব শ্রীপদান্তে।
ন পুণ্যং ন ধর্ম্মো মমৈবাস্তি কিঞ্চিৎ, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে ॥৩॥
সদা ভীতচিত্তঃ সদা ব্যাকুলাত্মা, ন জানে গতিঃ কা ভবেজ্জীবনান্তে।
অপারা কৃপা তে দৃঢ়জ্ঞানমেতৎ, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে ॥৪॥
ন চান্যা গতির্মে বিনা পাদপদ্মং, কুরু ত্বং শরণ্যে যথেচ্ছং হি কালি।
প্রপশ্যাম্যদূরে মহাঘোরকালং, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে ॥৫॥
দত্ত্বা ব্রহ্মময়ীপাদে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীনিমান্।
তদাশ্রয়ং চিরং যাচে যতীন্দ্রঃ শরণাগতঃ ॥৬॥

(২)

শৃণু রে মানস শৃণু হিতবাণীং
ত্যজ নিজচঞ্চলভাববিধানীং।
পরিহর সত্বরমহমিতি গর্ব্বং
কালগ্রাসে নিবসতি সর্ব্বম্ ॥১॥
মৃগতৃষ্ণাসম-ভববিভবাশা
শান্তা ন ভবতি ভোগপিপাসা।
ইহ সংসারে নহি সুখলেশঃ
প্রভবতি নিত্যং দুঃখবিশেষঃ ॥২॥
মায়ামুগ্ধং বিচরসি লোকে
সুখসন্ধানান্ মজ্জসি শোকে।
ব্যর্থং পরিজনবৈভববিত্তং
ব্রহ্মময়ীপদমাশ্রয় নিত্যম্ ॥৩॥

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় মহারাজের রচিত নিম্নলিখিত ইংরাজি কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন,—

MOON LIGHT ON THE RIVER.

(From "Flight of Fancy"
by the Late Maharaja Sir J. M. Tagore.)

The silv'ry moon, in majesty serene,
Enthron'd sits. Beneath, the Ganges spreads
Its breast.—a sheet immense of crystalline,
Where Heaven's ethereal dome, begemmed with stars
Is mirrored.—"beautiful exceedingly !"
Along the verdant banks the stately palms
Their lengthened shadows fling ; the mangoe tree,
Its leaves with silver tipp'd, a chequered shade
Extends ; while oft some silken plot of ground,
Enamelled o'er with flowers of orient hue,
Laughs gaily on the sight. In tranquil flow
The stream roll on, unruffled with a wave,
Like infancy's sweet thoughts—so pure, so calm !—
And such the stillness that pervades this hour,
That not a rippling sound is heard against
The vessel's side. The winds, now weary grown

With wafting fragrance from the nectar'd cup
Of each fresh opening flower, have sunk to rest.
Nor aught else stirs ; except at intervals
In melting cadence from some far off tree
Is heard the *Kokil* singing to his mate ;
Or, oftener yet, the crickets piercing chirp
That makes the silence doubly felt. 'Tis now
That contemplation reigns supreme ;
'Tis now that Nature with her Maker holds
Communion deep. A spell there is in such
A time as this that leads the pensive soul
To tender mem'ries of the blissful past !

অতঃপর শ্রীযুক্ত বামাপদ হালদার মহাশয় কর্তৃক মহারাজের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হয় ;—

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

তুষার-ধবল হ্রদে নিলিম নলিনী।
হয়হৃদি মাঝে আমার শ্যামা মা জননী॥
রূপে সে তিমির রাশি
অথবা তিমিরনাশি
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী।
মনে এই অভিলাষ
কাটিয়ে সংসার-পাশ
যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ দু'খানি॥

তৎপরে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "যতীন্দ্র-স্মরণ" নামক নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করেন ;—

যতীন্দ্র-স্মরণ।

শুভ দিনে শুভ ক্ষণে দেশমাতৃকার গর্ভে
ক্বচিৎ জনমে সুসন্তান ;
ক্ষিতিতলে লভে যশ অতুল সম্পদ সুখ
ভাগ্যবান্ লভয়ে সম্মান !
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্ম-ফলে, কীর্ত্তি স্মৃতি-সৌধ স্থাপি
লভেন এ ভবে অমরতা,
মৃত্যুর পরেও কভু যশ খ্যাতি জ্যোতি তাঁর
প্রাপ্ত নাহি হয় মলিনতা।

কত নরনারী ফেলে অশ্রুজল তাঁর তরে
সদ্‌গুণাবলী তাঁর স্মরি ;
নিত্য পূজা করে তাঁরে, হৃদি-সিংহাসনে রাখি
দেবতার পূত পদে বরি।
তুমি সেই ভাগ্যবান্, শুভ দিনে শুভ ক্ষণে
জন্মেছিলে বিরাট পুরুষ !
এ বঙ্গ মাঝারে দেব অতুল সম্পদ্ খ্যাতি
লভেছিলে পরম পৌরুষ।
কর্ম্মক্লান্ত দেহে পরে, দেশমাতৃকার অঙ্ক
শূন্য করি লভেছ বিশ্রাম
শান্তিদাত্রী "ব্রহ্মময়ী" স্নিগ্ধ কোলে, বহে যথা
শান্তি-সমীরণ অবিরাম।
যেই কীর্ত্তি-স্মৃতি-সৌধ স্থাপন করিয়া গেছ
তার সেই অতি উচ্চ চুড়ে,
আজিও তেমতি দেব পত পত শব্দে সদা,
বিজয়-কেতন তব উড়ে।
সেই তব রাজপাট, সেই রাজ-সিংহাসন
আজিও তো রয়েছে বজায়,
সেই রাজসম্মান মহারাজ উচ্চোপাধি
আজো তব মহিমা যে গায়।
সেই তব প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে আজো বাজে
সুমধুর আরতির বাদ্য,
তোমার স্থাপিত সেই অন্নসত্রে প্রতিদিন
অভুক্ত অতিথি পায় খাদ্য !
তব প্রতিষ্ঠিত টোলে দীন বিদ্যার্থীর দল
লভিছে আজো বিদ্যাশিক্ষা,
আজিও যাচকবৃন্দ রিক্ত হস্তে নাহি ফেরে
যথাযোগ্য পায় দেখি ভিক্ষা।
বঙ্গ-বিধবার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তুমি
করে গেছ যে বিরাট দান।
আজিও তাহার তরে দেবীরূপা মাতৃরূপা
বিধবারা করে যশোগান।
অধিকন্তু কলিকাতা সমগ্র বঙ্গের মাঝে
হেন শুভ অনুষ্ঠান কই ?
যাহাতে তোমার দান, হয় নাই বরিষণ ;—
অনুষ্ঠিত হ'লো তোমা বই।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সর্ব্বত্র দেখিতে পাই
তোমার সে জীবন্ত প্রতিমা,

সর্ব্বত্রই তব নাম অঙ্কিত রয়েছে দেখি
প্রকাশিছে তোমার গরিমা।
পরিষৎ মন্দির মাঝে তোমার প্রস্তর-মূর্ত্তি
প্রতিষ্ঠার দিনেতে হে আজ,
কত কথা মনে পড়ে, তোমার সে গুণপনা
কেমনে প্রকাশি মহারাজ ?
বীণাপাণি কমলার একত্র যে সম্মিলন
অসম্ভব—কভু দেখি নাই!
সম্ভব হইয়াছিল দেখেছি কেবল মাত্র
যতীন্দ্রমোহন, তব ঠাঁই।
আচণ্ডালে সম ভাব, রাজকর্ম্মচারী প্রজা
যথাযোগ্য সম্ভাষণ সবে,—
তুমিই করেছ জানি, দেখেছ স্নেহের চক্ষে
যে এসেছে তব পাশে যবে।
বঙ্গদেশে নাট্যশালা, যাহা আজ নাট্যামোদী
ব্যক্তিদের হর্ষ-নিকেতন,
প্রতিষ্ঠাতা কে তাহার— তুমিই তো মূল তার
নাট্যশালা তোমার স্থাপন।
বঙ্গীয় সাহিত্য যবে শিশু—তখন তাঁহার
শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলে দেব তুমি,
বঙ্গীয় সাহিত্যে দান রহিবে অক্ষয় তব
যত দিন রবে বঙ্গভূমি।
তোমার সুযোগ্য পুত্র তব কীর্ত্তি যদি ওহে
রাখিয়াছে সবই উজ্জ্বল,
তথাপি কেমন যেন তব লাগি তপ্ত শ্বাস
বাহিরায় ঝরে আঁখিজল।
তবে আমাদের এই দুঃখের সান্ত্বনা দেব
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" ভবে,
বহু দিন বহু বর্ষ বঙ্গবাসি-হৃদাসনে
মূর্ত্তি তব প্রতিষ্ঠিত রবে॥

তৎপরে মহারাজ বাহাদুরের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি শ্রীযুক্ত বামাপদ হালদার মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হয়;—

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

কি শোভে আজু ঝুলনে।
কি শোভে আজি কুঞ্জমাঝে
রসিকরাজ রাধা সহ রাজে
(আজি ঝুলনে)।

শ্রাবণ-শশী মেঘ-মিলিত
কভু বিকাশ কখনও মুদিত
গোকুল-শশী হেরি ত্বরিত
লুকায় যেন লাজে
(আজি ঝুলনে)॥

গোপীগণ একসঙ্গ গায় গীত রসতরঙ্গ
নৃত্য সহিত অঙ্গ-ভঙ্গ
ঘন মৃদঙ্গ বাজে।
ফুটিল সকল কানন-ফুল
পবন বহন মন্দ মৃদুল
ধন্য হইল যমুনাকুল
মধুর যুগল সাজে
(আজি ঝুলনে)।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর স্বর্গীয় মহারাজের জীবনী সম্বন্ধে "যতীন্দ্র-প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহার জীবনী সংগ্রহ ও তাঁহার রচিত সমগ্র গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ও প্রচার তদীয় উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুরের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ও বাঙ্গলা দেশের জমিদারগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ বাহাদুর এই প্রসঙ্গে বলিলেন যে, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন যা জানিতেন, এমন জিনিষ ছিল না। তিনি সকল জিনিষের অন্তঃস্থল বুঝিতেন। তিনি মিষ্টভাষী ও সদালাপী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক ঘণ্টা কথাবার্ত্তা কহিলে গত ৫০ বৎসরের Political Lifeএর সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার মাতৃ-ভক্তি অসাধারণ ছিল। Lord Lytton তাঁহাকে দিল্লী দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে যাইতে অনুমতি না দেওয়ায়, তিনি ঐ দরবারে যান নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ মহাশয় বলিলেন,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আমরা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করিয়া থাকি। অদ্য আমরা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর একজন ভক্তের পূজা করিতে আসিয়াছি।" মহারাজের নানা গুণগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বদর্শিনী প্রতিভা ছিল। তিনি বাঙ্গালার একজন প্রধান জমিদার ছিলেন। British Indian Associationএর গৌরবজনক অনেক কাজই মহারাজ বাহাদুরের পরামর্শ-মত হইয়াছিল। ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় মহারাজের সহিত পরামর্শ করিয়া

Hindoo Patriotএর প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি দূরদর্শী, চতুর ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন। তাঁহার মনে হয় যে, মহারাজের একান্ত নিষ্ঠা, দেবভক্তি ও মাতৃভক্তির গুণে তিনি "বাবু যতীন্দ্রমোহন" হইতে উচ্চ "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজের সহিত মাইকেল মধুসূদনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। মধুসূদন যখন নিতান্ত অপরিচিত, তখন মহারাজ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণ মনে করিতেন যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটা বাতুলতা মাত্র এবং তাঁহারা উহার স্থায়িত্বে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু মহারাজ যতীন্দ্রমোহন তাহার মর্ম্ম বুঝিতেন ও মাইকেলকে প্রশ্রয় দিতেন। সকলেই অবগত আছেন যে, মাইকেল সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলায় বিয়োগান্ত নাটক লেখেন। তাঁহার প্রথম বিয়োগান্ত নাটক কৃষ্ণকুমারীর সম্পূর্ণ ব্যয় যতীন্দ্রমোহন বহন করেন। যেমন বিক্রমাদিত্য কালিদাসের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, যতীন্দ্রমোহন মাইকেলকেও সেইরূপ প্রশ্রয় দেন। যতীন্দ্রমোহন নিজে বাণীর সেবক ছিলেন ও বাণীর সেবকদিগের উৎসাহদাতা ছিলেন।

অতঃপর সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—যতীন্দ্রমোহন সাহিত্যানুরাগী পুরুষ ছিলেন। এই ক্ষণজন্মা মহাত্মার স্মৃতি-সভায় উপস্থিত থাকা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি আমায় ভালবাসিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে কথায় কত বলিব, বলিতে কথা ফুরায় না। তিনি যথাশাস্ত্র ও যথান্যায় ধন ও মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নিম্নলিখিত ভাবে হয়। তাঁহার পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত Tagore Law Professorshipএর আমি একজন প্রার্থী ছিলাম। তখন Thesis লেখা ছিল না, অনেকটা canvassing দ্বারা নির্ব্বাচন হইত। আমি প্রথমে সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি ঐ পদের যোগ্য কি না। আমার সহাধ্যায়ী ও বন্ধু প্রতাপচন্দ্র পাল আমাকে কৃষ্ণদাস পালের নিকট লইয়া যান। তাঁহারা উভয়েই বলেন যে, একটু আধটু canvassing করাইতে হইবে। অগত্যা প্রফুল্লকুমারের সহিত পরিচিত হইবার জন্য তাঁহারা আমাকে যতীন্দ্রমোহনের নিকট যাইতে বলেন। আমি তখন হাইকোর্টের একজন নগণ্য উকীল। কিন্তু তবুও তাঁহার কাছে যাইতে তিনি এত মিষ্টভাবে আদর করিলেন, যাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত সরল ছিল। অথচ তিনি রাজনৈতিক জটিলতা খুব বুঝিতেন এবং অনেককে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তাঁহার আর এক গুণ ছিল যে, কেহ তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি তাহার নিকট যাইতেন, তা আহ্বানকারী ধনীই হউক, আর দরিদ্রই হউক। তিনি নিজে সাহিত্যসেবী ছিলেন, কিন্তু ইংরাজি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা পার্শী ইত্যাদি সকল ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আমি একবার তাঁহার প্রাসাদে বেড়াইতে গিয়া একটি ইংরাজি কবিতা দেখি; উহা পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুর পর রচিত। জানিলাম যে, উহা মহারাজ বাহাদুরের নিজের লেখা। কবিতাটি ঠিক মনে নাই। সুন্দর কবিতাটি মুদ্রণ-

যোগ্য। তাঁহার বাড়ীতে কল্পিত গুহায় একটি মূর্ত্তির নীচে তাঁহার রচিত যে একটি সুন্দর শ্লোক আছে, তাহা ব্যাকরণ-দুষ্ট হইলেও উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—যখন কাশীতে কাশীনরেশ মহারাজ প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে return visit দিতে আসেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি। এই সময়ে তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আলাপ শুনিয়া আমি আনন্দ লাভ করি। তিনি ভূম্যধিকারীর প্রকৃত আদর্শ ছিলেন। তিনি প্রাচীনের প্রতি অত্যন্ত আদর করিতেন। দাশুরায়ের প্রাচীন পাঁচালী-জানা লোক খুব কমই ছিল। কোন সময়ে শুনা যায় যে, বক্রেশ্বর নামক একজন লোক দাশুরায়ের পাঁচালী জানেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া সেই গান শুনিয়াছিলেন। কোন ভাল গাইয়ে বা বাজিয়ে আসিলে তিনি তাঁহাদের আদর করিয়া ডাকিতেন ও উপযুক্ত সম্মান ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিতেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে অসাধারণ ভক্তি ছিল। কাশীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুন্দর শিবমন্দির তাঁহার প্রাচীন স্থাপত্য-বিদ্যায় আস্থা ও দেবভক্তি প্রকাশ করিতেছে। ঐ মন্দির-বাটীতে আশী জন ছাত্র বাস করে ও আহার পায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"মহারাজ যতীন্দ্রমোহন উর্দ্দু ও পারশি খুব ভাল জানিতেন ও ঐ ভাষাদ্বয়ের অতি সুন্দর উচ্চারণ করিতে পারিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, জানিতাম। লেডী কর্জ্জনের আমলে লাট-প্রাসাদে একটা গার্ডেন পার্টি হয়। বঙ্গীয় সম্পাদকরূপে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। ঐখানে লেডী কার্জ্জন নিজে সকলকে চা দিতেছিলেন। মহারাজা বাহাদুর গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে যদি Lady Curzon নিজে চা দেন, তাহা হইলে তিনি কি করেন, দেখিবার জন্য ব্যগ্র ছিলাম। যখন Lady Curzon চা দিলেন, তখন তিনি নিজে হাত পাতিয়া লইলেন, তারপর পাগড়িতে ঠেকাইয়া ফেরৎ দিয়া বলিলেন যে, হিন্দুমতে দেবতার প্রসাদ মাথায় রাখিতে হয়, খাইতে নাই। ইহাতে ধর্ম্মও বজায় রহিল, আপ্যায়নও করা হইল। তিনি একজন ভক্ত সাধু ছিলেন এবং তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে জানিতে পারি যে, তিনি একজন সাধক ছিলেন। তারা-পীঠের "বামা ক্ষেপা"কে বোধ হয়, একমাত্র যতীন্দ্রমোহনই নিজে বাড়ীতে আনিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর এক মিনিট পূর্ব্বে মনে হয়, যেন তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন। তারপর যেন কথা শেষ হইলে তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন—কোলে নে মা—তাহার পরই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হয়। যাঁহারা তাঁহার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আমার কথার সত্যতার প্রমাণ দিবেন। তাঁহার বাড়ী একটি আসল বৈঠকখানা ছিল। তিনি একজন মুরুব্বি পৃষ্ঠপোষক ও নেতা ছিলেন; তিনি অতীতের ভাণ্ডার ছিলেন। আমি যে প্রাচীন কালের বিষয়ে নানা তথ্য জানিয়াছিলাম, তাহার পনের আনা মহারাজা বাহাদুরের নিকট হইতে।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—ভারতবর্ষীয়—বিশেষতঃ বঙ্গ-

দেশের ইংরাজ-শাসনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এই কয় অংশে বিভক্ত করা যায় ;—প্রথম পলাশীর যুদ্ধের দিন ২৩শে জুন ১৭৫৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৯১ সাল অর্থাৎ Lord Cornwallisএর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। তখন নবাগত ইংরাজের অত্যাচারে দেশ জর্জ্জরিত। বঙ্গীয় প্রজার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। এই সময় কোনরূপ সাহিত্য-চর্চ্চাই হয় নাই। ১৭৯৫ হইতে ১৮১৩ পর্য্যন্ত Lord Cornwallisএর সময় দেশের প্রজার অবস্থা কতক ভাল হয়। এই সময় দুই একখানা বাঙ্গলা বই লিখিত হইতেছিল। ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ এই বিশ বৎসর বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা হয় এবং উহা অনেক বর্দ্ধিত হয়। এই সময় অনেক ইংরাজ আমাদের দেশের ও ভাষার উন্নতির চেষ্টা করেন। এই সময় রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৩ হইতে ১৮৫৩ বা ৫৭ এই সময়ে বঙ্গভাষার দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হয়। অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। বহু গ্রন্থ এই সময় লিখিত হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি অনেক হয়; তখনও যতীন্দ্রমোহনের প্রতিভা প্রকাশিত হয় নাই। তিনি তখন হিন্দু কলেজে বিদ্যা লাভ করিতেছিলেন। তিনি একজন ভাল ছাত্র ছিলেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজি সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হন। ১৮৫৭—১৮৮৩ এই সময়ে বঙ্গের বিশেষ উন্নতি হয়। সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক—এই সকলের উন্নতির কেন্দ্র ছিলেন সার যতীন্দ্রমোহন। তাঁহার যত্নে বেলগেছে ও তাঁহার নিজ বাড়ীতে নাট্যশালা প্রস্তুত হয়। তিনি প্রকৃত গুণীর গুণ বুঝিতেন। যতীন্দ্রমোহন বাঙ্গালার কেন, ভারতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। ১৮৮০ সালের পর হইতে যতীন্দ্রমোহন নিজে বড় একটা কিছু করিতেন না, তিনি কেবল উপদেষ্টা ছিলেন। রাজনীতি, সমাজ ও নানা বিষয়ে নব্য সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতেন। Hindu Collegeএর Theatre হল ভাঙ্গিয়া দিবার কথা হয়। মহারাজের মনে ইহাতে আঘাত লাগে। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন যে, আমার পুত্র প্রদ্যোতকুমারকে সঙ্গে লইয়া ছোট লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার নাম করিয়া বলিবেন যে, এই Hall এর যেন অন্য ব্যবহার না হয়। Sir Andrew Fraserএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাত্মা যতীন্দ্রমোহনের নাম বলিবা মাত্র উহা বন্ধ হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় একতালায় আসিয়া মহারাজের মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিলেন এবং মহারাজের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এই মূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য দান করায় তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলেন।

শেষে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।